প্রকাশক :
ডি. চক্রবর্তী
৩০/১-এ কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

TARASHANKAR
NATYA-SAMAGRA
First Volume

প্রথম প্রকাশ :
রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
মহাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৭০০০০৬
এবং
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

বই বেঁধেছেন :
কুণ্ডু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৭৯, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা—৭০০০০৯

তারাশঙ্কর
নাট্য-সমগ্র
প্রথম খণ্ড

নির্দেশিকা

নিবেদন

বাংলা নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনার কাজে সুদীর্ঘ কুড়ি বছর লিপ্ত আছি। এই শাখায় বহুখ্যাত এবং স্বল্পখ্যাত লেখকদের বেশ কিছু বই ইতিমধ্যে আমরা প্রকাশ করেছি। অবিস্মরণীয় সাহিত্য-সাধক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র নাট্যগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষীণ আগ্রহ বহুকাল থেকেই মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। লেখকের সুযোগ্য পুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম প্রেরণায় সেই আশা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ-প্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর তিরোধানের পর সুযোগ্য অনুজ সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাঙ্গীন সহায়তার মধ্য দিয়ে এই গুরুগ্রন্থ প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করেছেন। গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রদ্ধা-ভাজনীয় অধ্যাপক ও নাট্যসমীক্ষক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। সনৎবাবু, সরিৎবাবু এবং অজিতবাবুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রাহক সনৎ গুপ্ত, সুলেখক এবং প্রকাশন বিষয়ে কুশলী পিনাকীরঞ্জন গুহ ও অজয় দাশগুপ্ত এই গ্রন্থ প্রকাশনার যাবতীয় প্রয়োজনীয় পরামর্শে এবং আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন করে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রীতিভাজনীয় সুহৃদ শ্রীপ্রভাস অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে প্রচ্ছদপট রচনা করে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কয়েকজন নাট্যকার এবং অধ্যাপকও নানাভাবে আমাদের বিশেষ সহায়তা করেছেন, তাঁদের কথাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। পাঠক সাধারণের মনোমত হলে এই গ্রন্থ প্রকাশনার শ্রম লাঘব হবে। তাঁদের পর্যালোচনা পরবর্তী খণ্ডটি প্রকাশের কালে অবশ্যই আমরা মনে রাখব। শুভমস্তু।

—বিনীত

প্রকাশক



আলোকচিত্র মোনা চৌধুরীর সৌজন্যে গৃহীত

ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের একটি রীতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। একটি বিশেষ রীতিতে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি অন্য রীতির উপর অধিকার বিস্তার করতে চান। তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস যত বাড়তে থাকে ততই নব নব শিল্পের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে চলেন। তারাশঙ্কর আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তার প্রতিভার ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল না। তা সম্প্রসারিত হ'ল নব নবতর ক্ষেত্রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবলেন, নাটক লিখলেন, কবিতার রাজ্যে মাঝে মাঝে পরিক্রমা করলেন। আবার চিত্রকলার মধ্যেও তাঁর খেয়ালী মন কিছুটা মেতে উঠল। যে নিরাসক্ত অতৃপ্তি ও নিজেকে অবিরাম ছাড়িয়ে চলার নেশা থেকে বড় শিল্পের উৎপত্তি হয় তারাশঙ্করের মধ্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেজন্য তাঁর সাহিত্যে পটভূমির কেবলই পরিবর্তন হয়েছে, জীবনের নিত্যনূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, প্রকাশরীতির নব নব রূপান্তর ঘটেছে। তিনি নাট্যকার হ'তে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাধ্য হ'য়ে কথাসাহিত্যিক হলেন, আবার কথাসাহিত্যে সিদ্ধি আয়ত্ত হবার পরে পুনবায় নাট্যসাধনা শুরু করলেন। তবে নাট্যসাধনাতে শেষ পর্যন্ত যে সফল রইলেন তাও নয়। পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করবার আগেই যেন নাট্যজগতের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অতি শৈশব থেকেই নাটকের

ঐতিহ্যের মধ্যে তারাশঙ্কর মানুষ হয়েছিলেন। লাভপুরে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বন্দেমাতরম থিয়েটার। নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রামের অনেক নাট্যামোদী ব্যক্তি এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যে কলকাতায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের যুগ চলেছে। তার ঢেউ এসে মাতিয়ে তুলল গ্রামের নাট্য আন্দোলনকে। ছন্নছাড়া বিপথগামী যুবকের দল এই আন্দোলনে মেতে উঠল। ছোটো বড়ো শ্রেণীর ভেদাভেদ লুপ্ত হ'য়ে গেল আনন্দের মহাপ্লাবনে। পেশাদার মঞ্চের কোনো কোনো অভিনেতাও এসে লাভপুরের মঞ্চে যোগ দিলেন। আর্ট থিয়েটারের স্বনামধন্য অভিনেতারাও এসে ওই গ্রামে একবার অভিনয় করে গেলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র ও অমৃতলালের ন্যায় কীর্তিমান নাট্যকারও ওই নাট্যপাগল গ্রামে আসতেন। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আরো অনেকে নাটক লেখা শুরু করলেন, যথা, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। বন্দে-মাতরম্ থিয়েটারের পাকা বাড়ি হল, বহুলোকের এক সঙ্গে ব'সে নাটক দেখার জন্য বিরাট প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হল, সাজসজ্জা, আসবাবপত্রও হ'ল চমকপ্রদ।

ছেলেবেলা থেকে নাটক লেখা ও অভিনয় করাই তাঁর সব চেয়ে বড় সাধ ছিল। গ্রামের থিয়েটারে অনেক নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন। গ্রামের অনেককে নাটক লিখতে দেখে তাঁরও নাটক লেখার প্রেরণা এল। তখন ঐতিহাসিক নাটকের যুগ, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অবলম্বনে একটি নাটক লিখলেন, গ্রামের রঙ্গমঞ্চে নাটকটির সফল অভিনয়ও হল। নির্মলশিব বাবু তারাশঙ্করকে আশা দিলেন, নাটকটি আর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তিনি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবেন। কিন্তু আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাটকের পাণ্ডুলিপিটি না পড়েই ফেরত দিলেন। কঠিন আঘাত পেলেন নাট্যকার, সেই আঘাতেই তাঁর সাহিত্যজীবনের ধারা পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। নাট্যকার নিজেই সে-কথা বলেছেন, 'সেদিন যদি এই ঘটনাটি না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'ত, এমন কি ওই কথাগুলি না ব'লে প'ড়ে দেখার ছল ক'রেও দু'দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা ব'লে ভদ্রতার সঙ্গে হল না কথাটা বলতেন তা হ'লে নাটক লেখা ছাড়তাম না। নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়তো আমার পরিচয় হত।

কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম।'

দীর্ঘকাল তারাশঙ্কর তাঁর অভিমান পোষণ ক'রে রেখেছিলেন। নাটক তিনি লেখেন নি, কিন্তু তাঁর সাড়াজাগানো গল্প উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যধারা দু'কূলপ্লাবী ভাদ্রের ভরানদীর মত প্রবাহিত হয়েছিল। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে তিনি আরোহণ করলেন। তারাশঙ্করের অনুরক্ত পাঠকসমাজ শুধু কেবল সাহিত্যপাঠে তৃপ্তি পেলেন না, তাঁরা স্মরণীয় উপন্যাসের মানসপটে বিধৃত চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে দেখতে চাইলেন। তাঁদের দাবী পূরণের জন্যই তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে বইয়ের পাতা থেকে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে জীবন্তরূপে নিয়ে আসেন। ঔপন্যাসিক নাট্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সব দেশেই দেখা গেছে যে-সব উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার দিকে নাট্য প্রযোজকদের একটি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। কারণ তাঁরা জানেন যে, ওই সব উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগুলি পাঠকদের হৃদয়ের আনন্দবেদনা রসে অভিষিক্ত হ'য়ে তাদের অন্তরে চিরজাগরূক থাকে, সেই সব কাহিনী ও চরিত্রের জীবন্ত রসমূর্তি দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে প্রবল। সেজন্য মঞ্চে অভিনীত হ'লেই সেই সব উপন্যাসের নাট্যরূপ জনসংবর্ধিত হয়। উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত হলেই দর্শকবৃন্দ খুশি, নাটকের দোষগুণের প্রতি তারা অনেকটা উদাসীন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর যখন নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর মুগ্ধ পাঠকসমাজই কৌতূহলী দর্শকসমাজে পরিণত হল। নাট্যকারের কলাকৌশল তাদের কাছে ছিল গৌণ, ঔপন্যাসিকের চরিত্র ও বক্তব্যই ছিল মুখ্য। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক-খ্যাতি নাট্যকারের খ্যাতিকে এগিয়ে দিয়েছিল। 'কবি', 'কালিন্দী' ও 'আরোগ্যনিকেতনে'র আদি স্রষ্টার কাছে পরবর্তী শিল্পী চিরঋণী র'য়ে গেলেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়ল। উপন্যাসের নির্ভরতা থেকে মুক্ত ক'রে প্রথম স্বাধীন নাটক লিখলেন 'দুই পুরুষ'। 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে হয়তো নাটকটির বীজ ছিল, কিন্তু তবুও নাটকটি অনেকাংশে নাট্যকারের স্ব-পরিকল্পনাপ্রসূত, তারাশঙ্কর নিজেই এটিকে তাঁর প্রথম নাটক বলেছেন। 'দুই পুরুষ' রচনা করবার পর তারাশঙ্করের স্বাধীন নাট্যকারসত্তা পর পর মৌলিক নাট্যরচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে

লাগল, তিনি লিখে চললেন 'পথের ডাক', 'দ্বীপান্তর', 'বিংশ শতাব্দী' ও 'চকমকি' প্রহসন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে নূতন করে ঐতিহাসিক নাটক লিখলেন 'যুগবিপ্লব'। যুগবিপ্লব তাঁর প্রথম ও শেষ ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রতিষ্ঠা পান নি, তাই ও-পথে তিনি আর যান নি। কালরাত্রি ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা নাটক দুটি একাঙ্ক। একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি সম্পর্কে তখনো অনেকের মনে ধারণা অস্পষ্ট। কিন্তু তারাশঙ্কর আধুনিক কালের সমৃদ্ধ নাট্যধারাটির উদ্ভব-কালে অপরিচিত পথে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন, তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনার পরে পুনরায় তাঁর বহুজনপ্রিয় দু'খানি উপন্যাস 'কবি' ও 'আরোগ্যনিকেতনের' নাট্যরূপ দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শেষ নাটক 'সংঘাতে' পুরাতন ও নূতন সমাজশক্তিব বিরোধ দেখানো হয়েছে। তাঁব সাহিত্যিক জীবনের কুড়ি বছর ধ'রে তিনি মাঝে মাঝে নাটক রচনা ক'রে গেছেন। উপন্যাস ও গল্প রচনার ধারা যেমন অবিচ্ছিন্ন ও প্রাচুর্যে ভরপুব, নাটক রচনার ধারা তেমন নয়। নাটকের ক্ষেত্রে তাঁব পদচারণা যেন সতর্ক ও দ্বিধাজড়িত—এ যেন তাঁর ব্যস্ত কথাসাহিত্যিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অবকাশবিলাস—অন্তরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বুঝি ক্ষণকালীন মুক্তি। আক্ষেপেব বিষয় শেষ দশ এগারো বছর আব তিনি নাটক লেখেন নি। তাঁর গল্প-উপন্যাসেব খ্যাতি দ্বিধাগ্রস্থ নাটকের নেশাকে গ্রাস কবে ফেলল। তাঁর কাছে নাট্যজগতের দাবী ছিল অনেক, কিন্তু সেই দাবী পূর্ণ হল না।

নাট্যকার তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কাছে ঋণী এ-কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাসে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্যের জন্য যে সেগুলি উদ্দাম প্রাণশক্তিতে উদ্দীপিত এবং দুর্বার জীবনবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করা দরকার। সূক্ষ্ম, গীতিময় প্রকৃতির স্পর্শকাতর রূপ এবং অস্পষ্ট ও অস্ফুট জীবনাবেগে তাঁর কৌতূহল নেই। প্রকৃতি যেখানে রূঢ় ও নিষ্ঠুর, মানুষের প্রবৃত্তি যেখানে লালসায় উন্মত্ত, হিংসায় অন্ধ, ক্রোধে প্রচণ্ড সেখানে তাঁর স্বচ্ছন্দ লীলা। মৌন বেদনা, নীরব বিলাপ ও কাতর প্রতীক্ষায় তাঁর বিশ্বাস নেই, হাসিকান্না, মিলনবিচ্ছেদ যখন সোচ্চার, অতিশয়িত ও অতিবিস্তৃত তখনই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির উল্লাস। তাঁর গল্প-উপন্যাস চমকপ্রদ, উত্তেজনাপূর্ণ ও অতিনাটকীয় ঘটনায় আকীর্ণ। কোথাও

নৈশ অন্ধকারের মধ্যে মূর্তিমান কালরূপী এক ভয়ঙ্কর মানুষ স্ত্রীর মস্তক ছিন্ন ক'রে শালজঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাদলের তালে তালে মাতাল একদল ক্ষিপ্ত সাঁওতাল নিয়ে দুর্বার ঝড়ের মত্ততায় প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোথাও বা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বন্য মহিষের মত প্রচণ্ড শক্তিধর দুটি মানুষ আরণ্য হিংস্রতা নিয়ে পরস্পরকে বিধ্বস্ত করবার জন্য এক ভয়াবহ লড়াইয়ে মেতে ওঠে, কোথাও বা বিলুপ্তগৌরব কোনো জমিদার নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের হঠাৎ জলে ওঠার মত তার বলিষ্ঠ পৌরুষ ও অপরিমেয় উদ্দামতা নিয়ে অকস্মাৎ বাঁধন ছেঁড়া ক্রিয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার কোথাও এক বিকলাঙ্গ মানুষ তার বিকৃত লালসা চরিতার্থ করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, কোথাও বন্যার প্রবল টানে নিজের স্ত্রীর বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্ত্রীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়, এবং কোথাও বা একজন স্বামী স্ত্রীর কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে জলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে ছেড়ে দেয়। এই সব আদিম ও জান্তব প্রবৃত্তির নাটকীয় চমকে তারাশঙ্করের সৃষ্টিশক্তি উল্লাস বোধ করে। বেপরোয়া সমাজবন্ধনহীন, যাযাবর ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিময় নারীপুরুষের জীবনই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে। ডোম, বাগদী, কাহার, বেদে ও যাযাবর মানুষের উগ্র ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে উন্মুক্ত সরলতা, আদিম লোলুপতা ও অনাবৃত হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রতি স্তরে নাটকের গতি, উত্তেজনা ও রহস্য ছড়িয়ে আছে। তারাশঙ্করের দুর্বলতা ধরা পড়েছে আদর্শবাদী, মধ্যবিত্ত নায়কচরিত্রচিত্রণে। শিবনাথ, অহীনের মত চরিত্রগুলি যেন বড় বেশি আদর্শায়িত এবং সেজন্য যেন একটু বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নাটকীয়তার আর একটি কারণ যে, তাঁর প্রবণতা বিরোধ ও সংঘাতে দিকে, মিলন আর সামঞ্জস্যের দিকে নয়। চরিত্র ও ঘটনার যে দ্বন্দ্বময়তার মধ্যে নাট্যরসের সৃষ্টি হয় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে করেছেন। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, কর্তব্যপরায়ণ পিতার সঙ্গে অসাধু পুত্রের দ্বন্দ্ব, বয়সের সঙ্গে যৌবনের দ্বন্দ্ব, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, মালিক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব—এ ধরনের নানা দ্বন্দ্বের অবতারণার মধ্য দিয়ে গল্প-উপন্যাসে নাট্যউপাদানের অবতারণা করা হয়েছে। তারাশঙ্কর কখনো নাটক লিখেছেন, কখনো লেখেন নি, কিন্তু তাঁর সকল রচনার মধ্যে নাট্যপ্রাণতার উপাদান স্পষ্ট ভাবেই চোখে পড়ে।

তারাশঙ্কর মঞ্চ-ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, সেজন্য মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলি প্রধানত পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সেই পেশাদার মঞ্চের দর্শকদের চাহিদা এবং অভিনয় সাফল্যের কথা তিনি সর্বদাই স্মরণে রেখেছিলেন। তাই তাঁর নাটকে ঘটনার চমৎকারিত্ব, আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, স্থূল ও অতিনাটকীয় পরিস্থিতিরচনা, বিচিত্র রসের উপাদানের অবতারণা, মনোরঞ্জক নৃত্যগীত প্রয়োগ ইত্যাদি দেখা যায়। অভিনয়-চমৎকৃতির দিকে লক্ষ্য ছিল বলে তিনি অনেক আকর্ষণীয় টাইপচরিত্র সৃষ্টি করেছেন, অনিবার্য যোগসূত্র নেই এমন অনেক জমাট ঘটনার অবতারণা করেছেন এবং বক্তৃতাধর্মী আবেগদীপ্ত সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি অনেক নাটকেই অত্যন্ত বেশি প্রগতিশীল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ, শিল্পকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার অনিবার্যতা, পুরাতন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জীর্ণরীতিনীতির অসারতা, যুক্তি ও বিচারের আলোকিত পথে চলার সঙ্কল্প, সন্ত্রাসবাদী ও কোথাও সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের প্রতি সমর্থন—এ-সব তাঁর নাটকের বহুস্থানে দেখা যায়। তবে যাদের তিনি চিন্তা ও আদর্শের দিক দিয়ে সমর্থন করেন, যারা সুস্থ, সংযত ও স্বাভাবিক তারা তাঁর নাটকে উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বল হ'ল তারাই যারা অতিক্রান্ত ও বিলীয়মান, যারা উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল, ভগ্ন ও বিকৃত, যারা নিষিদ্ধ পথের পথিক—উষ্ণ জীবনরস সম্ভোগে উন্মত্ত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি আধুনিক নাট্যকারদের সমধর্মী। কিন্তু নাট্যরীতি ও নাট্যপ্রয়োগের দিক দিয়ে তিনি সনাতনপন্থী। তাঁর অধিকাংশ নাটক চার অঙ্কের, অবশ্য তিন অঙ্কের নাটকও কয়েকটি আছে। তবে অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্য-বিভাগ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি দৃশ্য আলাদা আলাদা পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। নাট্যশিল্পকলার দিক থেকে দোষত্রুটি থাকলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রসে এবং গভীর জীবনানুভূতির স্পর্শে তাঁর নাটকগুলির আবেদন দর্শকদের প্রাণের ভিতরে গিয়ে সাড়া জাগায়। মাটির সঙ্গে নিবিড় যোগ, আঞ্চলিক ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গির যথাযথ ব্যবহার, লৌকিক পাল-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব প্রভৃতির সঙ্গে নাট্যঘটনার অনিবার্য যোগস্থাপন, জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গানের বহুল প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে তাঁর নাটক ঘনীভূত জীবনরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের নাটকগুলির অধিকাংশ মঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তার মূলে রয়েছে তাঁর রচিত কাহিনীর অকৃত্রিম বাস্তবতা এবং তাঁর সৃষ্ট জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রত্যক্ষ আবেদন। মঞ্চআঙ্গিক প্রয়োগের কুশলতা ও নাট্যপ্রয়োগের নৈপুণ্যের জন্য যে নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছে তা নয়। দু' একটি নাটকে মাত্র প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করা গেছে। রঙমহলে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী 'বিংশ শতাব্দী'র বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারটি প্রচুর অর্থব্যয় ক'রে ঠিক একটি বাস্তব গবেষণাগারের মধ্যে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও নাটকটি জনপ্রিয় হয়নি। তখন পর্যন্ত মঞ্চের নাটক ছিল প্রধানত অভিনয় নির্ভর, প্রয়োগনির্ভর নয়। অভিনয়নির্ভর নাটকে নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা ও অভিনেতার অভিনয়দক্ষতার উপরেই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। চরিত্রসৃষ্টিতে তারাশঙ্কর ছিলেন অদ্বিতীয় এবং যেসব অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁর নাটকে অভিনয় করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন দক্ষ শিল্পী। স্রষ্টা ও রূপদাতার এই অতুলন সমন্বয়েই তাঁর নাটকগুলি এত সফল হয়েছিল। তারাশঙ্করের মৌলিক নাটকগুলি অপেক্ষা তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপগুলিই অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল, যথা 'কালিন্দী', 'কবি', আরোগ্যনিকেতন' এবং ছোটগল্পের সম্প্রসারিত নাট্যরূপ 'দুইপুরুষ'। এ-গুলির মধ্যেও আবার বহু-অভিনীত ও জনসংবর্ধিত নাটক দু'টি হ'ল 'দুই পুরুষ' ও 'কবি'। 'দুই পুরুষ' নাটকটি নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়েছিল (৪ জৈ্যষ্ঠ, ১৩৪৯) এবং নুটবিহারী, গোপীনাথ ও সুশোভনের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র ও জহর গঙ্গোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। 'কবি' বোধ হয় তারাশঙ্করের জনপ্রিয়তম নাটক। সঙ্গীতপাগল বাঙালী দর্শকরা এই নাটকের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতগুলিতে মেতে উঠেছিলেন। কবির ভূমিকায় ও গানে রবীন মজুমদার দর্শকদের মনে এমন ছাপ রেখে গেছেন যে তা আর কোনো দিন মুছল না। বিংশ শতাব্দী নাটক বেশি দিন চলে নি বটে, কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনা এবং শ্যামাদাস শাস্ত্রীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দুই-ই হয়েছিল অনবদ্য। কালিন্দী নাটকে রামেশ্বর চরিত্রে মহেন্দ্র গুপ্তের আবৃত্তি ও অভিনয়ও চমকপ্রদ হয়েছিল, বিশ্বরূপায় 'আরোগ্যনিকেতন' ও 'রাধা' নাটক দু'টি মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'রাধা' নাটকে থিয়েটারস্কোপ মঞ্চরীতির প্রবর্তন হয়েছিল। যাত্রা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের সমবায়ে এই শিল্পরীতিটি মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। 'সপ্তপদী' ও 'মঞ্জরী অপেরা' একাধিক অপেশাদার নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করেছে।

'কালিন্দী' (১৯৪১) নাটক ওই নামের প্রসিদ্ধ উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি উপন্যাসের ন্যায় 'কালিন্দী' উপন্যাসেও ভয়াল ও সুন্দর মিশ্রিত পটভূমির বিশালতা এবং সজীব ও পরিবর্তনশীল ধারাবাহিকতা মুখ্য বর্ণনার বস্তু হয়ে উঠেছে। কালিন্দী নদীটি চলমান জীবনস্রোতের প্রতীকরূপেই যেন কল্পিত হয়েছে। তার চরে সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সেই চরের গহন অরণ্যে একদিকে সুরভিত পুষ্পবনের উতলা উৎসব আর একদিকে হিংস্র সরীসৃপের অবাধ হিংসার রাজত্ব। অন্ধকারে চরের বালি নারী ও শিশুর হত্যায় শিহরিত হয়ে ওঠে আবার নবজাত শস্যের প্রাণপ্রাচুর্যে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। মাটির কোলে যাদের বাস সেই সাঁওতালরা কালিন্দীর মাটিকে সোনায় পরিণত করে। কিন্তু সোনার লোভে লুব্ধ ও স্বার্থান্ধ মানুষের দল এসে মারামারি হানাহানি শুরু দেয়। সেই সজীব মাটি নীরস পাষাণে পরিণত হয়, তখন সেই মাটির উপর কলকারখানার দানবীয় লীলা চলতে থাকে। কারখানার কালো ধোঁয়ায় আলোয় উজ্জ্বল আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কর্কশ সাইরেনের সঙ্গে সাঁওতালীর বাঁশীর সুর স্তব্ধ হয়ে যায়। ভূমিলক্ষ্মীর সন্তান কলের দাসত্বে আত্মবিক্রয় করে। এই ক্রমবিবর্তনশীল জীবনধারাই 'কালিন্দী' উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

পটভূমির যে বিস্তৃতি ও গুরুত্ব উপন্যাসে আছে নাটকে স্বাভাবিক কারণেই তা' নেই, নাটকের কাহিনী প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। উপন্যাসে সোমেশ্বর ও রামেশ্বরের কাহিনী অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। কিন্তু নাটকে সোমেশ্বরের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে জানানো হয়েছে মাত্র এবং রামেশ্বরের ভূমিকাও নিষ্ক্রিয় ও নেপথ্যবর্তী হ'য়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে তাকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে দেখা গেছে—কখনো রমণীয়রূপে কালিদাসের কবিতার আবৃত্তির মধ্য দিয়ে, আবার কখনো ঘৃণ্য বীভৎসতায় যখন পাপের গ্লানিতে দগ্ধ হ'য়ে সে তার কল্পিত ব্যাধিতে আতঙ্ক ব্যক্ত করেছে। নাটকের নায়ক অহীন্দ্র এবং তাকে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনীর আরম্ভ ও সমাপ্তি ঘটেছে। জমিজমা-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা, অনেক রেষারেষি ও বিবাদ উপন্যাসের কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, কিন্তু নাটকে সেগুলি বাদ দেওয়াতে নাটকের কাহিনী অনেকটা সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসে সাঁওতালদের অংশ অনেকখানি বিস্তারিত সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকে তাদের ব্যক্তিরূপ অনেক বেশি সজীব ও উজ্জ্বল।

সাঁওতালি ভাষার বাস্তবরসে প্রাণময় নৃত্যগীতের উচ্ছলতায় ও আদিম সরলতা ও ভীষণতার চারিত্রধর্মে চরিত্রগুলি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। নারী চরিত্রটিও নাটকে আবেগের দীপ্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যে অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

'কালিন্দী' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন যে, নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত নাটকটি পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তনের পর প্রকাশিত হয়েছিল। অভিনয়ে যে সব অংশ দর্শকদের কাছে অসঙ্গত ও অনাটকীয় মনে হয়েছিল সম্ভবত সেই অংশগুলিই পরিবর্তন ক'রে নূতনভাবে লেখা হয়েছিল। এই পরিবর্তনে নাট্যকার ও পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্তেরও কিছু হাত ছিল, কিন্তু মূল দায়িত্ব ছিল নিশ্চয়ই তারাশঙ্করের। প্রকাশিত নাটকের আরম্ভ হয়েছে বেশ চমকপ্রদ ঘটনার মধ্য দিয়ে। কালিন্দীর চর ও নায়ক অহীন্দ্রকে নিয়েই নাট্যকাহিনীর আরম্ভ রঙলালের সঙ্গে অহীনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যেমন পূর্বঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তেমনি সাঁওতালদের সাপশিকার, গান ও নাচের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জীবনের আদিম বর্ণময় দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রামেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে ইন্দ্ররায়ের বিরোধ প্রথম অঙ্কে দেখানো হয়েছে, কিন্তু মহীনের কারাদণ্ডের পর ইন্দ্ররায়ের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে এবং তার শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়। তৃতীয় অঙ্ক থেকে সংঘাত শুরু হয় ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতাশালী জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে নববলদৃপ্ত শিল্পপতির। নাটকের কাহিনী প্রবেশ করল আধুনিক পটভূমিতে—মালিকের আগ্রাসী শোষণের বীভৎসতা, মালিক-শ্রমিকের বিরোধ, সংগ্রামে অশান্ত সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী—এ সব নাটকের ঘটনাকে উত্তেজনার বিক্ষোভে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামী নায়ক অহীন, সে বুঝেছে শাসক জমিদারের চেয়ে শোষক মিলমালিক আরো বেশি ভয়াবহ। প্রথম দুই অঙ্কে অহীন শান্ত স্বভাব বালকমাত্র, কিন্তু শেষ দুই অঙ্কে সে বিপ্লবী নায়ক, তবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সে শেষে নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথে এসেছে, হয়তো গান্ধীবাদের আদর্শ তাকে প্রভাবিত করেছে, ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কিভাবে সে ধর্মঘট ঘটিয়েছে, তার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপই বা কিরূপ নাটকের মধ্যে সেসব দেখানো হয় নি। নাটকের অনেক চমকপ্রদ ঘটনা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই অতর্কিতভাবে ঘটেছে। আকস্মিক খুনখারাপীর ঘটনা নাটকে অবিশ্বাস্য অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। ননী পাল ও সারীর অতর্কিত হত্যা নাটকে স্থূল ও রোমাঞ্চকর উপাদান বাড়িয়েছে মাত্র।

নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার চরিত্র ইন্দ্র রায় কঠোর ও কোমল ধাতুতে গড়া সব চেয়ে জীবন্ত চরিত্র। রামেশ্বর তার অবরুদ্ধ কক্ষে ব'সে অনেক সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেছে। কিন্তু তার মত হিংস্র হত্যাকারীর মুখে কালিদাস ও জয়দেবের রসাত্মক কবিতা আবৃত্তি নিতান্তই বেমানান মনে হয়। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে অন্য অনেকে, কিন্তু তাকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। সুনীতি থেকে আরম্ভ করে সে সকলের কাছে তো আদর যত্ন সম্মান অনেক পরিমাণেই পেয়েছে। হয়তো অন্তর্দাহে সে দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সমাজের কাছে সে কোনো শাস্তি পায় নি। নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির অনেকেই কূট, ক্রুর, কুচক্রী ও দুষ্কৃতকারী কিন্তু নারীচরিত্রগুলি সকলেই স্নেহ প্রেম ক্ষমা ও করুণার প্রতিমূর্তি—জ্বালা যন্ত্রণা হিংসা বিদ্বেষ ও রক্তপাতের বিষাক্ত নরকে তারা পরম আশ্বাসভরা স্বর্গ রচনা করেছে।

'**পথের ডাক**' (১৯৪৩) নাটকে আধুনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বাস্তব প্রতিফলন হয়েছে। এ-নাটকে বর্তমান জীবনসমস্যা সম্পর্কে নাট্যকারের সচেতনতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সেই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অপক্ষপাতী, প্রগতিশীল ও কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে। শিল্প মালিকদের বিকৃত অর্থলোভ, নির্মম শোষণ ও অত্যাচার, অপরিমিত দম্ভ ও অমানবিক হৃদয়হীনতা নাট্যকার নিন্দা করেছেন। রায়বাহাদুর ক্ষমতা ও অর্থের মোহে বিবেকহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। অতুল শক্তি ও সম্পদের নেশায় স্নেহ প্রীতি ও কর্তব্যের প্রতি উদাসীন, শুধু কাজ, শুধু সম্পদ বৃদ্ধিতেই তার আসক্তি; তার কাছে প্রতিশ্রুতির দাম নেই, স্ত্রীর মৌন বেদনা ও কাতর অনুযোগের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু সম্পদের জন্য মানুষের মনুষ্যত্বের এই বিকৃতি সত্বেও সম্পদ মিথ্যা নয়! মানুষ যখন সম্পদের অধীন তখনই যত অকল্যাণের উদ্ভব হয়, কিন্তু সম্পদ যখন মানুষের অধীন তখনই তা হয়ে ওঠে কল্যাণময়। সম্পদ লুকিয়ে আছে খনির গর্ভে, খনিশিল্পের মাধ্যমে সেই সম্পদ হাজার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। আজকের দিনে প্রয়োজন মানুষের প্রয়োজনে সেই সম্পদ উদ্ধার করা ও বহুগুণে বর্ধিত করা। সেজন্য অতুলের বয়লারে আবার আগুন জ্বলল, সেই আগুনের শিখায় শত শত মানুষের আশা ও স্বপ্ন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

নাট্যকারের মত ও আদর্শের বাহন নিখিলেশ—যে বিশিষ্ট ধরনের চরিত্র

অন্যান্য অনেক নাটক উপন্যাসে দেখেছি। নিখিলেশ স্বামীজীর সেবাধর্মের আদর্শে দীক্ষিত। কিন্তু সেবাধর্মের অন্তরালে বিপ্লবের অগ্নিময় সাধনায় দীক্ষিত ছিল। কিন্তু নিখিলেশ যেন দ্বিধাগ্রস্ত—প্রাচীন ভারতের তপঃক্লিষ্ট ও ত্যাগপবিত্র আদর্শ ও ভাঙনের আগুনরাঙা পথের দুই বিপরীত আকর্ষণে যেন সে দোলায়িত। কিন্তু তার কর্মে ও সাধনায় সে স্বস্থ ও নিপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছে। সেজন্য তার সংগ্রাম সেই শক্তির সঙ্গে সে তার অপরিমিত লাভের জন্য মানুষের দুঃখ ও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, হতভাগ্য শ্রমিকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করে তাদেরই কাছ থেকে সে পেল চরম অকৃতজ্ঞতার আঘাত। কিন্তু তাতেও তার মানবপ্রেমের আদর্শ বিচলিত হল না। শেষ পর্যন্ত জয়ী হল সে, সুনন্দা তারই ব্রতে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মত্যাগ করল। রায়বাহাদুর ও অতুল তারই উদার মানবিকতার প্রভাবে রূপান্তরিত মানুষ হয়ে গেলেন। আত্মম্ভরি হিংসা পরহিতব্রতী কল্যাণবোধে পরিবর্তিত হ'ল।

আধুনিক নারীর আত্মমর্যাদাবোধ, পুরুষের যোগ্য সহবর্তিতা, নির্ভীক প্রতিবাদ ও স্বতন্ত্র পথে চলবার অকুণ্ঠ সাহস নাটকের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। রমা ও সুনন্দা দু'জনেই ব্যক্তিত্বময় ও আত্মবিশ্বাসী নারী সমাজের প্রতিনিধি। রমা পুরুষের সদয় নির্বাচনের পাত্রী হওয়ার অবস্থাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে সংঘাতসঙ্কুল কর্মের পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। নিখিলেশ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, সেখানে সে নির্দ্বিধ সাহসে শুধু কেবল সামনে এগিয়ে চলে। নিখিলেশের সঙ্গে যখন সে কাজ করেছে তখন হৃদয়বৃত্তির কোনো দুর্বলতাকে আমল দেয়নি, কিন্তু শেষকালে যখন হৃদয়ের সঙ্গী নির্বাচনের সময় এল তখন সকলের অনুরোধ ও নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে সে নিখিলেশকেই নির্বাচন করল। সুনন্দার নিস্পৃহ ঔদাসীন্য ও নীরব বেদনাভোগের মধ্য দিয়ে পিতা ও স্বামীর অপরিতৃপ্ত ধনাকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়হীন কর্মলিপ্ততার বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে। নিখিলেশের প্রতি তার হৃদয়ের কোনো দুর্বলতা ছিল কিনা তা অবশ্য নাটকের মধ্যে স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিখিলেশের কবিতার সে অনুরক্ত এবং নিখিলেশের মানবসেবার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সে পিতা ও স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং স্বেচ্ছায় যেন মৃত্যুবরণ করে নিয়েছে।

নাটকটির প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবিত দুটি বিবাহ ভেঙে যাওয়ার ফলে ঘটনাধারায় যে জটিলতা ঘটেছে তাই দেখানো হয়েছে। নিখিলেশের সঙ্গে

সুনন্দার বিবাহ ঘটল না এবং রমার সঙ্গেও অতুলের বিবাহ সম্পন্ন হল না। বিবাহের এই অসিদ্ধির ফলেই হয়তো নিখিলেশ ও রমা গতানুগতিক জীবনের কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সেবাধর্মের আদর্শতলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল। দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকের ঘটনাধারা এসে পড়েছে রায়বাহাদুর ও অতুলের কোলিয়ারী অঞ্চলে—একদিকে সুরম্য বিলাসবহুল ডাকবাংলো অন্যদিকে মলিন ও অপরিচ্ছন্ন কুলিবস্তি, দুই বিপরীতধর্মী দৃশ্য এল নাট্যঘটনায়। রোগাক্রান্ত ও বিপন্ন কুলিদের সেবা করতে এসেই নিখিলেশ ও রমার সঙ্গে বিরোধ বাধল রায়বাহাদুর ও তার জামাই অতুলের। সেই বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে—কয়লাখনির খাদে আগুন লাগার ঘটনায়। অবশ্য খাদের ভিতর সব চরিত্রের নেমে আসা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি আকস্মিক হ'ল সুনন্দা ও ডঃ চ্যাটার্জীর মৃত্যু। ওই মৃত্যু ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম নয়। নাট্যকার চমক ও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যই ওই মৃত্যু ঘটিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে কাহিনীর শান্তরসাত্মক পরিণতি ঘটেছে। দুইটি মৃত্যু সকলের অন্তরকে শোকে স্তব্ধ, অনুতাপের বেদনায় করুণ এবং উদার স্নেহশীলতায় স্নিগ্ধ ক'রে তুলেছে। পরিবর্তিতচিত্ত রায়বাহাদুর কন্যাকে হারিয়ে আবার সকলকে আঁকড়ে ধরে স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে ঘেরা নূতন সংসারের স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু কেউ তার স্নেহের বন্ধনে ধরা দিতে চাইল না। তিনি তার একাকিত্বের অভিশাপকে অস্বীকার করলেন আত্মহত্যা ক'রে। এই আত্মহত্যাও অতর্কিত ও অতিনাটকীয়। নাটকের দুঃখময় কাহিনী সান্ত্বনাজনক পরিণতি লাভ করেছে শেষ দৃশ্যে—নিখিলেশের কাছে রমার আত্মসমর্পণের মধ্যে। এতদিন যারা কর্মে যুক্ত ছিল অবশেষে তারা মর্মে মর্মে মিলিত হ'ল—এ মিলন প্রত্যাশিত ও দর্শকদের কাছে বাঞ্ছিত।

'বিংশ শতাব্দী' নাটকটি যখন রচিত ও অভিনীত (১৯৪৪) হয়েছিল তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সমগ্র পৃথিবীকে আতঙ্কিত ও বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছিল। এই ধ্বংসলীলা পরিচালিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সর্ববিধ্বংসী শক্তির দ্বারা। তারাশঙ্কর বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধ ও বিজ্ঞানের মহাভয়ঙ্কর শক্তির রূপ প্রত্যক্ষ ক'রেই সম্ভবত এই নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নাটকটির নাম 'বিংশ শতাব্দী'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে নাট্যকার উপলব্ধি করলেন যে বিজ্ঞান ও ধনতান্ত্রিক শক্তি এই শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ। ওই দুই শক্তির প্রচণ্ড ক্রিয়াই নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। সেজন্য সম্ভবত নাটকের বক্তব্য-বস্তুর কালগত বিংশ শতাব্দীর নামেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে।

তারাশঙ্করের অন্যান্য নাটকের ন্যায় এ-নাটকে দেশের মাটি ও মানুষের উষ্ণ ও অকৃত্রিম জীবনরসের ধারা উপস্থাপিত হয় নি। দেশীয় পরিবেশ এখানে গৌণ। আন্তর্জাতিক শক্তির সর্বব্যাপী লীলাই নাট্যকার এখানে উপস্থাপিত করেছেন। এ-নাটকে তিনি জীবনের রসে তন্ময় নন, মহাজীবনের সত্যানুসন্ধানী তাত্ত্বিক। নাটকের নায়ক শ্যামাদাস শাস্ত্রী এক মহা শক্তিধর জড়বিজ্ঞানী। তিনি তাঁর গবেষণাগারে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক শক্তির উদ্ভাবনে নিরত; শুধু কেবল গবেষণাক্ষেত্রে নয়, মতবাদ ও জীবনবোধেও তিনি বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা তার কাছে অর্থহীন জৈবিক আবেগ—biological emotion মাত্র। অণিমা ও করুণার প্রাণঢালা ভালোবাসা তার পাষাণচিত্তে কোনো সাড়া জাগায় নি। সে আত্মপর, জনবিমুখ, নির্মম ও অবিচল, মায়ের সঙ্গে বিবাদে সে অচঞ্চল, হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের প্রতি বিরূপ। উত্তুঙ্গ শিখরের মত সে তার আত্মমহিমার মহা নিঃসঙ্গতায় মগ্ন হয়ে আছে। যুক্তি ও বিচারের শাণিত অস্ত্রে সে সমাজের সংস্কার, বন্ধন ও বিশ্বাস সব কিছুই নির্মমভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। ভগবান তার কাছে মিথ্যা, পরলোক অর্থহীন। তার কাছে প্রত্যক্ষের অতীত সত্য নেই, বর্তমানের পিছনে কোনো কাল নেই। কিন্তু করুণার আত্মহত্যার চেষ্টা আর অণিমার আত্মোৎসর্গ কি তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনল? অন্ধ হবার পর কিছুটা উদ্বেগ ও আবেগের উচ্ছ্বাস তার মধ্যে দেখা গেল বটে, কিন্তু তার তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটল কিনা তা স্পষ্ট হয় নি। Death-gas তৈরী করা যে অপরাধ এ-স্বীকারোক্তি তার মুখ দিয়ে প্রকাশ পায় নি। বিজ্ঞানের প্রলয়ঙ্কর শক্তি সম্পর্কে নাট্যকারের মনেও বোধ হয় কিছু দ্বিধা ছিল। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, ওই নাটক রচনার সময় তিনি বিজ্ঞানবাদী ও নাস্তিক ছিলেন। শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল বলেই মনে হয়। তবে বিজ্ঞানের প্রেমহীন নেতিবাচক দৃষ্টি হয়তো তিনি পুরোপুরি স্বীকার করতে পারেন নি, সেজন্য নাটকের পরিণতি যেন কিছুটা অস্তিবাচক ও সামঞ্জস্যমূলক হয়েছে। তবে ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞানের উপর মানবিকতার সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা তিনি দেখান নি।

নাটকের ব্রজবিহারী চরিত্রটি পুঁজিবাদী শক্তির প্রতীক। ব্রজবিহারী শ্যামাদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বটে, কিন্তু আসলে পুঁজিবাদ তো বিজ্ঞানকে পরিহার করে না। বিজ্ঞানকে বশীভূত করে তার কাজে লাগাতে চায়, যেমন

ব্রজবিহারী শ্যামদাসের মৃত্যুবাণ প্রয়োগের অধিকার আয়ত্ত করতে চেয়েছিল। শ্যামদাস ও ব্রজবিহারী দুজনেরই শক্তি মানবসমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, তবে দুয়ের পথ ও মত বিপরীত। শ্যামাদাস অতীতকে বর্জন করেছে, কিন্তু ব্রজবিহারী অতীতকেই আঁকড়ে ধরে আছে। শ্যামাদাস ধর্মদ্রোহী, ব্রজবিহারীও ধর্মহীন তবে সে ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। পুঁজিবাদী শক্তি যে কিরূপ লোভী, কিরূপ আগ্রাসী ব্রজবিহারী চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। আকস্মিকভাবে ওই শক্তি তার ধারাল দাঁত ও বিষাক্ত নখ চালায়, সদাশয়তা ও ধর্মপ্রাণতার মোড়কে আবৃত থাকে বলে তাকে চেনা যায় না, সতর্ক হওয়া যায় না। একদিন শুধু বোঝা যায় যে নিঃশব্দচারী অজগরের মুখের মধ্যে সব কিছু ঢুকে গেছে।

'বিংশ শতাব্দী' নাটকটি সমালোচক ও বিদগ্ধজনের প্রশংসা লাভ করলেও রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয় নি, অনেকেই এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কেন দর্শকদের কাছে নাটকটি জনপ্রিয় হয় নি তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। মনে হয়, নাট্যকার এ-নাটকে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় যতখানি সচেতন ছিলেন, তত্ত্বকে রসবস্তুতে পরিণত করার দিকে ততখানি শৈল্পিক যত্ন দেন নি। শ্যামাদাস শাস্ত্রীর একক চরিত্রচিত্রণেই নাট্যকার যেন অত্যধিক মনোযোগ দিয়েছেন, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে যে নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে নাট্যকার সেদিকে দৃষ্টি দেন নি। শ্যামাদাস চরিত্রেরও শুধু তাত্ত্বিক দিকটাই দেখা গেল, তার অন্তর্জীবনের বাসনা-কামনা, জ্বালাযন্ত্রণার কোন স্পর্শই পাওয়া গেল না। এই আত্মপরায়ণ অমানবিক লোকটির অসাধারণ ক্রিয়াকলাপে চমৎকৃত হতে হয়, কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যায় না। নাটকের মধ্যে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ চিত্তের কোনো করুণ হাহাকার কোথায় প্রকাশ পায় নি। খেয়ালী অণিমার ভালোবাসা এবং কোমলহৃদয়া করুণার নীরব প্রেম কোনো গভীর রসের স্তরে পৌছয় নি। শৈলজা ও শ্যামাদাসের দ্বন্দ্বও কোনো জটিল সংকট ঘনীভূত করেনি। এ-সব কারণেই এ-নাটকে আধুনিক বিশ্বজীবনের মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হলেও জীবনের মূলগত কোনো গভীর রসের শৈল্পিক উপস্থাপনা হয় নি এবং সেজন্য নাটকটি রসপিপাসু দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে নি।

'কবি' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হয়েছিল ওই নামের নাটকটি (১৯৫৭)। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে নাটকটি রঙমহল মঞ্চে অভিনীত হইয়েছিল। 'কবি'

তারাশঙ্করের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এর অকৃত্রিম লৌকিক পটভূমি, কবি ও ঝুমুরগানের মধ্য দিয়ে লোকসঙ্গীতরসের আবেদন, ত্যাগের শিখায় উজ্জ্বল প্রেমের মরণজয়ী সাধনা, গীতিকাব্যময় চিত্রসৌন্দর্য ইত্যাদি। উপন্যাসটি নাটকে রূপান্তরের সময় উপন্যাসের গীতিকাব্যময় বর্ণনা বাদ দিতে হয়েছে—সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় নিভৃত-হৃদয়ের পুষ্পদল উন্মোচন, সেই স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ঠাকুরঝির চলন্ত ভঙ্গি, সেই জ্যোৎস্না রাতে বেহালাদারের বেহালায় মর্মছেঁড়া বিলাপ— এ-সব নাটকে অনুপস্থিত। পরিবেশের বর্ণ ও মেজাজ এবং অন্তর্জীবনের প্রচ্ছন্ন কামনা ও বেদনা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বর্ণনায় উপন্যাসে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে, নাটকে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি অনুপস্থিত, সেজন্য দর্শকদের অনেকখানি বঞ্চিত হ'তে হয়।

উপন্যাসের মূল কাহিনী মোটামুটি নাটকে অনুসৃত হয়েছে, তবে কিছু কিছু গৌণ ঘটনার দিক দিয়ে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ির ঘটনা উপন্যাসে নেই, কিন্তু নাটকে আছে। অবশ্য স্বল্পসীমাবদ্ধ ওই ঘটনা না থাকলেই ভালো হত। আবার অন্যদিকে উপন্যাসে নিতাইয়ের স্বল্পকালীন কাশীবাসের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু নাটকে ওই ঘটনা বর্জিত হয়েছে এবং তাতে নাটকের পক্ষে ভালোই হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত সেই কাশীবাসের ঘটনা নিতান্তই আকস্মিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। উপন্যাসে ঠাকুরঝি ও বসন্তের বৃত্তান্ত কাহিনীর দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে, একটি অংশের সঙ্গে যেন অপরভাগের যোগ নেই। কিন্তু নাটকে উপন্যাসের এই ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। নাটকে ঠাকুরঝির প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে আনা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নিতাইয়ের শূন্য ঘরে অপ্রকৃতিস্থ ঠাকুরঝির বুকফাটা বিলাপ দর্শকদের চিত্ত সমবেদনায় বিগলিত করে। নাটকের শেষ দৃশ্যে ঠাকুরঝির জন্য সোনার মেডেল নিয়ে এসে তার মৃত্যুসংবাদে সে শোকের যে প্রচণ্ড আঘাত পেল তার ফলে নাটকের পরিণতি হয়েছে গভীর করুণ-রসাপ্লুত। ঠাকুরঝির চারিত্রিক আয়তন নাটকের মধ্যে পূর্ণতর হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে মূল চরিত্রগুলিই উপন্যাসের প্রায় সব অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু নাটকে বোধ হয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা বিচিত্র রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৌণ চরিত্রগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসে সমগ্র কাহিনীটি যেন এক রোমান্টিক গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা রয়েছে, যেন বাস্তবের সব রুক্ষতা ও

রূঢ়তা জ্যোৎস্নালোকের সুরভিত লাবণ্যবিলাসে ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু নাটকে বাস্তবের রূঢ়মূর্তি যেন অনেক স্থানেই প্রকটিত—নিন্দা, বিদ্বেষ, কূটভাষণ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার বিষজর্জরিত সংসারের কুশ্রী দিকটি এখানে বারে বারে চোখে পড়েছে।

তারাশঙ্কর একজন শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী এ কারণে যে জীবনের গভীরে প্রবেশ ক'রে তিনি নিত্যকালের জীবনসত্যকে আবিষ্কার করেন। সেই সত্যের আলোকে তাঁর শিল্প মহৎ শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত হয়। 'কবি'-তে তিনি মানুষের জীবনমৃত্যুব্যাপী ভালবাসার অনন্ত মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন। নশ্বর দেহ কিন্তু অবিনশ্বর ভালোবাসা। মানুষের তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত জীবন ভালোবাসার স্বর্গীয় স্পর্শে অমরত্ব লাভ করে। ঠাকুরঝি সমাজের নিম্নস্তরের একটি নিতান্ত সাধারণ বিবাহিত মেয়ে, বসন্ত একটি দেহজীবিনী ঝুমুর নর্তকী, কিন্তু অনাস্বাদিত ভালোবাসার অমৃতের স্বাদ পেয়ে তারা চিরন্তনী হয়ে উঠল। এই ভালোবাসার দৃষ্টিতেই নিতাইয়ের মনের মানুষ অপরূপা হয়ে উঠেছে। কালো ঠাকুরঝি তার চোখে তাই এত সুন্দর। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে।' সেই কালো কেশের মতই কালোরূপ বড় সুন্দর। ভালোবাসা মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণে বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু হায়রে! মানুষের বাঁচার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ! তাই ভালোবাসার অনন্ত তৃষ্ণা শুধু কেবল একটি আক্ষেপে আকুল হয়ে ভেঙ্গে পড়ে—'হায়, জীবন এত ছোট ক্যানে?' গানের এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী ক্রন্দন মর্মরিত হয়েছে—'জীবনে এত ছোট ক্যানে?'

নিতাই কবিয়াল জাতিতে ডোম এবং চোরের বংশে তার জন্ম। কিন্তু সে যেন তার জাতি আর বংশধারা অস্বীকার করবার জন্যই জন্ম নিয়েছে। সে অতিমাত্রায় ভদ্র, নম্র, অনুগত ও স্নেহানুরক্ত। মাঝে মাঝে হয়তো অপমানে, গালাগালিতে ও মদ্যপানে তার মধ্যে অশালীন, হিংস্র ও বেপরোয়া ডোমসত্তাটি জেগে ওঠে বটে, কিন্তু তা নিছক ক্ষণিকের জন্য। সে যথার্থই কবি, তার চোখে সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে এবং তার মনে সব সময়ে গানের সুর শতদলের মত একটির পর একটি পাপড়ি মেলে জাগতে থাকে। দুটি মেয়েকে সে ভালোবেসেছে, এবং ভালোবাসার মধ্যে তার প্রাণের সবটুকু নিষ্ঠা উজাড় ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সেই ভালোবাসা দিয়ে কাউকে সে ধ'রে রাখতে পারল না। তাকে বুঝতে হ'লে তার কবিগানগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার।

সেগুলি নিছক গান মাত্র নয়। সেগুলির প্রতিটি পঙ্‌ক্তি-তার এক একটি মর্মরিত দীর্ঘশ্বাসের মতই অন্তরের মৌন প্রাচীর ভেদ করে বাইরে নিষ্ফল হাহাকারে যেন ফেটে পড়েছে।

'দ্বীপান্তর' নাটকের কাহিনী ১৮৭২ সালের। কয়েক বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে। কোম্পানীর হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া শাসন ভার গ্রহণ করেছেন। প্রশাসনের উপর মোটামুটি লোকেদের আস্থা ও নির্ভরতা ফিরে এসেছে। গ্রামের মধ্যে তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারী শাসনব্যবস্থা চলেছে। প্রবল পরাক্রমশালী জমিদারগণ তখন প্রজাশোষণ, উৎপীড়ন ও ব্যাভিচার অবলীলাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে। তখনকার ধর্মব্যবস্থাও এই জমিদারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। জমিদার গৃহসংলগ্ন মন্দিরই তখনকার গ্রাম্য লোকেদের পূজা-উৎসবের কেন্দ্র ছিল। মন্দিরের পূজারিণী ভৈরব বাইরে ধর্মপরায়ণা ও সকলের ভক্তির পাত্রী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা অসংযত জীবন যাপন করত (শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা উপন্যাসটির কথা মনে করিয়ে দেয়)। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ ডোম, বাগদী, প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত লোক তখন ছিল চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে ও খুনী। জমিদাররা এদের রাখতেন নিজেদের জমি রক্ষা ও অপরের জমি দখল, দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুনখারাপি প্রভৃতি কাজের জন্য। সমাজের এই চিত্রই আলোচ্য নাটকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

নাটকের দুই প্রধান চরিত্র হ'ল জমিদার ধনদাপ্রসাদ ও তার সাকরেদ ও শত্রু বাগদী কালীচরণ। তবে ধনদা তার একটা গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সন্ন্যাসী হ'য়ে গৃহত্যাগ করেছে। কিন্তু সন্ন্যাসধর্মে তার কতখানি আত্মনিয়োগ হয়েছিল তা জানি না, কারণ প্রায়ই সে সাংসারিক বিষয়ে এসে নানাভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, তার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রকে হত্যার প্ররোচনা দিয়েছে। বৈরাগ্য, ক্ষমা ও ঈশ্বরনির্ভরতা তার কতখানি এসেছিল জানি না। ধনদা চ'লে যাবার পর কাহিনীতে কালীচরণই দুর্দান্ত দাপটে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকের গোড়ার দিকে তার পুত্রস্নেহ ও ভগ্নীস্নেহের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও পরে কোনো মানবিক গুণের কিছু অবশেষে তার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। নাটক যত এগিয়েছে ততই তাকে একটি ভয়ঙ্কর নরঘাতক চরিত্ররূপেই দেখা গেছে। সৎ ও অসৎপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব তার ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। সেজন্য তার পুত্রহত্যা তার খুনের নেশার

অনিবার্য পরিণতি রূপেই ঘটেছে, এই ঘটনায় তার প্রতি যতখানি ঘৃণা জাগে ততখানি সমবেদনার উদ্রেক হয় না। একমাত্র তারাচরণ ছাড়া নাটকের আর সব চরিত্রকেই বিরূপ, বিকৃত ও ভয়াবহ মনে হয়। প্রবৃত্তির সবরকম বিকৃতি ও সমস্ত ধরনের অপরাধজনক ঘটনা নাটকের মধ্যে অসহনীয় বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা নাটকের মধ্যে বার বার ঘটে নাটকের পরিবেশকে অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। বিকৃত ও অসুস্থ মানুষগুলির মধ্যে একমাত্র তারাচরণ ও জয়ার প্রাণমাতানো গান ও ছড়া এবং অকপট অনুরাগের মধুময় রাগরাগিনী আমাদের চিত্তে বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্মল আনন্দ জাগিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য একাঙ্কগুলির আলোচনার সঙ্গে বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' একাঙ্কটির আলোচনাও সংযুক্ত হবে।

—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

পরম পূজনীয়

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

লাভপুর, বীরভূম
১৩৪৮ সাল

পাত্রপাত্রী

রামেশ্বর চক্রবর্তী	—	রায়হাটের জমিদার
ইন্দ্র রায়	—	রায়হাটের জমিদার, রামেশ্বরের শ্যালক
মহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র
অহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র
অচিন্ত্য	—	পেন্‌শনপ্রাপ্ত বয়স্ক ভদ্রলোক
মিঃ মুখার্জী	—	চিনির কলের মালিক
যোগেশ মজুমদার	—	চক্রবর্তী বাড়ির গোমস্তা পরে কলের ম্যানেজার
শূলপাণি	—	রায়বংশের এক শরিক
শ্রীবাস পাল	—	চাষী মহাজন
ননী পাল	—	জনৈক চাষী প্রজা
কমল	—	সাঁওতালদের সর্দার
ডগরু	—	সারীর বাগদত্ত স্বামী

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, পাইক প্রভৃতি

স্ত্রী-চরিত্র

সুনীতি	—	রামেশ্বরের স্ত্রী
হেমাঙ্গিনী	—	ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী
উমা	—	ইন্দ্র রায়ের কন্যা
সারী	—	কমল মাঝির নাতিনী
মানদা	—	চক্রবর্তী বাড়ির ঝি

সাঁওতাল তরুণীগণ

১৩৪৮ সালে কালিন্দী উপন্যাসের নাট্যরূপ, নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যনিকেতনের তখন ভগ্নাবস্থা, কোনরূপে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মঞ্চস্থ হল—কিন্তু পঁচিশ রাতের পরেই একদা মামলা-মকর্দমা-সংক্রান্ত কারণে নাট্যনিকেতনের প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হ'ল। যখন অভিনীত হয়, তখন নাটকটির কিছু কিছু দুর্বলতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু তখন তা সংশোধনের আর উপায় ছিল না। বিশেষ করে প্রথম অঙ্ক এবং পরবর্তী অঙ্কগুলির সময়ের ব্যবধানই (পঁচিশ বৎসর) নাটকাভিনয়ে শুধু অসুবিধার সৃষ্টিই করে নাই—এই দুই অংশ যেন জোড় খেত না। অনেকদিন থেকেই একটি নূতন নাট্যরূপ দেবার বাসনা আমার ছিল। সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি। অকস্মাৎ ষ্টার থিয়েটারের নাট্যকার-পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত আমার কাছে এই নাটকখানি অভিনয় করবার প্রস্তাব করায় আমি সানন্দে অনুমতি দিই এবং তাঁকেই নাটকখানি সংশোধন করে নিতে বলি। তিনি যে নাট্যরূপ দেন—তা আমাকে দেখান—তারও কিছু আমি বদল করি—কিছু নূতন ঘটনাও যোগ ক'রে দিই। যেমন বাধাবাণীর কঙ্কণ, সারীর মৃত্যু ইত্যাদি। পরে বইখানিকে নূতন করে নাটকাকারে ছাপাবার সময় আরও অনেক পরিবর্তন হল। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য কল্পনাটি মহেন্দ্রবাবুর—সেটিকে অবশ্য নাটকে আমি নূতন ভাবে লিখেছি। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য (ষ্টারের দ্বিতীয় অংকের শেষ দৃশ্য) আমার মূল নাটকের একটি দৃশ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু তার উপর একটি বিশেষ রূপ আরোপ করেছেন। আমার নাটকে ওটি তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। ওটিতে আমি আরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছি। যথা—বিবাহের ফুলশয্যার রাত্রে অহীনের চলে যাওয়াটা অত্যন্ত মর্মান্তিক, ভাবাবেগকে কঠিন আঘাত দিয়ে লাগানো হয় বলেই আমি ওর পরিবর্তন ক'রে ইঙ্গিতে অহীনের রাত্রিযাপন দেখিয়েছি। অভিনয়ের নাটকের সঙ্গে অনেক পার্থক্য রয়ে গেল এই নাটকের। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অভিনয়ের নাটকের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও ষ্টারে নূতন করে অভিনয় হওয়ার জন্যই এই নবনাট্যরূপ প্রকাশের সুযোগ ঘটল। এই কারণেই ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, অভিনেতা অভিনেতৃবর্গ বিশেষ করে নাট্যকার—পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
আশ্বিন ১৩৫৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিন্দী

প্রথম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

মেয়েদের গান

লতায় পাতায় পলাশ বনে ফুল ফুটিল
ওরে ফুল কে ফুটালে ?
আমার ঘরের আঙিনাতে রঙ ছড়ালে— বাস ছুটালে।
ওরে ফুল কে ফুটালে ?
উরুর—উরুর—উরুর।
ধিতাং ধিতাং ধিতাং

(খিল খিল করিয়া হাসি)
পুনরায় গান ধরিল

ময়ুর গুলান পেখম ধরেছে
নীল আকাশে হাঁস উড়েছে—
নদীর ধারে চলগো সবাই খুঁজে দেখিব।
বাঁশীতে যে সুর উঠালে !
বাবরী চুলে পালক গোঁজা
কষ্টি কালো কে,
আমাদেরই মন মাতালে।

[অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিল নীলাভ আলো, তারপর ফুটিয়া উঠিল পূর্ণ আলো—দৃষ্ট হইল চর। শরবনের অন্তরালে সাঁওতাল মেয়েদের গান শোনা গেল। তাহারা কলসী মাথায় চলিয়া গেল জল আনিতে, তাহার পর প্রবেশ করিল অহীন এবং রঙলাল।]

রঙলাল। এই ভাখেন দাদাবাবু চর। কালের ভগ্নী কালিন্দী ওপারে জমি খেয়ে এপারে ওগরালে। (খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া) দেখেন না

কেনে মাটি। সোনার মাটি—চন্দনের পারা। এ মাটির লেগে চাষীরা খেপবে না দাদাবাবু?

অহীন। (চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল স্বপ্নাবিষ্টের মত) আচ্ছা আগে নাকি এই চরের ওপরেই ছিল কালিন্দীর গর্ভ?

রঙলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক এই চরের মাঝখানে। এখন যেখানে নদী সেখানে ছিল রায়হাটের জমি। আমাদের জমি ছিল। তুত পাতার চাষ হ'ত, আখ হ'ত। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল এক পা রাস্তার ওপর।

অহীন। তুমি দেখেছ?

রঙলাল। এই গ্যাখেন দাদাবাবু কি বলেন গ্যাখেন। আমার যে তখন পেরথম জোয়ান বয়েস দাদাবাবু! আপনকার পিতার বয়েস তখন আপনকার মতন। কি চেহারা! কি সে চুলের বাহার! কি সে গান-বাজনা। আঃ—আপনাদের বাড়ী সন্ধ্যে থেকে ইন্দ্রভুবন! ঝলমল করতো আলো। হা-হা ক'রে হাসি। আঃ, সেই মানুষ কি হয়ে গেলেন—কি মাথা, কি বুদ্ধি—সেই মানুষ পাগল হয়ে গেলেন, আঃ—!

অহীন। তুমি চরের কথা বল রংলাল।

রঙলাল। (মুখের দিকে চাহিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়হাটের তখন বাড়বাড়ন্ত। আপনকাদের সঙ্গে ছোট রায় হুজুরের তখন কত ভালবাসা, একসঙ্গে আদায়—একটা সম্বন্ধ হয়েছে ঝগড়া মিটেছে—

অহীন। সে জানি রঙলাল। আমার বড়মা ছিলেন ছোটরায়ের সহোদরা। তিনি—(সে স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। আহা, দাদাবাবু, মনের দুঃখে সোনার পি'তিমে কোথায় যে চলে গেলেন। সন্তানের শোকে—আহা-হা। সদল বদল সন্তান দোলনার ওপর মরে পড়ে রয়েছে দেখে—শোক আর সামলাতে পারলেন না, এই চরের উপর দিয়েই কোথা চলে যেয়েছিলেন তিনি। সকালে এই চরের বালিতে কুড়িয়ে পাওয়া যেয়েছিল তাঁর হাতের একগাছা কাঁকনি।

অহীন। ওসব কথা যাক্ রঙলাল, এখন তোমাদের কথা বল। তোমরা চরের জমি দাবী করছ। চর উঠেছে অনেকদিন। এতদিন দাবী করনি—আজ দাবী করছ। বল কেন করছ?

রঙলাল। আপনি রাগ করছেন দাদাবাবু?

অহীন। না, রাগ করি নি। কথাটা জানতে চাচ্ছি। হঠাৎ এ দাবী তুলছ কেন? চর তো পড়েই ছিল—

রঙলাল। আমাদের চোখ ফোটে নাই দাদাবাবু। জঙ্গলে-ভরা সাপ খোপ জানোয়ারের আস্তানা চর দিয়ে কেউ আমরা এতদিন হাঁটিই নাই। সাঁওতালেরা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলে। এই ছাখেন না কেনে কেমন আলু ফলিয়েছে বেটারা। এক পো'র তো কম হবে না এক একটা। ছোলার ঝাড় দেখুন—কি বাহারের ফসল! আমরা চাষী মানুষ। এমন জমি! তা ছাড়া ওপারে আমাদের জমি খেয়েই তো এপারে চর উঠেছে দাদাবাবু!

অহীন। বুঝলাম যুক্তি তোমার সারবান। কিন্তু আইন কি তাই শুনবে?

রঙলাল। আইনের বিচার আর ধর্ম্মবিচার তো এক নয় দাদাবাবু। তা হ'লে তো আমরা—(সে থামিয়া গেল)

অহীন। তা হ'লে তোমরা ছোট রায় মশায়ের কাছে যেতে কেমন?

রঙলাল। (একটু মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে, তিনিও তো খামচ তুলেছেন। ধর্ম্মবিচারে এ চর আপনাকাদের। আর আপনাকাদের কাছেই ধর্ম্মবিচার পাব—এ আমরা জানি!

অহীন। এ চর আমাদেব ঠিক জান রঙলাল?

রঙলাল। আজ্ঞে হঁ্যা। ধর্ম্মত আপনাকাদের, ঠিক জানিনা, আইনেও বোধ হয় আপনকাদের। রায়হাটের যে কূল ভেঙেছে কালিন্দী, তার পেজা ছিলাম আমরা—সে ছিল চক্রবর্ত্তীবাড়ীর নির্দ্দিষ্ট চক রাঘবপুর। আবার এপারে চর উঠেছে—সেও উঠেছে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট চক আফজলপুরের সামিল হয়ে।

অহীন। ও পারেও ভেঙেছে কালিন্দী আমাদের জমি। এপারে গড়েছে তাও দিয়েছে আমাদের! কালিন্দীর খেলাটা তবে—(স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। এই ঠিক বলেছেন দাদাবাবু—ঠিক বলেছেন। খেলা—কালিন্দীর খেলা। ঠিক খেলা, ঠিক—ঠিক। আমাদের মেয়েগুলো যেমন নদীর ঘাটে এসে ভিজে বালি নিয়ে খেলে—ঘর গড়ে, দোর গড়ে, আবার হঠাৎ উঠে, কি মনে হয়, লাথি মেরে ভেঙে দেয়—বলে হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, তেমনি—ঠিক তেমনি। ওপার ভাঙল, এপারে এসে মাটি, বালি, খড় কুটো এসে জমা করত—শামুক-গুগলি—

অহীন। সরে এস রঙলাল—সরে এস।

[হাত ধরিয়া সে তাহাকে টানিল]

রঙলাল। কি দাদাবাবু?

অহীন। কাশবন দুলছে। কি যেন নড়ছে।

[ওদিকে গোলমাল উঠিল]

নেপথ্যে। কাঁড়! কাঁড়! শড়কী শড়কী!

২য় জন। হাঁকো পাঁকো! সাঁপ! সাঁপ!

মেয়ে। আর বাবা গো! অ—জো—গর! ইয়া চিতি!

অহীন। সাপ! সরে এস রঙলাল!

রঙলাল। পালিয়ে আসুন দাদাবাবু। পালিয়ে আসুন।

[অহীন বন্দুকটা তুলিয়া ধরিল]

ওরে বাপরে! এযে মস্ত পাহাড় চিতি! ওরে বাপরে। (পলায়ন)

[রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া কয়েকটা তীর, দুইটা শড়কী চলিয়া গেল। অহীন বন্দুকের আওয়াজ করিল। তারপর সে চলিয়া গেল রঙলালের পিছনে। ওদিকে কলরব বেশী উঠিল। ইতিমধ্যে প্রবেশ করিল সারী। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিল]।

গান

অজোগরের মাথায় মাণিক কে দিবে এনে গো
কে দিবে এনে গো—কে দিবে এনে!
রাজার বেটা ধেনুক বাণ নিয়ে এল বনে!
নিয়ে এলো বনে গো—নিয়ে এল বনে!
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং রে!
উরুর উরুর ধিতাং রে!
সাপের মাথায় মাণিক নিয়ে গাঁথি গলার হার গো
আবার কেনে শুধাও তুমি আমি বটি কার গো আমি বটি কার!
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং
উরুর উরুর ধিতাং রে।
রাজার ঘরের পথে নদী বান এল কেনে গো
বান এল কেনে গো বান এল কেনে!
তুফান জলে কখন খেয়ার না নিয়েছে টেনে গো
না নিয়েছে টেনে।

[অহীন ফিরিয়া আসিল। সে মুগ্ধ হইয়া দেখিল তাহার একক-নৃত্য এবং গান শুনিল ; হঠাৎ সারী তাহাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইল। তারপর ছুটিয়া পালাইয়া গেল। দ্রুতপদে প্রবেশ করিল রঙলাল।]

রঙলাল। দাদাবাবু!

অহীন। তুমি তো খুব বীর রঙলাল, আমায় ফেলে পালিয়ে গেলে!

রঙলাল। বাড়ী চলেন দাদাবাবু। বাড়ী চলেন শীগ্‌গির।

অহীন। কেন? শেয়াল বেরিয়েছে?

রঙলাল। আজ্ঞে না, বাঘ দাদাবাবু, বাঘ। রায় হুজুর! বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়েছেন। আসছেন ঐ দেখেন।

অহীন। তার জন্যে বাড়ী যাব কেন রঙলাল!

রঙলাল। আপনি বুঝছেন না দাদাবাবু আপনি বুঝছেন না। আপনকাদের ওপরে ওঁর পেচণ্ড রাগ। আপনি তো জানেন মামলার পর মামলা লেগেই আছে আপনাদের সঙ্গে।

অহীন। তার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাব কেন?

রঙলাল। (কাতরভাবে) তবে আমি পালাই দাদাবাবু—আমি পালাই। আমাকে আপনার সঙ্গে দেখলে মাথা রাখবে না। (প্রস্থান)

অহীন। রঙলাল! রঙলাল! যেয়ো না। এত ভয় কেন তোমাদের? রঙলাল!

[ইন্দ্র রায়, নায়েব ও বরকন্দাজের প্রবেশ]

নায়েব। ওই সামনে চক আফজলপুর।

ইন্দ্র। (উপরের দিকে চাহিয়া) আজ ৬ঠা চৈত্র। সূর্য্য একেবারে বিষুব রেখায়। হ্যাঁ, এইটাই উত্তর।

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ। মামলায় ওটা—(মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হ্যাঁ। চক্রবর্ত্তীদেরই হবে। বটেও চক্রবর্ত্তীদের। তা হোক, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলুক।

[কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া]

চক্রবর্ত্তীদের আমি চর ভোগ করতে দোব না। কিছুতেই না। (আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) মনে আছে তোমার সরকার, রাধারাণী রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—চারিদিক খুঁজতে খুঁজতে, এইখানে তখন কালিন্দীর গর্ভ—এইখানে পাওয়া-গিয়েছিল তার হাতের একগাছি কঙ্কণ ; মনে আছে?

নায়েব। মনে আছে বৈ কি! (অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাথা নীচু করিয়া বলিল সে)।

ইন্দ্র। মনে আছে, রামেশ্বর সেই খবর শুনে বলে পাঠিয়েছিল ওই নদীর গর্ভেকুল ত্যাগিনী ভগ্নীর একটা স্মৃতিমন্দির গড়াতে বলো ইন্দ্র রায়কে। মনে আছে!

[নায়েব চুপ করিয়া রহিল]

ইন্দ্র। এইবার গড়াব, তৈরী করব আমি রাধারাণীর স্মৃতিমন্দির চক্রবর্ত্তীবাড়ীর ইট খসিয়ে এনে। নদীর গর্ভে চর পড়েছে। কালিন্দী রাধারাণীর স্মৃতিসমাধি বুক চিরে বের করে দিয়েছে; এইবার গড়াব মন্দির। কে?—কে?—ও কে—সরকার? ও ছেলেটি? (রায় পিছাইয়া গেলেন দুই পা)

[অহীনের প্রবেশ]

অহীন। আমি আপনার ওখানই যেতাম। এখানেই দেখা হয়ে গেল (প্রণাম করিল)

[ইন্দ্ররায় আশীর্ব্বাদ করিতে হাত তুলিতে গেলেন, আধখানা তুলিলেন মাত্র]

ইন্দ্র। কে তুমি? তুমি—? তুমি রামেশ্বরের ছেলে?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। ও! তুমিই বিষয় সম্পত্তি দেখছ? তুমিই আমার সঙ্গে মামলা মকর্দ্দমা করছ?

অহীন। আমি পড়ি। বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আমার দাদা। তিনি নায়েবকাকাকে নিয়ে মহলে গিয়েছেন তাই মা আমাকেই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? কে? রাধা—। আঃ ছিছি। কি বলছি আমি? (চঞ্চল হইলেন) তারা—তারা—তারা! তোমার মা রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তোমার মামার বাড়ী তো কাশী?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তারা—তারা—তারা!

অহীন। মা আপনার কাছে পাঠালেন এই চরটা সম্পর্কে—

ইন্দ্র। (অসহিষ্ণুভাবে) এ চর আমার। বুঝেছ। বলো তোমার

মাকে,—এ চর আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত। হ্যাঁ—আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত।

অহীন। বেশ তাই বলব। তবে চাষী প্রজারা মায়ের কাছে গিয়ে প'ড়েছিল। তাদের ওপারের কূলে জমি ছিল, ওপারের জমিকূলে তাদের গিয়ে এ পারে চর উঠেছে। তাদের উপর যাতে অবিচার না হয়, সেইটেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দ্র। দাঁড়াও। দেখ চরের জঙ্গলে বড় সাপের উপদ্রব।

অহীন। এখনি একটা পাহাড়ে চিতি মেরেছে সাঁওতালেরা আমিও গুলি মেরেছি একটা।

ইন্দ্র। যেও না। যেও না। বাড়ী ফিরে যাও তুমি।

[হঠাৎ অচিন্ত্যবাবুর প্রবেশ]

অচিন্ত্য। বাপরে—বাপরে। আস্তিকস্য মুনের্মাতা—বাপরে বাপরে বাপরে অজগর সর্প ভীষণকায়, পাহাড়িয়া চিতি—বাপরে—বাপরে—বাপরে।

সরকার। কে? অচিন্ত্যবাবু!

অচিন্ত্য। কে? আরে রায়হুজুর। এটা কে? অহীন্দ্র। The best boy in the village—I. A. তে তুমি স্কলারশিপ পেয়েছ। Congratulation. কিন্তু আপনা। এখানে কি কবছেন? পালান। ইয়া পাহাড়িয়া চিতি মেরেছে মশায়।

ইন্দ্র। সেটা তো মরে গেছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে, আর একটা নেই কে বললে? পালিয়ে আসুন।

ইন্দ্র। চলুন আপনি, আমরা যাচ্ছি।

অচিন্ত্য। ওরে মশায়, যেতে পারলে আমি যেতাম, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, একা যাব কি করে?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, চলুন। (অহীন্দ্রকে) তুমি? তুমি এস।

অহীন্দ্র। (সবিনয়ে বলিল) একটু পরে যাচ্ছি আমি। আমার সঙ্গে লোক আছে। (প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দ্র। ও, আচ্ছা। হ্যাঁ। তোমার মাকে বলো—চরটা আমার।

তোমার দাদা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। কিন্তু মামলা করে বিশেষ ফল হবে না। বুঝলে। চরটা আমার। সকলি তোমার ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

[অহীন্দ্র প্রস্থান করিল]

অচিন্ত্য। হ্যাঁ, সান্ধ্যকৃত্যের সময় হয়ে গেল। বাড়ী চলুন।

ইন্দ্র। তারা মা গো!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ী চলুন, সন্ধে হয়ে এল। বাড়ী গিয়ে মাকে ডাকবেন। এখন মায়ের ইচ্ছার সাপে ছুঁলে আর মা বলে ডাকবার সময় পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্র। চলুন—চলুন।

[সকলের প্রস্থান। ধীরে ধীরে আলো মৃদু হইয়া আসিল]

[চরের ঘাসের মধ্য হইতে সারী এবং আরও কয়েকজন মেয়ে। তাহাদের পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিল কমল। তাহার সঙ্গে অহীন]

কমল। তুমি কে গো বাবু? আপুনি—আপুনি মশয় কে বট গো?

সারী। আয় বাবাগো—আগুনের পারা বঙ—আয় বাবাগো!

অহীন। আমি নাম বললে কি আমাকে চিনতে পারবে তুমি?

কমল। তুমাকে যেন চিনছি বাবু—তুমাকে যেন চিনছি! ওরে বাবারে! ঠিক তেমুনি—ঠিক সেই পারা—আগুনের মত বরণ—তেমুনি মুখ—তেমনি চোখ—ওরে বাবারে—

[রঙলালের প্রবেশ]

রঙলাল। চিনতে পারিস মাঝি? চিনতে পারিস? তোদের রাঙাঠাকুর, সাঁওতাল হাঙ্গামার সময়—! তারই নাতি। ছেলের ছেলে।

কমল। (চিৎকার করে উঠল) চৌপায়া—চৌপায়া—চৌপায়া। হাঁকো পাঁকো—হাঁকো পাঁকো! (বলিয়া সে গড় হইয়া প্রণাম করিল) ঠিক চিনলম আমি, ঠিক চিনলম। তেমনি মুখ, তেমনি আগুনের পারা বরণ!

অহীন। কি বলছ মাঝি? রাঙাঠাকুর-আমার ঠাকুরদাদাকে তুমি দেখেছ?

কমল। দেখলম। দেখলম। তখন আমরা ছুটো বটে। তবু মনে জুগ-জুগ করছে! শাল জঙ্গোলে মাদল বাজছিল, সড়কি, কাঁড়, ধনুক নিয়ে

বড় বড় মাঝিরা নাচছিল—হাঁড়িয়া খাইছিলো ঢকাঢক্ মশালের আলোকে সব রাঙা হয়ে গেইছিলো, তখুনি—ঠিক তখুনি এলো রাঙাঠাকুর। আগুনের পারা বরোণ—হাতে এই রক্তমাখা টাঙি আয় বাবারে—উরে—বাবা—

সারী। আয় বাবাগো!—

কমল। (হাত জোড় করে) তুমি আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি. তুমি আমাদের রাজা—বস, বাবুমশয়—বস আপুনি।

রঙলাল। উনিই তোদের জমিদার। চরের মালিক, বুঝলি।

কমল। হাঁ—হাঁ—জমিদার মশায়—

সারী। না—না। উ বুলিস না বুড়া। জমিদার বুলিস না।

[কমল তার দিকে তাকাইল]

বাবু বুলিস না, জমিদার বুলিস না। বুল—রাঙাবাবু! রাঙাঠাকুরের লাতি, বুল—রাঙাবাবু। আমার মনে ঠিক লাগল কিনা—দেখলাম আগুনের পারা বরণ বন্দুক দিয়ে মারলে—সাপটাকে মারলে। আয় বাবাগো, আগুনের পারা বরণ দেখে ভয় লাগল। ছুটে গেলম তুর কাছে। বুঝলাম, কে এসেছে দেখ!

কমল। এই টো আমার লাতিন বটে রাঙাবাবু। লে—গড় কর গো! জানিস বাবু, ভারী ভাল বেটে। নাম বটে সারী। মানে কি হোচ্ছে—না—খুব সত্যি—মানে—মানে—ঠিক, মিছে লয়।

[সারী প্রণাম করিল]

অহীন। বাঃ, তোমার খোঁপায় এ কি ফুল? চমৎকার ফুল তো?

সারী। লিবিন? আপুনি লিবিন বাবু?

অহীন। তুমি খোঁপায় পরেছ, তোমার দুঃখ হবে না?

সারী। না। ভাল লাগবে। তুমাকে আরও ফুল এনে দিব আঁচল ভরে এনে দিব।

[ফুলটা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া সঙ্গিনীদের বলিল,
দেলা—বোঁ দেলা]

[সকলে ছুটিয়া প্রস্থান]

অহীন। তোমার এখানে ভাল লাগছে মাঝি?

কমল। হঁ। লতুন মাটি। ভারী ভাল মাটি। লতুন মাটি আমরা ভালবাসি গো! জঙ্গল কাটি, চাষ করি। ভারী ভাল লাগে!

রঙলাল। একেই বলে ইন্দুরে গর্ত্ত করে সাপে ভোগ করে।

অহীন। মানে ?

রঙলাল। আর কেন দাদাবাবু! চর উঠল নদীতে। সাপখোপ জন্তু জানোয়ারে ভরা জঙ্গলে ছেয়ে গেল চর। কেউ আসত না! সাঁওতালরা এল, সাফ করতে জঙ্গল, চাষ করলে আজ ফসল দেখে চাষী ক্ষেপেছে কোদাল নিয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, জমিদার ক্ষেপেছে শড়কী নিয়ে—সবাই বলছে—চর আমাদের। সাঁওতালদের তাড়িয়ে—শেষ—

কমল। কেনে তাড়াবে কেনে ? আমরা খাজনা দিব।

রঙলাল। আরে খাজনা দিবি কাকে ? রায়হাটের ছত্রিশ গণ্ডা জমিদার, রায়বংশ, তারা বলছে আমরা পাব। ছোট রায় বলছে, খাজনা ষোল আনাই আমি পাব।

কমল। আমি খাজনা দিব রাঙাঠাকুরের নাতিকে। রাঙাবাবুকে। আমাদের রাজা বটে, ঠাকুর বটে !

[সারীরা আবার আসিল ফুল লইয়া]

সারী। আমরা ফুল দিব রাঙাবাবুকে। সর গো বুড়া, সর।

কমল। দে কেনে ?

[সারীরা ফুল ঢালিয়া দিল। তাহার সঙ্গে মরা চিতি সাপটা গলায় জড়াইয়া প্রবেশ করিল সাঁওতাল যুবক]

যুবক। এই দেখ বাবু সেই সাপটো! আপুনি গুলি মেলি মাথায়, আমি মাড়ল তিন কাঁড়, এই দেখ, এই দেখ।

কমল। এই ছেলেটার সাথে বিয়া দিব গো বাবু সারীর। বীর বটে !

অহীন। বাঃ! চমৎকার স্বাস্থ্য—চমৎকার।

সারী। আমার লাজ লাগছে বাবু। বুলিস না!

কমল। লাজ কিসের ? উ বাঁশী বাজাক, আমি বাজাই মাদল। তু নাচ। বাবুকে নাচ দেখা।

অহীন। আজ নয় মাঝি অন্য দিন।

সারী। না বাবু আমাদের দুখ হবে।

অহীন্দ্র। তোমার নাচ তো আমি দেখেছি। চমৎকার নাচ তোমার। গানটি কি ?

সারী। (সুরে দুই কলি গাহিয়া দিল)

অজোগরের মাথার মাণিক কে দিবে এনে গো
রাজার বেটা ধনুক বাণ নিয়ে এল বনে গো।

[এমন সময় শূলপাণি রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে প্রবেশ করিয়া আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়া গেল]

শূলপাণি। এ চরে আমারও ভাগ আছে। শির লেঙ্গে। মাথা ফাটিয়ে দোব। (প্রস্থান)

রঙলাল। শূলপাণিবাবু ক্ষেপেছে দাদাবাবু। তরফ বড় পাঁচ আনির—সারে তিন গণ্ডা জমিদারী অংশ।

অহীন। ছিঃ রঙলাল। তাহ'লে আজ উঠি মাঝি!

কমল। মশাল! মশাল! মশাল আন গো! মশাল!

[দুইটা মশাল ধরাইয়া আনিল দুইজন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[খোলা বারান্দা; কোন আসবাব নাই।
প্রবেশ করিলেন সুনীতি]

সুনীতি। (চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মাথার কাপড় নামাইয়া দিলেন। চুল তাঁর খোলা। ডাকিলেন) মানদা! মানদা!

মানদা। (নীচে হইতে সাড়া দিল)—যাই মা!

সুনীতি। একখানা মাদুর আনিস তো মা!

[দূরে বাঁশী বাজিল চরে। সুনীতি চকিত হইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মানদা প্রবেশ করিল, মাদুর বিছাইল। সুনীতি সেদিকে তাকাইলেন না]

মানদা। মা! মাদুর বিছিয়ে দিয়েছি মা! মা!

সুনীতি। বাঁশী বাজছে কালিন্দীর চরে, না!

মানদা। হাঁ মা। ওদের তো বাঁশী আর মাদল—মাদল আর বাঁশী বেশ জাত!

সুনীতি। রাত্রে বাঁশী বাজাতে নেই রে। ওরা তো তা জানে না!

মানদা। কেন মা?

সুনীতি। বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনলে এক সন্তানের মায়েদের আর খেতে নেই রাত্রে। উপোস থাকতে হয়।

মানদা। কিন্তু বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনতে ভারী ভাল লাগে। কে—মন হয়ে যায় মন!

সুনীতি। সেই তো, মনে পড়ে যায় মা যশোদার দুঃখ, কৃষ্ণ গেলেন মথুরা, রেখে গেলেন বাঁশী—সে বাঁশী আপনি বাজত; যখনই যশোদার চোখে ঘুম আসত তখনই বেজে উঠত। ঘুম পালিয়ে যেত, চোখে ভেঙে আসত কালিন্দীর বন্যা!

মানদা। ওমা! আমাদের কালিন্দী তো সামান্য নয়!

সুনীতি। এ কালিন্দী নয় রে, সে হ'ল বৃন্দাবনের কালিন্দী, যমুনার নামও কালিন্দী!

মানদা। অ। তিনি হলেন বড় বুন, ইনি হলেন ছোট বুন। না মা?

সুনীতি। (হাসিলেন) হ্যাঁ। তিনি ভেঙেছিলেন যশোদার কপাল আর ইনি ভাঙছেন রায়হাটের কপাল। চর তো তোলেনি কালিন্দী, তুলেছে সর্ব্বনাশা পুরী। গোটা গ্রাম আজ কেঁপে উঠেছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সবচেয়ে ভয় আমার মানদা।

মানদা। তোমার ভয় কি মা? তুমি তো ঝগড়া বিবাদ করতে চাও না।

সুনীতি। আমি চাই না। কিন্তু তবু অদৃষ্টকে যেন টানছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি রে আমার সংসারকে অদৃষ্টকে ও টানছে। চাষীরা এসে বলে গেল, চর আমাদের। বললাম—চর চাই না, ওরা বললে—তা বললে কি হয় মা! (শিহরিয়া উঠিয়া) মহীন বাড়ী নেই, মজুমদার ঠাকুরপো বাড়ী নেই। তারা এসে তো ছাড়বে না!

মানদা। ভগবান তোমার সহায় মা। ধর্ম্ম তোমার সহায়! আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন খানিক।

সুনীতি। হ্যাঁ। (শুইতে মাদুরের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন) মানদা, মানদা? চরটা ঘুরছে পাক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিস? মানদা?

মানদা। কই না তো!

সুনীতি। তবে বোধ হয় আমারই মাথাটা ঘুরছে।

মানদা। (শঙ্কিতভাবে) মাথা ঘুরছে!

সুনীতি। ঠিক মনে হচ্ছে—চরটা ঘুরছে, পাক দিয়ে ঘুরছে! তুই দেখতে পাচ্ছিস না।

মানদা। বসুন মা, বসুন!

সুনীতি। (বসিলেন) আঃ বাতাসে শরীরটা জুড়লো।

মানদা। (তাঁহার চুল লইয়া আঙুল চালাইয়া) এমন চুল, এই চুল অযত্ন করে জট পাকিয়ে ফেললেন।

সুনীতি। —ছাড়—ছাড়।

মানদা। —আহা—হা কি নরম! ছোট দাদাবাবু তোমার খুব সুন্দর বটে, কিন্তু এমন চুল পায়নি!

সুনীতি। (চুল টানিয়া লইয়া) কইরে এখনও তো অহী ফিরল না! প্রহ্লাদের কথায় তাকে পাঠালাম ও বাড়ীর দাদার কাছে, এত দেরী হচ্ছে কেন?

মানদা। তিনি ওপারের চরে গিয়েছেন মা আমি দেখেছি—

সুনীতি। (চকিতভাবে) ওপারের চরে? ওই—।

[আঙুল দেখাইয়া ভীতভাবে স্তব্ধ হইলেন]

মানদা। হ্যাঁ। নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়েছিলাম, দেখলাম রঙলাল মোড়লকে নিয়ে দাদাবাবু নদী পার হয়ে চরে উঠেছেন। পিঠে বন্দুক—

সুনীতি। (চকিতভাবে) পিঠে বন্দুক? আঃ ছি—ছি—ছি!

মানদা। তোমার মা সবই যেন কেমন। বলিদান দেখে কেঁদে সারা।

সুনীতি। আহা মানদা, আমাদেরও প্রাণ যেমন, জীবজন্তুরও তো তেমনি বে! এত যন্ত্রণা হয় বল তো? এ কি এত আলো কিসের?

[বাহিরে আলোর ছটা বাড়িয়া উঠিল]

দেখতো মানদা?

[মানদা বাহিরে যাইতে উঠিল এমন সময় অহীনের প্রবেশ]

মানদা। ছোটবাবু? এত আলো কিসের ছোটদাদাবাবু?

অহীন। ভয় পেয়েছ তো? (হাসিল)

সুনীতি। কিসেব এত আলো রে?

অহীন। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবুকে চরের সাঁওতালেরা পৌঁছে দিতে এসেছে মা!

সুনীতি। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবু?

অহীন। হ্যাঁ—গো। ওরা আমাকে চিনেছে! আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু!

[নেপথ্যে রামেশ্বর। (চাপা গলায়) সুনীতি—সুনীতি—]

মানদা। বাবা আসছেন মা (দ্রুত চলিয়া গেল)

২

স্নীতি। তুইও বাইরে যা বাবা। মনে হচ্ছে, উনি খুব উত্তেজিত হয়েছেন। কি বলবেন, কে জানে? সাঁওতালদের দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ি মুড়কী দেওয়া। মানদাকে বল।

নেপথ্যে রামেশ্বর। স্নীতি (কথার মধ্যস্থলে অহীনের প্রস্থান)

[ভয়বিহ্বল রামেশ্বরের প্রবেশ]

রামেশ্বর। স্নীতি!

স্নীতি। এই যে আমি! ভয় কি? কি হ'ল?

রামেশ্বর। এত আলো? এত লোক! ওরা কি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে?

স্নীতি। না—না। ওরা কালিন্দীর চরের সাঁওতাল প্রজা! জান, ওরা অহীনকে ঠিক চিনেছে, রাঙাঠাকুরের নাতি ব'লে। নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।

রামেশ্বর। কালিন্দীর চর? সাঁওতাল? রাঙাবাবু? এতগুলো একসঙ্গে মিলে গেল?

[গভীর চিন্তান্বিত হইয়া মাটির মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন]

স্নীতি। কি বলছ তুমি?

[রামেশ্বর তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

স্নীতি। ওগো! ওগো! ওগো—কথা বল! কি ভাবছ? ওগো!

রামেশ্বর। সোনার কাঁকনগাছটা—

স্নীতি। (ঝাঁকি দিয়া) কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। চরটা আকারে গোল;—না? কাঁকনের মত;—না? কালিন্দীর চরটা?

স্নীতি। না। যত সব উদ্ভট কল্পনা তোমার! চরটা লম্বা—ওই তো পূর্ব পশ্চিমে লম্বা চর। চল ঘরের ভিতর চল।

রামেশ্বর। চক্রান্ত! এ-সব সেই সর্বনাশীর চক্রান্ত! সেই সর্বনাশী—

স্নীতি। কি বলছ? কে সর্বনাশী?

রামেশ্বর। (চুপি চুপি) এলোকেশী! সর্বনাশী এলোকেশী সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্র রায়ের বহির্বাটী

[কেহ কোথাও ছিল না। ভিতর হইতে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে উমা প্রবেশ করিল, ঘর গুছাইল, এটা ওটা নাড়িল। সাধারণ গ্রাম্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পোশাক।]

উমার গান

ফাল্গুনের হাওয়ায় হাওয়ায়
মন ভেসে যায়,
কোন স্বপ্ন দ্বীপান্তরে
কি রত্ন খুঁজে মরে
তাই দোলন লেগেছে ময়ূরপঙ্খি নায়।
সপ্ত ডিঙ্গা ও তার কি ধন লয়ে
কোন দ্বীপান্তর হতে আসবে বয়ে
আনবে সে কি বনের গন্ধ
পাখীর গানের পুলক-ছন্দ
আনবে সে কি আরো অনেক দখিনা বায়।

[গানের পরে প্রবেশ করিল অহীন]

উমা। অহীন দা!

অহীন। (সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাইয়া) তুমি—ও। —তুমি উমা!

উমা। হ্যাঁ, চিনতে পারছেন না?

অহীন। অনেক বড হয়ে গেছ তুমি? অনেক বড় হয়েছ। বেশভূষাতেও অনেক তফাত। সে ছিলে—কলকাতার ক্লাস সেভেনের ডবল বেণী দুলানো মডার্ণ মেয়েটি। আর—

উমা। (হাসিয়া) আর?

অহীন। রাগ করবে না তো? তখন বড় মুখরা ছিলে?

উমা। আপনাকে বলেছিলাম, সায়েব—না? দাদা বললে, চিনিস? বললাম, চিনি, সাহেব! চিনতে পারিনি। কিন্তু ঠকব কেন? বলে দিলাম সাহেব (হাসিয়া উঠিল)।

অহীন। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে কিন্তু আমি বাঙালিনীই দেখতে চাই। তা তুমি সত্যিই বাঙালী ঘরের লক্ষী মেয়ে হয়েছে! শান্ত মেয়েটি—

উমা। সে এখানে। কলকাতায় গেলে ঠিক মুখরাই দেখতে পাবেন।

অহীন। তা হলে তুমি তৈল! যখন যে আকারে থাক সেই আকার ধারণ কর।

উমা। ওরে বাপবে না ক'রে উপায় কি? এখানে বাবার হুকুম—বাইরে বেরুবে না। গান টান চলবে না! ইচ্ছে হলে গুন গুন করে বড় জোর। চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যেবেলা একবার যাবাব হুকুম আছে। তাও সঙ্গে মা যাবেন। কি জানি কখন কার সঙ্গে কি উত্তর করি। ছোট রায় বাড়ীর মেয়েদের নাকি বড় অদৃষ্ট খারাপ! কে কোথায় কি নিন্দে করবে, অভিসম্পাত দেবে—খারাপ কপাল আরও খারাপ হয়ে যাবে।

অহীন। তারপর তোমাব ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেমন হল বল।

উমা। দাদা আপনাকে পড়াতে বলেছিল, আপনি তো পড়ালেন না। ফেল হ'লে আর আপনার কি?

অহীন। তোমাব বাবা শুনলে রাগ করতেন, আমার দাদা হয় তো—(হাসিল)

উমা। জানি, জানি। বাপরে—বাপরে—এ যেন কুরু-পাণ্ডব—মোগল—পাঠান—চক্রবর্তীবাডী আর রায়বাড়ীতে যে কি ঝগড়া। উঃ ভাবতে গেলে এক এক সময় দম আটকে যায় আমার।

অহীন। সেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েটের গল্প পড়েছ উমা? ক্যাপিউলেট আর মণ্টেগু বংশের এমনি ঝগড়া ছিল। আমাদের দেশেও অনেক আছে। জমিদারেব এ একটা বিলাস! (হাসিল)।

উমা। আপনিও বড় হয়ে এমনি ঝগড়া করবেন তো?

অহীন। আমি মিটমাটের কথা নিয়েই এসেছি। তোমার বাবা কোথায়?

উমা। পূজো করছেন।

অহীন। তা হ'লে আমি একটু পরে আসব কি বল?

[ইন্দ্র রায়। (নেপথ্যে) তারা—তারা—তারা।]

উমা। ওই বাবা আসছেন। আমি পালাই। (প্রস্থান)

[ইন্দ্র রায় প্রবেশ করিলেন। রায় অহীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অহীন গিয়া প্রণাম করিল।]

ইন্দ্র। কে? ও—তুমি। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুরের নাতি তুমি রাঙাবাবু!

অহীন। (হাসিয়া) হ্যাঁ, ওরা আমাকে রাঙাবাবু বলেই ডাকে।

ইন্দ্র। শুধু তাই নয়, সমারোহ ক'রে মশাল জ্বালিয়ে গ্রাম আলো ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়।

অহীন। (এবার চকিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল) আপনি কি রাগ করছেন এর জন্যে?

ইন্দ্র। রাগ? (হাসিলেন)

অহীন। মা আমাকে সেই জন্যেই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? তোমার মা আমায় কেন এমনভাবে উত্যক্ত করছেন জানি না। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ—(তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন)

অহীন। যিনি বড়, যিনি মহৎ—তাঁর ভরসা সকলেই করে।

ইন্দ্র। তারা—তারা—তারা! থাক ওসব কথা। কি বলেছেন তোমার মা বল শুনি।

অহীন। তিনি অনুরোধ করেছেন,—এ সর্ব্বনাশা বিবাদ থেকে আপনি ক্ষান্ত হোন।

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হব? (কঠিন হাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিল তাঁর)

অহীন। হ্যাঁ। আর—

ইন্দ্র। আর?

অহীন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—আপনার কাছে আমাদের অপরাধটা কি? কি করেছি আমরা?

ইন্দ্র। (চঞ্চলভাবে উঠিয়া পড়িলেন) তারা—তারা—তারা।

[জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো তারামূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তারপর ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন]

তুমি যাও, বাড়ী যাও, তোমার মায়ের কথা আমি ভেবে দেখব। বুঝেছ! যাও তুমি এখন যাও।

[অহীন প্রস্থান করিল—ইন্দ্র রায় হঠাৎ হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেলেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে প্রবেশ করিল তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী]

হেমাঙ্গিনী। ছেলেটিকে তুমি তাড়িয়ে দিলে ?

ইন্দ্র। (চমকিয়া উঠিলেন) কে ? হেমাঙ্গিনী ?

হেমাঙ্গিনী। ও তোমার বাড়ীতে এল, তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে ?

ইন্দ্র। তাড়িয়ে দিলাম ? নয় ? (ব্যাপারটা এতক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল) অন্যায় হ'ল। সংসার-ধর্মকে আমি লঙ্ঘন করলাম ! (তিনি মাথা হেঁট করিলেন)

হেমাঙ্গিনী। জান তুমি, ও অমলের বন্ধু।

ইন্দ্র। রামেশ্বরের ছেলে—ইন্দ্র রায়ের ছেলের বন্ধু ?

হেমাঙ্গিনী। কলকাতায় তোমাদের এলাকার বাইরে ওরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসে !

ইন্দ্র। (বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন) কুলাঙ্গার, অমল তা'হলে—কুলাঙ্গার !

হেমাঙ্গিনী। কি বলছ তুমি ?

ইন্দ্র। ঠিক বলছি ! (হঠাৎ ঘুরিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন) অমলেরই বা দোষ কি ! তোমার শিক্ষায় তার এমনি মতিগতি হয়েছে। তুমি আমাকে অনুরোধ কর—ধর্মের নজীর দেখিয়ে চক্রবর্ত্তীদের ক্ষমা করতে বল !

হেমাঙ্গিনী। সে কি অন্যায় অনুরোধ ?

ইন্দ্র। না। ও অনুরোধ তুমি আমায় ক'রো না হেমাঙ্গিনী, রাখতে আমি পারব না। আজ পঁচিশ বৎসর রাধারাণী নিরুদ্দেশ। সে নেই, আমি জানি। এই পঁচিশ বৎসর তার আত্মা নিরুদ্দেশের কলঙ্ক ব'য়ে বেড়াচ্ছে। আজ পঁচিশ বৎসর ছোট রায়বাড়ীর মাথা হেঁট হয়ে আছে। রামেশ্বরের জন্যে কোনও অনুরোধ তুমি ক'রো না। চক্রবর্ত্তীবাড়ীকে আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

হেমাঙ্গিনী। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ? ঠাকুর-জামাই—

ইন্দ্র। না ! ও সম্বন্ধ ধ'রে কথা তুমি ব'লো না। বল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

হেমাঙ্গিনী। (ম্লান হাসিয়া) বেশ ! তাই বলছি। চক্রবর্ত্তী মশাই কি আর মানুষ আছেন ? শুনেছি চোখের দৃষ্টি গিয়েছে,—দিন রাত্রি অন্ধকার

ঘরে ব'সে থাকেন। মাথা খারাপ হয়েছে—বিড় বিড় ক'রে বকেন—দুই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, বলেন—আমার মহাব্যাধি হয়েছে!

ইন্দ্র। জান হেমাঙ্গিনী, নাগবংশের একজনের অপরাধে রাজা জন্মেজয় সমস্ত নাগবংশ ধ্বংস করতে নাগমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রামেশ্বর অকর্ম্মণ্য—কিন্তু রামেশ্বরের বংশ আছে। তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা উপযুক্ত হ'য়েছে। রামেশ্বরেব বড় ছেলে বাপের মত জেদী দুর্দ্দান্ত! আমি ভুলতে পারি না হেমাঙ্গিনী যে, তারা রাধারাণীর সন্তানের অধিকারে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে!—কালিন্দীর ওপারের চরটা চক্রবর্ত্তীদেব সীমানাতেই বটে,—কিন্তু, আমি তা চক্রবর্ত্তীদেব ভোগ করতে দোব না। ওই চরে আমি ওদের শেষ করব। ওই চর হবে চক্রবর্ত্তীদের শ্মশান।

হেমাঙ্গিনী। (শিহরিয়া উঠিলেন) উঃ মা গো? ওগো কি বলছ? তুমি কি এত নিষ্ঠুর হতে পার?

ইন্দ্র। নিষ্ঠুর! রাধারাণীর মুখ মনে পড়ে না তোমার? রাধারাণীর প্রসঙ্গে মাথা হেঁট করতে হয় না তোমাকে?—উমার মুখের দিকে চাও না তুমি?

হেমাঙ্গিনী। উমা? উমার কথা কেন তুলছ তুমি?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার সোনার প্রতিমা উমা। আমার বংশে মিথ্যা কলঙ্কের জন্য তার বিবাহের কথা ভাবতে গিয়ে কূল কিনারা পাই না আমি।

[বাহির হইতে নায়েব সাড়া দিল]

নেপথ্যে নায়েব। (গলা পরিষ্কার করিয়া) বাবু!

ইন্দ্র। কে, মিত্তির?

নেপথ্যে নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

ইন্দ্র। (হেমাঙ্গিনীকে) যাও, বাড়ীর ভিতরে যাও। চোখের জল ফেলো না, ওতে আমি গলব না। পাথর ফাটে আগুনে, জলে গলে না। তা ছাড়া হেমাঙ্গিনী—কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ঘুরছি, যে ঘোরাচ্ছে তার হুকুমে চলতেই হবে, চোখ ঢাকা অবোধ জীবের পথের বিচার ক'রে লাভ কি? তারা—তারা—তারা!

[হেমাঙ্গিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন। নায়েব প্রবেশ করিল]

নায়েব। পাইকেরা সাঁওতালদের নিয়ে আসছে। হরিশ একজনকে আগে পাঠিয়ে খবর দিয়েছে!

ইন্দ্র। আসছে? চক্রবর্ত্তীরা কোন বাধাটাধা দেয় নি!

নায়েব। না।

ইন্দ্র। (তাহার মুখের দিকে চাহিলেন) হুঁ। (ঘাড় নাড়িলেন চিন্তিতভাবে)

নায়েব। বরং ও বাড়ীর গিন্নী নাকি ব'লে পাঠিয়েছেন সাঁওতালদের যে রায়হুজুর ডাকবামাত্র তোমরা সেখ'নে যাবে। কদাচ তাঁর হুকুম অমান্য করবে না।

ইন্দ্র। আঃ ছি। ছি! ছি!

নায়েব। আজ্ঞে?

ইন্দ্র। কিছু না কিছু না। তুমি একবার অচিন্ত্যবাবুকে ডাকতে পার? মনটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে।

নায়েব। আজ্ঞে তিনি তো বাইরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু। অচিন্ত্যবাবু। যাও তুমি। অচিন্ত্যবাবুকে পাঠিয়ে দাও।

[নায়েবের প্রস্থান]

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) Yes my lord!

ইন্দ্র। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন! কতদিন পরে দেশে এলেন, অথচ দেখা নেই। সেদিন এক চমক—চরে দেখা! কি ব্যাপার কি মশাই?

[অচিন্ত্যের প্রবেশ]

অচিন্ত্য। কি করি my lord, করি কি বলুন! শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্—বুঝলেন কি না, সব আমার শরীরের জন্য। শরীরের জন্য invalid pension নিলাম। ভাবলাম—retire করে কিছু business করব। দশ বিশটা business planও করলাম। কিন্তু শরীরের জন্যে everything spoiled! শরীরের মধ্যে আমার পাষণ্ড উদর!—উদরের জন্যে লোকে খাবার খায়, আমার উদর আমাকে খাচ্ছেন। অবশেষে—কলকাতায় গিয়ে —(হাস্য) বলুন তো কি ব্যাপার?

ইন্দ্র। কি ব্যাপার?

অচিন্ত্য। দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন। হে-হে—বলতে পারলেন না তো। (দাঁত দেখাইয়া) দাঁত দাঁত, my Lord দাঁত! এমন pearl-like teeth, মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত—যাকে বলে দন্তরুচি-কৌমুদি —আমার ছিল? পোকা-খেকো কালো কালো দাঁত মনে পড়ে?

ইন্দ্র। তাই তো মশাই! সত্যিই তো—এ-যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ! তুলিয়ে ফেললাম। ব'লব কি আপনাকে—like a brave soldier; একবার উঃ করি নি! দাঁতই হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়ার মূল কারণ! এখন পাথর চিবিয়ে খাবো এবং হজম ক'রব।

ইন্দ্র। বলেন কি?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়! দেখুন না, ছ'মাসের মধ্যে কি রকম বিশালকায় হ'য়ে উঠি! কিন্তু মুস্কিল কি জানেন?—খাবার দাবার, মানে—আসল পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্র। বলেন কি? প্রচুর দুধ ঘি রয়েছে—

অচিন্ত্য। বাজে—বাজে—! দুধ ঘি পুষ্টিকর খাদ্য—বাজে কথা! মশাই, দুধ ঘি যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত পশু রাজ্জী,—বুঝলেন? মাংস—মাংস খেতে হবে! দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে।

ইন্দ্র। তা যা বলেছেন। দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, ও জন্যে মাংস চাই।

অচিন্ত্য। Yes my lord, right you are. সেই জন্যেই তো সেদিন চরে গিয়েছিলাম। চরে নাকি সাঁওতালেরা শশক অর্থাৎ খরগোশ মারে, সেই শশকের খোঁজে গিয়েছিলাম, শশক মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর—কারণ ওরা ফার্ষ্ট ক্লাস ভিটামিন ছোলা মশুরের ডগা খায়।

ইন্দ্র। এটাও কি আপনার আবিষ্কার?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়। সেখানে গিয়ে আরও আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।

ইন্দ্র। কি আবার আবিষ্কার করলেন?

অচিন্ত্য। হুঁ-হুঁ। আপনাদের চোখে তো পড়ে নি?

ইন্দ্র। কি বলুন তো?

অচিন্ত্য। Gr a-nd Bus-iness। দেখে এলাম—চরে প্রচুর লতা পাতা গাছ-গাছড়া রয়েছে। বুঝেচেন my lord—আমি ঠিক করে ফেলেছি—একেবারে হিসেব-নিকেশ—complete করে ফেলেছি—at least one hundred percent লাভ। কলকাতায় দেশী herbs supply করব। আপনি and আমি। রয়-গোসেল এ্যাণ্ড কোম্পানী।

ইন্দ্র। গোসেল?

অচিন্ত্য। ঘোষাল—ঘোষাল my lord—ঘোষাল। ঘোষাল কোটপ্যাণ্ট পরলেই গোসেল হয়ে যায়!

[নেপথ্যে শব্দ। সেই শব্দ শুনিয়া অচিন্ত্য সেইদিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।]

ওরে বাপরে! my God! এ কি মানুষ না মহিষ!

[মিত্তির ও হরিশ বাগ্দী সাঁওতালদের লইয়া প্রবেশ করিল। সাঁওতালেরা প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিল। পিছনে মেয়েরা দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের সর্বাগ্রে ছিল স রী]

ইন্দ্র। মোড়ল মাঝি কে বে?

[কমল আগাইয়া প্রণাম করিল]

কমল। আজ্ঞেন হঁ়া। আমিই বটেন সে টো।

ইন্দ্র। চবের উপর এসে তোরাই বসেছিস?

কমল। আজ্ঞেন হুঁ-গো!

ইন্দ্র। কাকে বলে বসেছিস?

কমল। আজ্ঞেন? (আশ্চর্য্য ভাবে প্রশ্ন করিল—যেন এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন সে আর পূর্বে শোনে নাই)

ইন্দ্র। কার হুকুম নিয়ে চরে বসত করলি?

কমল। কার হুকুম লিব? নিজেরাই বসে গেলাম।

ইন্দ্র। নিজেরাই বসে গেলি?

কমল। হুঁ। দেখলম বন জঙ্গোল ভরা জমি পড়ে রইছে, জন্তু জানোয়ার বাস করছে, দেখলুম—নতুন চরার মাটি—ভারি মোলাম—ভারি ভাল, কাছে নদীতে জল রইছে—ভাল লাগল, মন বুললে বসে যা, গেলম বসে ইখানে। হঁ।

ইন্দ্র। কতদিন এসেছিস?

কমল। তা' হবে বৈকি গো। তা' পাঁচ মাস দশ মাস হবে। সেই কার্তিক মাসে আলু লাগাবার সময় এলম—হঁ—কার্তিক মাসই বটে গো—এসেই আলু লাগালাম, ছোলা বুনলুম। হঁ। (ঘাড় নাড়ল)

ইন্দ্র। বুঝলাম। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে বাস করা উচিত ছিল। ও চর আমার!

কমল। সি আমরা জানি না বাবু!

ইন্দ্র। জানতিস না—এখন জানলি, এইবার কবুলতি দিতে হবে। না হলে উঠে যেতে হবে চর থেকে!

কমল। সেটো কি বটে ?

ইন্দ্র। কবুলতি। কাগজে টিপছাপ দিতে হবে—স্বীকার করতে হবে যে আমি তোমাদের জমিদার—আমাকেই বছরে বছরে খাজনা দিবি তোরা বুঝলি।

[কমল অন্য এক মাঝির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল]

সারী। (বলিয়া উঠিল মুখরার মত) কেনে ? তা দিবে কেনে ? টিপছাপটি দিবে কেনে।

[ইন্দ্র রায় তাহার দিকে চাহিলেন]

মিত্তির। এই ! তুই চুপ কর।

সারী। কেনে ? চুপ করবে কেনে ? তুরা যদি খৎ লিখেছিস ? একশো —দুশো টাকা পাবি লিখে লিস ?

ইন্দ্র। না-না !—জমিদার তা কখনও করে না !

সারী। করে না ! করো না কেনে ? উ গাঁয়ে সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি সব !

কমল। (পরামর্শ শেষে) বাবু মশায় সিটো আমরা শুধাব আমাদের রাঙাবাবুকে—

ইন্দ্র। কাকে ?

কমল। আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে, রাঙাবাবুকে। সি যদি বুলে—তবে দিব, আমরা টিপছাপ দিব।

ইন্দ্র। মিত্তির ওদের এখানে আটক করে রাখ, টিপছাপ দেবে—তবে যেতে পাবে। (প্রস্থানোদ্যত হইলেন)

হরিশ। (হুঙ্কার দিয়া উঠিল) বস, সব বস এইখানে।

[অচিন্ত্য কোণে পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল - সে এইবার বলিল]

অচিন্ত্য। হ'ল এইবার সর্বনাশ হ'ল ! আমি পালাই।

[সাঁওতালেরা বসিয়া পড়িল, প্রথমে বসিল কমল। মেয়েরা বসিল না]

ইন্দ্র। (ঘুরিয়া হরিশকে বলিলেন) মেয়েদের যেতে বল এখান থেকে।

হরিশ। যা—যা—তোরা বাড়ী যা !

[মেয়েরা গেল না]

হরিশ। এই মাঝি, ওদের যেতে বল।

কমল। যা গো সারী বাড়ী যা। বাবু রাগ করবে। বাড়ী যা তুরা।

মাঝি। হুঁ—বাড়ী যা তুরা।

মিত্তির। যা—যা—বাড়ী যা তোরা।

সারী। উরা এখুনও খায় নাই, তুরা উদিগে ধরে রাখবি কেনে? পেট কাঁদে না উদের? হঁ্যা! (চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল)

[উমা প্রবেশ করিল]

উমা। বাবা!

ইন্দ্র! উমা! কিছু বলছিস?

উমা। ওদের ছেড়ে দাও বাবা। ওদের মেয়েরা কাঁদছে। ওরা এখনও খায় নি।

কমল। বাবু মশয়, আমরা এখনও খাই নাই বাবু মশয়। ছেড়েন দে আমাদিগকে বাবু মশয়!

সরকার। টিপছাপ দে, দিয়ে বাড়ী চলে যা!

উমা। বাবা!

ইন্দ্র। ওদের তো ছেড়ে দিতে পারব না মা, তার চেয়ে বরং এখানে ভাল করে খাওয়ার ব্যবস্থা কর তুই। কেমন তা হলে হবে তো? চল—সেই ব্যবস্থাই করি।

[উভয়ে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, বিপরীত দিক হইতে
প্রবেশ করিল অহীন্দ্র, তাহার সঙ্গে সারী]

অহীন্দ্র। মামাবাবু।

[ইন্দ্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। অহীন্দ্র প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল —আমি আপনার কাছে জোড়হাত করে ভিক্ষা চাইতে এসেছি মামাবাবু! এদের ছেলে মেয়েরা কাঁদছে, ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। বেচারারা এখনও খায় নি! এদের এখন ছেড়ে দিন; আবার ডাকলেই আসবে।]

উমা। বাবা!

[ইন্দ্র রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।]

অহীন্দ্র। (সাঁওতালদের) যা—তোরা এখন বাড়ী যা। যা। আবার ডাকলেই আসবি। (সাঁওতালেরা উঠিল)

হরিশ। (লাঠি ঠুকিয়া বলিল) এ্যাও মাঝি, খবরদার! বস!

ইন্দ্র। (হরিশকে) চোপরও হারামজাদা! জানিস ও কে! (সাঁওতালদের প্রতি) যা—যা তোরা বাড়ী যা! যা। [সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন তাঁহার পশ্চাতে উমা ও অহীন্দ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

উমা। অহীন-দা!

অহীন। উমা!

উমা। আপনাকে প্রণাম করব আমি। আজ আপনি আমার বাবার ধর্মকে রক্ষা করেছেন; রাগের বশে কি যে করে বসতেন—ভাবতেও শিউরে উঠেছিলাম। (প্রণাম করিল) তা ছাড়া—(থেমে গেল সে)

অহীন। তা ছাড়া? বলতে বলতে থেমে গেল যে?

উমা। জানি না সত্যি কি না। তবে আমার মনে হচ্ছে সত্যি। মনে হচ্ছে—চক্রবর্তীবাড়ী আর রায়বাড়ীর মাঝখানে যে পাথরের দেওয়ালটা গড়ে উঠেছিল—তাতে যেন আজ ফাটল ধরল।

অহীন। তোমার কল্পনা যেন সত্য হয় উমা—এই আশীর্বাদই করে গেলাম তোমাকে। (প্রস্থান)

[উমা তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর চলিয়া গেল, শূন্য রঙ্গমঞ্চে চিৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল অচিন্ত্য]

অচিন্ত্য। করলেন কি My lord—এ আপনি করলেন কি? লোকে যে যা' তা' বলছে। রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলে আপনার নাসিকায় ঝামা ঘর্ষণ করে দিয়ে গেল। তাই আপনি সহ্য করলেন? ছি—ছি—ছি!

[মিত্তিরের প্রবেশ]

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, এ সব আপনি কি বলছেন?

অচিন্ত্য। যা সকলে ভাবছে, সকলে বলছে, তাই বলছি—গভর্ণর সাহেব! Yes,—সকলেই বলছে। শূলপাণি বলছে—ঘস-ঘস করে ঝামা ঘসে দিয়ে গেল।

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, ইন্দ্র রায়কে জানেন তো?

অচিন্ত্য। (চমকিয়া উঠিল) কেন বলুন তো?

মিত্তির। লোকে বলে,—ইন্দ্র রায় রাগলে হয় খোঁচাখাওয়া বাঘ। তার থাবায় সিংহের মতন পুরুষ রামেশ্বর চক্রবর্তী ঘায়েল হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মাথায় সে থাবা পড়লে মুণ্ডু ছিঁড়ে চলে আসে।

অচিন্ত্য। সত্যি কথা। লোকে তাই বলে।

মিত্তির। তবে তাঁকে খোঁচা মারবেন না। যা' তা কথা বলে চেঁচাবেন না।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) মিত্তির! মিত্তির রয়েছ? মিত্তির।

মিত্তির। আজ্ঞে!

অচিন্ত্য। আমি পালাই! মিত্তির মশাই—আমি—

[ইন্দ্র রায় তাহার পূর্বেই প্রবেশ করেন]

ইন্দ্র। সাঁওতালেরা চলে গেছে, না মিত্তির! ও—কে? অচিন্ত্যবাবু পালাচ্ছেন কেন? বসুন!

অচিন্ত্য। আমার অপরাধ হয়ে গেছে স্যর! আমি অন্যায় বলেছি।

ইন্দ্র। না—না। আপনি পাঁচজনের কথা বলেছেন। আপনার অন্যায় কি? লোকে এই কথা বলছে না কি অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্য। আমাকে মার্জনা করবেন স্যর! লোকে বললেও আমি আর বলব না।

ইন্দ্র। না—না। আপনার কোন ভয় নেই, আপনি বসুন। মিত্তির হরিশকে তুমি আবার পাঠাও। ধরে আনুক সাঁওতালদের। আমার ভ্রম হয়ে গেল মিত্তির, আমার ভ্রম হয়ে গেল। ছেলেটা আমায় মামাবাবু বলে ডাকলে। আমার মনে হ'ল—রাধারাণীর সন্তান এসে আমায় ডাকছে (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন)। যাক, যা হয়ে গেছে গেছে। তুমি ডাক হরিশকে আমার কাছে।

মিত্তির। আজ্ঞে? (মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হরিশকে ডাক! আমি হুকুম দিচ্ছি।

মিত্তির। আজ্ঞে এইমাত্র খবর পেলাম—চক্রবর্তী বাড়ীর বড় ছেলে, নায়েব যোগেশ মজুমদার মহল থেকে ফিরল। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠবে।

ইন্দ্র। ভয় পাই-নি। তবে ভাবছি—ফৌজদারীতে হঠব না, কিন্তু মামলায় হয় তো ঠকতে হবে। সাঁওতালেরা যে রকম রাঙাবাবু বলে চক্রবর্তী বাড়ীর উপর ঝুঁকেছে—তাতে ওদের জমিদার স্বীকার করলে আমাদের হারতে হবে মামলায়। তার চেয়ে—

মিত্তির। তার চেয়ে আমি বলি কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই ভাল হবে।

অচিন্ত্য। Yes my lord, Governor ভাল বলেছেন বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্, পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিত!

ইন্দ্র। আপনি একটু থামুন অচিন্ত্যবাবু।

মিত্তির। আমি বলছিলাম—সাঁওতালরা তো খানিকটা চর চাষ করছে। বাকী চরটা গোটাই প্রায় পড়ে রয়েছে। ওটা যদি শক্ত জোরালো প্রজা দেখে আমরা এখন বন্দোবস্ত ক'রে দি—মানে—সাঁওতালরা বলবে—চক্রবর্তী বাবুরা

আমাদের জমিদার! সে ক্ষেত্রে দাঙ্গা করলেও আমাদের অনধিকার প্রবেশ হবে না। তারপর স্বত্বের মোকদ্দমা—সে অনেক দূর!

ইন্দ্র। পরামর্শ খুবই ভাল! কিন্তু সে রকম লোক কোথায় পাচ্ছ?

মিত্তির। আমি বলছিলাম—ননী পালের কথা!

ইন্দ্র! ননী পাল! কিন্তু ওটা যে একটা পাষণ্ড! কোন ভদ্রলোকের ছেলের কান ম'লে দিয়েছিল না!

মিত্তির। আজ্ঞে হাঁ৷ লোকটা বিড়ির দোকান করে। বিড়ির দরুণ দু' আনা পয়সা পেত। কিছুদিন তাগাদা ক'রে না পেয়ে, দুটো কান মলে দিয়ে বলেছিল—এতেই শোধ হ'ল আমার দু'আনা!

ইন্দ্র। হুঁ!

মিত্তির। তাহ'লে ননী পালকে—

[অচিন্ত্য প্রস্থানোদ্যত হইল]

ইন্দ্র। চা খেয়েছেন অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না!

ইন্দ্র। তবে চললেন যে—

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। দুর্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করা নিরাপদ! সর্বনাশ! ননী পাল সাক্ষাৎ একটি ব্যাঘ্র। হঠাৎ থাবা মেরে বসে। গাছ গাছরা নিয়ে মা লক্ষ্মী আমার মাথায় থাকুন। ব্যবসায় আমার কাজ নেই মশাই! সর্বনাশ! ব্যাটা চরের ওপর কোন্ দিন খুন ক'রে ফেলবে আমাকে। My God! (প্রস্থান)

[ইন্দ্র হাসিলেন]

মিত্তির। তা হ'লে—

ইন্দ্র। (গম্ভীরভাবে বার দুয়েক পায়চারী করিয়া) আচ্ছা ডাকাও ননী পালকে। চক্রবর্তীদের আমি ক্ষমা করতে পারব না। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্তী বাড়ির দরদালান

রামেশ্বর। "অসদো মা সদ্গময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়!" শঙ্কর! আশুতোষ—আর যে অন্ধকারে থাকতে পারছি না প্রভু!

[সুনীতির প্রবেশ]

কে?

সুনীতি। আমি।

রামেশ্বর। তুমি? তুমি সুনীতি? ও! তুমি! ওঃ!

সুনীতি। হ্যাঁ। এইবারে একটু জানালার ধারে এসে বস। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এইখানে ব'স!

রামেশ্বর। আঃ বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল ত?

সুনীতি। চৈত্র মাস—

রামেশ্বর। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ॥

মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটিরে ॥"

অহীন। (নেপথ্যে) মা!

সুনীতি। আয়, ভেতরে আয় বাবা!

[অহীনের প্রবেশ]

রামেশ্বর। অহীন?

অহীন। হাঁ বাবা, আমি!

রামেশ্বর। মহীন কোথায়? মহীন?

সুনীতি। কাছারী বাড়ীতে গেছে।

রামেশ্বর। অহীন কি পাশ ক'রেছে নয়?

সুনীতি। I.A তে জলপানি পেয়েছে। এবার B A. দিয়েছে!

রামেশ্বর। বাঃ বাঃ! রাজা দিলীপের পুত্র রঘু, সমস্ত বংশের তিনি মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন, তাই তাঁর বংশের নাম হ'য়ে গেল রঘুবংশ! তুমি রঘুবংশ প'ড়েছ অহী? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ? বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ। মহাকবি কালিদাস!

অহীন। আমি ইকনমিক্‌স্‌ নিয়েছি, সংস্কৃত কাব্য আমাকে পড়তে হয় না। তবে আমি ঘরে পড়ি সংস্কৃত।

রামেশ্বর। ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম সেক্‌স্‌পীয়র! তাঁর বইও প'ড়ো!

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ! B A. তে সেক্‌স্‌পীয়র পড়ছি।

সুনীতি। তুই এইখানে ব'স অহী,—আমি তোর খাবার নিয়ে আসি।

রামেশ্বর। (চকিত হইয়া) না—না! যাও অহী, ভাল করে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেল, গরমের দিন স্নানই করে ফেল বরং, তারপর খাবে। যাও, যাও, একটু খোলা বাতাসে যাও ববং!

[অহীনের প্রস্থান]

সুনীতি। কেন তুমি ওকে এমন করে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে? ছেলেবা কাছে এলে কেন তুমি এমন কর?

রামেশ্বর। (দু'হাত বাড়াইয়া) অতি ঘৃণিত সংক্রামক ব্যাধি! মহা-ব্যাধি! মহাব্যাধি! কুষ্ঠ, কুষ্ঠ!

সুনীতি। না, কব্‌রেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা হ'য়েছে, ও রোগ তোমার নয়!

রামেশ্বর। জানে না সুনীতি, ওরা জানে না। (দূর হইতে মাদল ও বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল) উঃ আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে—আব কি লাল হ'য়ে উঠেছে! ও কিসের শব্দ সুনীতি?

সুনীতি। সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে!

রামেশ্বর। হুঁ! সাঁওতালব!—নয়?

[সুনীতি যাইতেছিলেন]

শোন—শোন!

সুনীতি। বল।

রামেশ্বব। দেখ, আমি বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি সুনীতি!

সুনীতি। কেন?

রামেশ্বর। ভাবছি, অহী যদি সাঁওতালদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে?

সুনীতি। না গো, না! অহী আমাদের সে রকম ছেলে নয়।

রামেশ্বর। সাঁওতালরা ওকে চিনেছে যে! নাম দিয়েছে রাঙাবাবু! রাঙাঠাকুরের নাতি, রাঙাবাবু!

মহীন। (নেপথ্যে) চর নিয়ে রায়েরা দাঙ্গা করতে চায় নাকি? বলবেন, চরের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব আমি।

রামেশ্বর। চর? দাঙ্গা? সুনীতি, কেন চর নিয়ে দাঙ্গা?

সুনীতি। কালিন্দীর ওপরে একটা চর উঠেছে—

রামেশ্বর। উঠেছে? চর উঠেছে? কালের ভগ্নী কালিন্দী চরটা তুলেছে? (থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল)

সুনীতি। কি হ'ল গো? এমন ক'রছ কেন?

রামেশ্বর। কালের ভগ্নী কালিন্দী। কালের ভগ্নী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অমোঘ বিধান। হে ভগবান! কালের ভগ্নী কালিন্দীর চরে এল সাঁওতালেরা। তারা চিনলে রাঙাঠাকুরের নাতিকে। নাম দিলে রাঙাবাবু, রাঙাবাবু। তুমি জান সুনীতি—রাঙাঠাকুরের কথা। আমার বাবা—দীর্ঘকাল গৌরবর্ণ পিঙ্গলকেশ পুরুষ—তার কথা জান?

সুনীতি। তুমি ব'স। স্থির হয়ে ব'স। আমি জানি, তাঁর কথা আমি জানি।

রামেশ্বর। না—না—না। জান না! চক্রবর্ত্তী বংশ কুলীন তান্ত্রিকের বংশ। আমার প্রপিতামহ শবসাধনা করতে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। জান?

সুনীতি। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন?

রামেশ্বর। এই দেখ, তুমি তো জান না সুনীতি, তুমি তো জান না! কি করে জানবে। তান্ত্রিক সাধনা—গুপ্ত সাধনা। তবে তোমার জানা উচিত। হ্যাঁ জানা উচিত!

সুনীতি। শুনব—অন্যদিন শুনব।

রামেশ্বর। না। আজই শুনে রাখ। ওপারে কালিন্দী তুলেছে চর, সেখানে এসেছে সাঁওতালেরা' চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছেলে—তোমার গর্ভের সন্তান অহীনের মধ্যে তারা আবিষ্কার করেছে রাঙঠাকুরকে! মশাল জ্বেলে তারা রেখে গেল তাকে। অদ্ভুত যোগাযোগ সুনীতি। তুমি শুনে রাখ সে কথা।

সুনীতি। তুমি শান্ত হও। ওসব তোমার মনের উদ্ভট ভাবনা। ব'স —স্থির হয়ে ব'স। মাথায় একটু জল দিয়ে ধুয়ে দোব?

রামেশ্বর। যোগভ্রষ্ট তান্ত্রিকের বংশ। প্রপিতামহ শবাসন ছেড়ে হলেন উন্মাদ, পিতামহ রায় বংশে বিবাহ ক'রে সাধনা ছেড়ে হলেন সম্পদের অধিকারী। (হাসিলেন) তবু সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে। সে ছাড়বে কেন?

সে কৌতুক করলে। রায়বংশের এক তরফের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ ক'রে ঠাকুরদাদা সাধক থেকে হলেন জমিদার! সর্ব্বনাশী—কৌতুক করে বিরোধ বাধিয়ে দিলেন—রায়বংশের অন্য তরফের সঙ্গে। রায়বংশকে তিনি ব'লতেন—ছোট লোকের বংশ। এক হুঁকোতে তামাক খেতেন না। আক্রোশে রায়বংশ গজরাত। অজগরের মত গজরাত! সব সেই সর্ব্বনাশীর চক্রান্ত! (হাসিলেন)

সুনীতি। কার? কি বলছ?

রামেশ্বর। তার। তার এলোকেশী সর্ব্বনাশী। তার চক্রান্ত—তার অভিশাপ। তার সাধনা ছেড়ে সম্পদের সাধনায় মগ্ন হ'ল চক্রবর্ত্তীরা—সে অসন্তুষ্ট হবে না? ক্রুদ্ধ হবে না? আমার বাবার বুকে সে-ই জালিয়ে তুললে আগুন। সাঁওতালেরা ঠিক বলেছে—আগুনের পারা বরণ, হ্যাঁ—অগ্নিবর্ণ পুরুষ—মাথায় পিঙ্গল কেশ, চোখে পিঙ্গল দ্যুতি, আমার বাবা সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী—মেতে উঠলেন সাঁওতাল বিদ্রোহে।

[উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিত হয়ে]

সাঁওতালদের পীড়ন করছিল, খ্রীষ্টান করছিল পাদ্রীরা, ইংরেজ কুঠিয়ালেরা তাদের মেয়েদের দিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল। রায়েরা রায়েদের মত জমিদারেরা তাদের ঠকাচ্ছিল। গৃহস্থেরা ঠকাচ্ছিল তাদের। তারা ক্ষেপে উঠল।

সুনীতি। হ্যাঁ··· শুনেছি। সাঁওতালেরা ঘি বেচতে আসত—কিন্তু এক হাঁড়ি ঘিয়েও কখনও এক সের পূর্ণ হ'ত না। মাপের সেরের তলায় ফুটো থাকত—তাতে মোম দেওয়া থাকত, হাঁড়ির মুখে সের রেখে গরম ঘি ঢাললেই মোম যেত গলে—ছিদ্র দিয়ে ঘি পড়ে যেত তলার হাঁড়িতে। সের পূর্ণ হ'ত না। সাঁওতালেরা খেপবার আগে নাকি বলেছিল—"একবার বুল—ই হলো।"

রামেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তারপর তারা খেপলো। বাবা বললেন—আমি তোদের সঙ্গে আছি। তারা ধ্বনি দিলে—জয় বাবা রাঙাঠাকুরের—তুমি আমাদের রাজা! অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়েও বাবা বোধ হয় রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুনীতি! রায়বংশ শঙ্কিত হয়ে উঠল—আগুন লাগল।

সুনীতি। রায়েরা সাহেবদের কাছে খবর পাঠিয়েছিল জানি! তিনি রায়দের উপর খেপে উঠলেন।

রামেশ্বর। (হেসে) ছলনা—সবই তার ছলনা সুনীতি! বাবা ক্রোধে গর্জ্জে উঠলেন—রায়হাট ভূমিসাৎ করে দেব আমি। রায়বংশ নির্ব্বংশ করে দেব। তাঁর পিঙ্গল চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হ'ল-বজ্রাঘাত!

সুনীতি। বজ্রাঘাত।

রামেশ্বর। হ্যাঁ বজ্রাঘাত! আমার পিতামহী রায়বংশের কন্যা—পিতৃ-কুলের মমতায় ছেলের পায়ে সত্যই আছাড় খেয়ে পড়লেন—ওরে ক্ষান্ত হ, মুহূর্ত্তে বাবা যেন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—আমার মাথায় তুমি বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে মা

সুনীতি। উঃ মাগো! ওগো। না আর বলো না তুমি। আমি আর শুনতে পারব না।

রামেশ্বর। তারপর সেই রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। হাতে এক উলঙ্গ তরবারি। গভীর রাতে অমাবস্যার অন্ধকারে রায়হাট ছেড়ে চলেছিলেন তিনি। সাঁওতালদের জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে কে বললে—ওগো একটু আস্তে চল, আমি যে সঙ্গে চলতে পারছি না। বাবা চমকে উঠলেন। ফিরে দেখলেন পিছনে আসছেন আমার মা। পাঁচ বছরের ঘুমন্ত আমাকে ফেলে তিনি স্বামীর অনুসরণ করেছেন। বাবা চমকে উঠলেন, বললেন—তুমি কোথায় যাবে? মা বললেন আমি কোথায় থাকব? ইংরেজরা যদি জেতে, জিতবেই তারা, যখন তারা এসে আমায় ধরে নিয়ে যাবে—তখন রক্ষা কে করবে আমাকে? আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছ তুমি! বাবা ভাবলেন—তারপর বললেন—এস স্থান আছে। সম্মুখে ছিল মা সর্ব্বরক্ষার আশ্রম। সেখানে ঢুকলেন। বললেন—এইখানে থাকবে তুমি। এই মায়ের কাছে! প্রণাম কর! ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর। তারপর সুনীতি তারপর—

সুনীতি। কি তারপর?

রামেশ্বর। মা আমার আশ্রয় পেলেন। শান্তির আশ্রয়! মাটিতে মা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। সর্ব্বরক্ষার পাষাণ মূর্ত্তিতে বোধ হয় দীপ্তি ঝলক দিয়ে উঠল, সেই ঝলকের প্রতিচ্ছটা বাজল গিয়ে বাবার হাতের শাণিত তরবারিতে। ক্ষিপ্র চকিত বিদ্যুতের মত উর্দ্ধে উঠে নামল সে তরবারি, সর্ব্বরক্ষার প্রাঙ্গণ ভেসে গেল রক্তের প্রবাহে। বাবা আমার হা-হা করে হেসে উঠলেন!

সুনীতি। [চীৎকার করে উঠলেন] না—না—না। আর বলো না। আর বলো না।

রামেশ্বর। ভয় পাচ্ছ? শিউরে উঠছ? ছলনা সুনীতি—স—ব ছলনা।

ছলনাময়ীর ছলনা। নইলে এই ঘটনার পরও বাবা আবার হত্যা উৎসবে মাতেন! রক্তাক্ত তরবারি হাতে তিনি ছুটে গেলেন শাল জঙ্গলে, হাজার হাজার সাঁওতাল তখন মুখে সিঁদুর মেখে রক্ত-মুখ দানবের মত নাচছিল, মাদল বাজছিল ধিতাং—ধিতাং—মশালের আলোয় শালগাছের দীর্ঘ ছায়ার মধ্যে সে এক ভয়াল দৃশ্য। উলঙ্গ রক্তাক্ত তরবারি হাতে বাবা সেখানে গিয়ে পড়লেন জীবন্ত অগ্নিশিখার মত। সেখান থেকে তাদের নিয়ে ছুটলেন। সায়েবদের কুঠি লুট করে, পাদ্রীদের মিশন ভেঙে—গ্রাম জ্বালিয়ে—নরনারী শিশুকে হত্যা করে ছুটে চললেন। তারপর এই কালিন্দীর কূলে করলেন প্রায়শ্চিত্ত। ইংরেজ পল্টনের রাইফেলের গুলিতে কালিন্দীর জলে বুকের রক্ত ঢেলে কাল জল রাঙা করে দিয়ে শেষ করলেন। শক্তিসাধনার বিকৃত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হল, রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনার আগুন নিভল।

সুনীতি। এই সব ভেবেই তুমি এমন অসুস্থ হয়েছ। না তুমি এমন করে এ সব ভেবো না। ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় পুরুষ! আজও ওই সাঁওতালেরা তাঁর কথা হলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

রামেশ্বর। ইতিহাস! শুধু ইতিহাসই দেখছ সুনীতি! আর কিছু দেখছ না! ওঃ—না—না। জানবে কি করে? তুমি জানবে কি ক'রে আমার ইতিহাস—। নাঃ—নাঃ—নাঃ।

সুনীতি। কি? কি না?

রামেশ্বর। বংশ! বংশ! বংশের ধারা! কাল কালিতে ছাপা নয়, টকটকে লাল ধারার মধ্যে বয়ে যাচ্ছে পুরুষের পর পুরুষে—! নইলে - ফুলের মত পবিত্র কোমল রাধারাণী! রায়বাড়ী আর চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মিলনের জন্য রাধারাণীকে বিবাহ করলাম। নাঃ—নাঃ—নাঃ—।

সুনীতি। তুমি ব'স। শান্ত হয়ে ব'স! শুনছ!

রামেশ্বর। দুই হাতে নিষ্ঠুর ক্রোধে ফুল কখনও দলেছ তুমি? কোমল সুগন্ধময় ফুল, একমুঠো ফুল? আঃ—আঃ—আঃ—ফুলের রস হাতে লাগলে হাত টাটায়—আঃ—! সুনীতি—আঃ—আঙুলগুলো টাটাচ্ছে—চোখ জ্বালা করছে। উঃ—উঃ—কোথায় যাই বল তো—কোথায় যাই? সর্ব্বনাশী আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আঃ—(দ্রুত প্রস্থান)

[সুনীতি তাঁহার অনুসরণ করিল]

সুনীতি। ওগো, ওগো! পড়ে যাবে। ওগো! অ্যা—ছি-ছি-ছি! ওগো! (প্রস্থান)

[যোগেশ মজুমদার, মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের প্রবেশ]

মহীন্দ্র। ও চর আমাদের হতে বাধ্য। এ পারে আমাদের চক্ রাঘবপুর ভেঙে ওপারে আমাদেরই আফজলপুরের গায়ে লাগিয়ে চর তুলেছে কালিন্দী। ও চর আমাদের।

যোগেশ। তা ছাড়া সাঁওতালেরা যখন রাঙাঠাকুরের বংশকেই জমিদার বলে মেনেছে—তখন দখলও আমাদের হয়ে গেছে। রায়েরা ঝগড়া করতে এলে ঠকবেন।

মহীন্দ্র। সাঁওতালদের ওখানে এক্ষুনি লোক পাঠান রায়দের লোক ডাকতে এলে কেউ যেন না যায়। জবরদস্তি করলে আমাদের যেন তৎক্ষণাৎ খবর দেয়। রায়দের ডাকে যে যাবে তাদের জরিমানা করব আমি।

অহীন্দ্র। না দাদা সে হয় না।

মহীন্দ্র। কি হয় না?

অহীন্দ্র। ও বাড়ীর মামাকে আমি কথা দিয়েছি—যে—

মহীন্দ্র। ওবাড়ীর মামা? কে ওবাড়ীর মামা? ও—ইন্দ্র রায়? বাঃ—চমৎকার! সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়েছে বুঝি মা?

[সুনীতির প্রবেশ]

সুনীতি। কি মহীন?

মহীন্দ্র। ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে অহীনের মামা—সম্বন্ধ বুঝি তুমি পাতিয়ে দিয়েছ?

সুনীতি। হ্যাঁ। উনি তোমাদের মামাই তো!

মহীন। না ওকথা তুমি ব'লো না মা। যে আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে, সে আমার শত্রু! ইন্দ্র রায়ের জন্যই আমাদের আজ এই দুরবস্থা! নইলে বড় মায়ের জন্যে দুঃখ আমাদেরও হয়!

অহীন। একটা মীমাংসা—

মহীন। কিসের মীমাংসা? আইনতঃ, ধর্ম্মতঃ চর আমাদের।

অহীন। (হাসিয়া) আইনতঃ ব'লছ বল, কিন্তু ধর্ম্মতঃ কেমন ক'রে ব'লছ বুঝি না। চর উঠ্‌ল নদীর বুকে, সাঁওতালেরা তাতে চাষ ক'রছে—

মহীন। তুমি চুপ কর অহীন। তোমার ওসব কথা আমি সহ্ই করতে পারি না।

অহীন। থাক্ সে সব কথা। কিন্তু রায়মশায়ও তো বলেছেন চর আমার!

মহীন। ওরা যদি কাল এসে বলেন, এই বাড়ীখানা আমার?

সুনীতি। অহীন, আয় বাবা, বাড়ীর ভেতরে আয়। দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে নেই।

অহীন। না—না! তুমি রাগ করেছ দাদা?

মহীন। না—না—তুই বাড়ীর ভেতরে যা। এ সবের মধ্যে তোকে থাকতে হবে না। তুই এখন পড়।

[অহীন ও সুনীতির প্রস্থান]

যোগেশ। রায়মশাই দাঙ্গা হাঙ্গামাই করতে চান। আপোষ তিনি চান্ না! এই মাত্র আমি ওখানে গিছলাম। আমি বললাম, প্রমাণ দেখে, আপনিই মীমাংসা ক'রে দিন। উত্তরে বললেন—প্রমাণ প্রয়োগ নয়, প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ ক'রে মীমাংসা হবে।

মহীন। যান্, অহী বাঁদরটাকে আর মাকে সেই কথা বলে আসুন। মায়ের যেমন—ভাবেন, দুনিয়াভোরে মানুষের অন্তর বুঝি তাঁরই মতন।

[নবীন বন্দুক ও টোটার বেল্ট লইয়া প্রবেশ করিল]

নবীন। এই সেদিন ছোট দাদাবাবু চরে একটা অজগর মেরেছেন। বড় দাদাবাবু—

মহীন। কে অহী?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহীন। আর কি কি মেলে?

নবীন। শিয়াল আছে, খটাস্ আছে, খরগোশ আছে, তিতির আছে! বুনো শূয়ার আছে, নেকড়ে আছে। হে!

মহীন। হুঁ। তা হ'লে চল—আজই বিকেলে যাব শিকার করতে। চরটাও দেখা হবে।

মহীন। (বন্দুক খুলিয়া) বড় অপরিষ্কার হ'য়ে আছে।

যোগেশ। আমাদের কিন্তু বরকন্দাজ—লাঠিয়াল কিছু রাখতে হবে এখন।

মহীন। নবীনকে বলুন। যেমন মাইনে পাচ্ছিল—

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) হ'ল বেশ হ'ল! ভাল হ'ল, উত্তম হ'ল! খুব ভাল কাজ করলেন রায়মশায়। ওচরে আর কেউ যাবে? সমস্ত চর পড়ে থাকবে। আমি এমন plan দিলাম—

মহীন। অচিন্ত্যবাবু চর নিয়ে কি বলছে না? ডাকুন তো।

যোগেশ। ও অচিন্ত্যবাবু। ও মশায়!

[অচিন্ত্যর প্রবেশ]

ব্যাপার কি মশায়? হ'ল কি।

অচিন্ত্য। আজ তিন রাত্রি আমি হিসেব নিকেশ করে লাভ ঠিক ক'রলাম। কলকাতায় সাত আটটা ফার্মকে চিঠি লিখলাম, সাত আট আনা পয়সা আমার খরচ হয়ে গেল। আর, রায়মশায় মাঝখান থেকে ননী পালকে দিলেন চর বন্দোবস্ত করে।

যোগেশ। ননী পাল?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল কাজ করলেন না রায়মশায়, এ আমি নিশ্চয় বলব। Dangerous game-এ হাত দিয়েছেন ইন্দ্র রায়! ননী পাল সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র। লোকটা হঠাৎ মেরে বসে লোককে। Without any notice।

মহীন। নবীনকে পাঠান তো মজুমদার কাকা, ননীকে ডেকে আনবে? না আসে—তুলে নিয়ে আসবে।

[যোগেশের প্রস্থান]

অচিন্ত্য। (ঢেকুর তুলিতে তুলিতে) বাপরে। বাপরে। ভাস্কর লবণ খানিকটা না খেলে এইবার গ্যাস হবে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়। (দ্রুত প্রস্থান)

[যোগেশ, ননী পাল ও নবীনের প্রবেশ]

যোগেশ: রাস্তাতেই ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে বললাম আমি, ও আমাদের শরিকে শরিকে বিবাদ;—এর মধ্যে তুমি কেন? আমরা তো তোমার অনিষ্ট করি নি।

ননী। তা মশায় এর আর ভাল মন্দ কি। সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া,—করতে গেলেও ঝগড়া। সে ভেবে সম্পত্তি কে ছেড়ে দেয় বলুন?

মহীন। দেখ ননী। ও চর হ'ল আমার। ইন্দ্র রায়ের নয়। তোমায় আমি বারণ করছি, তুমি এর মধ্যে এস না।

ননী। (অতি উষ্ণভাবে) সম্পত্তি আপনার—তারই বা ঠিক কি বলুন।

মহীন। আমি ব'লছি।

ননী। সে তো রায়মশায়ও বলছেন—সম্পত্তি তাঁর।

মহীন। তিনি সত্যি কথা বলেন নি।

ননী। (ব্যঙ্গস্বরে) আর আপনি সত্যি কথা বলছেন।

নবীন। এই ননী পাল!

মহীন। চক্রবর্তী বংশ রায়েদের মত নীচ নয়, তারা কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

যোগেশ। মহীনবাবু। মহীনবাবু।

ননী। হ্যাঁ, হ্যাঁ সে সব আমরা জানি, গোটা চাক্‌লার লোক জানে, —দুনিয়ার লোক জানে। চক্রবর্তী বাড়ীর কথা আবার না জানে কে?

মহীন। কি? কি বলছিস তুই?

ননী। (ব্যঙ্গভবে) বলছি তোমার বড়মায়ের কথা হে বাপু। বলি যার ঘর বেরিয়ে যায়—

[সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে বন্দুক লইয়া মহীন গুলি করিল—
ননী পড়িয়া গেল। সুনীতি, অহীন দ্রুত প্রবেশ করিল]

সুনীতি। মহীন। এ তুই কি করলি বাবা।

মহীন। বড়মায়ের অপমান করেছিল মা।

[রামেশ্বরের প্রবেশ]

রামেশ্বর। কি হ'ল। কি হ'ল। এত গোলমাল। একি—এত রক্ত। —আঃ—সর্বনাশী—সর্বনাশী রে—।

মহীন। আমি ওকে গুলি করে মেরেছি বাবা।

রামেশ্বর। পালিয়ে আয়—ওরে তুই পালিয়ে আয়। আমি তোকে বুক দিয়ে লুকিয়ে রাখব।

মহীন। কেন লুকোব বাবা। আমি কোন অন্যায় করি নি। ও আমার বড়মায়ের অপমান করতে চেয়েছিল!

রামেশ্বর। কার? কার অপমান?

মহীন। আমার বড় মায়ের। সবচেয়ে বড় অপমান করতে চেয়েছিল। আমি তার শোধ নিয়েছি।

রামেশ্বর। রাধারাণীর অপমানের শোধ নিয়েছিস?

মহীন। হ্যাঁ বাবা। আমাকে অনুমতি করুন—আমি থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি।

রামেশ্বর। সারেণ্ডার করবি? ওরা তোকে ফাঁসী দেবে।

মহীন। যাব ফাঁসী!

রামেশ্বর। (মহীনের মুখ ধরিয়া) ওরে—ওরে—ওরে—তোকে আমি

আশীর্ব্বাদ করছি! তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। সুনীতি তুমি আশীর্ব্বাদ কর। রাধারাণী—রাধারাণী—রাধারাণী!—আশীর্ব্বাদ কর—তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

[ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া আছেন রামেশ্বর। বাঁ হাতে বাঁ চোখ চাপিয়া ধরিয়া ডান চোখ মেলিয়া নিবিষ্ট মনে ডান হাত ঘুরাইয়া দেখিতেছেন। সুনীতি মাটিতে বসিয়া রামেশ্বরের বসিবার আসনে মাথা রাখিয়া যেন অসহ দুঃখ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।]

রামেশ্বর। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তোমার বিচার, ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই—অমোঘ নির্ভুল। (তারপর ডাকিলেন) সুনীতি!

[সুনীতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন]

এই হাতটা এই চোখটা আমার ভাল হয়ে গেল। দেখছ? (আলোর সামনে হাত ঘুরাইয়া) কোন যন্ত্রণা নাই, কোন দাগ নাই। (আলোর কাছে খোলা চোখটি লইয়া ঝুঁকিয়া) এই দেখ, আলোর ছটার সামনে কেমন চেয়ে রয়েছি। জীবনে অগ্নি আমার নিভে গিয়েছিল। আজ নূতন করে জ্বলল।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

সুনীতি। কোথায় যাবে? বস—স্থির হয়ে বস।

রামেশ্বর। তুমি কাঁদছ সুনীতি?

সুনীতি। ওগো—আর আমি পারছি না। আমার মহীন—

[কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল তাঁহার]

রামেশ্বর। দ্বীপান্তর হয়ে গেল। দশ বৎসর। আন্দামান। কালাপানি। গাঢ় কাল জলে ঘেরা অভিশপ্ত দ্বীপ।

সুনীতি। না—না, তুমি বস। উত্তেজিত হ'য়ো না তুমি।

রামেশ্বর। প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত। হে দণ্ডদাতা তোমাকে প্রণাম

করি, তোমাকে প্রণাম করি। বাকী প্রায়শ্চিত্তটুকু—হে দণ্ডদাতা—(হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন—তারপর বলিলেন) সুনীতি।

সুনীতি। বল।

রামেশ্বর। বলব। সহ্য করতে পারবে।

সুনীতি। তোমার জন্য আমি মহীনের দুঃখকে মুছে ফেলেছি, (হাসিলেন) তবু জিজ্ঞাসা করছ, সহ্য করতে পারবে কি না। বল কি বলছ।

রামেশ্বর। না—না—না। পারব না। বলতে পারব না। হে শঙ্কর তুমি আমাকে দণ্ড দাও। বজ্র দিয়ে আঘাত কর। অহীনকে সুনীতির অহীনকে—হে দণ্ডদাতা—

সুনীতি। [চিৎকার করিয়া উঠিলেন] না—না—না। বলো না—বলো না—ওকথা—তুমি বলো না।

যোগেশ। (নেপথ্যে)। মানদা!

রামেশ্বর। চুপ। কে আসছে! আমি পালাই! আমি পালাই! (প্রস্থান)

যোগেশ। (নেপথ্যে) মানদা!

[মানদা প্রবেশ করিয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া বলিল]

মানদা। নায়েববাবু মা। ভেতরে ডাকব এখন?

সুনীতি। ডাক। (খুঁটে চোখ মুছিলেন)

[যোগেশের প্রবেশ]

মানদা। যাক্, আপনার যে মনে পড়েছে এ বাড়ী বলে—এও আমাদের ভাগ্যি! শেষে এলেন।

যোগেশ। আসতে পারিনি মানদা। মহীনবাবুর ওই খবর নিয়ে আসতে আর পা উঠল না।

সুনীতি। বসুন মজুমদার ঠাকুরপো! মানদা একখানা আসন এনে দে মা!

যোগেশ। থাক্ বউঠাকরুণ! আমি—আমি; বলবার কথা আমি খুঁজে পাচ্ছি না বউঠাকরুন!

মানদা। আমি বলে দিচ্ছি নায়েববাবু। মহলগুলি সব নিলেন হয়ে গিয়েছে—রায়হাট চক, আফজলপুর আর চক রাঘবপুর ছাড়া।

যোগেশ। আমার ঠিক স্মরণ ছিল না, আমি তখন মহীনবাবুর মামলা নিয়ে—

সুনীতি। আমি সব শুনেছি ঠাকুরপো! মহীনের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়েছে। মহল নিলেম হয়ে গিয়েছে!

মানদা। আমাদের কিন্তু পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াতে হবে নায়েববাবু। নায়েব থেকে জমিদার।

যোগেশ। (চমকিয়া) এ তুমি কি বলছ মানদা? মহল তো আমি ডাকি নি, ডেকেছে আমার সম্বন্ধী।

সুনীতি। আমি জানি ঠাকুরপো। সবই আমি শুনেছি।

যোগেশ। কি ব'লব বউঠাকরুন, আমি তখন মহীনবাবুর মামলার রায় শুনে—হতভম্ব হ'য়ে গেছি। রেভিনিউ বাকীর দায়ে মহাল নিলেমের দিন যে, সেই দিনই—সেটা আমার খেয়ালই ছিল না। যখন খেয়াল হ'ল, তখন নিলেম শেষ হ'য়ে গেছে।

মানদা। সেদিন কিন্তু সত্যনারায়ণের সেবাটি আপনার বাড়ীতে ভারী ভাল হ'য়েছিল নায়েববাবু! ফল—মূল—মিষ্টি—দুধ—যেমন ভোগ—তেমনি আলো—তেমনি আর সব ব্যবস্থা! আমি দেখে এসেছি!

যোগেশ। মানদার দাঁতগুলো যেমনি চক্‌চকে—তেমনি কি পাতলা ধারালো! তুমি শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা। এই দেখুন, নায়েববাবু কি বলছেন দেখুন! বলি, হ্যাঁ গা—নেউলের দাঁতে কি শিল লাগে—না শান লাগে? সাপ কাট্‌বার মত ধার ভগবানই যে তার দাঁতে দিয়েই দেন গো। আপনার মত—

সুনীতি। মানদা! ছিঃ!

মানদা। কিসের ছি গো! আপনার মত মানুষকে সংসার করতে হয় না! যে লজ্জার কাজ করলে, তার লজ্জা নাই, আপনার লজ্জা হচ্ছে! নায়েববাবু সম্বন্ধীর বেনামে মহাল নিলেম ক'রিয়ে ডেকেছে, এ কথা জানে না কে? (রাগ করিয়া চলিয়া গেল)

যোগেশ। আপনি বিশ্বাস করুন বউঠাকরুন, আমি—

সুনীতি। ও কথা পরে হবে ঠাকুরপো! আগে আমায় বলুন, মহীন কি ব'লে গেছে আমায়? মহীন আমায় সব বলেছে, তবু আপনার কাছে শুনতে চাই! হয় তো মহীন আমার কাছে কিছু লুকিয়েছে!

যোগেশ। বললেন, সম্ভব হ'লে বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। আরও তাঁকে বলবেন যে, পাপ আমি করি নি। মায়ের অপমানের আমি শোধ নিয়েছি!

সুনীতি। আর? আর কি বলেছে আমার মহীন?

যোগেশ। আর বললেন অহীনবাবুর কথা!—অহীনকে যেন পড়ান হয়, যতদূর সে পড়তে চাইবে।

সুনীতি। আর?

যোগেশ। ওই কথাই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন। আর কি বলবেন? (একটু পরে) তাহলে এখন আমি আসি বউঠাকরুন?

সুনীতি। আর একটা কথা ঠাকুরপো।

যোগেশ। (দাঁড়াইল) বলুন।

সুনীতি। বলছি; আপনি তো সবই বুঝেছেন। যে অবস্থায় ভগবান ফেললেন, তাতে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবই জবাব দিতে হবে। আপনার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে করব ঠাকুরপো?

যোগেশ। তা বেশ তো বউঠাক্রুন। আর কাজও তেমন কিছু রইল না। লোকের দরকারই বা কি? তবে যখন যা দরকার পড়বে, আমি করে দিয়ে যাব। মধ্যে মধ্যে নিজেই খোঁজ নেব আমি।

সুনীতি। না—না, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনার নিজেরই এখন কাজ অনেক বেড়ে গেল। এর ওপর—

যোগেশ। না—না, বউঠাক্রুন, মহাল আমি ডাকি-নি, আমার সম্বন্ধী ডেকেছে। সেও তো প্রায় আট-হাজার টাকা ধার দিয়েছে—মহাল নিলেম—

সুনীতি। সে টাকাও আপনার, আমি জানি! আপনি লজ্জা পাবেন না ঠাকুরপো। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। বহু কষ্টে সঞ্চয় করা টাকা আপনার,—হয়তো দৃষ্টিকটু হয়েছে। লোকে দোষ দিচ্ছে। কিন্তু আমি দোষ দিই নি, দেবও না। বরং এই আমার সান্ত্বনা, যে আমি আর ঋণী নই। আপনি তাহলে আসুন ঠাকুরপো! (যোগেশের প্রস্থান)

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। (রুদ্ধ আক্রোশে) মাথার ওপর তুমি বজ্রাঘাত ক'রো নির্ব্বংশ ক'রো! নইলে তুমি কানা, কানা!

সুনীতি। ছিঃ মা! আমার অদৃষ্ট—কর্ম্মফল। কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস্?

মানদা। (কাঁদিয়া ক্রোধে) বেশ মা, আপনি তাহ'লে দু'হাত তুলে মজুমদারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

[অহীনের প্রবেশ]

অহীন। চুপ কর মানদা, বাবা শুনতে পাবেন। (মানদার প্রস্থান) মা!

সুনীতি। অহীন!

অহীন। ওঠ মা। তুমি এমন ক'রে ব'সে থাকলে চলে ?

সুনীতি। আর যে ধৈর্য্য রাখতে পারছি নে বাবা। (অহীনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুই ভাল ক'রে পড় আহা,—মহীন ব'লে গেছে। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর পাশ ক'রে নে। তারপর তুই জজ্ হবি! তুই দেখবি,—এমন ধারার অবিচার যেন কারও ওপর না হয়। ওরে ননী পালের জন্যে দুঃখ আমার কম নয়! কিন্তু, তবু ব'লব—মহীনের ওপর অবিচারই হ'য়েছে! ওরে, ওরে, সবাই তাকে নরঘাতক দেখলে—মাতৃভক্ত মহীনকে কেউ দেখলে না; দেখতে চাইলে না।

অহীন। (একটু পরে) একটা খবর নিলাম মা! দশ বৎসর পুরো দাদাকে থাকতে হবে না। জেল আইনে, মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ্ হয়। জেলে যারা ভাল ব্যবহার করে, তারা আরও বেশী মাফ্ পায়। আড়াই বছর—তিন বছর মাফ্ পাবেন দাদা!

সুনীতি। (হাসিয়া) মাফ্! ওরে, যে মহীন মাথা উঁচু ক'রে চলা ছাড়া চলতে জানে না, সে কি মাফ্ নেয়—তাকে কেউ মাফ্ দেয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্র রায় বিষণ্ণভাবে বসিয়া ও হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন]

হেম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

ইন্দ্র। বল!

হেম। তুমি এমন ক'রে রয়েছ কেন—কি হ'য়েছে তোমার? অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াও, মনে হয়,—কে যেন তোমাকে চাবুক মেরে নিয়ে বেড়াচ্ছে! চাকর বাকর দূরের কথা, আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। উমা পর্য্যন্ত তোমার সুমুখে আসতে চায় না! একদিন দু'দিন নয়—আজ প্রায় দু'তিন মাস হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র। দু' তিন মাস নয়, তিন মাস পূর্ণ হ'য়ে চার মাস হ'তে চ'লেছে!

হেম। কিন্তু, কেন?

ইন্দ্র। তুমি কি অনুমান করতে পার না হেমাঙ্গিনী?

হেম। পারি! কিন্তু, তোমার সামনে ব'লতে ভরসা পাই না।

ইন্দ্র। (হাত ধরিয়া) এ লজ্জার বোঝা, শুধু লজ্জার বোঝা নয় হেমাঙ্গিনী অপরাধের বোঝা নামাতে তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি আমায় বরাবর বারণ ক'রেছিলে, আমি শুনি নি, তাই তোমাকেও বলতে পারি নি এতদিন। তুমি একবার রামেশ্বরের বাড়ী যাও। মহীনের কাছে!

হেম। ওগো, কোন্ মুখে আমি গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার লজ্জার বোঝ, অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াবে। অকপটে অপরাধ স্বীকার করবে। তারা —তারা মা! রাধারাণীর কাছে রামেশ্বরের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মহীন আমারই কাঁধে সেই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ননী পালকে আমিই নিযুক্ত করেছিলাম—চক্রবর্ত্তীদের অপমান করতে, কিন্তু, সে অপমান করলে রাধারাণীর—রায় বংশের কন্যার—আমারই সহোদরার! উঃ! আদালতে মহীন কি বললে জান? সরকারী উকিল বললেন—মৃত ননী পাল যার অপমান ক'রেছিল, সে আসামীর সৎ মা। মহীন সজোরে প্রতিবাদ করলে, —"যার নয়—নয়—বলুন যাঁর। সে নয়, বলুন তিনি। সৎ-মা নয়—মা! আমার বড়মা।"

হেমাঙ্গিনী। দ্বীপান্তর হয়ে গেল!

ইন্দ্র। দশ বৎসর! শাস্তির আদেশ হ'ল হেমাঙ্গিনী, মাথাটা আমার হেঁট্ হ'য়ে গেল। কিন্তু,—রামেশ্বরের ছেলের একগাছি চুলও কাঁপল না। নির্ভীক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল! আর আমি সেই যে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এলাম, সে মাথা আজও তুলতে পারছি না! দেখ, রামেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী, শুনেছি দেবী প্রকৃতির মেয়ে,—সংসারের ভাল মন্দ কিছু বোঝে না!— সেইটেই ভয়ের কথা। আমার কথা তুমি তাকেই ব'লে এস। আরও ব'লবে যে, যোগেশকে যেন জবাব দেন। আর—

হেমাঙ্গিনী। আর কি বলব, বল?

ইন্দ্র। আর বলবে—আমার জীবন থাকতে তাঁর বা তাঁর ছেলের অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না!

হেমাঙ্গিনী। উমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই!

ইন্দ্র। যাও! (হেমাঙ্গিনী প্রস্থানোদ্যতা) হাঁ, আর একটা কথা—বলবে ঐ চরটা থেকে যথেষ্ট আয় হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। চরটা ওঁদেরই ষোলআনা। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি! আমাদের জ্ঞাতিদের দাবী অন্যায্য! তাদের দাবীর মূল্যও কিছু নেই। আরও ব'লবে, চরটা যেন এখন আর বন্দোবস্ত না করেন।—অন্ততঃ আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু যেন না করেন।

হেমাঙ্গিনী। আবার তুমি ওকথা ব'লছ কেন? ওটা তো ওদেরই ষোলআনা।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) না, না! ভাগ আমি দাবী করছি না। বাকী চরটা থেকে বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা আছে, সেইটেই আমি জানাচ্ছি! চরের কথা আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে এক ভদ্রলোক আমায় পত্র লিখেছেন। অহীনের মাকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে—যদি তাঁর মত থাকে, তবে আমি সে ভদ্রলোককে আসবার জন্যে পত্র লিখব।

হেমাঙ্গিনী। বলব। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। তারা—তারা মা! মিত্তির!

[মিত্তিরের প্রবেশ]

শোন মিত্তির, আজ থেকে—

মিত্তির। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। আজ থেকে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ আমি মুছে দিলাম।

মিত্তির। এ তো সুখের কথাই হুজুর।

ইন্দ্র। শুধু শত্রুতা মুছে দেওয়াই নয় মিত্তির। চক্রবর্ত্তী বাড়ীকে রক্ষা ক'রতে হবে আমাকে। তুমি খুব দৃষ্টি রেখো মিত্তির,—যেমন দৃষ্টি রাখ আমার সম্পত্তির ওপর।

মিত্তির। যে আজ্ঞে!

[অনন্তের প্রবেশ]

ইন্দ্র। এসেছে?

অনন্ত। এসেছেন!

ইন্দ্র। মিত্তির, যোগেশ মজুমদার এসেছে, আমিই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

[মিত্তির ও অনন্তের প্রস্থান—একটু পরে যোগেশের প্রবেশ]

ইন্দ্র। (নেপথ্যে চাহিয়া) আরে এস, এস। মজুমদারমশায় এস!

যোগেশ। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে বাবু, আশ্রয়হীন লোককে মহাশয় বললে গলে দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। বিষয় হ'লে আশয় হ'তে কতক্ষণ মজুমদারমশায়? একদিনে, এক মুহূর্তে জন্মে যায়! চক্রবর্ত্তীদের সমস্ত বিষয় তো এখন তোমারই! জান মজুমদার, আজকাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রী হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে—সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কি তফাৎ! আমি ভাবছি মজুমদার,—অবশ্য তোমার মাথা নয়—তোমার পাঁজরার হাড় খান তিনেক কিনে রাখব,—পাশা তৈরী ক'রব! রহস্য করলাম, রাগ ক'র না! কিন্তু বাকী যেটুকু র'য়েছে, সেটুকুর কি ব্যবস্থা করবে বল দেখি? আরে কথাই বল? লজ্জা কি? প্রভুর পতনে ভৃত্যের উত্থান,—এতো জগতে চিরদিন ঘ'টে আসছে!

যোগেশ। আজ্ঞে না বাবু! ওবাড়ীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

ইন্দ্র। মানে?

যোগেশ। আমার জবাব হ'য়ে গেছে।

ইন্দ্র। জবাব হ'য়ে গেছে? কে জবাব দিলে? রামেশ্বরের এখনও এদিকে দৃষ্টি আছে নাকি?

যোগেশ। হুঁ। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলেই তো বোধ হচ্ছে। না হ'লে তুমি তো বাকীটুকু অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে, খানিকটা ফেলেও যায়। কিন্তু সাপের তো সে উপায় নেই। গিলতে আরম্ভ করলে, শেষ তাকে করতেই হবে। কিন্তু, কাজটা তোমার পক্ষে ভাল হ'ল না যোগেশ!

যোগেশ। আজ্ঞে বাবু, মহীনবাবুর মামলাতে সম্বন্ধীর বেনামে টাকাও তো আমি অনেক দিয়েছি।

ইন্দ্র। তা দিয়েছি। কিন্তু মামলায় বাজে খরচ করবার অজুহাতে তার অর্দ্ধেকই তো তোমার ঘরে ঘুরে এসেছে হে। এখন শোন, তোমায় যে জন্যে ডেকেছি!

যোগেশ। বলুন।

ইন্দ্র। চক্রবর্ত্তীদের বাকী সম্পত্তির ওপর আর লোভ তুমি ক'র না!

ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাকবে। জেনে রাখ, আজ থেকে ওদের রক্ষক হ'য়ে রইলাম আমি।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) রায়মশাই! রায়মশাই! Very very good news and পাক্কা news my lord! (প্রবেশ) There hundred per cent,

ইন্দ্র। আচ্ছা তুমি তা'হলে এস যোগেশ! কথাটা যেন মনে থাকে।

[প্রণাম করিয়া যোগেশের প্রস্থান]

ওবে! অচিন্ত্যবাবুর জন্যে চা আর তামাক।

অচিন্ত্য। চা with আদার রস and তেজপাতা।

ইন্দ্র। সে আর বলতে হয় না। সেজন্যেই—বললাম, অচিন্ত্যবাবুর জন্য।

অচিন্ত্য। এখন serious talk, business-এর কথা,—ব্যবসায়ের কথা!

ইন্দ্র। আবার কি ব্যবসায় আরম্ভ করলেন?

অচিন্ত্য। খস্‌খস্‌।

ইন্দ্র। খস্‌খস্‌?

অচিন্ত্য। খস্‌খস্‌! খস্‌খস্‌! খস্‌খস্‌ বোঝেন তো? পর্দা হয়? জল দিলে চমৎকার গন্ধ ওঠে!

ইন্দ্র। বেনা ঘাসের মূল?

অচিন্ত্য। Right! চরের ওপর সাঁওতালরা, চাষীর বেনা ঘাস তুলে রা-শী-কৃ-ত ক'রে ফেলেছে। আমরা সেইগুলো নিয়ে চালান দেব no খরচা, সবই লাভ।

[অমল ও মুখার্জীর প্রবেশ]

ইন্দ্র। (বিস্ময়ে) অমল? তুই হঠাৎ? আর—ইনি?

অমল। বড় মামা ওঁকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। উনি মিঃ বি. মুখার্জি—বড় একজন ব্যবসায়ী! অনেক দিন ব্যবসায় করছেন। চরের জমিটা দেখতে এসেছেন, সুবিধা হ'লে—এখানে একটি sugar mill করতে চান। মিঃ মুখার্জি! ইনিই আমার বাবা।

ইন্দ্র। নমস্কার! বসুন—বসুন!

মুখার্জি। নমস্কার! চমৎকার দেশ কিন্তু আপনাদের। Natural resource প্রচুর। বন র'য়েছে, গিরিমাটি র'য়েছে, মাটির তলায় কয়লা থাকাও অসম্ভব নয়! জমিরও উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট। এখানে অনেক কিছু করা যেতে পারে।

ইন্দ্র। বেশ তো, আসুন এখানে আপনি, একটা থেকে পাঁচটা করুন। দেশের উন্নতি হোক্।

অচিন্ত্য। কবে দেশের উন্নতি হয়? এই কথাটা আপনি বললেন? সর্বনাশ হবে মশাই, দেশের সর্বনাশ হবে! রাজ্যের লোক এসে জুটবে এখানে; কুলি—কামিন—গুণ্ডা—ডাকাত—বদ্‌মায়েস—চোর—জোচ্চোর — বাট্‌পাড়, রোগ, কলেরা, বসন্ত, থাইসিস্—

[চা লইয়া চাকরের প্রবেশ]

চা এনেছে? (লইয়া চুমুক দিয়া) আঃ চমৎকার হয়েছে।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, আপনার সঙ্গে কথা পরে হবে, কেমন? তাহ'লে মুখুজ্জেমশায়—আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল সকালে চরটা দেখবেন। ইতিমধ্যে আমি চরের মালিকদের সংবাদ দিই। চরটা ঠিক আমার নয়, আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের। এই গ্রামেরই চক্রবর্তীবাবু—তাঁরাও জমিদার, তাঁদেরই।

অমল। জানেন বাবা, চক্রবর্তী বাড়ীর অহীন এবার B. A. তে খুব ভাল ফল ক'রেছে! কাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, University-তে সেকেণ্ড হয়েছে!

অচিন্ত্য। Brilliant boy —a brilliant boy. অহীন is a brilliant boy! আমি আপনাকে ব'লেছিলাম, I know it—

ইন্দ্র। তুমি যাও অমল, এখুনি অহীনকে খবর দিয়ে এসো।

অমল। আমি ওদের বাড়ী—

ইন্দ্র। হ্যাঁ! উমা, তোমার মা ওঁদের বাড়ীর গেছেন। তুমি যাও।

[অমলের প্রস্থান]

অচিন্ত্য। আমিও চললাম। সমস্ত গ্রামে বলে আসি আমি। উঃ কি বিচিত্র সংঘটন! অভূতপূর্ব মর্মন্তুদ ঘটনা—হৃদয়-বিদারক সংবাদ—মহীনের দ্বীপান্তর! আর আনন্দ সংবাদ—গৌরবের কথা—অহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অদ্ভুত! (সহসা) কিন্তু, ব্যাপারটা কি রায়মশাই!

ইন্দ্র। মিত্তির—মিত্তির!

[মিত্তিরের প্রবেশ]

ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। মস্ত ব্যবসাদার লোক। চক্রবর্তীদের চরটা দেখবেন। পাশের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

মুখার্জি। আমার সময় কিন্তু খুব কম রায়মশাই। আজই চরটা দেখা হ'লে কিন্তু ভাল হ'ত। কালই কাজ চুকে যেতে পারত।—অবশ্য if the land suits my purpose. চলুন না, এ বেলায়।

ইন্দ্র। বেশ তাই হবে। মিত্তির, মুখুজ্যেমশাইকে চা জল-খাবার খাইয়ে চরটা ঘুমিয়ে নিয়ে এস।

[মিত্তির ও মুখার্জির প্রস্থান]

অচিন্ত্য। ব্যাপারটা কি বলুন তো মশাই? উমা, উমার মা, চক্রবর্তী বাড়ী গেছেন, অমলকে পাঠালেন!—চরটা বলছেন চক্রবর্তী বাড়ীর! কোথা থেকে কোথায় চললেন আপনি?—বলবেন না, state secret, কেমন? আচ্ছা, না বলুন! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কালিন্দীর চর

[অহীন ও কমল। অহীন চারপায়ায় বসিয়াছিল, কমল
যোড়হাতে মাটিতে বসিয়া কথা বলিতেছে]

কমল। আপুনি উহাকে বোল রাঙাবাবু। বজ্জাত কুরছে দুকানদারটো ধান লিছে আমাদের কাছে, হিসেব কুরছে না, লিব্যাধি দিচ্ছে না।

অহীন। কি বলছে?

কমল। বুলছে? বুলছে কত কি! উ আমরা বুঝতে লারছি!

অহীন। (অল্প বিরক্তি) ওর কাছে ধান নিলে কেন তোমরা!

কমল। এই দেখ, বাবু কি বুলছে দেখ। হা বাবু, বোর্ষার সোময়টাতে আমরা খাব কিগো। তাথেই লিলম। আমার ধান উঠলে দিলম, সুদও দিলম। তবে মানুষটা বুলছে—শোধ যেছে নাই। কি বুলছে—ই-বছর উ-বছর—সি-বছর আমরা বুঝতে লারছি।

[সারীর প্রবেশ]

সারী। ও বুড়ো, কথা তুর কোখন শেষ হবে? কি গজর গজর কুরছিস গো। আমরা লাচ্‌ব, রাঙাবাবুর ছামুতে—হেঁ—।

কমল। এ দেখ্‌ বাবু এই মেয়েটা, সারীটো,—বজ্জাত কুরছে, দুষ্টু করছে। কথা শুনছে না আমার। আপনি উয়াকে বল্‌ রাঙাবাবু, বজ্জাত কুরতে নাই দুষ্টু করতে নাই—

অহীন। (হাসিয়া) না না, সারী বড লক্ষ্মী মেয়ে! হ্যাঁরে সারী তুই দুষ্টমি কবছিস নাকি।

সাবী। হ্যাঁ কুবছে। কুরবে না কেনে। ও আমাকে অমন বুলছে কেনে।

অহীন। হাঁবে মাঝি কি বলেছিস্‌ সারীকে।

সাবী। (কমলের মুখ চাপিয়া) না, বুলিস্‌ না। বুলিস্‌ না।

কমল। (ছাডাইয়া) না, আমি বুলব, রাঙাবাবুকে বলব। তু দুষ্ট কুবছিস —বিয়া কবব না বুলছিস্‌?

সাবী। হঁ বুলছি। কুবব না বিয়া আমি। উয়াকে আমি বিয়া কুরব বল কেনে তু। (রাগ করিয়া চলিয়া গেল)

কমল। ওই দেখ্‌ বাবু! কি বুলছে দেখ। তু উহাকে বোল্‌।

অহীন। বব কি বাবাপ নাকি কমল?

কমল। বাবাবে! এ ই মবদ। এ-ই ছাতি! এ-ই গায়ে বল্‌, আমাদের দুনো খাটতে পারে।

অহীন। তবে?

কমল। তাই তো বুলছি গো! দেখ্‌ কেনে,—বুলছে কালো। মাঝি কালো হয় না, হা বাবু!" তু উয়াকে বোল বাবু?

অহীন। তোমাব কথা শুনছে না, আমাব কথা শুনবে কেন?

কমল। উবে বাবারে! আপুনি বাঙাবাবু, বাঙাঠাকুরের নাতি—উরে বাবাবে—

[অমলেব প্রবেশ]

অমল। অহীন?

অহীন। অমল?

অমল। কাল B. A. result বেরিয়েছে। You have stood 2nd in the University Congratulation! তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম, তুমি এখানে—আমি ছুটে এখানে এলাম।

অহীন। (আলিঙ্গন) You are an angel! দেবদূতেব মত আশীর্বাদ নিয়ে এলে।

অমল। ইংলণ্ডের রাজা ও ফ্রান্সের রাজা, পরস্পরে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা পরস্পরের শত্রু হ'তে বাধ্য হ'ল।

অহীন। (হাসিয়া) You talk very nice!

অমল। You talk very nice, bright blade of a sharp sword! কবির ভাষায় খাপখোলা বাঁকা—না, বাঁকা নয়, খাপ খোলা সোজা তলোয়ার! তারপর এম. এ.তে কি নেবে? [কমল ও মেয়েদের প্রস্থান]

অহীন। এম-এ হয় তো পড়াই হবে না অমল।

অমল। কেন?

অহীন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ভাবছি Private-এ এম-এ দেব। এখন একটা মাষ্টারী দেখে নিতে হবে আমাকে।

অমল। সে কি?

অহীন। তোমাকে বলতে বাধা নেই! দাদার মকদ্দমায় আমাদের বহু টাকা খরচ হয়েছে। সম্পত্তিও নিলাম হয়ে গেছে। মা—চাকর, ঠাকুর কর্মচারী সব জবাব দিয়েছেন।

অমল। আমি যদি একটা প্রাইভেট টুইশনি যোগাড় করে দি?

অহীন। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা ব'লছ?

অমল। তাই যদি বলি?

অহীন। না, সে আমি পারব না!

অমল। তুমি উমাকে বোধ হয় দেখনি।

অহীন। দেখেছি। চমৎকার মেয়ে উমা! আমার খুব ভাল লেগেছে! কিন্তু—না!

অমল। My God! চর বন্দোবস্ত হলেই তো সব problem মিটে যাবে। যথেষ্ট টাকা পাবে তোমরা। বাবা বলেছিলেন চরটা তো তোমাদেরই ষোলআনা।

অহীন। কে? মামাবাবু তাই বলছিলেন!

অমল। হ্যাঁ।

অহীন। চল ফেরা যাক্। অনেক দিন মামাকে প্রণাম করা হয় নি।

অমল। দাঁড়াও! এক ভদ্রলোক চর দেখতে এসেছেন—তাঁকে আর মিত্তিরকে একবার দেখি। তুমি কমলকে একটু তাড়া দাও। (প্রস্থান)

[সারীর প্রবেশ। দূরে অচিন্ত্য ও যোগেশ]

অহীন। আরে। তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? রাগ করেছিস শুনলাম?

সারী। হ্যাঁ। উইখেনে বসেছিলাম।

অহীন। তোদের বুড়োকে ডাক তো।

সারী। না। তু কি বুলিছিলি রাঙাবাবু—ওই বাবুটোকে ?

অহীন। কি বলছিলাম!

সারী। উয়ার বহিনটোকে তুই বিয়া করবি ? রায়বাবুর বিটিকে ?

অহীন। দূর। কে বললে। না—না?

সারী। হেঁ। আমি শুন্‌লম। না—না বাবু। উয়াকে তু বিয়া করিস্ না।

অহীন। দূর। ভাগ। কমল। কমল। (প্রস্থান)

[সারীও ধীরে ধীরে অন্যদিকে গেল। অচিন্ত্য ও যোগেশের প্রবেশ]

অচিন্ত্য। ওরে, বাপরে। বাপরে। এই ব্যাপারটাই আমি ধরতে পারছিলাম না। My God। অহীন্দ্র ছেলেটি যে হীরের টুকরো ছেলে। শুনলেন মশাই, এই মেয়েটা কি বলছিল অহীনকে। My God! ওরে বাপরে, বাপরে।

যোগেশ। হুঁ। রায়মশাই চালবাজ বটেন। ভাল চাল চেলেছেন। কিন্তু লজ্জার ঘাটে মুখ উনি ধোন্ নি। কি মুখে যাবেন—চক্রবর্তী বাড়ী।

অচিন্ত্য। আরে মশাই—এই মুখে যাবেন। Very clever ইন্দ্র রায়। Two birds with one stone। উঃ! রামেশ্বরবাবুর প্রথমা স্ত্রী—ইন্দ্র রায়ের সহোদরা। কুলের খুঁত তো ইন্দ্র রায়ের। ওই—ওই—ওই সেই মুখার্জী। দেখেছেন। একটি বস্তা টাকা সঙ্গে এনেছে মশাই। নিজের চোখে দেখেছি। With my own eyes।

যোগেশ। দাঁড়ান না, সমস্ত রায় গোষ্ঠীকে আমি এক করছি। যতই করুন ইন্দ্র রায়, আর রামেশ্বর চক্রবর্তী যতই পাগল হোন্—ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে উনি কখনও বাড়ীতে আনবেন না। আসুন—

অচিন্ত্য। Yes, রামেশ্বরবাবুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। ঠিক বলেছেন—ইন্দ্র রায়ের আশা—আকাশ কুসুম। Case hopeless। রামেশ্বর চক্রবর্তী। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এ, স্মরণ শক্তিটা বড় কমে গেছে। ব্রাহ্মী শাক কয়েক দিন খেতে হবে দেখছি। (উভয়ের প্রস্থান)

[ইন্দ্র রায় ও মুখার্জীর প্রবেশ]

ইন্দ্র। আপনাকে মিস্তিরের সঙ্গে পাঠিয়ে মনে হ'ল অন্যায় করলাম। আপনি আমার অতিথি। তারপর, কেমন দেখলেন চর ?

মুখার্জী। চমৎকার জায়গা। আমার কাজেই পক্ষে খুব উপযুক্ত। কাজটা আমি আজ রাত্রেই সেরে ফেলতে চাই, রায়মশাই।

[অচিন্ত্য, যোগেশ ও শূলপাণির প্রবেশ]

অচিন্ত্য। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এর মুখে শুনুন। চিনির কল বসবে।

ইন্দ্র। কি ব্যাপার।

শূলপাণি। তুমি নাকি একলা চর বন্দোবস্ত ক'রছ সকল শরিককে ফাঁকি দিয়ে। আমি গাঁজা খাই বলে কিছু বুঝি না না।—হু হু, বাবা কেমন ধরেছি।

অচিন্ত্য। Protested—এসব আমি বলি নি।

ইন্দ্র। না। আমি বন্দোবস্ত করছি না, আর শরিকেরাও ফাঁকি পড়ছেন না। চর বন্দোবস্ত করেছেন রামেশ্বর চক্রবর্তী।

শূলপাণি। মানে!

ইন্দ্র। চর চক্রবর্ত্তীদের!

শূলপাণি। চর চক্রবর্তীদের মানে!

অচিন্ত্য। যেতে দিন না মশাই ও কথা। কন্যাদায় ভীষণ দায়—ভাল পাত্র পাওয়া দুর্ঘট। তা মেয়েব বিয়ের জন্য আপনাদেরই উচিত একটু ত্যাগ স্বীকাব করা! ধরুন না, রায়চন্দ্রবেব কন্যাদায় উদ্ধারে—চরটা তার যৌতুক!

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, কি বলছেন আপনি?

শূলপাণি। আমরা সব বুঝি ইন্দ্র! সব বুঝি। সব খবর রাখি। রামেশ্বরের ছোটছেলেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা—সেই জন্যে তুমি নির্লজ্জের মত আজ আবার চক্রবর্ত্তীদের তোষামোদ করছ!

অচিন্ত্য। কুলের খোঁটা তো রায়মশায়ের! মেয়ের বিয়ে নিয়ে বিপদ তো তাঁর। ভাবতে হবে বৈকি তাঁকে।

ইন্দ্র। (ক্রোধে) অচিন্ত্যবাবু!

শূলপাণি। তুমি ভুল করছ ইন্দ্র! রামেশ্বর যতই পাগল হোক্, রাধারাণীর ওই কাণ্ডের পর, ছোটবাবুর বাড়ীর মেয়ে আর সে কখনো ঘরে ঢোকাবে না।

ইন্দ্র। ভগবান, রায়বংশের মাথায় তুমি বজ্রাঘাত কর! পচে খসে সে শুধু বিষ ছড়াচ্ছে! উঁচু গলা ক'রে আপনার বংশের কন্যার মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করছে!

শূলপাণি। ভারী ভগবান দেখাচ্ছ হে! সত্যি কথা বলব তার আর ভগবান দেখানো কিসের?

ইন্দ্র। শূলপাণি, জিভ তোর খসে যাবে। মিথ্যে—

শূলপাণি। মিথ্যে? বেশ তো যাও না রামেশ্বরের কাছে—বলনা আমার মেয়েকে নাও, সে কি বলে একবার সাহস থাকে তো শুনে এস না দেখি! হু-হুঁম বাবা সে রামেশ্বরের চক্রবর্ত্তী! হ্যাঁ সে যদি নেয় তোমার মেয়ে—তবে বুঝব ছোট রায়বাড়ীর খোঁটা মিথ্যে।

ইন্দ্র। মিত্তির, তুমি মুখার্জ্জী সায়েবকে নিয়ে এস। দলিল তৈরী কর। চর আজই বন্দোবস্ত হবে। শূলপাণি আমি রামেশ্বরের কাছে চল্‌লাম। নইলে আমার উমাকে—কালিন্দীর জলে বিসর্জ্জন দেব আমি।

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

অহীন এবং সুনীতি

[বাইরে স্বল্প মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎদীপ্তি]

অহীন। হ্যাঁ মা, অমল আমায় নিজে বল্‌লে। বল্‌লে, বাবা বলেছেন—চরটা চক্রবর্ত্তীদেরই ষোলআনা। কলকাতা থেকে একজন মিলওয়ালা এসেছেন, বন্দোবস্ত নেবেন চরটা—চিনির কল তৈরী করবেন! রান্না করবার জন্যে ঠাকুরকে আজই ডেকে পাঠাও। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুনীতি। আমার মহীন, [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন] হে ভগবান, আমার মহীনকে তুমি রক্ষা কর; তাকে এ দ্বীপান্তরের দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে রেখো।

অহীন। হ্যাঁ। দাদাই ও-বাড়ীর রায়মামাকে জয় করেছেন। উনি বড় লজ্জা পেয়েছেন। ননী পালকে চর বন্দোবস্ত করেছিলেন উনি।

সুনীতি। অদৃষ্ট—আমার অদৃষ্ট বাবা! ওঁর দোষ কি? তা'ছাড়া অহীন—

অহীন। কি মা? তুমি এমন শিউরে উঠলে কেন?

সুনীতি। ওরে আমার যেন মনে হয় দোষ কারুর কিছুই নেই, ওই চরটার চক্রান্তেই সব ঘটছে। আমি কতদিন ছাদে দাঁড়িয়ে চরটার দিকে চেয়ে

থাকি। এক একদিন ভরা দুপুরে কি সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ চকিতের মত মনে হয়—চরটা যেন ঘুরছে!

অহীন। ঘুরছে? চর কি কখনও ঘোরে মা!

সুনীতি। ঘোরে। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি—আমাকে কেন্দ্র করে ঘোরে! তাই তো তোকে বলি, অহীন চরে তুই যাসনে।

অহীন। ও সব তোমার মনের কল্পনা মা। ও সব কিছু নয়।

সুনীতি। না—তুই চরে আর যাসনে। চরটা যদি ষোল-আনা আমাদেরই স্বীকার করেন ও-বাড়ীর দাদা—তবে তাঁকেই আমি ভার দেব—তিনিই যা হয় করবেন। না তুই যাসনে।

অহীন। চরটা বড় ভাল লাগে মা! ভারী চমৎকার জায়গা। তুমি যদি যাও একদিন মুগ্ধ হয়ে যাবে। কত লতা, কত ফুল, কত পাখী, কত ফসল, সাঁওতালদের গান—বাঁশী, মেয়েদের নাচ, ওখানে গেলে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। সব চেয়ে ভাল লাগে কি জান, পাখীরা কালিন্দীর উপর পায়ের দাগে চমৎকার আলপনা এঁকে যায়। ওখানে গিয়ে আমি দেখি যেন সেই আদিম কালের সদ্য জল থেকে ওঠা তরুণী পৃথিবীকে।

[বাহিরে আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি চমকিয়া উঠিল
এবং মেঘ গর্জ্জন শোনা গেল]

সুনীতি। একি! এ যে মেঘে অন্ধকার হয়ে এল।

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। মা!

সুনীতি। ওরে, জানালা সব বন্ধ কর মা, বৃষ্টি আসবে।

মানদা। আগে তুমি নীচে এস মা। ছোট রায়বাড়ীর গিন্নীমা এসেছেন আর তাঁর মেয়ে।

সুনীতি। বলিস কি? কোথায়?

মানদা। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুনীতি। ছি—ছি—ছি! বসতে দিস নি। কি ভাগ্য আমার অহীন আয় বাবা, সঙ্গে আয়!

[সকলের প্রস্থান, রামেশ্বরের প্রবেশ]

রামেশ্বর। (জানালার ধারে গিয়া) বাঃ—বাঃ অপরূপ মেঘমালা তো! অপরূপ! দিকহস্তীর মত বিক্রমশালী ঘন কালো মেঘ। কোথায় চলেছে মেঘ—অলকাপুরী! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। (নমস্কার)

(আবৃত্তি) যাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাম্ প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোহহং,
যাচ্ঞামোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস— (নমস্কার)

[আবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিল উমা। সে আবৃত্তি শুনিল]

উমা। আপনি ও কোন্ কাব্যের শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন? বড় সুন্দর তো!

রামেশ্বর। (বিস্ময়ে) মেঘদূত! তুমি—তুমি—

উমা। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। বর্ষার মেঘ দেখে—

রামেশ্বর। (আনন্দে) মহাকবি কালিদাসের নাম তুমি জান? পড়েছ তাঁর কাব্য?

উমা। না। সংস্কৃত তো আমি জানি না। আমি বাংলা নিয়েছি। আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়েছেন?

রামেশ্বর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ?

উমা। হ্যাঁ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কবিতার জন্য! পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছে তাঁর কবিতা! রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল বর্ষার কবিতা আছে!

রামেশ্বর। তুমি জান? আমায় শোনাতে পার?

উমা। (লজ্জিতভাবে) আপনাকে আমি রবীন্দ্রনাথের বই দিয়ে যাব, প'ড়ে দেখবেন।

রামেশ্বর। আমি তো চোখে ভাল দেখতে পাই না, চোখেই আমার অসুখ। আর—

[হাত দুটি দেখিলেন]

উমা। আমি ভাল জানি না!

রামেশ্বর। (আগ্রহান্বিত হইয়া) যা জান শোনাও!

উমা। (লজ্জিতভাবে) কবিতাটির নাম—নববর্ষা।

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—
ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে!
শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত ক'রেছে বিকাশ—

আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া—
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।"

[হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির প্রবেশ]

হেমাঙ্গিনী। ভাল আছেন চক্রবর্ত্তীমশাই ?

রামেশ্বর। [স্বপ্নোত্থিতের মত] কে! কে!

হেমাঙ্গিনী। (সুনীতিকে) পুরানো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়—না।

রামেশ্বর। না, না, ভুলি নি—ভুলি নি! আপনি রায়গিন্নী, রায়গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি।

রামেশ্বর। পেরেছিলাম! কিন্তু ভাবছিলাম কি জানেন! "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু, কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ!" এ আমার স্বপ্ন, না মায়া মনের ভ্রম, কিংবা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য, সেই কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম না। আমার তো কোন পুণ্যফলই নেই—ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করেছেন—

হেমাঙ্গিনী। না, না, এ কি বলছেন আপনি ? ভগবান পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে ? না, অহীন-চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে ?

রামেশ্বর। (অদ্ভুত হাসি হাসিয়া) সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে রায়গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে!

সুনীতি। ওগো, অহীন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেণ্ড হ'য়েছে—দ্বিতীয় হয়েছে!

হেমাঙ্গিনী। শিবের ললাটে চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্ত্তীমশাই। এ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর। মঙ্গল হোক আপনার। অমোঘ হোক আপনার আশীর্ব্বাদ রায়গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। তুমি পিসেমশায়কে প্রণাম করেছ উমা ? নিশ্চয় কর নি।

রামেশ্বর। আপনার মেয়ে!

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ।

রামেশ্বর। সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা-হা! বড় সুন্দর কবিতা শোনালে "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে!" বড় মধুর! বড়

সুন্দর কবিতা। বড় সুন্দর। অপূর্ব্ব! বাংলা ভাষায় এমন কাব্য রচিত হ'য়েছে! সে কবিকে আমি নমস্কার করছি। কিন্তু, আমার ভাগ্য—পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য! দৃষ্টিহীন—

[উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিতেই]

না, না, না! আমাকে প্রণাম করতে নেই মা, আমাকে প্রণাম করতে নেই আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী। না, না, না চক্রবর্ত্তীমশাই।

রামেশ্বর। বড় ভাল মেয়ে আপনার? কি নাম বললেন।

উমা। উমা দেবী!

রামেশ্বর। উমা দেবী। হাঁ' তুমি উমাও বটে—দেবীও বটে। রায়গিন্নী, অন্ধকারে বসে দিকহস্তীর মত ঘন কালো মেঘের দিকে চেয়ে—মেঘদূত মনে পড়ে গেল! একটি শ্লোক আবৃত্তি করলাম আপন মনেই। আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হল কি জানেন। মনে হল—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে যাবার আগে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছেন বড় চমৎকার মেয়ে আপনার। সাক্ষাৎ উমা! সেই উমার মতই বিদ্যা ওর পূর্ব্বজন্মের সম্পত্তির মত আয়ত্ত হবে। শরতের গঙ্গাকে যেমন আবাহন করতে হয় না, হংসমালা আপনিই এসে তার বুকে শোভমান হয়, তেমনি ভাবেই বিদ্যা প্রাক্তন শুভফলের মত আপনি আয়ত্ত হবে। আহা, যে কবিতা ও আমায় শোনালে। অপূর্ব্ব।

হেমাঙ্গিনী। কতদিন ভেবেছি, আসব—আপনাকে দেখে যাব। কিন্তু পারি নি। আমরা ভেবেছি,—যাক—যখন মুছেই যেতে বসেছে, তখন মুছেই যাক্ সব। কিন্তু সেও হল না! পাথরের দাগ ক্ষয় হ'য়ে মুছে যায়, কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না। আজ আর থাকতে পারলাম না। অপরাধ যে আমাদের। এর জন্যে দায়ী যে উনি।

রামেশ্বর। কে। ইন্দ্র! (হাস্য) না, না, রায়গিন্নী। দায়ী নয়—হেতু ইন্দ্র! আমি সব খতিয়ে দেখিছি। (সহসা) চিত্রগুপ্তের হিসেবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি উঁকি মেরে দেখি কি না!

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর।

রামেশ্বর। কে। কে! (চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র!

[ইন্দ্র রায়ের প্রবেশ কিছুক্ষণ পরস্পরকে দেখিলেন]

ইন্দ্র। রামেশ্বর! তুমি এমন হ'য়ে গেছ!

রামেশ্বর। কতদিন পরে তুমি এলে ইন্দ্র!

ইন্দ্র। পঁচিশ বৎসর! পঁচিশ বৎসর পার হয়ে গেল। (গাঢ়স্বরে) পঁচিশ বৎসর পরে আজ তোমার কাছে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি। শুধু মার্জ্জনা নয়—বন্ধু! আশ্রয়! আমাদের কন্যার জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছি! তোমার অহীনের হাতে আমি আমার উমাকে তুলে দিতে চাই।

রামেশ্বর। ইন্দ্র! ইন্দ্র!

ইন্দ্র। আবারই বংশের জ্ঞাতিরা—রাধারাণী নামে মিথ্যা দোষারোপ ক'রে—ছোট রায়বাড়ীর কলঙ্ক রটনা করেছে—রামেশ্বর! তারা আমাকে কি বললে জান! বললে, "রামেশ্বর কখনও ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে ঘরে আনবে না। যতই তোষামোদ কলঙ্ক।" রামেশ্বর এ কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব তোমার।

রামেশ্বর। আমার! হ্যাঁ আমার! কিন্তু ইন্দ্র—ইন্দ্র সে যে হয় না—

ইন্দ্র। আমি উঠলাম রামেশ্বর!

রামেশ্বর। আমার সন্তানের দেহে যে আমারই রক্ত ইন্দ্র, তোমার মেয়ে শাপভ্রষ্টা স্বর্গের মেয়ে উমা। আ—ছি—ছি—ছি!

ইন্দ্র। ছি ছি নয় রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম! আর এ আমার ইষ্টদেবীর আদেশ! রামেশ্বর, কথাটায় বড় আঘাত পেয়েছিলাম ভাই! ভুলবার জন্যে, কারণ নিয়ে জপে বসলাম। দেখলাম, মায়ের আমার প্রসন্ন মুখ! রামেশ্বর, রামেশ্বর, এ আমার মায়ের আদেশ!

রামেশ্বর। মায়ের আদেশ! ইষ্ট দেবীর আদেশ ইন্দ্র! কিন্তু--কিন্তু—

ইন্দ্র। বল, আর কি কিন্তু হ'চ্ছে তোমার!

রামেশ্বর। সে—সে কি বলবে!

ইন্দ্র। কে! কার কথা বলছ!

সুনীতি। বলেছেন, তিনিও বলেছেন, হাসিমুখে বলেছেন! এ বিয়ে না হ'লে যে তাঁর গতি হ'চ্ছে না! তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

ইন্দ্র। তুমি কুশপুত্তলী দাহ ক'রে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রেছ। লোকে মিথ্যা রাধুর নামে কলঙ্ক রটনা করেছে! তার জন্যে তার আত্মা আজও কাঁদছে। তার গতি হচ্ছে না—সে শান্তি পাচ্ছে না। তোমার ওপর

তার দারুণ অভিমান! উমাকে ঘরে এনে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর! তাকে তুমি মুক্তি দাও।

রামেশ্বর। তবে হোক—তাই হোক। ইন্দ্র ইষ্ট-দেবীর আদেশ পেয়েছে, সুনীতি তার অনুমতি পেয়েছে। তবে তাই হোক! রাধারাণী প্রসন্ন হোক—তাকে মুক্তি দাও! চক্রবর্তীবাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে আসুক। শাঁখ বাজাও! শাঁখ বাজাও, সুনীতি শাঁখ বাজাও।

তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

কলের মালিক মিঃ মুখার্জীর বাংলোর সম্মুখ

মিঃ মুখার্জী ও যোগেশ

[অচিন্ত্য কতকগুলি চিঠি সহি করাইতেছে]

মিঃ মুখার্জী। (চিঠিগুলি সই শেষ করিয়া বলিলেন) অচিন্ত্যবাবুর কলমের জোর আছে বটে! আমি সই করে ক্লান্ত হয়ে গেলাম, উনি লিখে ক্লান্ত হলেন না।

অচিন্ত্য। Thank you sir

মুখার্জী। আর একখানা চিঠি লিখতে হবে বাংলায়।

অচিন্ত্য। (মাথা চুলকাইয়া) বাংলাতে স্যার!

মুখার্জী। হ্যাঁ—বাংলাতে। আপনাদের রায়হুজুর তো ইংরিজী বুঝবেন না!

অচিন্ত্য। আমার যে স্যার বাংলা আসে না। I have the honour to be sir, your most obedient servant—খ্যাস খ্যাস ক'রে লিখে দিলাম। ওর বাংলা করতে হলে যে মহা মুস্কিল sir! আমার সম্মান আছে মহাশয়—আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য—

মুখার্জী। ওখানে লিখবেন বিনীত—বুঝলেন—

অচিন্ত্য। Yes sir—That's it—yes sir—

মুখার্জী। লিখে দিন—মহাশয়ের সঙ্গে অসদ্ভাবের আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে মহাশয়দের পক্ষ হইতে আমার নানা কার্য্যে অসুবিধা ঘটানো হইতেছে।

এখানকার সাঁওতালেরা আমার কলের কুলী। তাহাদের বেগার ধরিলে আমার কার্য্য বন্ধ হইতেছে! গত এক মাসের মধ্যে পাঁচদিন তাহাদের বেগার ধরিয়াছেন। চক্রবর্তীবাড়ীতে বিবাহের জন্য দুই দিন, চক্রবর্তীবাড়ীর খাসের জমির ধানকাটার জন্য তিন দিন—

অচিন্ত্য। সেগুলো, স্যার সাঁওতালরাই ভাগে করে ও ধান ওদেরই কাটতে হয়।

মুখার্জী। (মুখের দিকে চাহিয়া) সে সব কথা আপনার কাছে আমি শুনতে চাই না অচিন্ত্যবাবু—আপনি এখানে চাকরি করেন, আমি যা বলছি তাই লিখে দেবেন আপনি—এই আমি প্রত্যাশা করি। বুঝেছেন?

অচিন্ত্য। Yes sir, I understand sir—

মুখার্জী। Good, এরপর লিখুন—ইহার পরে আমাকে বাধ্য হইয়া আপনার কার্য্যে বাধা দিতে হইবে। ইতি বশংবদ—। এখনি লিখে আনুন।

অচিন্ত্য। Yes sir. (চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

মুখার্জী। মজুমদার মহাশয়কে কয়েকটা কথা বলব, আপনাকে আমি—অচিন্ত্যবাবু শুনুন। (অচিন্ত্য দাঁড়াইল) ওই কার্য্যে বাধা দিতে হইবে না লিখুন—কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইবে। বুঝেছেন! যান, জল্‌দি লিখে আনুন। (অচিন্ত্য চলিয়া গেল) শুনুন মজুমদার মশায়, আপনাকে যখন আমি কলের ম্যানেজার করে বহাল করি, তখন রায়মশায় আমাকে বলেছিলেন—মনে হচ্ছে মুখার্জী সাহেব ভবিষ্যতে আপনি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। আপনি বোধ হয় কথাটা জানেন না!

মজুমদার। জানি।

মুখার্জী। জানেন? আচ্ছা! রায়মশায় চতুর লোক। আমি অবশ্য ঝগড়া করতে চাই না কিন্তু ঝগড়া যে হবেই আমি জানতাম। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারের ঝগড়া হয়েছে—হচ্ছে। এখানে বড়লোকী করছে—আর আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলতে চায় এরা।

মজুমদার। আমাকে কি বলছেন বলুন! আমাকে কি সন্দেহ করছেন?

মুখার্জী। না, সন্দেহ ঠিক করি না। তবে কতদূর যেতে পারবেন তাই জানতে চাই। পুরানো মনিব বলে কোন মমতা আছে আপনার?

মজুমদার। না।

মুখার্জী। ভাল। শূলপাণি, অচিন্ত্যবাবু এঁদের কথা কি বলেন?

মজুমদার। শূলপাণি ঠিক আছে। গাঁজা খায়, কোন কাজেই পেছুবে

না, সে সু-ই হোক আর কু-ই হোক। অচিন্ত্যবাবু সাদালোক—ভীতু মানুষ—

মুখার্জী। ওর ওপরে নজর রাখবেন। এখন আপনাকে যা করতে হবে বলি শুনুন। আমার গোটা চরটি চাই। যে কোন উপায়ে চাই।

মজুমদার। সাঁওতালদের উঠিয়ে দেবেন!

মুখার্জী। উঠিয়ে দেব না, ওরা কলে খাটবে, কুলী ব্যারাকে থাকবে। শ্রীবাস দোকানী ওদের ধান ধার দেয় বর্ষায়। তাকে আমিই বসিয়েছি সে কথা জানেন তবে এটা বোধ হয় জানেন না যে ধানের টাকাও ওকে আমি দিয়ে থাকি। তাকে বলেছি সাঁওতালেরা ধান নিয়ে, সাদা ডেমিতে টিপ ছাপ নেবে। সেই ডেমিতে কবলা করে নিন। ওদের জমি। অন্যদিকে কলের নগদ দাদন দিন প্রচুর। মানে জমি থেকে উচ্ছেদ হলেই যেন অন্যত্র জমির সন্ধানে চলে না যায়। বুঝেছেন?

মজুমদার। বুঝেছি। কিন্তু—

মুখার্জী। কিন্তু কি?

মজুমদার। ওরা কি বেশী টাকা দাদন খাবে? ওরা দাদনকে বড় ভয় করে।

মুখার্জী। খাবে।. খাওয়াতে হবে। আমি District Excise Superintendent-এর কাছে দরখাস্ত করেছি এখানে একটা পচাই মদের দোকানের জন্যে। শীগ্‌গির বসে যাচ্ছে সেটা। তা হ'লেই খাবে। মদ খাবার জন্যে দাদন খাবে। আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে। জমিদার তরফের প্রত্যেক সংবাদটি রাখতে হবে।

মজুমদার। সে আমি রাখব। প্রতিটি খবর জানাব আমি। তবে অচিন্ত্যবাবু হলেন ওতে সব চেয়ে ভাল লোক। ওকে আপনাকে বলতে হবে না, উনি চীৎকার করে দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে আপনার কাছে ছুটে আসবেন।

মুখার্জী। জানি সেই জন্যেই ওকে রেখেছি। তবে সাবধান হতে হবে যেন আমাদের কোন কথা জানতে না পারে, ওখানে গিয়ে চীৎকার করতে না পারে। কিন্তু আজ কল চালু হ'ল না কেন এখনও? দেখুন তো?

মজুমদার। দেখছি আমি—(প্রস্থান)

মুখার্জী। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) আটটা বাজে! কি হ'ল? (টুপি ও ছড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেল অপর দিকে হইতে কমল ও অপর মাঝির প্রবেশ)

কমল। এই দেখ! এইখানে থাকে সেই মায়ের পো। গ্যাড্ ম্যাড্ করে, তিনটে বন্দুক আছে। এই কলকারখানা সব উয়ার কথায় চলে। হুই দেখ—হুই যি—লোহার চুঙাটা, ওই চুঙাটার ভিতর আগুন জ্বলে—গুম গুম শব্দ উঠে, হুই আকাশে ঠেকছে হুই ইটার সুড়ুঙ দিয়া ধুঁয়া বেরয়—হুস্ হুস্ করে; রিঙ্গিটো চলে—ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে! হাঁ!

মাঝি। হেই বাবারে!

[শূলপাণির প্রবেশ]

শূল। এই যে, এই যে ব্যাটা মোড়ল মাঝি।

কমল। কি বুলছিস গো? গাল দিছিস কেনে?

শূল। দেবে না—গাল দেবে না? বেলা আটটা বাজে আজও কাজে গেলি না যে বড়? পরশু এলি না—তার আগের দিন আসিস্ নি। সে তো বুঝলাম রাঙাবাবুর বিয়া। আজ কি বটে?

কমল। সি তো খেটে এলম গো। আজ তো বিয়ার ভোজ বটে। খেতে যাব গো। রায়হুজুরের ঘর। হঁ।

শূল। তোরা ভোজ খাবি আর আমাদের কল বন্ধ যাবে? সে সব হবে না। সায়েব রাগ করছে। চল্ কাজে চল্।

কমল। উঁ—হুঁ। আজ তো যাব না আমরা।

শূল। এই ছাখ সায়েব খেপে যাবে।

কমল। তু খেপেছিস—সায়েবও খেপুক। হঁ।

শূল। সায়েবের দাদন নিস নি তোরা?

কমল। দাদন নিলম তো কি হ'ল? মাথাটি কি বেচে দিলম—তবু সায়েব উটো কিনে লিলে নাকি? দেলা! দেলা!

[শ্রীবাসের প্রবেশ]

শ্রীবাস। অ্যাই। আমি খুঁজে সারা। আর তুই এখানে? বেলা লাগাচ্ছিস যে—যাবি কোথা?

কমল। রায়বাড়ীতে ভোজ খেতে গো।

শ্রীবাস। কাল ধান নিয়ে যে বললি—আজ খাতাতে টিপছাপ দিবি—এলি না যে বড়?

কমল। তা দিব—ইয়ার পরে দিব।

শ্রীবাস। সে হবে না। বছর বছর ধান নিচ্ছিস—পুরো শোধ করছিস না, বাকীর উপর বাকী জমছে—তার একটা আধার করে দিতে হবে তো।

কমল। দেড়া সুদ লিচ্ছিস—কি ক'রে শোধ হবে গো? আমরা তো তুকে পিতি বছরই ধান দিচ্ছি। শোধ হচ্ছে না কেনে? তু শোধ লিখছিস না কেনে?

শ্রীবাস। বটে? খুব চালাক হয়েছিল। আচ্ছা আমি আর এক ছটাক ধান দোব না।

কমল। দিব গো, দিব টিপছাপ। কাল দিব। আজ আমরা ভোজ খেতে যেছি। কাল দিব। দেলা—দেলা। (সাঁওতাল দুইজনের প্রস্থান)

শূল। এ বেটাদের বোঙা জাতকে নিয়ে কি করি. বল দেখি? সায়েবকে বললাম, চাপরাসী দিয়ে বেটাদের বেশ করে ঘা কতক দেন, তা সায়েব বলে—না।

[মুখার্জীর প্রবেশ]

মুখার্জী। কি করব রায়সাহেব—এটা তো আমার তোমার মত পৈত্রিক জমিদারী নয়। এটা ব্যবসা। বুঝেছ। শ্রীবাস—তুমি শিগ্‌গির টিপছাপ নেবার ব্যবস্থা কর। নইলে কল চালানো মুস্কিল হবে।

শ্রীবাস। কিছুতেই ঘাড় পাতছে না হুজুর। কাল বলেছিল আজ দেবে। আজ বললে কাল দেবে।

[নেপথ্যে সাঁওতাল মেয়েদের গান শোনা গেল।
মুখার্জী সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন]

মুখার্জী। কি ব্যাপার শ্রীবাস? মেয়েগুলো এমনভাবে গান গাইতে গাইতে চললো কোথায়?

শ্রীবাস। আজ ওদের কি একটা পরব আছে হুজুর।

শূল। রোয়া পরব স্যার; আউস ধানের বীজ বুনবে। তাই পূজো দিতে চলেছে জহর সর্ণায়—

মুখার্জী। জহর সর্ণাতো ওদের দেবস্থান—ওই গাছতলায়?

শ্রীবাস। হ্যাঁ হুজুর!

মুখার্জী। আগে-আগে আসছে—ওটা কমল মাঝির নাতনি না?

শূল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারী বজ্জাৎ মেয়ে ওটা!

[মেয়েরা গাহিতে গাহিতে ঢুকিল, হাতে ডালায় ফুল ধান ইত্যাদি]

গান

ঠাকুরাহি সিরিজিলা ইনা পিরথিমা হো
ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইয়া যো ইয়ারে—
পুরুবালি ডাহরালি গাইয়া যো ইয়ারে—
পুরুবালি ডাহরালি গাইয়া যো হয়া—

মুখার্জী। এই মাঝিন্—এই কমল মাঝির নাত্নী!

শূল। এই সারী—এই।

সারী। কি বুলছিস গো।

শ্রীবাস। সায়েব ডাকছে—সায়েব—

সারী। সায়েব মশয় কি বলছিন গো আপুনি?

মুখার্জী। আজ তোদের পরব?

সারী। হঁ গো। তাথেই তো—চললাম—গো জহর সর্ণাতে।

মুখার্জী। আজ পরবে কি কি হবে তোদের? এঁ্যা। কি কি করেছিস?

সারী। করলম তো, অনেক হবে গো। জেল, দাকা—হাণ্ডী। মরদগুলো খাবো, আমরা খাব—নাচব, গান করব আমোদ হবে।

মুখার্জী। তবে তো অনেক রে? এঁ্যা? ভাত—মাংস—মদ। আচ্ছা এই নে বকশিস।

[একখানা দশ টাকার নোট দিল]

গেল টাকা। দশ টাকা।

সারী। গেল টাকা। এত গুলান টাকা দিলিন সাহেব?

মুখার্জী। হ্যাঁ। একটা খাসি কিনবি। মদ কিনবি।

শ্রীবাস। মাংসের যোগাড় ওরা করে নিয়েছে হুজুর। খরগোস মেরেছে একগাদা।

মুখার্জী। খরগোস!

সারী। হঁ গো। মারলম তো। তা—ই বাবুটো—(শূলপাণিকে লক্ষ্য করিয়া) বলে আমাকে দে দুটো। ইটো খেলা বটে। রাঙাবাবুকে দিব দুটো —আমরা খাব—

মুখার্জী। বেশ, আমাকে দে। রাঙাবাবুর জন্যে যে দুটো রেখেছিস—সে দুটো আমাকে দিয়ে যাস।

সারী। তুমাকে? উহুঁ—। রাঙাবাবুর জিনিস দিতে পারে? হেই বাবা।

মুখার্জী। বটে? এতগুলো টাকা দিলাম আমি।

সারী। তবে লে তুর গেল টাকা। ওই লে। ফিরে লে।

[ফেলিয়া দিয়া বলিল]

দেলা—দেলা—বোঁ। (তাহারা চলিয়া গেল)

মুখার্জী। এই সারী এই।

শূল। স্যার। স্যার।

মুখার্জী। শূলপাণি।

শূল। টাকাটা স্যার।

মুখার্জী। ওটা তুমি নাও। এক কাজ করতে পার?

শূল। হুকুম করুন sir—

মুখার্জী। শ্রীবাস—তুমি নিজের কাজে যাও। যাও। (শ্রীবাসের প্রস্থান)

মুখার্জী। ওই কমল মাঝির নাত্‌নী—ওই সারী মেয়েটাকে—

শূল। এখুনি ধরে আন্‌ছি স্যার চুলের মুঠো ধরে—

মুখার্জী। না—না। (ধমক দিয়া উঠিলেন)

শূল। আজ্ঞে? (কিছু না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল)

মুখার্জী। শোন। (কানে কানে বলিল)

শূল। (সবসভাবে বলিয়া উঠিল) Yes sir—

মুখার্জী। Shut up. (শূলপাণি চমকিয়া উঠিল) মুনিব গুলি করে শিকার পড়ে, কুকুর ছুটে গিয়ে মুখে করে তুলে আনে। দেখেছ? ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেই ভাবে। (আরও কয়েকখানা নোট দিয়া) সাঁওতালদের আজ প্রচুর মদ দাও। প্রচুর।

[সিঁড়ি বাহিয়া বাংলোর বারান্দায় উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল সন্ধ্যা—রামেশ্বর আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে কোথাও রোসনচৌকি বাজিতেছে।

রামেশ্বর। (আবৃত্তি করিতেছেন) অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী—

[সুনীতি প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

রামেশ্বর। (চমকিয়া) কে ?

সুনীতি। তুমি এখানে একলা কি করছ? আমি খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম।

রামেশ্বর। সুনীতি, চিন্তা করতে করতে মাথার ভিতরটা কেমন করে উঠল। এক খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে রাত্রিকালটা যেন চিরে ফালি ফালি ক'রে দিলে।

সুনীতি। স্ত্রীলোকের চীৎকার ?

রামেশ্বর। হ্যাঁ। ম'নে হ'ল যেন ওই কালিন্দীর ওপার থেকে কে চীৎকার করলে।

সুনীতি। চরে কোন সাঁওতাল মেয়ে চীৎকার ক'রে থাকবে। বুনো জাত—হয়তো তো স্বামী বা বাপ কি অন্য কেউ ধ'রে মারছে।

রামেশ্বর। সে চীৎকার বুক ফাটানো চীৎকার সুনীতি। আমার হঠাৎ রতিবিলাপ মনে প'ড়ে গেল। রুদ্রের ললাটবহ্নিতে মদন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলেন—রতি ধূলায় লুটিয়ে ধূলিধূসরিত হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। ঠিক আমার তেমনি মনে হ'ল।

সুনীতি। না। আজ শুভ দিন, অহীনের বিয়ের উৎসব এখনও শেষ হয় নি, তুমি ওসব মনে করো না!

রামেশ্বর। অদ্ভুত সুনীতি, অদ্ভুত!

সুনীতি। কি ?

রামেশ্বর। মহাকবিদের কল্পনা। কালের গতিরোধ ক'রে অকালে হ'ল বসন্তোদয়, সুখে রইলেন গৌরী—উমা, তবুও মহাকালের তপোভঙ্গ অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল। নিয়তি ছাড়লে না। মহাকালের ললাটে রোষবহ্নি জ্বলে উঠল। মদন ভস্ম হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর!

সুনীতি। ও বাড়ীর দাদা আসছেন।

রামেশ্বর। আমি কি ব'লব তাকে? না—না—আমি চল্লাম সুনীতি!

সুনীতি। ছি, উনি কি ভাববেন।

রামেশ্বর। না—না!—ইন্দ্রকে আমি বলতে পারব না। পারব না। ওকে বলো আমার শরীর অসুস্থ। (প্রস্থান)

সুনীতি। ওগো। ছি—ছি—ছি! ওগো—। (অনুসরণ)

[কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্র রায় ও মিত্তিরের প্রবেশ]

মিত্তির। যোগেশ মজুমদার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের সেখানে গেছ্‌ল। আপনি এ বাড়ীতে আছেন শুনে আমার সঙ্গে এসেছে।

ইন্দ্র। যোগেশ মজুমদার।

মিত্তির। আজ্ঞে। বোধহয় কলের ব্যাপার নিয়ে কলের মালিক পাঠিয়েছে।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, যোগেশ যখন কলের ম্যানেজার—ঐ এক ভুল ক'রেছি।—কলেব মালিকের মতিগতি ভাল নয়। আচ্ছা এইখানেই ডাক তাকে।

[মিত্তিরের প্রস্থান, যোগেশের প্রবেশ]

যোগেশ। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এলাম।

ইন্দ্র। শ্রী এখন বিগত যোগেশচন্দ্র—অবশিষ্ট এখন চরণ। সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় বলেই ধ'রে নিলাম। এখন আসল বক্তব্য কি বল।

যোগেশ। মুখার্জী সায়েব একবার আপনার কাছেই পাঠালেন।

ইন্দ্র। বল।

যোগেশ। আজ্ঞে। আজ্ঞে, আমাকে যেন অপরাধী করবেন না।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্বে এটি তোমার প্রাণামবাণ প্রয়োগ, কেমন যোগেশ।

যোগেশ। আজ্ঞে হুজুর, আমি চাকর।

ইন্দ্র। দূত চিরকালই অবধ্য। নির্ভয়ে তুমি মুখার্জীসাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

যোগেশ। উনি পত্রই লিখছিলেন আপনাকে। শেষে মত পাল্টে আমাকেই পাঠালেন। কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। সাঁওতালদের যদি আপনারা আটক করেন, তাহ'লে তাঁর কল কেমন ক'রে চলে, তা ছাড়া—

ইন্দ্র। তা ছাড়া?

যোগেশ। সাঁওতালরা এখন আর আপনাদের প্রজা নয়।

ইন্দ্র। প্রজা নয়? মানে?

যোগেশ। আপনার অধীনে সাঁওতালদের যে প্রজাইস্বত্ব, সে স্বত্ব মুখার্জীসাহেব কিনেছেন।

ইন্দ্র। কিনেছেন?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। সাঁওতালদের কাছে ধান বাকীর পাওনায় রঙলাল চাষী ওদের কাছে গোপনে খৎ করে নিয়েছিল। বিক্রী কোবালা।—রঙলালের কাছে মুখার্জী সায়েবেরও অনেক টাকা পাওনা ছিল। সেই পাওনা বাবদ, রঙলালের কাছ থেকে কিনেছেন সায়েব। সাঁওতালরা এখন ব'সে আছে মুখার্জীসায়েবের প্রজাই স্বত্বের জমির ওপর। তারা এখন মুখার্জীসায়েবের প্রজা।

ইন্দ্র। বটে? আচ্ছা, তারপর?

যোগেশ। আজ্ঞে, এর পরও যদি আপনারা—সাঁওতালদের আটক করেন, তাহ'লে কি করে চলে বলুন?

ইন্দ্র। মিত্তির।

[মিত্তিরের প্রবেশ]

মিত্তির। আজ্ঞে?

ইন্দ্র। চরের সাঁওতালদের কি আটক করা হয়েছে কোন কারণে?

মিত্তির। আজ্ঞে না, আটক করতে যাবো কেন? চরে জামাইবাবুদের যে খাস্ জমি আছে, সে জমি ওরাই ভাগে করে। সে জমির ধান এখনও পর্য্যন্ত কাটে নি। তাই, আজ কাটতে বাধ্য করা হয়েছে।

যোগেশ। যারা ভাগীদার নয়, তাদেরও আপনারা বেগার ধরেছেন খাসের জমির ধান কাটাবার জন্যে।

ইন্দ্র। হুঁ। তারপর মুখার্জীসাহেবের কি বক্তব্য?

যোগেশ। আজ্ঞে, আমাদের কুলী আটক করে বেগার নিতে গেলে কি ক'রে চলবে বলুন? তাছাড়া ভেবে দেখুন—বেগার প্রথাটাও হ'ল বে-আইনি।

ইন্দ্র। ও! আইন! আইনের কথাটা আমার স্মরণ ছিল না। তা আইনে কি আছে শুনি?

যোগেশ। আজ্ঞে?

ইন্দ্র। তোমার মুখার্জী সায়েবকে ব'লো—আমাদের বেগার ধরার অভ্যেস অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়? বেগার আমরা চিরকালই ধ'রেছি? যত দিন আমরা থাক্‌বো, ততদিন ধ'রবো—এই কথাটাই তোমার সায়েবকে জানিয়ে দিও।

যোগেশ। তাহ'লে এই গিয়ে বলবো? কিন্তু ঝগড়া বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু?

ইন্দ্র। জান তো যোগেশ, আগেকার কালে, এক রাজা অন্য রাজার কাছে দূত পাঠাতেন ; সোনার শেকল—আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা—তোমার মুখার্জীসায়েবকে বোলো—আমি খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম।

যোগেশ। তাহ'লে আমি যাই বাবু?

ইন্দ্র। এস।

[যোগেশের প্রস্থান]

শুনলে সব?

মিত্তির। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। কিন্তু, এ সন্ধানটা রাখা আমাদের উচিত ছিল।

মিত্তির। আজ্ঞে, শ্রীবাস্ যে সাঁওতালদের জমি কিনেছে, এটা আমি জানতাম। কিন্তু, তাতে আর কি ব'লব। কেনা-বেচায় আমাদেরই লাভ। খা'রিজ ফি আসে। কিন্তু মুখার্জীসায়েব যে শ্রীবাসকে দেনা দিয়ে বেঁধেছেন, তা জানতে পারি নি।

ইন্দ্র। খারিজ ফির লোভে আমরা ধর্মে অবহেলা ক'রেছি। ওইটেই আমাদের পাপ! যাক্, এখন শোন, দু'তিন দিনের মধ্যেই যত শীগগ্গির হয়—আমাদের ভাগের জমি দখল নাও। নইলে, চরে ঢোকবার পথ থাকবে না! আর, কালিন্দীর গর্ভে বাঁধ দিয়ে যে পাম্পটা বসিয়েছে মুখুজ্যে, সেটাও তুলে দাও। চর বন্দোবস্তের সঙ্গে নদীর কোন সম্বন্ধ নেই।

মিত্তির। হরিশ, নবীন, এদের রাত্রেই পাঠাচ্ছি লোকের জন্যে। কাল লোক আসুক, পরশু সকালেই আমরা দখল নেব জমি।

ইন্দ্র। সাবধান, যেন মাথা হেঁট ক'রে ফিরে আসতে না হয়। আর একটা কথা, দখল ক'রেই সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠাবে সদরে। কোন মতে মুখুজ্যে যেন আগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে না পারে।

মিত্তির। ওরা কিন্তু মোটরে ক'রে লোক পাঠাবে। মোটর লরী র'য়েছে কলে।

ইন্দ্র। মোটর লরী! মোটর লরী!—সদরে যাবার পথে, গাঁয়ের শেষে যে সাঁকোটা আছে মিত্তির—লরী যাতে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা কর।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তীবাড়ীর সংলগ্ন বাগান

[অহীন বসিয়া আছে বই হাতে। একটি টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সুনীতি ও মানদা আসিয়া দাঁড়াইল।]

মানদা। এই দেখুন মা, আজকের দিন কত সাধ আহ্লাদের দিন—এই দিনে দাদাবাবুর কাজ দেখুন। একখানা বই নিয়ে বসে আছেন। এলাম যদি তো মানুষের খেয়ালই নাই। কি যে ঐ কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে—কে জানে বাপু!

[অহীন মুখ তুলিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

অহীন। মা?

সুনীতি। ওঠ বাবা, আজ যে ফুলশয্যা?

অহীন। বড় ভাল বই মা। পড়তে বসলে ছাড়া যায় না।

সুনীতি। কি বই রে?

মানদা। এই হল! মা বেটায় এইবার আর এক প্রহর বকবেন! আচ্ছা। (প্রস্থান)

অহীন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা। শাস্ত্রের মত মহৎ। জাতিতে তিনি জার্মান। পৃথিবীর এই যে ছোট বড় ভেদ, অসংখ্য কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস—এই নিয়ে পৃথিবীর যে অশান্তি—দ্বন্দ্ব এরই তিনি কারণ নির্ণয় করেছেন। নিবারণের পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

সুনীতি। তবে সে উপায় কেন মানুষ নেয় না অহি?

অহীন। একদল মানুষ তাতে বাধা দিচ্ছে মা। তারাই তো পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্তিশালীর দল এখন। ধনীর দল—রাজার দল, জমিদারের দল। ঐ চরটার দিকে তাকিয়ে দেখ না মা—সাঁওতালেরা বন কেটে করলে চাষ, চাষীরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রীবাস ধান দাদন দিয়ে তাদের জমি কিনে নিলে। শ্রীবাসকে টাকা ধার দিয়ে মুখুজ্জে সায়েব কিনছেন সমস্ত চর। শত শত মানুষকে বঞ্চিত করে একটা মানুষ হ'ল চরের মালিক; কিন্তু এ সব মানুষের তো মুখার্জী সায়েবের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি নাই।

সুনীতি। চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বাধল বাবা!

অহীন। সে তো বাধবেই মা। এক দিকে জমিদার—অন্য দিকে মহাজন। এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কেউ তো পিছু হটবে না।

সুনীতি। কি হবে?

অহীন। কি হবে? জমিদারদের গায়েও আঁচড় লাগবে না, মহাজনের গায়েও আঁচড় লাগবে না। বাগ্‌দী লাঠিয়ালের মাথা ভাঙবে, ভোজপুরী দারোয়ান জখম হবে, সাঁওতালেরা উৎসন্ন যাবে।

সুনীতি। না! ও চরে আমার কাজ নেই অহীন—ওটা তুই তোর শ্বশুরকে বলে বিক্রি ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। ও চরটা—ঘোরে, আমার বাড়ীকে পাক দিয়ে ঘোরে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। চক্রাকারে ঘোরে—যেন একটা চক্রান্ত!

অহীন। ও তোমার মনের ভুল মা।

রামেশ্বর। (নেপথ্যে) ওই কলওয়ালাটার মুণ্ডটা ছিঁড়ে আনা যায় না ইন্দ্র? অথবা সর্ব্বরক্ষার কাছে বলি!

সুনীতি। কি হ'ল! কি হ'ল! (প্রস্থান)

অহীন। বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী—দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে।

[মানদা ও উমার প্রবেশ]

মানদা। এই নাও, শিবের তপিস্যে ভাঙাতে পার তো ভাঙাও। (মানদার প্রস্থান)

অহীন। এই মানদা!

উমা। মানদা খুব বেঁচে গেছে। আবার আসে ও?

অহীন। কেন?

উমা। শিবের তপস্যা ভঙ্গ ক'রে মদন ভস্ম হয়েছিলেন, তোমার তপস্যা ভঙ্গ করার জন্যে মানদা অন্ততঃ মাথায় একটা চাটীও তো খেতে পারত।

অহীন। উহুঁ—একালে শিবেরা অর্থাৎ অহীন্দ্রেরা দস্তুরমত কলেজে পড়েছে, কাব্য চর্চ্চা করেছে, তপোভঙ্গ ক'রে উমাকে সম্মুখে আনার অপরাধে মানদা চাঁটি খেতো না, রীতিমত পুরস্কার পেতো।

উমা। যাক্, ভরসা পেলাম। মদন ভস্মের পর উমাকে লজ্জিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। এ যুগের উমাকে সে লজ্জা পেতে হবে না।

অহীন। তুমি আমার অবিচার করছ উমা।

উমা। অবিচার বৈ কি। সন্ধ্যে থেকে ফুলের গয়নায় সেজে বসে রইলাম, আর তুমি বই পড়তে লাগলে। আমার ইচ্ছে করছিল এগুলো ছিঁড়ে ফেলে দি!

অহীন। (আলোটা নিভাইয়া দিল) বল তো, এইবার, চারখানা দেওয়ালের মধ্যে এমন মধুর হ'তে পারত আমাদের মিলন! দেখতো কেমন জ্যোৎস্না! কালিন্দীর ওপারের চরটার দিকে তাকিয়ে দেখ তো কি সুন্দর দেখাচ্ছে চরটা! এইখানে ব'স।

উমা। আমাকে কিন্তু কাল চরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

অহীন। চলনা আজই যাই চুপি-চুপি!

উমা। উহুঁ—রাত্রে নয়, দিনের বেলা যাব, নইলে ভাল করে দেখা হবে না সেই মেয়েটাকে।

অহীন। কাকে! কোন মেয়েটাকে?

উমা। যে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে তোমাকে বারণ করেছিল! তাকে দেখব আমি। হ্যাঁ গা—সত্যি?

অহীন। আমার পূজারিণীদলের সে শ্রেষ্ঠা। তার নাম সারী। চঞ্চলা মুখরা। সেদিন চরের উপর অমল বললে তোমায় পড়াবার কথা। সে ভাবলে অমল আমাকে তোমায় বিয়ে করতে বলছে। বললে—না না—তুমি ওকে বিয়ে করো না। সেই তো হ'ল বিয়ের কথার সূত্রপাত?

উমা। মেয়েটা নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে। না?

অহীন। হয় তো বাসে? (হাসিল)

উমা। আর তুমি?

অহীন। আমি?

উমা। হ্যাঁ তুমি? তুমিও বাস? (হাসিল)

অহীন। যদি বলি বাসি?

উমা। দূর—সায়েব কি কখনও সাঁওতালনীকে ভালবাসতে পারে?

অহীন। সারীকে আমি সত্যই স্নেহ করি উমা। তার জীবনে কোন গুণের গন্ধ নেই, বর্ব্বর, বন্য, রঙ কালো, সে হল অপরাজিতা ফুল। সকল ফুলের কাছেই পরাজয় তার—তবু তার নাম অপরাজিতা।

উমা। আর আমি? আমি বুঝি শিমূল ফুল?

অহীন। না। তুমি ফুল নও, তুমি মালা। ফুলের নয়, মণিমুক্তারও নয়। সপ্তদশ বসন্তের একগাছি মালা। (তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া নিজের গলায় জড়াইতে গিয়া) বাঃ এ গহনাটি তো চমৎকার। এ তো কঙ্কণ?

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। চমৎকার গড়ন! এমন গড়ন আজকাল তো দেখা যায় না! (অপর হাতখানি দেখিয়া) কই এ হাতে কই? কঙ্কণ তো দু' হাতেই পরে।

উমা। ও একটাই। আর একটা নেই। সেই জন্যে মা বলেছিলেন—ও দিতে হবে না। দেবে তো জোড়া গড়িয়ে দাও। বাবা বললেন—না! জোড় গড়ালে জোড় হয় তো মিলবে—কিন্তু সে মিল তো সত্যিকারের মিল হবে না।

অহীন। (উমার মুখের দিকে চাহিল) উমা তবে কি—তবে কি—

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। এই সেই কঙ্কণ আমার বড়মায়ের কঙ্কণ, চক্রবর্ত্তীবাড়ীর বধূবরণের মাঙ্গলিক আভরণ!

উমা। হ্যাঁ। বাবা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন চরে। বাবা বললেন—ও একগাছিই থাক—যদি কোনদিন অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়—ওর জোড় আপনিই ফিরে আসবে।

অহীন। (উমার কঙ্কণশোভিত হাতখানি কপালে ঠেকাইল) হয় তো পাওয়া যাবে—চরের আর এক প্রান্তে—কালিন্দীর পলিমাটির তলায়, কালিন্দী তাকে লুকিয়ে রেখেছে। হয় তো সেদিন খুঁজে পাব পলিমাটির বুকে আঁকা তার পায়ের ছাপ—ঘাসের লতার জঙ্গলের আবরণের মধ্যে।

উমা। চুপ কর, ওসব কথা আজ থাক।

অহীন। থাকবে? না। আজ তোমাকে ও আমাকে উপলক্ষ্য করে কতকাল পরে রায়বাড়ীর চক্রবর্ত্তীবাড়ীর মিলন হল—আজ বড়মায়ের কথাই তো বড় কথা। জান কতদিন আমার মনে হয়েছে—ওই চরটার মধ্যেই খুঁজে পাব বড়মায়ের সন্ধান! আমি যে ওই চরটার দিকে ছুটে যাই—তার কারণ শুধু এই। চরটা যেন টানে আমায়। মিথ্যে খোঁজা জানি, তবু ওখানে গিয়ে খুঁজি মানুষের পায়ের ছাপ। মা বলেন—তাঁর মনে হয় চরটা যেন ঘোরে—চক্রবর্ত্তীবাড়ীকে পাক নিয়ে ঘোরে। মানুষের মনের আবেগকে আশ্রয় ক'রে এমনি করেই কত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। হোক মিথ্যে—তবু তাকে অস্বীকার করা যায় না। দাদা গেলেন দ্বীপান্তর ওই চরের জন্য। ওই চরই অনিবার্য্য করতে তোমায় আমার মিলন। নইলে—

উমা। নইলে?

অহীন। থাক উমা; সে কথা থাক।

উমা। না। নইলে বলে কি বলেছিলে বল তুমি।

অহীন। হয় তো শুনে হাসবে, অথবা অভিমান করবে।

উমা। তবু বল তুমি।

অহীন। নইলে আমার তো সংকল্প ছিল উমা—জীবনে আমি একাই থাকব। বিবাহ করব না।

উমা। কেন?

অহীন। (হাসিয়া) এই দেখ, বোকা মেয়ের মত জিজ্ঞাসা করে দেখ। ভেবেছিলাম—বুদ্ধদেব, কিংবা চৈতন্যদেব, কি শঙ্করাচার্য্য মানে অহীন্দ্রদেব কি অহীন্দ্রাচার্য্য এমনি কিছু একটা হব আর কি! নিদেন এযুগের সুভাষচন্দ্রের মত তারুণ্যের প্রতীক—যা বাংলা দেশের ন শো নিরেনব্বুইটা ছেলে ভাবে।

উমা। (সে এবার হাসিল) হ্যাঁ। পথ দিয়ে চলে যাবে নবীন সন্ন্যাসী—ত্যাগী বীর—রাজপথের দু'পাশের দোতলা তেতলার জানালা খুলে যাবে। তরুণীদের চোখে ফুটে উঠবে মুগ্ধ বিস্ময়—বুকে জাগবে বেদনার আবেগ, মুখে তারা বলবে—হায় রে, কোন হতভাগী, তুই বেঁধে রাখতে পারলি না জীবনের সর্ব্বস্বকে, প্রত্যাখ্যান করলি সাপের মাথার মণিকে—কাঁচের টুকরোর ঝলমলানিতে ভুলে। তোমরা এযুগের তরুণরা এমনি বটে। (চমকিয়া উঠিল) কে? কে—ওখানে? ওগো দেখেছ—ওই দেখ—(অহীনকে আঙুল দিয়া দেখাইল)

অহীন। কে? তাইতো! কে ওখানে? কে?

[অগ্রসর হইয়া গেল]

অহীন। কে? কমল?

কমল। (ভগ্নস্বরে) রাঙাবাবু?

অহীন। কি—কমল? এই রাত্রে এমনভাবে লুকিয়ে চোরের মত?

কমল। রাবু ভাবা!

অহীন। তুমি কাঁদছ কমল?

[কমল এবার অহীনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল]

কমল। রাঙাবাবু! আমি দেশ ছেড়ে চলে যেছি গো। আমার সর্বনাশ হ'ল গো!

অহীন। কমল! ওঠ কমল! কি হয়েছে বল?

কমল। আমার সারী—আমার নাতিন—আমার সারী—রাঙাবাবু গো—আমার সর্বনাশ হ'ল।

অহীন। সারী? কমল, কি বলছ? সারীর কি হল? সারী মরেছে?

কমল। বাবু গো। মলে যে আমি বুক ফাটায়ে কাঁদতাম—ঠাকুরকে ডাকতম—তবু মনে মনে সুখ হ'ত—ঠাকুর লিলে আমার সারীকে। ওই কলওয়ালা—ওই চরের মালিকটো—রাধাবাবু গো আমার সারীকে—আমার জাতিনকে কেড়ে লিলে ?

অহীন। কলওয়ালা সারীকে কেড়ে নিলে ?

কমল। হাঁ বাবু। রাত্তের কালে তুলে লিয়ে গেল। মাঝিদিগে টাকা দিলে, মদ দিলে, মাঝিরা বুললে—সারী লিজে গেল সায়েবের দোষটা কি ? সারী চেঁচালে না কেন ? ডগরুটো খেপে চলে গেল কুথা, আমি লাজে আঁধারে আঁধারে পালিয়ে যেছি। তুমি রাঙাবাবু—তুমাকে দেখলম বাগানের ধার থেকে—তাই এলম পেনাম করতে।

অহীন। ওঠ, চল থানায় যাবে, চল আমার সঙ্গে।

কমল। না। তা লারব। ছি। তা লারব। উবা বুলবে—সারী গেল লিজে গয়নার লেগে—ছি। তা লারব।

অহীন। কমল তা হলে তীর ধনুক—টাঙ্গি নিয়ে চল্—ডগরুকে ডাক, আমি তোদের সঙ্গে যাব। উমা উপরের ঘর থেকে বন্দুকটা আন তো। আন তো বন্দুকটা।

উমা। কি বলছ তুমি ? না।

কমল। না রাঙাবাবু, না। তু পারবি না, আমি পারব না, ডগরু পারবে না। উ সায়েবটো—তু জানিস না রাঙাবাবু—তু জানিস না রাঙাবাবু —তু জানিস না—উ একটো দানো বটে—উ একটো দত্যি বটে।

অহীন। তবে বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—আমার সম্মুখ থেকে তুই বেরিয়ে যা। কাপুরুষ কোথাকার—কেন তুই কাঁদতে এসেছিস আমার সামনে ? যা—যা—তুই চলে যা—

কমল। (সভয়ে) যাচ্ছি বাবু আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি আমি। দুকানদারটো মিছে দেনার দায়ে জমি লিখে লিলে, সায়েব সারীকে লিলে, মাঝিরা পতিত করলে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

[অহীন স্থির হইয়া রহিল]

উমা। ওগো। তুমি এমন করে চেয়ে থেকো না। বস তুমি বস।

অহীন। আমার মনে হচ্ছে উমা—আমার রক্তের মধ্যে, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলছে। রক্তে যেন আমার আগুন ধরে গেছে। উঃ—উঃ।

উমা। বস তুমি—আমি তোমায় বাতাস করি।

অহীন। বাতাসে এ আগুন নেভে না উমা। বাতাসে নেভে না—জলে নেভে না—উঃ।

উমা। মা—মা। (অগ্রসর হইল)

অহীন। (তাহাকে ধরিয়া বাধা দিল) না। মাকে ডেকো না। তুমি উপর থেকে বন্দুকটা ফেলে দাও জানালা দিয়ে। আমি ওই কলওয়ালাগুলোকে গুলি ক'রে মারব।

উমা। না—না। ওগো। না।

অহীন। আমারই ভুল। বন্দুক তো নেই। দাদা ননীপালকে গুলি করে মেরেছিলেন, পুলিশ বন্দুক সিজ্ করে নিয়ে গেছে। বন্দুক তো নেই। (বসিল)

উমা। তুমি শান্ত হও। স্থির হও। জল আনব ?

অহীন। না। উমা, আমি ক্ষমা করতে পারব না। ভগবানের দূত বারবার এসে বলে গেল ক্ষমা করতে মানুষকে, ভালবাসতে মানুষকে। তাঁদের নমস্কার করে বলছি—মানতে পারব না তোমাদের কথা। যারা মানুষ হয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ করলে, অসহনীয় অত্যাচার করলে তাদের ক্ষমা করতে আমি পারব না।

উমা। কি করবে ? এ অত্যাচার—এ অবিচার—

অহীন। এর পথ রোধ করে আমি দাঁড়াব। উমা আমি পথ পেয়েছি। এই মুহূর্ত্তে আমায় যেতে হবে—

উমা। কোথায় ?

অহীন। ফিরিয়ে আনতে হবে কমলকে—খুঁজে আনতে হবে ভগরুকে—তারপর ডাক দেব ওই মাঝিদের। ওই মূঢ় মূক ভীরু মানুষদের জাগিয়ে তুলতে হবে। মুখে ফোটাতে হবে প্রতিবাদের ভাষা, চোখে ফোটাতে হবে বুকের আগুন। আমি যাব।

উমা। সে কি ?

অহীন। হ্যাঁ তাই। উমা তোমায় আমি বলিনি। বলতে বলতে গোপন করেছি। আমি কিছু আগে বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলাম, তারপর —(ম্লান হাসিয়া) তোমায় বিবাহ করলাম—ভাবলাম, ছেড়ে দেব সব সংস্রব। কিন্তু না—কমল বলে গেল—ওপারের চর হতে সারীর বুকের বেদনা. আমায় বলছে রাঙাবাবু—রাঙাবাবু কি হবে—আমাদের কি হবে ? আমায় যেতে হবে উমা—আমায় যেতে হবে। তুমি আমাকে বিদায় দাও।

[উমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তুমি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে উমা।

উমা। যাও, তবে তুমি যাও। বাধা দেব না আমি। (প্রণাম করিল)

অহীন। দুঃখকে জয় করো। তোমার অশ্রুর মুক্তায় মুক্তায় আমার জয়মাল্য রচিত হোক, তোমার প্রেমের প্রদীপ আমার অন্ধকার পথ আলো করুক! আমি যাই। (অগ্রসর হইল)

উমা। না।

অহীন। উমা। (ফিরিল)

উমা। ওগো বাধা দিতে আমি চাই না। কিন্তু—

অহীন। তবু কিন্তু কি উমা!

উমা। আজ যে আমাদের ফুলশয্যা গো। শুভরাত্রি—জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার লগ্ন—

[সে বুকে আসিয়া মাথা রাখিল]

অহীন। ও। আজ ফুলশয্যা, শুভরাত্রি! হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আজ নহবতে বাঁশী বেজেছিল। তার রেশ যেন এখনও বাজছে। (উমার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিল) তোমার অঙ্গভরা ফুলের আভরণ থেকে মদির গন্ধ উঠছে! আজ আমাদের ফুলশয্যা। শুভরাত্রি!

উমা। আজ যেয়ো না তুমি। আজ রাত্রিটি থাক্। ওগো—।

[কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিবার পর]

অহীন। রাত্রি যে শেষ হয়ে এল উমা। এইবার আমায় বিদায় দাও। ওই দেখ আকাশের অগ্নিকোণে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলতে জ্বলতে উঠে আসছে শুকতারা। দেখ উমা! আমায় বিদায় দাও। আমার যাত্রার লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

[উমা তাহাকে ছাড়িয়া সরিয়া দাড়াইল অহীন অগ্রসর হইল]

উমা। আর একটা কথা বলে যাও—কি বলব আমি—

[অহীন ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

বলে যাও এই সকালে তোমার মা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, আমার মা, আমার বাবা, আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, কুটুম্ব আত্মীয় যখন প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবে—কি বলব আমি?

অহীন। বলো—। না, আমার সকল কথা গোপন রাখতে হবে উমা। কাউকে বলো না?

উমা। কিন্তু কি বলব ?

অহীন। বলবে ? উমা, বলবে—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বলবে তোমার উপর অভিমান ক'রে—রাগ ক'রে আমি দেশত্যাগী হয়েছি।

উমা। আমার উপর অভিমান ক'রে, আমার উপর রাগ ক'রে সে দেশত্যাগী হয়েছে। উঃ—এ মুখ আমি দেখাব কেমন করে ?

[সে বসিবার আসনে লুটাইয়া পড়িল]

চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

মুখার্জীর বাংলোর বারান্দা

[উত্তেজিত মুখার্জী পায়চারী করিতেছেন। অচিন্ত্য শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন]

মুখার্জী। A Curse! A damnable curse—this labour movement! Professional loafer-এর দল, কুলিদের ক্ষেপিয়ে কিছু উপার্জ্জন করতে চায়!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না sir, loafer নয়, অহীন্দ্র এদের leader—

মুখার্জী। Shut up you buffoon! Loafer নয়? What is অহীন্দ্র? সর্ব্বস্বান্ত জমিদার—তার ছেলে, loafer নয় তো কি? ওদের আর আছে কি? আমার সঙ্গে মামলা করবে? They have already been ruined! মামলার রায় বেরুবার অপেক্ষা।

অচিন্ত্য। No sir, তা হলেও অহীন্দ্র loafer নয়। He is a brilliant boy with a big heart। He has stood—

মুখার্জী। Will you stop? তুমি জান এদের demand কি? Did you ask your brilliant boy?

অচিন্ত্য। Yes sir.

মুখার্জী। কি চায়?

অচিন্ত্য। সাঁওতালদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।

মুখার্জী। সাঁওতালদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখার্জী। তার পর?

অচিন্ত্য। তারপর Sir, সেটা বড় লজ্জার কথা—অত্যন্ত লজ্জার কথা—যদিও আমি আপনার চাকরি করি—তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—অত্যন্ত লজ্জার কথা।

মুখার্জী। লজ্জার কথা? What's that? I see; সারী মেয়েটার কথা?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখার্জী। I see. তারপর? অন্য সাঁওতালেরা—কুলীরা? তারা কি চায়?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে! তাদের দাবীর আর অন্ত নেই স্যার! অনেক। ইয়া লম্বা ফিরিস্তি।

মুখার্জী। তুমি যাও, ওদের বলে এস, ওই সব কলকাতার বাবুদের কথায় ভুললে ওদের সর্বনাশ হবে!

অচিন্ত্য। ওরা মানবে না স্যার।

মুখার্জী। মানবে না?

অচিন্ত্য। না স্যার। ওরা ক্ষেপেছে। সেই ভীষণদর্শন কমলমাঝি ফিরে এসেছে—

মুখার্জী। কমল মাঝি—?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ স্যার। শুধু সেই নয়, সেই ডগরু, অজগর মেরেছিল, সারীর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সে এসেছে—

মুখার্জী। বিচিত্র যোগাযোগ—কে ফেরালে এদের? অহীন্দ্র, না! সে ফিরেছে কাল সন্ধ্যায়, আজ সকালে তুমি খবর দিচ্ছ এরা ফিরেছে।

অচিন্ত্য। তা জানি না স্যার, তবে অহীন্দ্রই ওদের লীডার!

মুখার্জী। তুমি থানায় যাও এক্ষুনি—

অচিন্ত্য। তার চেয়ে স্যার মিটমাট করে ফেলুন।

মুখার্জী। কি?

অচিন্ত্য। মিটমাট করুন স্যার। অহীন্দ্র ভয়ানক তেজস্বী—He is a brilliant boy—He is honest. সে কখনও অন্যায় করে না—

[যোগেশের প্রবেশ]

যোগেশ। সমস্ত মামলায় জমিদার হেরেছে! আমরা জিতেছি হুজুর! রায় হয়ে গেছে! আমার দু'হাজার টাকা খরচার ডিক্রীও পেয়েছি!

মুখার্জী। Good! আমি এ জানতাম মজুমদার!

যোগেশ। কিন্তু এসব কি স্যার? মিল বন্ধ—কুলিরা চেঁচাচ্ছে—

মুখার্জী। বলছি তার আগে এই লোকটাকে, এই Baffoon-টাকে সমস্ত মাইনে মিটিয়ে Mill area থেকে দূর করে দিন।

অচিন্ত্য। আঃ বাঁচলাম স্যার বাঁচলাম! May you live long, sir —দীর্ঘজীবী হোন আপনি। That great soul—brilliant boy—অহীন্দ্র—তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হ'ত! তা থেকে আমি বাঁচলাম: চলুন যোগেশবাবু।

মুখার্জী। একটি পয়সা মাইনে ওকে দেবেন না মজুমদার। ওকে শুধু ঘাড় ধরে বের করে দিন। (প্রস্থান)

অচিন্ত্য। ভগবান আপনার বিচার করুন স্যার। আমি তাতেও কিছু বলব না।

মজুমদার। আপনি চর থেকে চলে যান অচিন্ত্যবাবু—এক্ষুনি এই মুহূর্ত্তে।

[আঙুল দেখাইলেন—অচিন্ত্যবাবু পিছন পিছন প্রস্থান করিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চর

[সারী বসিয়া গান গাহিতেছে—সে যেন কাঁদিতেছে।
অহীন প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখে তার ক্রুদ্ধদৃষ্টি
ফুটিয়া উঠিল। সারী গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চাহিল
এবং শঙ্কায় অর্দ্ধপথেই প্রায় গান বন্ধ করিয়া
সভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।]

অহীন। মরতে পারিস নি? আজও বেঁচে আছিস?

সারী। (সকাতরে) রাঙাবাবু, রাঙাবাবু গো!

অহীন। তোরাও ছলনা করতে জানিস? চোখ পর্য্যন্ত ছল ছল করছে তোর? নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, সরে যা—সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

সারী। ওগো রাঙাবাবু—বুড়ো আমাকে ফেলে চল্যা গেলো গো!

অহীন। যাবে না? তুই কলওয়ালার বাংলোয় থাকিস! তার দেওয়া দামী কাপড় তোর পরনে। সে কেমন ক'রে সইবে এ অপমান?

সারী। আমি কি করব? আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। মাঝিরা মদ খেয়ে পড়ে রইল। ঘরের ভিতর আমার বুকের কাছে—বন্দুকটো ধরলে। আমি কাঁদলাম। ডাকলাম। কেউ এলি না তুরা। আমি কি করব?

অহীন। তুই মরলিনে কেন? গলায় দড়ি দিলিনে কেন? বিষ খেলিনে কেন? তুই কলওয়ালার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলি না কেন?

সারী। ভয় লাগে, ডর করে, ওগো—বাবু—মরতে লারলম, ভয় লাগল। সি নোকটা বাবু—আমাকে কাঁড়ার চাবুকে ক'রে মারে, বন্দুকটো পাশে লিয়ে ঘুমায়—আমি লারলাম বাবু!

[অহীন মাথা হেঁট করিয়া রহিল]

অহীন। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে!

সারী। (এবার তাহার পায়ে পড়িল) রাঙাবাবু—আমাকে ইখান থেকে লিয়ে চল গো আপুনি। আপনাব বউয়ের ঝি হব গো আমি! রাঙাবাবু।

[অহীন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল]

অহীন। ওঠ! তোর দোষ নাই। দোষ আমাদের, কমলের দোষ—আমার—! (হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—সারীর হাতে সেই কঙ্কণের জোড় দেখিয়া) এ কি? (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি? এ তুই পেলি কোথায়? সারী? এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি? সারী?

সারী। আমি চুরি করি নাই রাঙাবাবু। ইটা তোদের? তবে আপুনি লে।

অহীন। (দেখিয়া) কোথায় পেলি? এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি?

সারী। আমি চুরি করি নাই রাঙাবাবু—কুড়িয়ে পেলম—।

অহীন। কোথায়? কোথায় কুড়িয়ে পেলি?

সারী। লদীর ভাঙনের ভিতর পেলম, মাটির ভিতর ঝিকিমিকি করছিল—মাটি খুড়লম আমি—।

অহীন। মাটির ভিতর ঝিকমিক করছিল—তুই বের করেছিস্।

সারী। হ্যাঁ। মরতে গিয়েছিলম রাঙাবাবু! কালিন্দী বান এল; ডুবে গেলম মরতে। উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়ালম, ঝাঁপ খেতে যেয়ে দেখলম—

এইটো ঝিকিমিকি করছে, মাটি খুঁড়ে হাতে পরলম। রাঙাবাবু—এই গয়নাটা পরবার সাধে মরতে আর মন লিলে না।

অহীন। মরিস নি তুই, ভালই করেছিস—। কিন্তু—কিন্তু—

সারী। ইটা তুদের বাবু—তুরা লে!

অহীন। এর বদলে তোকে আমি দু'হাতে গয়না গড়িয়ে দেব সারী!

[মুখার্জীর প্রবেশ]

মুখার্জী। My God! এ কি? অহীনবাবু? সারী! I see নির্জ্জন নদীপ্রান্তে সারী এবং সারীর রাঙাবাবু! খাঁটি কাব্য!

সারী। (সভয়ে শিহরিয়া উঠিল) রাঙাবাবু!

অহীন। ভয় নেই সারী, তোর কোন ভয় নেই! মিষ্টার মুখার্জী—ওকে আমি আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

মুখার্জী। বাড়ী নিয়ে যাবেন? Do you like her?

অহীন। Mr. Mookherjee!

মুখার্জী। বেশী চেঁচালে লোক জমবে—অহীনবাবু। তাতে আপনার কলঙ্ক রটবে। আমার অবশ্য ও ভয় নেই। আমরা হচ্ছি চাঁদ—ওটা আমাদের ভূষণ। (হাসিয়া উঠিল)

[অহীন অগ্রসর হইল]

অহীন। Mr Mookherjee!

মুখার্জী। (এবার এক পা পিছাইল, ঈষৎ শঙ্কার সঙ্গে বলিল) অহীনবাবু!

[অহীন আরো অগ্রসর হইল]

মুখার্জী। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল) অহীনবাবু! মিলে ধর্মঘট হয়েছে আমি নিরস্ত্র হয়ে বের হইনি।

[সারী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পিছন হইতে মাঝখানে দাঁড়াইল]

সারী। না—না—না।

অহীন। (সারীকে ধরিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল) আপনি গুলী করবেন মুখার্জী সায়েব?

মুখার্জী। এগুলেই গুলি করব! আর এগুবেন না আপনি।

অহীন। রায়হাটের জমিদার বংশের সঙ্গে চরের চিনির কলের মালিকের যুদ্ধ, আমাকে মোগলের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, মুখার্জী সায়েব! (হাসিল) মিউটিনির আগে পর্য্যন্ত কিন্তু ইংরেজরাও পুতুল সম্রাট

বংশের গায়ে হাত দিতে সাহস করেনি। মিউটিনির পর অবশ্য সম্রাটের ছেলেদের গুলি করে মেরেছিল দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্যে! এ চরের যুদ্ধে এখনও সে অবস্থা আসেনি ; সম্ভবত আসবেও না। কাল অনেক এগিয়ে গেছে। এ কালে যারা আমাদের ছিঁড়ে ফেলবে—তারা আপনাকেও বাদ দেবে না। তারা এই মাটির মানুষের দল। তারা ওই বোধ হয় আসছে।

[সে অগ্রসর হইয়া গিয়া মুখার্জীর হাত ধরিল।]

মুখার্জী। অহীনবাবু!

অহীন। আমাকে গুলি করলে ওরা আপনাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

মুখার্জী। কি চান আপনি? What do you mean.

অহীন। আমি যা চাই—মিলশ্রমিকদের ইউনিয়নের নোটিশে লেখা আছে! নোটিশ নিশ্চয় পেয়েছেন।

মুখার্জী। ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ? সে ইউনিয়ন আপনি গড়েছেন! যারা এখানে কাজ করছে—তারা আপনার লোক!

অহীন। ইউনিয়নের নোটিশের দাবী ছাড়া আরও একটা দাবী জানাচ্ছি আমি। এই সারীকে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রকাশ্যভাবে মার্জ্জনা চাইতে হবে। (হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থানের জন্য ফিরিল)

মুখার্জী। অহীনবাবু! বলুন কি হ'লে আপনি স'রে দাঁড়াবেন।

অহীন। (ঘুরিয়া) আপনি অতি ইতর মিষ্টার মুখার্জী, মানুষের আত্মাকে আপনি অপমান করেন।

[একটা কাঁড় অর্থাৎ সাঁওতালী তীর আসিয়া মুখার্জীর পাশে পড়িল বা চলিয়া গেল]

মুখার্জী। (লাফাইয়া সরিয়া গিয়া পিস্তল তুলিল নেপথ্যের দিকে) আপনি আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন অহীনবাবু!

[অহীন ঘুরিয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া বলিল]

অহীন। ডগরু! ডগরু!

[তীর ধনুক হাতে প্রবেশ করিল সারীর সেই বর]

ডগরু। উ আমার সারীকে কেড়ে নিলে—উয়ার আমি জান লিব। তু সরে যা রাঙাবাবু—তু সরে যা!

অহীন। না!

সারী। ডগরু, ডগরু, উ করিস্ না, উ তুকে গুলি মারবে! ডগরু!

ডগরু। তবে তুর জান লিব আমি। তুর জান লিব!

[ধনুকে তীর যোজনা করিল—সারী ছুটিয়া পলাইল]

সারী। না—না—না—

ডগরু। কুথা পালাবি তু—কুথা পালাবি! (অনুসরণ করিল)

অহীন। ডগরু—ডগরু। (ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তার আগে সে চলিয়া গিয়াছিল, ধরিতে না পারিয়া সেও তাহার অনুসরণ করিল)

[মুখার্জী পিস্তলটা তুলিল, গুলি করিল। সারীর চীৎকারধ্বনি শোনা গেল]

ডগরু ও অহীন (নেঃ)। সারী—সারী

মুখার্জী। ড্রাইভার! ড্রাইভার!

[কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত থাকিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।
অহীন প্রবেশ করিল, চারিদিকে চাহিয়া মুখার্জীকে খুঁজিল।
ডগরু কোলে করিয়া সারীর দেহ লইয়া প্রবেশ করিল।
চীৎকার করিয়া উঠিল]

ডগরু। বিসরা মহারাজ—বিসরা মহারাজ! রাঙাঠাকুরের লাতি—রাঙাবাবু, বোল একবার বোল—মশাল জ্বালি—আগুন জ্বালাই—মাদল বাজাই। বোল রাঙাবাবু!

অহীন। (হাতে তার সেই কঙ্কণ) জ্বাল—জ্বাল—আগুন জ্বাল! জ্বালা—আগুন জ্বালা! আমি আসছি—এখুনি ফিরে আসছি!

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

সুনীতি ও উমা

সুনীতি। ছি! ছি! ছি! এ কথা তুমি আগে কেন বল নি মা, আগে কেন বল নি? ছি! ছি! ছি! সর্ব্বনাশা দলে যোগ দিয়েছে অহীন!

উমা। হ্যাঁ মা!

সুনীতি। তাই কি সে এমন পাগলের মত ওপারের কলেদের ধর্মঘট নিয়ে মেতে উঠেছে? ওই ধর্মঘটও কি তাদের দলের কাজ?

উমা। হ্যাঁ মা!

সুনীতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার অহীন—সোনার অহীন, সেও শেষে এই করলে? উমা! আমি কি করব? অহীন আমাব কেন এমন হ'ল? (নেপথ্যে কোলাহল) উঃ! কি চীৎকার করছে ওরা! যেন পাগল হ'য়ে গেছে। সমস্ত কল কারখানা বোধ হয় ভেঙ্গে ফেলবে অহীন আমার একি করলে? মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে একি করলে অহীন? সে তো এমন ছিল না?

উমা। ফুলশয্যায় রাত্রে—হঠাৎ কমল মাঝি এসে তাঁর পায়ে আছ্‌ড়ে পড়ল। বল্‌লে—সারীকে—

সুনীতি। মিলওয়ালা সারীব সর্বনাশ করেছে।

উমা। তিনি যেন পাগল হ'য়ে গেলেন। প্রতিকারের জন্য চলে গেলেন।

সুনীতি। কিন্তু তুমি আমায় কেন বললে না মা?

উমা। তিনি বারণ করলেন—বললেন—

সুনীতি। তাই হতভাগী—তুই আমাদের বললি—সে তোর উপর অভিমান ক'রে ঝগড়া ক'রে চলে গেছে। তোর মা তিরস্কার করলে—আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিটি জন তোর নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ল—তুই পাথরের মত সহ্য করলি। আমায় কেন বললি নে মা—তুই আমায় কেন বললি নে!

[উমা স্তব্ধ হইয়া মাথা নত করিয়া রহিল]

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) ভীষণ কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার! ভয়ঙ্কর ধর্মঘট! বাপরে! বাপরে! বাপরে!

[উমা জানালায় গিয়া দেখিল]

সুনীতি। কে বউমা? কে কি বলছে?

উমা। অচিন্ত্যবাবু চীৎকার করতে করতে যাচ্ছেন। ধর্মঘটের কথাই বলছেন।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) Long Live অহীন্দ্র—! হে ভগবান—অহীন্দ্রকে জয়যুক্ত কর! হে ভগবান!

সুনীতি। মানদা—মানদা—ওরে। (প্রস্থান)

[বাহির হইতে শোনা গেল]

ডাক তো—অচিন্ত্যবাবুকে ডাক তো!

[উমা হাসিল অন্যদিক হইতে অহীন্দ্র প্রবেশ করিল]

অহীন। উমা—উমা!

উমা। (ঘুরিয়া দাঁড়াই) বল।

অহীন। এই নাও উমা—এই নাও। (পকেট হইতে কঙ্কণ বাহির করিল)

উমা। কি ?

অহীন। কঙ্কণ—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর বধূবরণের কঙ্কণ, বড়মার কঙ্কণ, ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায় পেলে ? ওগো কোথায় পেলে ?

অহীন। সারী দিয়ে গেছে তোমাকে।

উমা। সারী ?

অহীন। হ্যাঁ সারী! সে একদিন মনের ক্ষোভে গিয়েছিল ভরা কালিন্দীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে মরতে। কূলে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেতে গিয়ে তার চোখে পড়ল একটা ভাঙনের মধ্যে ঝক ঝক্ করছে এই কঙ্কণ। সে কঙ্কণ দেখে মরতে ভুলে গেল—হাতে প'রে ফিরে এল। হয় তো কঙ্কণ তাকে বলেছিল—আমার হাতে পৌঁছে না দিয়ে তার মুক্তি নাই। সে আজ আমার হাতে কঙ্কণ দিয়ে মুক্তি পেলে।

উমা। (এতক্ষণ পর্যন্ত বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল কঙ্কণটি) এবার (চমকিয়া উঠিল) মুক্তি পেলে ? কি বলছ ?

অহীন। মুক্তি পেলে—নিষ্কৃতি পেলে—অব্যাহতি পেলে চরমতম লাঞ্ছনা থেকে। সকল জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে জুড়িয়েছে সে হতভাগিনী! উমা—ওই পাষণ্ড নীতিজ্ঞানহীন—ব্যভিচারী—ধনী—ওই কলওয়ালা মুখার্জী তাকে গুলি করে মেরেছে।

উমা। গুলি করে মেরেছে ?

অহীন। হ্যাঁ। এইবার তার পালা। সাঁওতালেরা খেপেছে। আগুন জ্বলে উঠেছে! তুমি—আমার ছোট সুটকেসটা দাও তো। বড় দরকার শিগ্‌গির!

[উমার প্রস্থান। সুনীতির প্রবেশ]

সুনীতি। অহীন ?

অহীন। কি মা!—মা! মা মণি!

সুনীতি। তুই একি সর্বনাশ করলি অহীন?

অহীন। (চমকিয়া) কি মা?

সুনীতি। ওরে বউমা আমাকে সব ব'লেছে। তুই আর আমার কাছে মিথ্যে লুকুতে যাস নে!

অহীন। কি ব'লেছে?

সুনীতি। তুই সর্বনাশা দলে যোগ দিয়েছিস্। এ ধর্মঘট—

অহীন। উমা ব'লেছে তোমাকে? আর কাকে ব'লেছে মা?

সুনীতি। না, আর কাউকে বলেনি। কিন্তু, আমাকে না বলে বউমা বাঁচবে কি ক'রে বল্? ওরে, এত দুঃখ সেকি একা সইতে পারে? আর আমাকেও তো তোর বলা উচিত ছিল বাবা। ওরে আমি যে তোর মা। কিন্তু এই তুই কি করলি বাবা!

অহীন। দাদা যেদিন হঠাৎ ননী পালকে গুলি ক'রেছিলেন মা?

সুনীতি। অহীন!

অহীন। তোমায় তিরস্কার করি না মা। তোমাকে কি তিরস্কার করতে পারি আমি! তোমার সন্তান আমি—সেই তো আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য। তোমার আশ্রয় যে বড় সত্য—তাই তো আমি স্থির থাকতে পারি নি মা, এই ব্রত বেছে নিয়েছি।

[ছোট একটি সুটকেশ লইয়া উমার প্রবেশ অহীন তাড়াতাড়ি লইয়া সুটকেশ খুলিয়া পিস্তল বাহির করিয়া পকেটে ফেলিল]

উমা। না—না—না। (অহীনের হাত ধরিল) বারণ করুন মা—বারণ করুন। পিস্তল।

সুনীতি। পিস্তল!

অহীন। হ্যাঁ মা, আমি ঐ কলওয়ালাকে খুন করব। মা—সে সারীকে গুলি করে মেরেছে। পথ ছাড়—মা—পথ ছাড়।

সুনীতি। তার আগে তুই আমাকে গুলি কর, (উমার সম্মুখে আসিয়া) বউমাকে গুলি কর।

অহীন। মা—মা—

সুনীতি। ওরে অহীন—আমি মা হয়ে তোর পায়ে—

(উমা চীৎকার করিয়া সুনীতিকে জড়াইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল) না—না—না—রে। বলিনি—আমি বলিনি।

অহীন। চক্রবর্তী বাড়ীর তিনপুরুষ পূর্বের বজ্র—

সুনীতি। উমা রক্ষা করেছে বাবা। যা—তুই যা খুশি কর গিয়ে—আমি কিছু বলব না।

[অহীন পিস্তল ফেলিয়া দিল]

অহীন। পিস্তল আর ছোঁব না মা। তোমার কাছে কথা দিলাম।

সুনীতি। আর তোর পথ আটকাব না। (প্রস্থান)

অহীন। উমা!

উমা। [ম্লান হাসিয়া] বল ?

অহীন। কিছুই কি বলবার নেই তোমার ?

উমা। না।

অহীন। তিরস্কার ?

উমা। ছিঃ। (প্রণাম করিল)

অহীন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালিনীর নাম অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।

[প্রস্থান]

উমা। বিংশ শতাব্দীতে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার নাম। (অহীনের ছবিটা লইয়া) তুমি নিষ্ঠুর—তুমি পাথর—। অক্ষয় নাম নিয়ে কি করব আমি—আমার শূন্য জীবন নামের ফাঁকি দিয়ে কেমন করে পূর্ণ করব আমি ?

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) সুনীতি। সুনীতি। চরে পুলিশ এসেছে গুলি চলছে। অহীন কই ? সুনীতি—

সুনীতি। দাদা!

উমা। উঃ মা—গো—। (সশব্দে পড়িয়া গেল)

[মানদা প্রবেশ করিল]

মানদা। বউদি। এ কি—বউদি অজ্ঞান হয়ে গেলেন!

[রামেশ্বরের প্রবেশ]

রামেশ্বর। কি হ'ল! কি হ'ল! কিসের শব্দ!

মানদা। বউদি অজ্ঞান হয়ে গেছেন বাবা।

রামেশ্বর। অজ্ঞান ? উমা—উমা—মা। উমা।

[হাত দুটি ধরিয়া ডাকিতে গেলেন. সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিলেন, পিছাইয়া আসিলেন]

একি! এ কি! কঙ্কণ ? (অগ্রসর হইয়া দেখিলেন) সেই কঙ্কণ—সেই কঙ্কণ। কোথায় পেলে—উমা—এ কঙ্কণ কোথায় পেলে ? কে দিলে তাকে ? কালিন্দীর চোরাবালির গর্ভ থেকে—তবে কি সে উঠেছে আজ ?

উঠে কি সে এ-বাড়িতে এসেছিল? না এলো তো কে দিয়ে গেল এ কঙ্কণ? তবে—কি—? হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে কি বধূবরণ করে গেল? এল যদি তবে কোথায় গেল? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সে? কোথায়? (চারিদিকে চাহিলেন উদ্‌ভ্রান্তের মত)।

মানদা। (সভয়ে) কার কথা বলছেন? মা—?

রামেশ্বর। হ্যাঁ। হ্যাঁ—কোথায় গেল?

মানদা। চরের উপর দাদাবাবুকে—

রামেশ্বর। কাকে? অহীনকে? কি? আশীর্বাদ করতে গেছে? আঃ—বাইরের দরজা কই? বাইরের দরজা কই? কোন্‌দিকে যাব? আঃ——ভুলে গিয়েছি যে,—ওরে বাইরের দরজা কই? (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মুখার্জীর বাংলোর সম্মুখ

[উত্তেজিত জনতার সম্মুখে অহীন কমলের পথরোধ করিয়া আছে। অন্যদিকে পুলিশ অফিসার, কনষ্টেবলগণ ও মুখার্জী ইত্যাদি]

কমল। মানব না—আমি মানব না। পথ ছাড় রাঙাবাবু। আমার নাতিকে লিলে—জমি লিলে—আমি ছাড়ব না উকে।

অহীন। তোরা আর এগুলে, এবার পুলিশ সত্যি গুলি ছুঁড়বে।

জনতা। আমরা মরব, আমরা মরব।

অহীন। কিন্তু, তার আগে আমাকে মরতে হবে। আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।

অফিসার। তোমরা এখান থেকে চলে যাও—আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

কমল। রাঙাবাবু। আপুনি পথ ছাড় বাবু—রাঙাবাবু—

অফিসার। Ready—

[পুলিশরা বন্দুক তুলিল]

Balnk fire—fire! (বন্দুকের আওয়াজ, জনতা পালাইল। পালাইল

না ভগরু এবং কমল) For organi'ing the strike consider yourself under arrest. Also you are wanted in a conspiracy case. (অহীন আত্মসমর্পণ করিল ভগরু ও কমলকে দেখাইয়া)—পাকড়ো ই লোগকো। (কনষ্টেবল তাহাদের ধরিল)

কমল। ধরবি না—উ সায়েবটাকে ধরবি না—উ আমার সারীকে গুলি করলে—ধরবি না উকে ?

ভগরু। হায় ঠাকুর—হায় ভগবান—বিচার তু কতদিনে করবি !

[ইন্দ্র রায় ও সুনীতির প্রবেশ—সঙ্গে নবীন]

সুনীতি। অহীন। (তাহাকে বন্দী দেখিয়া) এ কি করলি বাবা !

[অফিসার ইঙ্গিত করিতে ভগরু ও কমলকে লইয়া কনেষ্টবলগণের প্রস্থান]

অহীন। প্রায়শ্চিত্ত মা।

সুনীতি। ওরে বল, বল, তুই—

অহীন। কি মা ?

সুনীতি। রক্ত। রক্তে তুই হাত কলঙ্কিত করিস নি—বল !

অহীন। না—মা। তোমার—উমার কাতর মুখ, চোখের জল, আমার রক্তের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। আমি রক্তপাত নিবারণই করেছি।

সুনীতি। আঃ। ভগবান !

অফিসার। অহীনবাবু।

অহীন। আর একটু ইন্‌স্পেক্টরবাবু। আর একটু। (সুনীতিকে প্রণাম করিল) দুঃখ তুমি ক'রো না মা, অন্যায় পাপ আমি করিনি ; যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে যে পাপ করেছি আমরা, এ আমার তারই প্রায়শ্চিত্ত। (হাসিল) উমা রইল মা। তাকে দেখো। বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মেয়ে সে, হাসিমুখেই সে সব সহ্য করবে জানি। তবু তুমি তাকে দেখো। (অগ্রসর হইয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিল) আপনি এদের সকলকে দেখবেন। বাবা—মা—উমা—

ইন্দ্র। দেখব—দেখব—

অহীন। না—না, আপনি বিচলিত হবেন না।

ইন্দ্র। বিচলিত—আমি কি বিচলিত হয়েছি অহীন। না—না—না, আমি বিচলিত হই নি—আমি বিচলিত হই নি। তুমি কিছু বলে আমায় বিচলিত করে তুলো না অহীন। তুমি যাও তোমার পথে—আমার পথে আমি চলব।—আমার পথে আমি চলব। তারা—তারা—মা।

অহীন। Officer। I am ready।

অফিসার। চলুন।

[ইন্দ্র, সুনীতি, উমা ও নবীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ইন্দ্র। বাড়ী যাও বোন্। আমি চললুম সদরে—অহীনের মামলার ব্যবস্থা করতে। নবীন, তুমি এঁদের নিয়ে যাও। তুমি ভেব না সুনীতি—(দ্রুত প্রস্থান)

নবীন। মা।

সুনীতি। আমি একটু এখানে থাকব। (নবীনের অন্তরালে গমন)

সুনীতি। সর্ব্বনাশা চর। আমি তোকে অভিসম্পাত দেব, তোর বুকে বসে কাঁদব। আমার চোখের জলে কালিন্দীর বুকে বন্যা এসে তোকে ধ্বংস করে দিক—ভাসিয়ে দিক—ডুবিয়ে দিক। আমার মহীন—আমার অহীন—

[অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন।]

রামেশ্বর। অহীনকেও ধরে নিয়ে গেল। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ হ'ল। তার কি মুক্তি হ'ল। সে কি উঠেছে অভিশপ্ত চরের অভিশাপ কাটিয়ে। কঙ্কণটা কি মাটি ঠেলে উঠেছে।

সুনীতি। তুমি? তুমি এখানে এসেছ?

রামেশ্বর। (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) কে? তুমি—? না। তুমি তো কঙ্কাল নও। সে তো নও তুমি?

সুনীতি। আমি সুনীতি—আমি সুনীতি।

রামেশ্বর। হ্যাঁ তুমি সুনীতি।

সুনীতি। বস, তুমি এইখানে বস।

রামেশ্বর। আমায় স্নান করতে হবে সুনীতি। মুক্তিস্নান, কালিন্দীর জলে আমি স্নান করব। মহীন গেছে—অহীন গেল—আমার দুইদিকের বক্ষপঞ্জর খসিয়ে দিলাম—প্রায়শ্চিত্ত আমার সম্পূর্ণ হ'ল আজ। হ্যাঁ—সম্পূর্ণ শেষ। হয় নি? সুনীতি—হয় নি?

সুনীতি। কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। বুঝতে পারছ না?

সুনীতি। না বুঝতে পারছি না। সমস্ত জীবন হেঁয়ালী করে কথা বললে—বুঝলাম না—শুধু মনের উদ্বেগে সারা হ'লাম। বল—আজ তোমার পায়ে ধরি—কি বলছ স্পষ্ট ক'রে বল তুমি।

রামেশ্বর। বলব! বলব! আর আমি সহ্য করতে পারছি না! বুকের দু'দিকের পাঁজর খসে গেল—কথা আর লুকিয়ে থাকবে কেমন করে? আপনি বেরিয়ে আসবে যে! আঃ—আমার বুকের পাঁজর খসে গেছে।

সুনীতি। উঃ—আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট! আমর গর্ভের দোষ—আমার ভাগ্যের দোষ—আমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি—

রামেশ্বর। না। (ওই একটিবার না বলিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন. কয়েকবার ঘাড় নাড়িয়া আবার বলিলেন) না—তোমার গর্ভের দোষ নয়—আমার রক্তের দোষ; তোমার ভাগ্যের দোষ নয়—এ ভাগ্যফল আমার, তোমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি নয়, আমারই—আমারই এই জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত! শিশুহত্যা—নারীহত্যার প্রতিফল।

সুনীতি। শিশুহত্যা! নারীহত্যা! না—না—না।

রামেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি—আমি—আমি করেছি— সুনীতি! আমি!

সুনীতি। না—না—না—আমি শুনতে পারব না। ব'লো না তুমি! ব'লো না!

রামেশ্বর। বলতে হবে আমাকে—সুনীতি তোমায় শুনতে হবে। আমি আমার নিজের সন্তানকে—রাধারাণীর গর্ভের সন্তানকে—রাধারাণীকে—নিজের হাতে হত্যা করেছি। দুই হাতে শ্বাসরোধ ক'রে পিশাচের মত হত্যা করেছি।

সুনীতি। ভগবান্—ভগবান্, তুমি আমায় পাথর ক'রে দাও। আমায় পাথর ক'রে দাও তুমি!

রামেশ্বর। (নিজের আবেগেই বলিয়া গেলেন) অথবা দোষ আমারও নয়! সেই সর্বনাশীর ছলনা! তান্ত্রিক বংশের ইষ্টদেবী—যে বংশে মন্ত্রভ্রষ্ট জমিদার সোমেশ্বরকে স্ত্রী-হত্যা করিয়েছিলেন—সাঁওতালদের সঙ্গে নাচিয়েছিলেন—তারই ছলনা। নইলে—সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে আমি চরিত্রহীন হলাম কেন? মদ্যপানে ব্যভিচারে উন্মত্ত আমি—রাধারাণীর দিকে ফিরে চাইলাম না কেন? সে তো ছিল অপরূপ সুন্দরী? দিনরাত পড়ে থাকতাম—বাগানে। একদিন রাধারাণী অভিমান করে চলে গেল বাপের বাড়ী—রায় বাড়ীতে।

সংবাদ পেয়ে গেলাম তাকে ফেরাতে। গিয়ে দেখলাম—। বলব সুনীতি সহ্য করতে পারবে ?

সুনীতি। (হাসিয়া) বল। সব সহ্য করতে পারব আমি বল। আমি পাথর হয়ে গেছি। বল তুমি—সত্যের দেবতার কাছে—আজ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কর তোমার অপরাধ ; বল।

রামেশ্বর। রায়বাড়ীতে দেখলাম—রাধারাণীর শিয়রে বসে একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ যুবক—তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরিহাস করে পরস্পরে হাসছে। চরিত্রহীন আমি—আমার ভ্রষ্ট কলুষিত চিত্ত মুহূর্তে বিষাক্ত হয়ে উঠল। ছলনাময়ীর ছলনা! ছেড়ে দিলে সে অন্তরে কালসাপকে! রাধারাণীকে ফিরিয়ে আনলাম। তারপর হ'ল ওই সন্তান। ছেলেটি হ'ল কাল! অগ্নিবর্ণ—এই চক্রবর্ত্তী বংশের সন্তান হ'ল কাল! কালসাপ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল। সন্তানকে হত্যা করলাম!

সুনীতি। হে দেবতা তুমি মার্জ্জনা কর! তুমি আমার স্বামীকে মার্জ্জনা কর!

রামেশ্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস) রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল—হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিল। তেজস্বিনী ছিল সে—দুরন্ত ছিল তার অভিমান। সে আমার সামনে দিয়েই বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। একটি কথাও বললে না। (স্তব্ধতা) মনের আবেগে সে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। একা এক বস্ত্রে! আমার সন্দেহ তাতে বেড়ে গেল। আমি ঘোড়ায় করে গিয়ে ষ্টেশনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে—নদীর এই পারে—হ্যাঁ, এই পারে—এই চরে—এই কালিন্দীর চরে—তাকে হত্যা করলাম! (স্তব্ধতা) যখন তার গলা টিপে ধরলাম—সে ভয় পেলে না! মরতে সে ভয় পেলে না! আমাকে অভিশাপ দিলে—যে চোখের দৃষ্টিতে তুমি এমন কু দেখেছ—সে দৃষ্টি তোমার থাকবে না। আর তোমার দুই হাতে হবে কুষ্ঠ মহাব্যাধি!

সুনীতি। না—না—না। সে অভিশাপ কখনও তিনি অন্তরশুদ্ধ দেন নি। ব্যাধি তোমার হয় নি, অন্ধ তুমি নও!

রামেশ্বর। হয়েছিল! সুনীতি হয়েছিল। আজ সব ভাল হয়ে গেল। হ্যাঁ—সুনীতি আজ আমার পাপমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পেলাম দুর্লভ আরোগ্য! মহীন আর অহীন আমার হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সব ভাল করে দিয়ে গেল। (হাত দেখাইয়া) এইটে মহীন—এইটে অহীন। (চোখ দেখাইয়া) এইটে মহীন—এইটে অহীন। সব ভাল হয়ে গেছে! দেখ, শুভ্র অক্ষত হাত—কোন

কলুষ নাই—কোন যন্ত্রণা নাই—দেখ চোখ, নির্ভয় অকুণ্ঠিত দৃষ্টি! ছলনাময়ী আজ প্রসন্না হয়েছে। রাধারাণী আজ মুক্তি পেয়েছে। সে আজ কঙ্কণ ফিরিয়ে দিয়ে বধূবরণ করে গেছে সুনীতি! দেখেছ? জান?

সুনীতি। জানি। তোমার মনের অন্ধকার গহন থেকে তিনি আজ মুক্তি পেয়েছেন। এ চর অভিশাপ মুক্ত হয়েছে!

[সূর্য্য উঠিতেছিল]

রামেশ্বর। সুনীতি, সুনীতি—সূর্য্য উঠছে, নূতন দিনের সূর্য্য! আঃ—দেখ—দেখ আকাশের বার্ত্তা বহন করে—উদয়াচল থেকে—পৃথিবীর বুকে—আমার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে ধারায় ধারায় ছুটে আসছে আলোকের বন্যা।

[দুই হাত প্রসারিত করিয়া]

আঃ—দুর্লভ আরোগ্য। শুভ্র নিষ্কলুষ হাত—আঃ! সুনীতি, প্রণাম কর! উদয়শিখর থেকে অস্তাচল পর্য্যন্ত মেঘমুক্ত ভাবী আকাশ সর্বপাপঘ্ন দেবতার মহাদ্যুতি ঝলমল করছে। প্রণাম কর।

[সুনীতি হাতজোড় করিলেন এবং প্রণাম করিলেন]

জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বাপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

—যবনিকা—

সুকবি

শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য

প্রীতিভাজনেষু

লাভপুর, বীরভূম

ফাল্গুন, ১৩৪৯

পরিচয়

পুরুষগণ

রায়বাহাদুর	...	স্বীয় চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি
ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী	...	প্রফেসর
অতুল	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র
যতীন	...	ছাত্র
নিখিলেশ	...	ঐ
রমেন	...	ঐ
কুড়োরাম	..	কলিয়ারির ওভারম্যান
কানাই	...	ঐ কর্ম্মচারী
খাজাঞ্চী	...	ঐ ঐ
ভক্তারাম	.	ঐ সর্দার
বিছে	...	ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ছেলে

অন্ধ ভিক্ষুক, ডাক্তার, ছাত্রগণ, কুলীগণ, বেয়ারা ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

জ্যোতির্ম্ময়ী	...	নিখিলেশের মা
সুনন্দা	...	রায়বাহাদুরের কন্যা
রমা	..	ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর কন্যা
ইলা	..	কলেজের ছাত্রী
দামিনী	..	ঝি

সখীর মা, ছাত্রীগণ, কুলীরমণীগণ

* [নাট্য-ভারতীতে অভিনীত]

পথের ডাক

প্রথম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

কলেজের করিডোর

[নেপথ্যে ক্লাস বসিবার ঘণ্টা বাজিল। একদল ছাত্রী প্রবেশ করিল।]

১ম ছাত্রী। আমি নিজে চোখে দেখেছি। First fifty names আজ কাগজে বেরিয়েছে। অতুল মুখার্জ্জী twenty seventh place; poor রমা চ্যাটার্জ্জী!

২য় ছাত্রী। সে তো কই আজ আসেই নি দেখছি।

১ম ছাত্রী। তেজস্বিনী বোধ হয় কঠিন কঠিন শব্দ চয়ন ক'রে লিপিকা রচনায় নিমগ্ন আছে। ধর—"তোমার অক্ষমতার লজ্জায় আমার উঁচু মাথা পথের ধুলোয় মিশে গেছে"—।

২য় ছাত্রী। বেচারা রমা! I. C. S. গৃহিণী হবার এত বড় কল্পনা—

১ম। চুপ! Dr. Chatterjee আসছেন। রমা বোধ হয় পিছনে ? দেখতো!

২য় ছাত্রী। (পিছনের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া) না,, সে সঙ্গে নেই, আসেনি। বেচারী!

১ম। চল, চল। (উভয়ের প্রস্থান)

[প্রফেসর ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তেজনা পরিস্ফুট। বগলে একগাদা বই। তিনি আপনার মনেই সেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে করিতে করিডোর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

To be or not to be,—that is the question--;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
and by opposing end them—;

[আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি রঙ্গমঞ্চ
অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনজন ছাত্রের প্রবেশ।]

১ম। অতুল twenty seventh হয়েছে! The most brilliant boy of our University.—I. C. S. competition-এ বাঙালীর আর chance নেই। মাদ্রাসীদের একচেটে হয়ে গেল।

২য়। অঙ্কেই ওরা মেরে দেয়। 90% ninety per cent marks তো বাঁধা।

৩য়। বাবা—ginger merchant-এর vessel-এর খবরে দরকার কি? বাদ দাও না ওসব কথা। আমাদের তো সেই কেরাণীগিরি ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। চল—চল—Roll callটা সেরে দিয়ে সটকে পড়ি। (সকলের প্রস্থান)

[নিখিলেশ ও যতীনের প্রবেশ। নিখিলেশের পরণে খদ্দর, আধময়লা কাপড় চোপড়, মুখে চোখে সদ্য-বিগত বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন। যতীনের পরণেও খদ্দর।]

যতীন। কি কাণ্ড বল দেখি তোর? আমি তো ভেবেই আকুল। Flood relief-এ গিয়ে মানুষ একেবারে নিখোঁজ?

নিখিল। অনাবশ্যক ভাবনা তোর। বান কমে যাবার পর গেছি। সুতরাং ভেসে যাবার চিন্তা উঠতেই পারে না।

যতীন। তুই ভেসে যাবি—এ কথা আমি একবারও ভাবিনি। ভাবছিলাম বিবাগী হলি নাকি?

নিখিল। বিবাগী?

যতীন। নইলে আর ভাবি কি বল?

নিখিল। এই Twentieth Centuryতে শুদ্ধোদনের ভাইপো সেজে যারা আজও ব'সে আছে—তারাই ওরকম ভাববে। যুগোপযোগী বুদ্ধি নিয়ে একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারতিস আমি কোথায়?

যতীন। একটা কাণ্ড ক'রে এসে আর মেলা বাজে বকিসনে নিখিল।

নিখিল। বাজে? ওরে গদ্দভ—এই সভ্যতার যুগে—মানুষ হারালে খুঁজবার জায়গা মাত্র দুটি। দু'জায়গার এক জায়গায় না এক জায়গায় পাত্তা মিলবেই। হাসপাতাল—অথবা পুলিশ হাজত। হয় মিউজিয়ম, নয় চিড়িয়াখানা। তা—চিড়িয়াখানায় জায়গাটা মন্দ নয় রে যতীন।

যতীন। কিন্তু তুই একি কাণ্ড করে এলি বুস্তো? ভলেন্টিয়ারী করতে গিয়ে খামকা জেল খেটে চলে এলি? তোর মা শুনলে কি বলবেন বল তো?

নিখিল। আমার মা? (হাসিল)। মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে

যতীন। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম। মাকে প্রণাম ক'রে সব বললাম।

যতীন। মা কি বললেন ?

নিখিল। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—flood relief-এ যাওয়া তো আইন বিরুদ্ধ নয়। তবে জেল হ'ল কেন ? আমি সব কথা বললাম—গেলাম flood relief-এ লোকের দুর্দ্দশা দেখে কান্না আসে, অথচ সেখানকার জমিদার গমস্তা এতে মহাখুসী, বলে কি জানো বলে এখানকার প্রজারা ভয়ানক বদমাস পাজী ; ভগবান সেই জন্যেই ওদের সাজা দিয়েছেন। কেউ ওদের সাহায্য করতে পাবে না। সেই নিয়ে হাঙ্গামা—আমাদের ওপর জুলুম। শেষে সইতে না পেরে জমিদারের একটা চাপরাশীকে একদিন বসিয়ে দিলুম এক চড়—ব্যাস। মামলা করলে। পুলিশও রিপোর্ট দিলে—আমরা সব ভয়ঙ্কর লোক। হয়ে গেল এক মাস জেল। একেবারে complete rest হয়ে গেল। ওজন বেড়ে গেছে।

যতীন। তারপর ?

নিখিল। মাথায় হাত দিয়ে মা আশীর্ব্বাদ করলেন।

যতীন। কিন্তু ওদিকের সংবাদ ? তোর হবু শ্বশুর রায়বাহাদুরের খবর কি ? তিনি জেনেছেন ব্যাপারটা ?

নিখিল। জননীটি তো আমার সাক্ষাৎ সত্যযুগের ব্যাঘ্রী, হুঙ্কার করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। চিঠি লেখা আমি দেখে এসেছি।

যতীন। তারপর ? ভদ্রলোক হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

নিখিল। বোধ হয় মানে ? ক্ষিপ্ত হয়ে নাচতে আরম্ভ করবেন—মানে রণ-নৃত্য।

যতীন। (হাসিয়া) জানি। কিন্তু সে তো খুব ভয়ের কথা নয়—ভয়ের কথা—রায়বাহাদুরের কন্যা। ভাবীকালে—জেল ফেরত স্বামী দেখে তাঁর যদি হিষ্টিরিয়া হয় তবেই তো মুস্কিল !

নিখিল। মুস্কিল আসান—is raw ammonia without a single drop of lavender.

যতীন। কাজটা কিন্তু সত্যই অন্যায় ক'রেছিস্ নিখিল। চার বছর বয়স থেকে যখন তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে—এর থেকে যখন নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই, তখন এ পথ তোর নয়। রায়বাহাদুরের অগাধ সম্পত্তি

তাঁর একমাত্র কন্যা—তাঁদের মত জীবনে পথ চললেই ভাল করতিস। এই নিয়ে সমস্ত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একটা—

নিখিল। তুই একটা idiot.

যতীন। তুই idiot,—

নিখিল। আমি idiot? জানিস—বাঙালীর ছেলে আজকাল মেম বিয়ে ক'রে শাঁখা শাড়ী পরাচ্ছে? Darling-এর বদলে প্রিয়তমো বলাচ্ছে? আর আমি একটা বাঙালীর মেয়েকে জর্জেট ছাড়িয়ে খদ্দরাইজ্ করতে পারব না?

[একটি সুবেশা উগ্র প্রসাধন সমন্বিতা ছাত্রী চলিয়া গেল]

যতীন। দেখেছিস্? মেমেরা বাঙালীনী হতে চাচ্ছে, কিন্তু বাঙালীনীরা যে মেমসাহেব হতে চাচ্ছে তা দেখেছিস? তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

[নিখিল খাতা লইয়া একটা কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল]

যতীন। কি ওটা?

নিখিল। কবিতা। 'তরুণ' কাগজটা ক মাস থেকেই জ্বালাচ্ছিল লেখার জন্যে। একটা কবিতা লিখেছি। নে, নোটীশ বোর্ডটার ওপর এঁটে দে কবিতাটা। ঠিক এই নিয়ে কবিতা।

যতীন। (কবিতাটী বোর্ডে পেরেকে আঁটিয়া আবৃত্তি করিয়া পড়িল)

"গার্গীদেবী মাখতো কি না লোধ্ররেণু কে জানে
ধূপের ধোঁয়ায় সুবাস করতো চুল?
ব্রহ্মবিদ্যা শোনার পরে পরতো কিনা সেই কানে
কানপাশা আর ঝুমকো কিম্বা দুল?
ভগবানের বাণিশে হায়, হাল ফ্যাসানের গার্গীদের
লোক সমাজে মুখ দেখানো ভার।
শিক্ষা শাড়ী সব যে তাদের এক জিনিষের রকম ফের
এর পরে আর সন্দ রইবে কার?

নিখিল। Hush! A tigress is coming—প্রফেসার চ্যাটার্জ্জী নন্দিনী—রমা চ্যাটার্জ্জী! চলে আয়! (উভয়ের প্রস্থান)

[কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রমা চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ। অত্যন্ত সাধাসিধা বেশ-ভূষা, একবিন্দু প্রসাধন বাহুল্যের চিহ্ন নাই। তেজস্বিনী মেয়ে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে ইলা।]

রমা। বাহুল্য হ'লেও তোমার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ ইলা। অতুলবাবু I. C. S. competetion-এ 27th হয়েছেন—nomination পান নি, তার

জন্যে আমি একবিন্দুও দুঃখিত নই। অতুলবাবু বাবার প্রিয়ছাত্র ছিলেন—সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে পূর্ব্বরাগের ভূমিকা ছিল না—অথবা অতুলবাবুর কেরিয়ার দেখে আমি তাঁকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করিনি।

জ্যোতি। মাফ করো ভাই রমা। অতুলবাবুর failure উপলক্ষ্য ক'রে আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি—

রমা। (বোর্ডের দিকে চাহিয়া কবিতা পড়িয়া) দেখছ ইলা, বোর্ডের লেখাটা দেখছ?

জ্যোতি। ছি—ছি—ছি! লজ্জার কথা!

রমা। লজ্জা? তুমি কি মনে কর ইলা—এদের লজ্জা আছে? এরা গ্রেটা গার্ব্বোকে গবেষণা করে, এলিসা ল্যাণ্ডিকে চিঠি লেখে—বাংলা দেশের সিনেমা ষ্টারদের নিয়ে কবিতা লেখে—। (বোর্ডের লেখাটা ছিঁড়িয়া দিল) কাপুরুষের দল সব—একবিন্দু সাহস নেই,—জানতাম যদি চোরের মত না লিখে—সামনে দাঁড়িয়ে লিখতে পারতো।

[খাতায় লিখিতে লিখিতে নিখিলের প্রবেশ এবং খাতা হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া বোর্ডে আবার সে আঁটিয়া দিল। মুখে আবৃত্তি করিয়া লিখিল]

বোর্ডের লেখাটা মিথ্যাই ছিল যদি
সেটা মুছে ফেলা মিথ্যা নয় কি আরও?
সত্যি কথাই যদি হয়েছিল লেখা
দুঃসাহসিকা! সেটা মুছে দিতে পারো?

[কোন দিকে না চাহিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল]

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দাঁড়ান আপনি। (নিখিল গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রম দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। দাড়ান (নিখিলেশ দাঁড়াইল। এবং একটু হাসিল) আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

নিখিল: কোথায়? এবং কেন?

রমা। অথরিটিজদের কাছে, আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

নিখিল। আমি যাব না।

রমা। কাউয়ার্ড কোথাকার! আপনার—

নিখিল। কাউয়ার্ড নই বলেই যাব না। আপনি আমাকে ধ'রে যাবেন—আমি যাব, সে আমি পারব না। আমার নাম নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—Roll 115—4th year, আপনি স্বচ্ছন্দে নালিশ করতে পারেন।

সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি নিজেই সব কথা স্বীকার করব। আচ্ছা—নমস্কার।

রমা। প্রতি-নমস্কার আমি করব না। নমস্কার পাবার মত যোগ্যতা আপনার নেই।

[Dr. Chatterjee র প্রবেশ। ইলা চলিয়া গেল]

এই যে বাবা। (নিখিলকে) দাঁড়ান আপনি।

চ্যাটার্জ্জী। রমা, I have resigned—

রমা। Resigned ? তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ বাবা ?

চ্যাটার্জ্জী। Have you read this book ?

রমা। 'India Unveiled'—!

চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ। বিদেশী পর্য্যটকের অতি ঘৃণিত কুৎসা রটনা। ভারতবাসী অসভ্য—ভারতীয়েরা বর্ব্বর—তাদের সমাজ কলঙ্কিত—তাদের আধ্যাত্মিকতা অতি ঘৃণিত মদ্য মাংস নারী নিয়ে ব্যভিচারের মহোৎসব—হাস্যকর যাদুবিদ্যার নামান্তর। আমি এরই প্রতিবাদ লিখব। আজ কয়েক দিন আমি অহরহ চিন্তা করেছি রমা। আজ আমি মনস্থির করেছি। প্রতিবাদ লিখবার সংকল্প নিয়ে তাই কাজ থেকে অবসর নিলাম; প্রতিবাদে আমি অন্য দেশকে গাল দিতে চাইনে; তাদের কুৎসিৎ দিকের তথ্য প্রকাশ করব না। বিগত যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে—বর্ত্তমানকে প্রকাশ করব আমি। নিষ্ঠুর শোষণে কল্পনাতীত দারিদ্র্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের জাতি—তিলকের জাতি—বিবেকানন্দের জাতি—গান্ধীর জাতির কাহিনী লিখব আমি। This is my mission of life—I have resigned—

[রমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিখিলেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

চ্যাটার্জ্জী। কল্যাণ হোক তোমার। রমা, আমি চল্লাম। (চ্যাটার্জ্জীর প্রস্থান)

[নিখিলেশ চলিয়া যাইতেছিল]

রমা। কবিতাটা আপনি নিজে হাতে মুছে দিয়ে যান।

নিখিল। না।

রমা। You shall repent for this. আমাকে তা হ'লে দোষ দেবেন না। (প্রস্থানোদ্যত)

নিখিল। নমস্কার। (উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলেশদের গ্রামের বাড়ী

[মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল গৃহস্থের বাড়ী। পূজার ঘর। একটি কাঠের সিংহাসনে (বার্ণিস করা নয়) লক্ষ্মী ঝাঁপি, দুই পাশে দুইটি কাঠের পেঁচা। পাশেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি, রামকৃষ্ণের পাশে বিবেকানন্দের ছবি, উভয় ছবির নীচে আরও একখানি দর্শকের অপরিচিত এক সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের ছবি। নিখিলেশের বিধবা মা জ্যোতির্ময়ী দেবী (বয়স ৪৫/৪৬) বসিয়া মালা দিয়া ছবিগুলি সাজাইতেছেন। তিনি সাজানো শেষ করিয়া প্রণাম করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশেই দাঁড়াইল। জ্যোতির্ময়ীর প্রণাম-শেষের অপেক্ষা করিয়া রহিল।]

জ্যোতির্ময়ী। (প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া ঝিকে দেখিয়া) কি-রে দামিনী?

ঝি। দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছেন মা।

জ্যোতি। (হাসিয়া) আগে বিয়ে হোক, তারপর শ্বশুর ব'ল মা! কখন এলেন?

ঝি। মটর থেকে এই নামছেন। গোটা একটা মটর ভাড়া ক'রে এয়েছেন। মস্ত মস্ত দুটো ঝুড়ি, আমের পাতা বেরিয়ে আছে, বোধ হয় আম আছে।

জ্যোতি। ঝুড়ি শুদ্ধ নামিয়ে রেখে দিক, যেন খোলা না হয়। আর সরকার মশাইকে—

[নেপথ্যে রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ।] কই, বউ ঠাকরুণ কই? কোথায়?

[বলিতে বলিতেই তিনি জুতা পায়েই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন! রায়বাহাদুরকে জুতা পায়ে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ঝি জিভ কাটিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ী বলিলেন]

জ্যোতি। আসুন, ঠাকুরপো, আসুন। (তিনি নিজেই আসন পাতিয়া দিলেন) বসুন ঠাকুরপো। জুতো খুলে ভাল হয়ে বসুন।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, ভাল হয়ে বসতে হবে বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা না ক'রে আমি নড়ব না, প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। দাঁড়ান আগে প্রণাম করি।

জ্যোতি। (পিছাইয়া গেলেন) থাক ঠাকুরপো, মেয়েদের শুচিবাইয়ের

কথা তো জানেন। আমি পুজোয় রয়েছি। আর (হাসিয়া) আপনি ট্রেণ থেকে আসছেন, পথে কেলনারের খানা নিশ্চয় খেয়েছেন। সায়েব মানুষ!

শিবপ্রসাদ। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) তা খেয়েছি। তবে অখাদ্য কিছু খাইনি বউদি। (শিবপ্রসাদ নমস্কার করিয়া জুতা খুলিয়া আসনে বসিলেন)

জ্যোতি। দামিনী, ঠাকুরপোর জুতো জোড়াটা বাহিরে রেখে দে তো মা।

শিব। ও হো হো—এটা বুঝি পুজোর ঘর!

জ্যোতি। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ঘর।

শিব। বাইরে বাইরে আপিসে আমাদের কারবার—ভুল হয়ে যায়। আর আমাদের লক্ষ্মীর ঘর তো উঠেই গেছে। লক্ষ্মী আমাদের ব্যাঙ্কে। (হাসিলেন) এগুলি বেশ লাগে আমার।

জ্যোতি। দামিনী, বাইরের বারান্দায় ঠাকুরপোর মুখ হাত পা ধোবার জল দে। আর বামুন ঠাকরুণকে বল জল খাবারের ময়দা মাখতে। আমি আসছি।

[দামিনী চলিয়া গেল]

শিব। আপনি ব্যস্ত হবেন না বউদি। আগে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার পত্র পেয়ে আমি ছুটে আসছি। আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন আপনারা।

জ্যোতি। সমস্যা আসে বই কি জীবনে। সেই সমস্যার সমাধান যারা করতে পারে—তারাই তো সংসারে বড় মানুষ। আপনি কর্ম্মী-কৃতী পুরুষ, সেই জন্যেই তো সর্বাগ্রে আপনাকেই জানালাম সমস্যার কথা। নিখিলেশ যখন এসে বললে—মা আমি জেল খেটে এলাম—তখন সর্বাগ্রে আপনাকেই পত্র লিখলাম।

শিব। পত্র পেয়ে আমিও ছুটে আসছি। কিছু মনে করবেন না বউদি, অবিনাশদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন—তখন এই আশঙ্কা ক'রেই আমি আপনাকে বলেছিলাম—নিখিলেশকে আমার হাতে দিন, আমি ওকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলব। কিন্তু আপনি বলে'ছিলেন—নিখিলেশের জন্যে আপনি ভাববেন না ঠাকুরপো। আপনার দাদার সন্তান অমানুষ হবে না। তা ছাড়া —ছেলেকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার ভার ভগবান মাকেই দিয়েছেন। আমি কখনও সে ভারের অমর্য্যাদা করব না। আপনি শিক্ষিতা মেয়ে— আপনার কথায় আমি নির্ভর করেছিলাম।

জ্যোতি। ভগবানের দায়িত্বের কি আমি অমর্য্যাদা ক'রেছি ঠাকুরপো?

শিব। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আপনার কাছে যতদিন নিখিল ছিল—ততদিন আপনার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তারপর কলকাতায় গিয়ে তার মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সে স্কলারশিপ পেয়েছিল—কিন্তু আই-এ. তে সেই ছেলে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করলে? অবশ্য চাকরী তাকে কোনদিন করতে হবে না। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান। কিন্তু বিদ্যার গৌরবকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জ্যোতি। বিদ্যার গৌরবকে শ্রদ্ধা আপনার চেয়ে আমি কম করি না ঠাকুরপো। কিন্তু আপনি তো জানেন—আপনার দাদা ছিলেন ঠাকুরের মঠের শিষ্য। আমার দীক্ষাও সেই দীক্ষা। বিদ্যার গৌরবের চেয়েও মনুষ্যত্বের গৌরব আমার কাছে আরও বড। তাই কলেজে গিয়ে সে যখন সেবা ধর্ম্মে কাজ করতে আরম্ভ করলে—তখন আমি আপত্তি করি নি। কখনও করব না।

শিব। আপনি কি প্রকারান্তে আমাকে জবাব দিচ্ছেন বউদি?

জ্যোতি। (জিভ কাটিয়া) না না ঠাকুরপো, সে অধিকারই যে আমার নেই। সুনন্দার অন্নপ্রাসনে গিয়ে তিনি নিখিলেশকে আপনাকে দান করে এসেছিলেন। ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন—নিখিলেশের বিয়ের সম্বন্ধ করে এলাম অমুকের মেয়ের সঙ্গে। নিখিলেশের বয়স তখন চার। তাই আমি হেসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—হাসি নয়, শুনে রাখ, নিখিলেশের বিয়ে পর্য্যন্ত যদি আমি না থাকি—তবে তাঁরা অমত না করলে—আমাদের অমত করবার অধিকার রইল না। আমি কি জবাব দিতে পারি ঠাকুরপো?

শিব। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) কথা যখন তুললেন বউদি, তখন আমার দিকের কথাও আমি বলব। সত্য যদি কঠোর হয়—কিছু মনে করবেন না। দেখুন, অবিনাশদা আমি বাল্যবন্ধু। অবশ্য মতের পার্থক্য আমাদের চিরকাল ছিল। যখন এই বিয়ের কথা হয় তখন আমার জীবনের সবে আরম্ভ। ছোট কণ্ট্রাক্ট বিজিনেশ আরম্ভ করেছি। তারপর ভাগ্যই বলুন—আর ভগবানের দয়াই বলুন—কি আমার কর্ম্মশক্তিই বলুন—যাতেই হোক—ধীরে ধীরে আজও পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মক্ষেত্র বেড়েই চলেছে। মনুষ্যত্বের কথা বললেন—আমিও অমানুষ নই। গ্রামে স্কুল করেছি, হাসপাতাল দিয়েছি, যে কোন বড় প্রতিষ্ঠান আমার কাছে আসে আমি কখনও তাদের ফিরিয়ে দিই না। অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্বেও আমি অবিনাশদার কাছে যে কথা দিয়েছিলাম—তা ভুলি নি। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান—আমি ইচ্ছে করলে—বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে—

জ্যোতি। (হাসিয়া) তা নিশ্চয়ই পারতেন। রাগ করবেন না ঠাকুরপো—আমি নিখিলেশের মা। আমার চোখে নিখিলেশই আমার বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। জানেন তো, "তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

শিব। নিখিলেশ সম্বন্ধে আপনার ধারণা মিথ্যে হ'ত না বউদি, যদি এই ভেঁপোমি তার মধ্যে না ঢুকত, এই ভেঁপোমির ভয়েই আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম—নিখিলকে আমার হাতে দিন।

জ্যোতি। (আঘাত পাইলেন) আপনি একে ভেঁপোমি বলেন ঠাকুরপো?

শিব। (ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন) ভেঁপোমি ছাড়া কি বলব? দেশে flood হয়েছে, relief-এর দরকার—সত্যিই—দরকার। কিন্তু ভলেণ্টিয়ার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে সেখানে গিয়ে হৈ-চৈ করলে কতটুকু relief হয় বলুন আপনি? Relief-এর জন্যে আসল দরকার টাকার। যার যতটুকু সাধ্য সেই পরিমাণ টাকা দিলেই তো সব চেয়ে বড় সাহায্য হয়। নিখিলেশ আমাকে লিখলে আমি তৎক্ষণাৎ—যা সে বলত পাঠিয়ে দিতাম।

জ্যোতি। নিখিলেশ যে তা' করেনি ঠাকুরপো—তার জন্যে আমি তাকে লক্ষবার আশীর্ব্বাদ করছি। তা-হ'লে—

শিব। বউদি, আপনি কি বলছেন বউদি?

জ্যোতি। আমার কথা শেষ হয়নি ঠাকুরপো। তা হ'লে আজ না হ'লেও কাল আপনি তাকে মনে মনে ঘেন্না করতেন। যে চোখে বাংলা দেশের লোক আজ ঘরজামাইকে দেখে থাকে, সেই চোখেই তাকে দেখতেন।

শিব। (স্তব্ধতার পর) শুনুন বউদি। ঢাকা দিয়ে কথা বলে মীমাংসা হবে না। তাতে অনেক সময়ের দরকার। সে সময় আমার নেই। শুনুন—আমি খোলাখুলি কথা বলছি—আপনি তার খোলাখুলি উত্তর দিন।

জ্যোতি। বলুন।

শিব। আমি চাই যে, নিখিলেশ এখন থেকে এই সব নি'য়ে আর মাতামাতি করবে না। আমার কলকাতার বাসায় থাকবে। আর—

জ্যোতি। আর?

শিব। এই যে জেল সে খেটে এল—এর প্রতিকারের জন্য আমি তাকে মিনিষ্টারের কাছে নিয়ে যাব। প্রয়োজন হ'লে তাকে একটা বণ্ড লিখে দিতে হবে।

জ্যোতি। দামিনী? মুখ হাত ধোবার জল দিয়েছিস? জলখাবার হ'ল?

শিব। থাক বউদি, আগে আমার কথার উত্তর দিন।

জ্যোতি। আপনি মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, জল খান; আমায় একটু ভাবতে দিন।

শিব। (জ্যোতির্ম্ময়ীর সম্মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন), আমার উত্তর আমি পেয়েছি বউদি, আমি উঠলাম। নমস্কার (দ্রুত বাহিরে গিয়া জুতা পরিতে আরম্ভ করিলেন)

জ্যোতি। দামিনী, সরকার মশায়কে বল, আমের ঝুড়ি দুটো—যা ঠাকুরপো এনেছিলেন, সে দুটো ওঁর গাড়ীতে তুলে দিক।

[শিবপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ]

শিব। বউদি, অবিনাশদার সঙ্গে দাদা সম্পর্কটাও কি আপনি মুছে ফেলতে চান ?

জ্যোতি। সে তো আপনিই ফেলছেন ঠাকুরপো। আপনি হাতে মুখে জল না দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

শিব। জানেন বউদি, আপনার চিঠি যখন গেল—নিখিলেশের জেলের খবর পেয়ে সুনন্দা কেঁদেছে।

জ্যোতি। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন ঠাকুরপো। ইন্দ্রের মত স্বামী হবে তার। ইন্দ্রাণীর মত সে যেন সুখী হয়।

শিব। আপনি তা' হ'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বউদি ?

জ্যোতি। জেনে শুনে নতুন করে দক্ষযজ্ঞর আয়োজন করা কি উচিত হবে ঠাকুরপো ? সেই জন্যেই তো আপনার মেয়েকে শিবের মত স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ করলাম না। শিবের মত জামাই ধনাধিকারীরা কোন কালে সহ্য করতে পারেন না।

শিব। (একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া) বলে দিন বউদি, আপনাদের সরকারকে—আমের ঝুড়ি দুটো মোটরে তুলে দিক। (প্রস্থান)

জ্যোতির্ম্ময়ী। (ছবির সম্মুখে প্রণাম করিয়া বলিলেন) তোমার কথা যদি মানতে না পেরে থাকি—তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রো; কিন্তু মা হয়ে নিখিলেশের এত বড় সর্ব্বনাশ আমি করতে পারব না; পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য

Dr. CHATTERJEE-র বাড়ী

[বসিবার ঘর। অত্যন্ত সাধারণভাবে সাজানো—চারিদিকে কেবল বইয়ের আধিক্য। Dr. Chatterjee বিবেকানন্দের বই পড়িতেছিলেন। বাহির হইতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

চ্যাটার্জ্জী। ভেতরে আসুন।

[অতুলের প্রবেশ—দাম্ভিক উগ্র চেহারা]

অতুল! এস! এস! তোমার কথাই আমি অহরহ মনে করছি। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি তুমি শুনেছ! বস—তুমি বস।

[অতুল বসিল]

I have resigned.

অতুল। শুনেছি।

চ্যাটার্জ্জী। এইবার তুমি এসেছ—এখন আমি নিশ্চিন্ত।

অতুল। I. C S. Competition-এ আমি nomination পাই নি। This was my last chance. বয়সের বাধায় আর আমার পরীক্ষা দেওয়া চল্‌বে না।

চ্যাটার্জ্জী। I am glad.—অতুল, nomination যে তুমি পাওনি এতে আমি সুখী হয়েছি। তোমাদের মত শক্তিমান ছেলে দাসত্বের নাগপাশেই যদি নিজেকে আবদ্ধ করে শক্তিকে পঙ্গু করে রাখবে তবে দেশের সেবা করবে কারা? I am glad—অতুল, এতে আমি এক বিন্দুও দুঃখিত হই নি।

অতুল। দুঃখ আমি পেয়েছি। কিন্তু সে দুঃখকে জয় করব আমি। স্থির করেছি আমি ইংল্যাণ্ড যাব। Engineering পড়ব আমি।

[চ্যাটার্জ্জী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন]

চ্যাটার্জ্জী। ইংল্যাণ্ড যাবে? ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে? কিন্তু—এ কি অতুল! (খুব কাছে এসে মুখের দিকে চেয়ে) তোমার মুখে চোখে এত ক্লান্তি? নিশ্চয় তোমার কিছু খাওয়া হয়নি।

[রমার প্রবেশ]

রমা। অতুলবাবু? কখন এলেন?

চ্যাটার্জ্জী। অতুলের খাওয়া হয়নি রমা, শিগ্‌গির কিছু খাবার ব্যবস্থা কর মা!

রমা। আপনার কি অসুখ করেছে?

চ্যাটার্জ্জী। শুনছ রমা, অতুল এখনও খায় নি—আর তুমি—that is bad—খাবার নিয়ে এস শিগ্‌গিব। দাঁড়াও, সকাল বেলায় আমি কিছু খেয়েছি না কি বল তো?

রমা। (হাসিয়া) গরম মুড়ি যে খেলে বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। O yes! মুড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু সার পদার্থ কিছু নেই। এই খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফের ক্ষিধে পায়। গরম সিঙাড়ার ব্যবস্থা কর দেখি এবার। বুঝলে?

[রমার প্রস্থান]

চ্যাটার্জ্জী। শোন অতুল—আমি কি ঠিক ক'রছি শোন। Unveiled India-র প্রতিবাদ লিখব আমি। পড়েছ তুমি বইখানা? পড়নি? সদ্য বেরিয়েছে—তুমি পড়নি। পড়লে তোমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। অনন্য-কর্ম্মা হয়ে আমি এর প্রতিবাদ লিখবার জন্যে ক'লেজের কাজে resignation দিয়েছি। এবার রমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজ আরম্ভ করতে চাই।

অতুল। আপনাকে আমি বলেছি আমি Englad যেতে চাই।

চ্যাটার্জ্জী। Good idea, আমার কোন আপত্তি নেই। যতদিন তুমি না ফিরবে, রমা আমাব কাছেই থাকবে।

অতুল। আপনি আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন?

চ্যাটার্জ্জী। কি সাহায্য বল?

অতুল। অর্থ-সাহায্য। England যেতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমার অবস্থা আপনি জানেন।

চ্যাটার্জ্জী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তুমি আমায় লজ্জা দিলে অতুল। (ড্রয়ার খুলিয়া Bank-এর পাশ-বই খুলিয়া) এই দেখ আমার সঞ্চয়, সম্বল মাত্র পাঁচ শো টাকা।

[অতুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল]

এতে যদি তোমার কোন সাহায্য হয় আমি দিতে পারি। হ্যাঁ আবও আছে,

রমার গায়ে সামান্য কয়েকখানা গহনা, তাও তুমি নিতে পার।

[অতুল চুপ করিয়া রহিল]

অতুল!

অতুল। বলুন।

চ্যাটার্জ্জী। What else can I do for you my boy? আর কি করতে পারি আমি, বল?

অতুল। পারেন। রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

চ্যাটার্জ্জী। (সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন) অতুল!

অতুল। হ্যাঁ, রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

[অতুল অসঙ্কোচে তাঁহার মুখে দিকে চাহিয়া রহিল]

চ্যাটার্জ্জী। কি বলছ তুমি অতুল!

অতুল। আমার অবস্থা আপনি জানেন। আমার আশা ছিল I. C. S. Competition-এ আমি খুব উচ্চস্থান অধিকার করব। সেই ভরসাতেই আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি নিজেই পড়েছি অথৈ সমুদ্রে। এর ওপর রমার দায়িত্ব আমি কি করে গ্রহণ করব? আপনি আমায় মুক্তি দিন।

চ্যাটার্জ্জী। বস অতুল, বস। এতক্ষণে তোমার আজকের মন আমি বুঝতে পারছি। I. C. S. Competition-এর ব্যর্থতায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না my boy. Failures are pillars of sucdess. আমি বলছি I. C. S.-এর চেয়েও তুমি বড় হবে, you will be a nation-builder. বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছ তুমি, সুন্দর স্বাস্থ্য তোমার, ভবিষ্যতের জন্য তোমার চিন্তিত হওয়া উচিত নয় অতুল!

[অতুল তিক্ত হাসি হাসিল]

তা' ছাড়া অতুল, রমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি; সেই সঙ্গে আরও একটা বড় শিক্ষা দিয়েছি—দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না, দুঃখকে সে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে পারে, তোমার সকল দুঃখ-কষ্টের ভাগ সে হাসিমুখে বরণ করে নেবে।

অতুল। কিন্তু আমি? আমি তাকে কোন্ মুখে দুঃখ কষ্টের বোঝা তুলে দেব? কোন মুখে বলব এই পৃথিবীর এই অগাধ অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য বিলাস-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার অধিকার নেই—ওদিকে তুমি চেয়ে দেখো

না। আমাকে মাফ করবেন, আমি তা পারব না। আমার স্ত্রীকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমার জীবন সহস্রের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে বড় হয়ে উঠবে এই আমার আশা। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে আমার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব—আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

চ্যাটার্জ্জী। ভগবান তোমাকে মার্জ্জনা করুন অতুল। আমার মার্জ্জনা অমার্জ্জনায় তোমার কিছু যাবে আসবে না।

[অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

কালই পড়ছিলাম—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা কুৎসাপূর্ণ বইয়ে একজন বিদেশী লিখেছে—এই বাংলা দেশ সম্বন্ধেই লিখেছে—In Bengal, of late years, several cases have become public of girls committing suicide at the approach of marriageable age to save their fathers the crashing burden of their marriage dowry It is pity—a great pity অতুল, তুমিই সেটা প্রমাণ করে দিলে।

অতুল। না—পণ আমি চাই নি, পণ আমি চাইব না। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। রমাকে আমি স্নেহ করি। তাই তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার পাততে আমি পারব না। আমার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি হত্যা করতে চাই না। তাই আমি আপনার কাছে মুক্তি চাই।

[রমা জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল]

রমা। (থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া দিল) খান অতুলবাবু। বাবা, তোমার খাবার এখন আনলাম না। তুমি তো এখন খেতে পারবে না। খান অতুলবাবু।

অতুল। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আবার আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমি চল্লাম।

[দ্রুতপদে রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেল]

রমা। দাঁড়ান্ অতুলবাবু! দাঁড়ান।

[অতুল দাঁড়াইল]

বাবা মুখ ফুটে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।

অতুল। আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর রমা।

রমা। তাও ক'রেছি। মুখ ফুটে চাইবার আগেই করেছি। দুর্ব্বল করুণার

পাত্র যারা—তাদের ওপর রাগই যে করা যায় না, তাই চাইবার আগেই তারা মার্জ্জনা পেয়ে থাকে। আপনি কিন্তু খেয়ে যান।

অতুল। না, করুণার পাত্র বলে এ থেকেও তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

[প্রস্থান]

[রমা জলখাবারের থালাটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল]

চ্যাটার্জ্জী। রমা!

রমা। আসছি বাবা, খাবারগুলো কুকুরটাকে দিয়ে আসি আগে।

[ভিতরে গিয়া রমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল]

বল' বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। মা!

রমা। (চ্যাটার্জ্জীর বক্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া) বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। তোকে কি বলব—আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না মা।

রমা। দুঃখ আমি পাই নি বাবা। তোমার আশীর্ব্বাদ আমাকে অমানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছে—সেইটে আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

চ্যাটার্জ্জী। এত বড় ফাঁকি? অতুলের মত শিক্ষিত ছেলের মধ্যে এত বড় ফাঁকি—এ যে আমি কল্পনা করতে পারি না মা! চৈতন্যের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ কি অমানুষে ভরে গেল!

রমা। না বাবা। তা হয় না। মানুষ আছে বই কি। তবে মানুষেরা মানুষ বলে নিজেদের জাহির ক'রে বেড়ায় না, তাই অমানুষগুলোই বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

চ্যাটার্জ্জী। তোর কথা সত্য হোক। কিন্তু তোকে নিয়ে যে আমি সমস্যায় পড়লাম মা!

রমা। কোন সমস্যা নেই বাবা। রাণী-ভবানীর দেশের মেয়ে, রায়-বাঘিনীর দেশের মেয়ে আমি। এ যুগের লেখাপড়া শিখে বাইরের চেহারাই শুধু পাল্‌টেছে, কিন্তু তাঁদের যোগ্যতা আমাদেরও আছে। সে যুগে খাঁড়া নিয়ে লোকে যুদ্ধ করত বাবা, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, এখন তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। (প্রণাম করিয়া) তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

[চ্যাটার্জ্জী নীরবে তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

সেবাশ্রমের কক্ষ

[পুরানো একখানি ঘর। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, খান দুয়েক পুরানো বেঞ্চ, খান দুই পুরানো চেয়ার। একদিকে একখানা ছোট চৌকি—'বেড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফার্ষ্ট এডের বাক্স—কিছু ঔষধপত্র একটি শেল্‌ফে সাজানো। দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বোর্ড; তাহাতে মোটা হরফে লেখা বিবেকানন্দের বাণী—

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ, সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই।

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ— ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এ ছাড়াও দেওয়ালে দুইপাশে দুইখানি চার্ট—মৃত্যুর হিসাব ও দেশের আমদানী-রপ্তানির হিসাব। ঘরখানির মধ্যে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট, কিন্তু একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা চারিদিকে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত। বেডের বিছানার চাদর পরিষ্কার—আসবাবপত্র সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো। যতীন ছেলেটি আপন মনে লিখিতেছিল। নিখিলেশ একটা পথচারী ছোঁড়ার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহাকে একটা বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল]

নিখিল। বস ওইখানে, চুপ ক'রে—ভ-য়ে আকার ল য়ে ওকার ছ য়ে একার ল-য়ে একারের মত—মানে ভালো ছেলের মত বস। হ্যাঁ!

যতীন। ওটা আবার কে?

নিখিল। খুদে শয়তান। একেবারে বিচ্ছু! দেখ না—হাতটা কামড়ে কি করে দিয়েছে! বলব কি হে ডালকুত্তার বাচ্চার মত হাতে কামড়ে ধরে ঝুলতে আরম্ভ করলে।

যতীন। জোটালে কোথেকে?

নিখিল। বল্ল কেন? সেই যে সেই অন্ধ ভিখারীটা—'আয় বাপ' 'আয় বাপ' বলে পিলে-চমকানো চীৎকার ক'রে ভিক্ষে করে হে—; আমি আসছি,

দুপুর বেলা পথটায় জনমানব নেই—দেখি সেই ভিখারীটা আর এই ছোঁড়াটা হনুমান আর অহিরাবণের বেটা মহীরাবণের মত যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। অন্ধটার কোমরে গেঁজেতে তার ভিক্ষের টাকা ছিল, ছোঁড়াটা সেইটা ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল—কিন্তু অন্ধ হলেও শব্দ-ভেদী হাত ধরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম। ছোঁড়াটার কাছে ছিল একটা হাত। কি খন্তার ভাঙা বাঁট—খপ, ক'রে বসিয়ে দিলে অন্ধটার মাথায়। মেরেই দে ছুট। বহু কষ্টে ধরলাম। কচ, কচ, ক'রে ডালকুত্তার মত কামড়ায় হে। রমেনকে দিয়ে ভিখারীটাকে পাঠিয়েছি হাসপাতালে। (ছোঁড়াটার প্রতি) এ্যাই। (ছোঁড়াটা একটু একটু করিয়া বেঞ্চের প্রান্তদেশের দিকে সরিতেছিল) সরে পড়বার মতলবে আছিস বুঝি? (ছোঁড়াটার হাত ধরিয়া একটা জানালার ধারে লইয়া গিয়া) শোন্। নীচে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস? (ছোঁড়াটা তাহার মুখের দিকে চাহিল। নিখিল ছেলেটাকে দুই হাতে তুলিয়া জানালা পার করিয়া বাহিরে ধরিয়া—) দিই আলগোছে—এই দোতলা থেকে রাস্তার ওপর নামিয়ে? দিই?

ছোঁড়াটা। না।

নিখিল। আর পালাবি না?

ছোঁড়া। না।

নিখিল। দেখিস্?

ছোঁড়া। হ্যাঁ।

নিখিল। আচ্ছা। (জানালা হইতে লইয়া আসিয়া বেঞ্চে বসাইয়া দিল) বস তবে চুপ করে। কিছু খাবি?

ছোঁড়া। একটা বিড়ি দাও।

নিখিল। কি!

ছোঁড়া। বিড়ি।

নিখিল। হুঁ! সোনামণি আমার বাপের ঠাকুর! আর কি খাবি? গাঁজা—চরস—মদ?

ছোঁড়া। উঁহু—শুধু বিড়ি খাই।

নিখিল। সর্ব্বরক্ষে।

যতীন। ভাগিয়ে দাও, ওকে ভাগিয়ে দাও।

নিখিল। উঁ-হু। যে কামড় ও আমাকে দিয়েছে, ওকে আমি সহজে ছাড়ব না। এস্পার কি ওস্পার একটা করবই। হয় ওকে ভাল করে তুলে সেবাশ্রমের কাজে লাগাব, নয় আমিই শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে গাঁট কেটে বেড়াব।

যতীন। পাগলামো ক'র না নিখিল, পাগলামো কোরো না।

নিখিল। পেছনের দিকে চাও যতীন, স্বামীজীর মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখ। আমাকে বাধা দিও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।

যতীন। (কিছুক্ষণ পরে) কলেজে কি হ'ল ?

নিখিল। ফাইন করেছে—না দিলে সাসপেণ্ড করবে। বলতে লজ্জা হয় না তোমার ? বললাম—হয়। কিন্তু কবিতা লিখেছি ব'লে নয়—মেয়েরা অতিরিক্ত পাউডার মাখে বলে লজ্জা হয়। চটে গেল বেজায়।

[কথাবার্ত্তার অবসরে ছেলেটা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বেঞ্চে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল]

যতীন। যাক, শোন। শক্তিগড়ের বিমল খবর দিয়েছে, আশে-পাশে ভীষণ কলেরা হয়েছে। এক সপ্তাহে পঁচিশজন মারা গেছে। (পত্রখানি নিখিলেশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।)

নিখিল। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পত্রখানি লইল, তারপর পড়িল, পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)—আরে, ছোঁড়াটা ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি ? (হাসিয়া) চঞ্চল ছেলে—একটু শান্ত হয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে।

[কোলে তুলিয়া লইয়া ভিতরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। যতীন পত্র পড়িতে লাগিল। রমেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অন্ধ ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভিক্ষুককে বিছানায় শোয়াইয়া দিল]

ভিক্ষুক। আমাকে ছেড়ে দেন বাবু, ও আমার কিছু হবে নি। পথে থাকলে আমার দু'পয়সা রোজগার হবে।

যতীন। কি হ'ল ? হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলে কেন ওকে ?

রমেন। সামান্য আঘাত। ব্যাণ্ডেজ করেই ছেড়ে দিলে। রাখলে না। রাখা নিয়মও নয়।

ভিক্ষুক। কিছু লাগেনি বাবু, ও আমার কিছু লাগেনি। সেবার বাঁ পা'টার ওপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল—আপনি ভাল হ'ল। ঘা ছিল ছ'মাস, রোজগার ডবল হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দেন বাবু আমাকে।

যতীন। বেশ ত, ওবেলায় যাবে। এ বেলাটা এইখানে বিশ্রাম ক'রেই যাও। রমেন, ওকে ওঘরে নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক। বাবুমশায়, তবে আমাকে দুখানা রুটি খেতে দেবেন। ভাত খেলে আমার ঘা বাড়বে।

রমেন। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই দেব। চল। (রমেন ও ভিক্ষুকের প্রস্থান)

[রমার প্রবেশ। যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমা। নমস্কার।

যতীন। নমস্কার।

রমা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

যতীন। আমি আপনাকে চিনি। আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়ি মিস চ্যাটার্জ্জী।

রমা। তা হ'লে ভালই হয়েছে। ভেবেছিলাম—অপরিচিত লোকের কাছে গিয়ে পড়ব। শুনুন—আমি কি জন্যে এসেছি।

যতীন। বলুন।

রমা। আমার বাবা গিয়েছেন বর্দ্ধমান জেলায় এক বন্ধুর বাড়ী। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। দেখলাম বন্যায় অঞ্চলটা ভেসে গেছে। বাবার সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখলাম। সেখানে সর্ব্বত্র আপনাদের সেবাশ্রমের নাম শুনলাম। আপনারা সেখানে flood relief এ গিয়েছিলেন। আপনি গিয়েছিলেন কি ?

যতীন। না। আমি যেতে পারিনি। আমাদের সম্পাদক গিয়েছিলেন—অন্য সভ্যরাও অনেকে গিয়েছিলেন ?

রমা। আপনাদের সম্পাদক কোথায় ?

যতীন। (হাসিয়া) তিনি ভেতরে আছেন—আসবেন এখুনি।

রমা। আপনারা কি মেয়েদের মেম্বার করেন ?

যতীন। আছেন দু'চার জন।

রমা। তাঁরা কেউ যান নি সেখানে ? মেয়েরা কেউ এসেছিলেন বলে তো সেখানে শুনলাম না।

যতীন। আমাদের মহিলা সভ্যেরা আমাদের অর্থ-সাহায্য করেন—কখন কখনও সমিতির মিটিংয়ে আসেন—হাতে-কলমে বাইরের কাজ করার তাঁদের অসুবিধে আছে, আমরাও কখনও অনুরোধ করিনে। আমরা থাকতে আপনারা কাজ করবেন—সে যে আমাদেরই লজ্জার কথা।

রমা। আমি কিন্তু নিজে কাজ করতে চাই।

[যতীন চুপ করিয়া রহিল]

আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে ?

যতীন। মিস চ্যাটার্জ্জী—আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন ? আপনারা

গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আপনাদের স্থান ঘরের মধ্যে—বাইরের কাজের ভার পুরুষের—

রমা। না—ও যুক্তি আমি স্বীকার করি না। এই যুক্তিতেই দীর্ঘকাল আমরা পঙ্গু হয়ে রয়েছি। ঘর, গৃহ, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! এ সব ছলনা। আমি মুক্তি চাই, পুরুষের সঙ্গে সকল কর্ম্মে সমান অধিকার চাই। আপনাদের আপত্তি থাকে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিজে এমনি সঙ্ঘ গড়ে তুলব। প্রয়োজন হয় শুধু মেয়েদের নিয়েই গড়ে তুলব।

[নিখিলেশের প্রবেশ—পিঠে হাভারস্যাক ও ওয়াটার-বট্‌ল্]

নিখিলেশ। সেদিন আমি সেই কবিতাটা টুক্‌রো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দেব রমা দেবী।

রমা। আপনি? (দুই পা পিছাইয়া গেল)

নিখিল। আমিই সেবা-সংঘের সম্পাদক। সেদিন আমি নূতন করে কবিতা লিখব আপনাদের বন্দনা ক'রে। বলব কি—আজই ইচ্ছে করছে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

রমা। খাতা-কলম নিয়ে যিনি বসেন—তাঁর প্রতি বা তাঁর বন্দনার প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বা আগ্রহ নেই নিখিলেশবাবু, তবে আমার সম্মুখে যে মূর্ত্তি দাড়িয়ে আছে—তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। সেদিন আপনাকে নমস্কার করিনি, আজ আপনাকে নমস্কার করছি।

নিখিল। যাক গে—ও কথা। আপনি কি আমাদের সংঘের সভ্য হতে চান?

রমা। চাই। সমস্ত জীবন—নিখিলবাবু, আমার সমস্ত জীবন আমি এই কাজে উৎসর্গ করতে চাই।

নিখিল। যতীন, রমা দেবীকে আমাদের সভ্য করে নাও। আমি চললাম।

রমা। কোথায়?

নিখিল। শক্তিগড়। কলেরা হয়েছে সেখানে।

রমা। দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। যতীনবাবু, আমাকে কি কিছুতে সই করতে হবে? কত চাঁদা দিতে হবে?

যতীন। চাঁদা আপনার কর্ম্ম। সইও কিছু করতে হবে না। শুধু অন্তরে

অন্তরে শপথ গ্রহণ করতে হবে। কেবল—ওই দেওয়ালের দিকে স্বামীজীর স্বদেশ-মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখুন। সমস্ত অন্তর দিয়ে ওই মন্ত্র গ্রহণ করুন।

[রমা মনে মনে পড়িতে পড়িতে সহসা স্ফুটকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যতীন নিখিলেশও যোগ দিল]

"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" (প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

[রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত একটি বাংলো বিস্তৃত। বাংলোটির অর্দ্ধাংশ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি বারান্দা। বাংলোর গায়ে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে একটি ফটক। ফটকের পাশ হইতে রঙ্গমঞ্চের অপর পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত একটি দেওয়াল। ফটকের পাশেই ছোট একটি টেবিল। টেবিলটি লেবার-রেজিষ্ট্রারের। বারান্দায় ঘরের দুয়ারের সম্মুখে টুলের উপর বসিয়া আছে একজন তকমা-আঁটা পিওন। ঘরের দরজায় মাথায় লেখা 'office'।

নেপথ্যে শব্দ উঠিতেছে—ঘং—ঘং—ঘং। তিনবার ঘণ্টার আওয়াজ। একজন হাঁকিল—হোই—টালোয়ান!

পর মুহূর্ত্তেই ইঞ্জিনের শব্দ আরম্ভ হইল।

মুন্সী এখনও আসে নাই। মুন্সীর আসনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে ওভারম্যান—খাঁকী হাফপ্যান্ট, খাঁকী হাফ-হাতা কামিজ, বগলে একটা শোলার টুপি। সবই কয়লার কালিতে ময়লা। হাতে একটা মোটা লাঠি এবং খাদের তলায় ব্যবহার্য্য বাতি। এক পাশ হইতে প্রবেশ করিল একদল 'কামিন', মেয়ে কুলি—সকলেরই হাতে শিকে লাগানো বড় কেরোসিনের ডিবে, মাথায় বিড়ার উপর ঝুড়ি। তাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে প্রবীণা একজন আগাইয়া গেল লেবার-রেজিষ্ট্রারের টেবিলের কাছে। অন্য মেয়েরা গান গাহিয়াই চলিল।]

গান

বাঁকা চাঁদ পাহাড়ে, রঙে আঁকা আহা রে,

কাজ নাই থাক্ রে।

এই মাটি কালো সে, তবু হায় ভালো সে,

গায়ে তাই মাখ্ রে।

মহুয়ার ফুলরে, শুধু মিছে ভুলরে

মেটে না তো ক্ষুধাও।

কালো মাটি কয়লা, ওরা বলে ময়লা,

জানি গড়ে সুধাও।

দূরে বাঁশী বাজলো, তাহে কিবা কাজ লো

দূরে তারে রাখ্বে।

মণিভরা খনিতে, চল্ মণি গণিতে,

আছে কত লাখ্রে॥

ওভারম্যান কুড়ারাম। কি গো সখির মা, নামবি নাকি খাদে? এঁ্যা?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো। মরদরা সব নেমেছে সেই কখন, কয়লা কেটে ডাঁই করেছে এতক্ষণে। বোঝ দিব কখন? মুন্সীবাবু কই গো? গেল কোথা?

কুড়োরাম। আসছে আসছে। হোই—কানাই! কানাই হে।

প্রৌঢ়া। হাঁ গো বাবু, কাল তুমি ভক্তার দলকে মদ দিলে, খাসী দিলে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

কুড়া। দিব দিব। আজ দিব। কাল উদিগে দিয়েছি—আজ তোদের পালা। খাদ থেকে উঠেই কিন্তু আবার গাড়ী বোঝাইয়ের কাজে লাগতে হবে। কোম্পানীর আজকাল মেলা অর্ডার। অন্নদাতা প্রভু। বুঝলি সখির মা—না করলে হবে কেনে? এঁ্যা।

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ—তা বটে, ঠিক বটে বাবু।

কুড়া। হ্যাঁ—ঠিক বটে বাবু। হুঁ—হুঁ! এইবার কি হয় দেখ্না সখির মা! জামাইবাবু বিলাত থেকে mining শিখে এল। এইবার কি হয় দেখ না! এ field-এ ফার্ষ্ট নম্বর কলিয়ারী। খাদের নীচে বিজলী বাতি হবে। তোদের ধাওড়ায় হবে। হুঁ—হুঁ! হুঁ—হুঁ। দেখনা কি হয়। তবে চুপি চুপি একটি কথা তোকে বলে দি সখির মা। আর চুরি করে কয়লা কাটিস না যেন! খবরদার। হুঁ—হুঁ—আর সে দিন নাই বাবা। বিলাত ফেরত জামাইবাবু মালিক এখন! একেবারে শেলেদা বাঘ!

প্রৌঢ়া। হুঁ। তুর মিছে কথা। ওই সোনার চেহারা—ওই আবার বাঘ হয়! মিছে কথা বলছিস তু।

[আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল অতুল। খাঁকী হাফপ্যাণ্ট, সার্ট ইত্যাদি পরণে]

অতুল। ওভ্যারম্যান বাবু।

[কুড়ারাম আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল। এ দোলা তাহার অভ্যাস]

কুড়ারাম। আজ্ঞা, জামাইবাবু।

অতুল। মুন্সীবাবু কোথায় গেলেন? কামিনরা এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

কুড়ারাম। আসছে আজ্ঞা, এখনি আসছে। কানাই হে। ও কানাই।

[আবার দুলিতে লাগিল। কানাইয়ের প্রবেশ]

কানাই। বাপরে বাপরে বাপরে, আচ্ছা বিশকুশী হাঁক—(অতুলকে দেখিয়া লোকটা যেন পাথর হইয়া গেল। পর মুহূর্তে সেলাম করিয়া বলিল) ভারী জল তেষ্টা পেয়েছিল স্যার!

অতুল। এইখানে কুঁজো-গেলাস রাখবেন আজ থেকে। কামিনদের নাম রেজিষ্টারে entry করে নিয়ে ভেতরে যেতে দিন ওদের!

[মুন্সী তাড়াতাড়ি গিয়া চেয়ারে বসিল। মেয়েরা আগাইয়া গেল। নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ হইল]

মুন্সী। ঠাওরানের দল তো? নাম আমি লিখে রেখেছি। সবাই এসেছিস্ তো?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ, গো। ঘরে বসে থাকলে পয়সা দিবি তুরা? (মেয়েদের প্রতি) আয় গো! সব আয় গো!

[গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে মেয়েরা ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল]

অতুল। (মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর) ওভারম্যানবাবু!

কুড়ারাম। আজ্ঞা জামাইবাবু?

অতুল! কাল আপনি খাদের কুলিদের মদ আর খাসীর দাম দিয়ে ওভার-টাইম খাটিয়ে লোডিং করিয়েছেন?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু! বেশী অর্ডার আছে—পঁচিশখানা গাড়ী লেগেছে—

অতুল। থামুন আপনি। শুনুন—ভবিষ্যতে আর এমন করবেন না, যেটুকু

আপনার duty তার বেশী কোম্পানী আপনার কাছে প্রত্যাশা করে না। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যদি বড় কাঁটার কাজ করতে চায়—তবে সেটা চলতে গিয়ে অচল হয়ে যায়। সমস্ত দিন কুলিগুলো খেটেছে—রাত্রে আবার তাদের মদ-মাংস খাইয়ে কাজ করিয়েছেন আপনি! তাদেরও মানুষের শরীর। আমার কথা বুঝেছেন আপনি?

কুড়া। আজ্ঞা হ্যাঁ জামাইবাবু!

অতুল। হ্যাঁ কথাটা মনে রাখবেন। (প্রস্থান)

কুড়া। কানাই, কুঁজো গেলাস এনেছিস ভাই? উঃ বুকটা শুখায়ে গেল রে।

কানাই। কুঁজা কুমার বাড়ীতে, গেলাস বাজারে, জল নদীতে। কুঁজা গেলাস! বিষ নাই, তার কুলাব পারা চক্করটি আছে। ঘর-জামাই—

কুড়ারাম। চুপ চুপ!

কানাই। চুপ? চুপ করতে বলছিস? (কাঁদিয়া ফেলিয়া খাতাখানা খুলিয়া দেখাইল, তাহাতে কালি পড়িয়া গেছে) এই দেখ কি হল!

কুড়ারাম। এই মরেছিস রে, কালি ফেলাইলি কি করে?

কানাই। তুমাকে দিলে ধমক, আমি উঠলাম চমকায়ে আর দোয়াতটি গেল উল্টায়ে। এখন এ আমি কি করি বল্ দেখি ভাই? বাঘের মত এসে ধরবেক মাইরি। তখন যদি বলি তোমার ধমকে ইটি হয়েছে স্যার—মানবেক শালা? এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা, পিছালেও তাই। ই আমি কি করি বল্ দেখি ভাই?

কুড়ারাম। দাঁড়া ভাই, জল খেয়ে আসি। গলা আমার শুখায়ে গেল।

কানাই। আমার লেগেও এক গেলাস আনিস ভাই।

[কানাই থুথু দিয়া আঙুল ঘসিয়া কালি তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নেপথ্যে হর্ণের শব্দ]

কুড়ারাম। ওরে বাবারে। রায় বাহাদুর এলেন লাগছে! অন্নদাতা প্রভু, আয়—আয় কানাই—সেলাম দিয়ে আসি, দেখে আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

[রায়বাহাদুর ও অতুলের প্রবেশ]

রায়। এই আমার স্বপ্ন অতুল। এ আমার সম্পত্তি নয়—সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র নয়—এ আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষের প্রতীক। বিংশ শতাব্দীর নূতন ভারতবর্ষ। যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ—বিজ্ঞানবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত। আমি নিজে হাতে

গড়েছি এই ক্ষুদ্র অংশটুকু। এখন তোমার হাতে ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। একে তুমি প্রসারিত কর, বাড়িয়ে তোল।

অতুল। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টা করব। আপনি আমাকে সন্তানের আসন দিয়েছেন—মর্য্যাদা দিয়েছেন—স্নেহ দিয়েছেন—আমি তার অমর্য্যাদা করব না।

রায়। জানি অতুল, সে কথা আমি জানি। জান অতুল, নিঃস্ব রিক্ত হাতে সংসারের পথে বেরিয়েছিলাম। খালি মাথায় রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ঠিকেদারী নিয়ে কাজ করিয়েছি। ছাতা কিনি নি পয়সা খরচ হবে বলে। সেখান থেকে এলাম কলিকাতা। খিদিরপুর ডকে মালখালাসের কাজ নিলাম। সেখান থেকে Export Import, তারপর সুরু করেছি কলকারখানা—কলিয়ারী নিয়ে কাজ। পৃথিবীতে মানুষ অনেক দেখেছি। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। তুমি যেদিন ক্লান্ত দেহে, মলিন পোষাকে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—সেইদিন তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। আমি তোমায় চিনেছিলাম, তাই নিঃসংশয়ে তোমার হাতে আমার সুনন্দাকে তুলে দিয়েছি। আমি ভুল করিনি।

[সুনন্দার প্রবেশ]

সুনন্দা। বাবা!

রায়। মামি, মাই মাদার—সুনি—সুনন্দা! মা জননী!

সুনন্দা। আমি তোমার জন্যে বসে আছি বাবা, তুমি কলকাতা থেকে আসছ—কিন্তু তুমি এসে আপিসে বসে আছ। কতদিন পর এলে বল তো!

রায়। কতদিন পর? একমাস।

সুনন্দা। একমাসই কি কম বাবা?

রায়। শোন অতুল, পাগলী কি বলে শোন! ওরে মা, জীবনযুদ্ধে পুরুষ ছুটবে দেশ-দেশান্তরে—যুদ্ধ জয় করে সে ফিরবে, সেই প্রতীক্ষাতেই তো আনন্দ তোদের! এত উতলা হ'লে চলবে কেন?

সুনন্দা। উতলা? না বাবা উতলা আমি হই না। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তুমি তখন বম্বেতে। মা উতলা হন নি। মাকে বলেছিলাম—বাবা যে এখনও এলেন না মা। মা বলেছিলেন—উতলা হ'সনে সুনন্দা—কখনও যেন উতলা হসনে। আমি উতলা হইনে বাবা।

অতুল। সুনন্দা কি সব বলছ তুমি?

সুনন্দা। তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর বাবা। আমি কখনও উতলা হইনে।

সকালে বেরিয়ে আসেন—খাদের নীচে নামেন, বাড়ী ফিরে খাবার সময় হয় না, খাদের নীচে খাবার পাঠিয়ে দি; জিজ্ঞেস কর ওঁকে—কোনদিন উতলা হইনি আমি।

রায়। আচ্ছা- আচ্ছা—ঝগড়াতে কাজ নেই। চল তোর দরবারে যাই চল।

সুনন্দা। না বাবা, তোমার কাজ থাকলে তুমি শেষ করে এস। (প্রস্থান)

রায়। অতুল! সুনন্দাকে ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না।

অতুল। না না, সুনন্দা সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করবেন না। ওর প্রকৃতি বড় স্নিগ্ধ—বড় শান্ত।

রায়। ওই—ওই আমার ভয় অতুল। বড় স্নিগ্ধ, বড় শান্ত! ওর মা ছিল ওই রকম। জীবনে কোনদিন কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নি, কিন্তু তার মৃত্যুর পর যতবার তার মুখ আমি স্মরণ করি—ততবার আমি শিউরে উঠি—মনে হয় পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি অসন্তোষ তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে, মনে হয় দীর্ঘ দিন শ্যামল তৃণক্ষেত্র ভ্রম করে একটা আগ্নেয়গিরিকে বুকে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

অতুল। আপনি ভাববেন না, সুনন্দাকে এবার আমি কাজ দেব। কুলিদের ছেলেদের জন্যে child welfare করব, মেয়েদের জন্যে maternity home করব—তার কাজের ভার দেব সুনন্দার উপর।

রায়। Good—খুব ভাল আইডিয়া। এস আর দেরী কর না। সুনন্দা অভিমান ক'রে গেল বোধ হয়।

অতুল। না—না। গিয়ে দেখবেন সে বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে আছে।

রায়। হ্যাঁ, পড়তে ও বরাবরই ভালবাসে। কিন্তু—

অতুল। কিন্তু—কি ?

রায়। ওটাও বোধ হয় ওর পক্ষে ভাল নয়। তোমার কাছে আমি গোপন করি নি। ছেলেবেলায় ওর সম্বন্ধ করেছিলাম—নিখিলেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে। সে কবিতা লিখত—গল্প লিখত কাগজে। সুনন্দার মা সেই সব কাগজ কিনতেন। তা থেকেই—। (আক্ষেপের স্বরে) সেই—সেই আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে।

অতুল। চলুন—আপনি বাংলোয় চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যতীন সেবাসংঘ আপিসের কাজ করিতেছে। রমা প্রবেশ করিল। তাহার এক কাঁধে একটা ঝোলা, অন্য কাঁধে একটা ওয়াটার-বটল। তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিছে। তাহার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন। রমা আসিয়া ঝোলা ও ওয়াটার বটল রাখিয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল। বিছে ভেতরের দিকে চলিয়া গেল।]

রমা। আমার অভিযোগ আছে যতীনবাবু।

যতীন। অভিযোগ? কি হয়েছে মিস চ্যাটার্জ্জী?

রমা। আপনি নিজে কি কিছু বুঝতে পারেন না যতীনবাবু? এ পৃথিবীতে গতিই জীবন। যার মধ্যে গতি নেই সে মৃত—সে জড়। আমাদের সংঘ কি চলছে? সে কি এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই?

যতীন। আপনার কথাটা আংশিক ভাবে সত্য রমাদেবী।

রমা। আংশিক ভাবে? (হাসিল) সংসারে আপনি সত্যকারের বন্ধু যতীনবাবু। বন্ধুর ত্রুটি ঢাকবার জন্য সত্যকেও আপনি পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারছেন না। নিখিলেশবাবুর ত্রুটি সম্বন্ধে আপনি আমার মতই সচেতন। নিখিলেশবাবুর জন্যই আজ সংঘের এই অবস্থা।

যতীন। নিখিলেশ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন মিস চ্যাটার্জ্জী।

[নিখিলেশ পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল]।

সে আমাকে বারবার বলেছে—যতীন তুই বরং সংঘের ভার নে। আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রমা। পথ খুঁজে পাচ্ছেন না?

[নিখিলেশ সামনে আসিয়া ধীরে ধীরে বসিল]

নিখিল। সত্যই পথ খুঁজে পাচ্ছি না রমা দেবী।

রমা। কিন্তু—।

নিখিল। কিন্তু কি রমা দেবী? বলুন।

রমা। যাক নিখিলেশবাবু—শুনলে আপনি আঘাত পাবেন।

নিখিল। আঘাত আমি গায়ে মাখিনে রমা দেবী। ও সম্পর্কে আমার মনের চামড়ার গণ্ডারের চামড়ার অপবাদ আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

রমা। কথাটা সত্য। চামড়াটা পাতলা হ'লে আজ আপনাকে রাশি রাশি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখে হা হুতাশ করতে হ'ত না। অনেক আগেই রাজ্যপ্রেম অনুভব করতে পারতেন। তাতে দেশও উপকৃত হ'ত। জীবন সার্থক হলে মানুষ অনেক আশার কথা শুনতে পেত সাহিত্যিক নিখিলেশবাবুর কাছে।

যতীন। আপনার কথায় আমি প্রতিবাদ করব রমা দেবী। নিখিলেশের কবিতা তো প্রেমের কবিতা নয়। বেদনার কবিতা।

রমা। সে বেদনা ব্যর্থ প্রেমের বেদনা যতীনবাবু। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি তো সংসারে আপনি সত্যকার বন্ধু।

নিখিল। শুনুন রমা দেবী। আজ আপনাকে কতকগুলি ঘটনার কথা বলব! আপনার কথার উত্তরে নয়, বলবার সময় হয়েছে, আপনি শুনবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন বলে বলব।

রমা। তার অর্থ?

যতীন। আমাদের সংঘের একটি নিয়ম আছে রমা দেবী। সে নিয়মটি হ'ল—সংঘের বাইরের বিভাগে তিন বৎসর কাজ করার পর বিশ্বাসভাজন সভ্যকে আমরা ভিতরের বিভাগের কথা বলি, তার সম্মতি থাকলে গ্রহণ করি। সেবার বিভাগটি আমাদের বাইরের বিভাগ।

রমা। কি বলছেন যতীনবাবু? (সে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল)

যতীন। বসুন রমা দেবী।

রমা। (বসিল) ভিতরের বিভাগে কি আপনারা বিপ্লবী!

নিখিল। ঠিক অনুমান করেছেন—আর অনুমান করা কিছু কঠিনও নয়। আমাদের দেশে স্বামীজীর সেবাধর্ম্ম থেকেই বিপ্লবীদলের জন্ম হয়েছে। আমরা অনেক দূর এগিয়েছিলাম—অনেক কল্পনা করেছিলাম। আয়োজনও করেছিলাম। কিন্তু—

রমা। কিন্তু? কি কিন্তু নিখিলবাবু? আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না?

নিখিলেশ। না। আপনাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত আয়োজন আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। পথ খুঁজছিলাম—অত্যন্ত সংগোপনে পথ খুঁজছিলাম। কিছুদিন আগে প্রাচীনকালের এক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বললেন—ও পথ নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, তবে পথ কি? তিনি বললেন—পাইনি বলেই সন্ন্যাস নিয়েছি।

রমা। কিন্তু পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে—হাতছানি দিয়ে ডাকছে—

আপনারা চোখ বন্ধ ক'রে বসে থাকলে পথের ইঙ্গিত দেখতে পাবেন কি ক'রে নিখিলেশবাবু?

নিখিলেশ। জানি আপনি কোন্ পথের কথা বলছেন—

রমা। গণবিপ্লবের কথা বলছি। এত বড় ইতিহাস—এত বড় সার্থকতা—এর দিকে পিছন ফিরে বসে থাকলে কোনকালে পথ পাবেন না।

নিখিলেশ। সেই পথেই যাত্রা করতে উদ্যত হয়ে পা বাড়িয়েও আমি থমকে দাঁড়িয়েছি রমা দেবী।

রমা। তার কারণ সম্ভবতঃ আপনার দুর্বলতা নিখিলেশবাবু। আপনার জীবনের ব্যর্থতা। যার জন্য আপনি রাশি রাশি প্রেমের কবিতা—থাক যতীনবাবু বললেন—বেদনার কবিতা, তাই লিখেছেন এবং একটি আধ্যাত্মিক বেদনা ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন!

নিখিলেশ। না। তারও কারণ বলি শুনুন। আপনার বাবা সেদিন তার বইয়ের একটি অধ্যায় আমাকে শোনালেন। আমাকে নূতন করে চেনালেন ভারতবর্ষকে। তিনি নিজেও এ ভারতবর্ষের রূপকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পান নি। মহাকবির ভাষা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

"নদীতীরে রুদ্র রৌদ্র বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র প'রে তৃণাসনে একাকী মৌন বসে আছে। বলিষ্ঠ ভীষণ, দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী, তার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলছে।" রমা দেবী, এই ভারতবর্ষকে যেদিন থেকে আপনার বাবা আমায় নূতন করে দেখালেন—সেদিন থেকে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি।

রমা। তা হ'লে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা সুরু করুন। সামনে চলার আপনাদের অধিকার নেই।

নিখিলেশ। সেই দ্বিধার মধ্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়েছি—এ অভিযোগ আপনার সত্য।

রমা। তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে পথ-চলা আমার সম্ভবপর হবে না নিখিলেশবাবু! আপনাদের দলের সংস্রব আমি ত্যাগ করছি। আমায় আপনারা মুক্তি দিন।

নিখিলেশ। শুনুন রমা দেবী, শুনুন। (অগ্রসর হইয়া গেল) একটা কথা।

রমা। বলুন।

নিখিলেশ। আপনি উল্কার মত ছুটতে চাচ্ছেন—

রমা। তার কারণ উল্কার বেগ আমার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। আপনাদের মত আমি ফুরিয়ে যাই নি। আমি থামতে পারি না। আপনারা মৃত— আপনারা ফুরিয়েছেন—আপনারা পাথরের টুকরো হয়ে পড়ে আছেন।

নিখিলেশ। আপনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

রমা। আমায় মানতে পারবেন আপনি ?

নিখিলেশ। শুধু আমার কথা নিয়েই আপনার মনে প্রশ্ন উঠল রমা দেবী ? ভাল, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আনুগত্যের শপথ নিতে প্রস্তুত আছি।

রমা। দলের নেতৃত্ব নিয়েই কলহ বাধে নিখিলেশবাবু। নেতাও যা রাজাও প্রায় তাই। কোশল নৃপতির মত রাজাই বলুন আর নেতাই বলুন, সংসারে বিরল। পরাজিত হয়ে পুনর্বার রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র না করে শত্রুর কাছে ধরা দিয়ে নিজের মাথার মূল্য দরিদ্রকে দিতে চান, এমন মানুষ কারোই থাকে। প্রশ্নটা আপনাকে অর্থাৎ পরাজিত দলপতিকেই বিশেষ করে সেই জন্য।

নিখিলেশ। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মিস্ চ্যাটার্জী, আপনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমি আপনার আদেশ অবনতমস্তকে স্বীকার করছি।

রমা। বেশ। তাহ'লে তাই গ্রহণ করলাম আমি। বাইরে সেবা সংঘের কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে। ভিতর থেকে আরম্ভ হোক শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিক প্রধান অঞ্চলগুলি আমাদের ঘোরার প্রয়োজন আছে। তারই ব্যবস্থা করুন আগে। কালই আমি একটা প্রোগ্রাম আপনাদের দেব। আচ্ছা— আজ চলি। নমস্কার—(প্রস্থান)

যতীন। কাজটা কি ঠিক করলি নিখিলেশ ? রমাকে কি তুই ভালবেসেছিস ?

নিখিলেশ। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) তার অর্থ ?

যতীন। নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার আর আত্মসমর্পণ একই কথা যে।

নিখিলেশ। আমার মনে হচ্ছে—তুই ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে পড়েছিস যতীন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম করছিস !

[রমেনের প্রবেশ]

রমেন। Hey। বন্দেমাতরম্ !

যতীন। রমেন ! বন্দেমাতরম্। কোথা থেকে ?

রমেন। অনেক দূর থেকে। চল—অনেক কথা আছে।

তৃতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা ও রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ।

দেওয়ালে হেনরী ফোর্ড, এডিসন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি।

একটি ফ্রেমে বাঁধানো বোর্ডে লেখা—

"নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র।
তব লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল চলন-মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘন-পিনদ্ধ কায়া,
তব খনি-খনিত্র নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধন-কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

[রায়বাহাদুর চায়ের টেবিলে বসিয়া আছেন। সুনন্দা নীরবে পাশে দাঁড়াইয়া চা তৈয়ারী করিতেছে। সুনন্দা সুন্দরী শান্ত মেয়ে ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী।]

রায়বাহাদুর। Western education-এর গুণই এই। ওদের আমি সহস্রবার প্রণাম করি। সময় ওদের কাছে অমূল্য। কর্ম্মই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

[সুনন্দা নীরবে চামচ দিয়া চা নাড়িতে লাগিল]

অতুলের শিক্ষা যদি এ দেশেই শেষ হত, তবে ও এতক্ষণে ভক্তিগদগদ হয়ে শ্বশুরের তদ্বিরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত।

[সুনন্দা একটু মৃদু হাসিল। চায়ের কাপটি সম্মুখে রাখিয়া]

সুনন্দা। চা, খাও বাবা।

রায়বাহাদুর। অতুলের লাভ আমাদের দেশের পক্ষে Extraordinary —I am glad, আমি ভাগ্যবান যে, অতুলের মত জামাই পেয়েছি। নিখিলেশের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি—সে তোর ভাগ্য, আমার ভাগ্য! কই সুনন্দা, তুই তো চা খাচ্ছিস নে মা?

সুনন্দা। সকালে চা আমি খেয়েছি বাবা।

রায়। আরে এ চা হ'ল আমার নতুন চা-বাগানের চা। খেয়ে দেখ্। তুই আবার তার ডিরেক্টর! তুই না খেলে অন্য লোকে খাবে কেন? আর চা কখনও একা খেলে ভাল লাগে? আচ্ছা, আমি তৈরী করে দিচ্ছি তোকে।

সুনন্দা। (হাসিয়া) না—না, আমি তৈরী করে নিচ্ছি বাবা।

রায়। জানিস সুনন্দা, Tea Company থেকে এবারই আমরা বেশ handsome dividend দিয়েছি। তোর ডিভিডেণ্ডের টাকা পাস নি তুই? অতুল বলেনি তোকে?

সুনন্দা। বলেছেন। আমার নামের share-এর divdiend-এর টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রায়। A perfect businessman. He is wonderful. জানিস মা, কলিয়ারী থেকে একটা bye-product-এর scheme অতুল করেছে, আমি সেটা একজন বড় expert সাহেব engineerকে দেখিয়েছিলাম, লোকটা অবাক হয়ে গেল।

[সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল]

তাই তো সুনন্দা, তুই তো কিছু বলছিস না মা? আমি যে একাই বকে যাচ্ছি।

সুনন্দা। কি বলব বাবা?

শিব। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) কেন সুনন্দা?

সুনন্দা। আমি এ সবের কি বুঝি বাবা?

শিব। কিন্তু তোমায় তো এসব বুঝতে হবে। নইলে তো অতুলকে তুমি বুঝতে পারবে না। তার প্রতিটি কাজকে তোকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তার গৌরবে তোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তুই মুগ্ধ হবি। তবে তো তার উৎসাহ বাড়বে, বর্ষার নদীর মত বিস্তীর্ণ হবে, প্রবলবেগে ছুটে চলবে। তুই হাসছিস সুনন্দা?

সুনন্দা। হাসছি—তোমার কথা শুনে।

শিব। কেন? আমি কি ভুল বললাম?

সুনন্দা। না বাবা। উপমাটা তুমি ঠিকই দিয়েছ, কিন্তু তাঁর উৎসাহ এমনিতেই বর্ষার নদীর মত। বর্ষার নদী আপনার বেগেই ছোটে। সে কারও উজ্জ্বল মুখের মুগ্ধ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না। আবার কূলের ভাঙা ঘরের মানুষের কান্নাতেও তার গতির বেগ কমে না।

শিব। সুনন্দা!

সুনন্দা। (হাসিয়া উঠিল) কেমন, ঠকেছ তো তুমি? পারলে না তো আমার সঙ্গে সাহিত্যের তর্কে?

শিব। সাহিত্যের তর্ক?

সুনন্দা। হ্যাঁ।

শিব। তুই সাহিত্যিক খুব ভালবাসিস, না? খুব বই পড়িস!

[আসিয়া দাঁড়াইলেন বইয়ের সেল্‌ফের ধারে]

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, নিখিলেশ—নিখিলেশ—নিখিলেশ—

[বই টানিয়া বাহির করিলেন]

দেবতার নবজন্ম—নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে নিখিলেশ? কোন্ নিখিলেশ?

সুনন্দা। লেখক নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্য পরিচয় তো জানি না।

[শিবপ্রসাদ সরিয়া আসিলেন]

শিব। তুই আর এই সব বইগুলো পড়িস নে সুনন্দা।

সুনন্দা। কেন বাবা!

শিব। না। আমি পছন্দ করি নে। শুধু হৃদয়—শুধু ভাবাবেগ—শুধু স্বপ্ন—শুধু কল্পনা করা দুঃখ! দেশের সর্বনাশ করে দিলে ওই বইগুলো।

সুনন্দা। বাবা!

শিব। এই গুলো—এই গুলো। (নিখিলেশের বইগুলি টানিয়া লইয়া।) এই গুলো! (ফেলিয়া দিলেন মেঝের উপর এবং বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন)।

[সুনন্দা বইগুলি কুড়াইয়া লইয়া সেল্‌ফের উপরে রাখিল]

সুনন্দা। বেয়ারা!

[বেয়ারা আসিয়া দাড়াইল]

সুনন্দা। ধর, বইগুলি ধর। (কতকগুলি বই তাহার হাতে তুলিয়া দিল।)

[অতুল ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ]

শিব। আজই তুমি এক হাজার টাকার বইয়ের অর্ডার দাও। ভাল ইংরাজী বাংলা বই।

[সুনন্দা তখনও বই বেয়ারার হাতে তুলিয়া দিতেছিল]

অতুল। এ কি? বইগুলো কি হবে?

সুনন্দা। (বেয়ারাকে) কেরাণীবাবুর ক্লাবের লাইব্রেরীতে দিয়ে এস, বলবে আমি দান করলাম। বুঝেছ?

অতুল। সে কি?

সুনন্দা। ফিরে এসে বাকীগুলো নিয়ে যাবে। সমস্ত বই, সমস্ত! বুঝেছ? একখানা বইও যেন না থাকে।

শিব। সুনন্দা!

সুনন্দা। যাও তুমি যাও। (বেয়ারা চলিয়া গেল)

অতুল। কি হ'ল সুনন্দা?

সুনন্দা। (হাসিয়া) আজ থেকে বই আর পড়ব না। বাবা বারণ করেছেন। (প্রস্থান)

শিব। ঠিক তার মত! (স্থির দৃষ্টিতে তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন)। ঠিক ওর মায়ের মত। তুমি বস অতুল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। সুনন্দার সম্বন্ধে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

অতুল। সুনন্দার সম্পর্কে?

শিব। হ্যাঁ। সুনন্দার সম্পর্কে। সুনন্দাকে কি তুমি—?

অতুল। আপনি যা প্রশ্ন করছেন আমি বুঝেছি। সুনন্দাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।

শিব। প্রশ্নটা হয় তো ঠিক হয়নি আমার। সুনন্দার সঙ্গে তোমার—অর্থাৎ সুনন্দার ব্যবহার তোমাকে পীড়া দেয় না অতুল!

অতুল। আপনি সুনন্দার উপর অবিচার করছেন। হয় তো ভুল বুঝছেন।

শিব। ভুল বুঝেছি?

অতুল। আমি সকালে উঠি, দেখি সুনন্দা স্নান ক'রে নিজে হাতে আমার জন্যে চা তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাই, দুপুরে ফিরি—সুনন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা করে রাখে নিজের হাতে। পরিবেশন করে নিজের হাতে। আবার বেরিয়ে যাই, ফিরি রাত্রে, সুনন্দা প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে: আমি ক্লান্ত দেহে বিছানায় এলিয়ে পড়ি, সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শিব। ঠিক তার মত, ওর মায়ের মত! (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) কিন্তু এত উদাসীন কেন বলতে পার? জীবনে কোন দাবী নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—

অতুল। কি নেই সুনন্দার? কিসের আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে?

শিব। কখনও রাগ করে না—জীবনে কোন উত্তাপ নেই—

অতুল। সুনন্দার প্রকৃতি শান্ত, স্নিগ্ধতাই তার ধর্ম। আপনি তাকে ভুল বুঝছেন!

শিব। ভুল? (সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া) This is woman—এই ভদ্রমহিলাটি অবিকল সুনন্দার মত ছিলেন।

অতুল। এখন আমার কিছু কথা আছে। আপনাকে এতদিন জানাই নি। সন্দেহ হয়েছিল—কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারিনি বলে জানাইনি। আজ আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছি। খাদের ভিতরে fire হবার সম্ভাবনা হয়েছে।

শিব। (ছবির নিকট হইতে ঘুরিয়া অতুলের কাছে আসিলেন) কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে? fire? আগুন?

অতুল। হ্যাঁ, আগুন। খাদের ভিতর গরম কিছুদিন থেকেই বেড়েছে। কুলীরা বলেছিল, আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন—ওটা কুলীদের মজুরী বাড়াবার একটা ফিকির। মধ্যে মধ্যে এক আধজন কুলী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

শিব। এক আধজন কুলীর অজ্ঞান হওয়াটা নিশ্চিত প্রমাণ নয়। অমিতাচারী হতভাগার দল মদটদ খায়—তারপর খারাপ শরীরে খাদে নামে—অজ্ঞান হয়। আমার প্রশ্ন Do you feel it? তুমি বুঝতে পারছ?

অতুল। আমি তো বললাম – আমি প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে এসে পেঁচেছি।

[সুনন্দার প্রবেশ]

সুনন্দ। বাবা।

শিব। (তাহার দিকে তাকাইলেন না, শুধু সেইদিকে হাত তুলিয়া বলিলেন) এখন নয় মা, অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার কথা বলছি আমরা।

[সুনন্দা চলিয়া গেল]

প্রতিকারে তুমি কি করতে বল?

অতুল। যেখানে গরম বেশী—I mean source locate ক'রে সেই কয়েকটা সুড়ঙ্গ seal ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হোক,—আর আরও একটা shaft কেটে উত্তাপ বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

শিব। (প্ল্যান পাড়িয়া খুলিয়া ধরিলেন) দেখাও তো কোন কোন গ্যালারী তুমি seal করতে চাও?

অতুল। This one—This one—

শিব। তুমি যা বলছ তাতে পশ্চিম দিকের একটা বিরাট অংশ চিরদিনের মত বন্ধ করতে হবে।

অতুল। কিছু মনে করবেন না। না করলে—হয় তো আরও অনেক বেশী অংশ শেষে ছেড়ে দিতে হবে।

শিব। আমার বিবেচনায় shaft কাটিয়ে কয়েকদিন দেখা হোক। চেষ্টা

ক'রে দেখা যাক। তাতে একটার জায়গায় দুটো shaft কেটে উত্তাপ বেরুবার পথ করে দাও। দেখতে দোষ কি! (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আমি নিজে একবার দেখতে চাই।

[কুড়ারাম ওভারম্যানের প্রবেশ। আসিয়াই সেলাম করিয়া দুলিতে লাগিল]

কুড়ারাম। আজ্ঞা হুজুর, সাত নম্বর ধাওড়াতে একজন কুলি মরেছে, ডাক্তার বলেছে—কলেরা। আর একজনকেও ধরেছে বলছে।

শিবু। যে লোকটা মরেছে—তার লাশটা জ্বালিয়ে দাও। যার হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ডাক্তারকে খবর দাও। (প্ল্যান দেখিতে লাগিলেন)।

অতুল। Overmanবাবু!

কুড়া। আজ্ঞা জামাই—(বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল, দুলুনি থামিয়া গেল)।

অতুল। আমার মনে হয় যারা কাল রাত্রে মদ-মাংস খেয়ে overtime খেটেছে—তাদেরই কেউ কলেরা হয়ে মরেছে! সত্যি কি?

কুড়া। আজ্ঞা হ্যাঁ।

অতুল। ঘড়ির ছোট কাঁটা বড় কাঁটার কাজ করতে ছুটলে—কি হয় দেখেছেন?

কুড়া। আজ্ঞা হ্যাঁ।

অতুল। দেখেও আবার আপনি তাই করেছেন? আপনি overman, আপনার কাজ খাদের নীচে। কার কোথায় অসুখ হ'ল—সে দেখবার ভার ডাক্তারের।

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। তবে?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু—ই কুঠীর প্রথম থেকে আমি আছি আজ্ঞা, নিজের হাতেই কুঠী গড়েছি। তখন ই সব ডাঙা ছিল, জঙ্গল ছিল—ভালুক-সুঙার ডাঙায় ভালুক আসত রাতে। একা এসে আমি—

অতুল। থামুন আপনি। যান এখন। (তবু overman গেল না) যান—যান।

রায়। (প্ল্যান হইতে মুখ তুলিয়া) যাও—যাও। (কুড়ারাম দুঃখিত ভাবে চলিয়া গেল। আঙুল দেখাইয়া দিলেন। ওদিকে ঠিক এই সময়েই প্রবেশ করিল সুনন্দা হাতে খাবারের থালা)

সুনন্দা। এমনি করেই মানুষকে তাড়িয়ে দিতে হয়?

শিব। তুই এই সময় খাবার নিয়ে এলি সুনন্দা?

সুনন্দা। বেলা যে অনেক হয়েছে বাবা।

শিব। কটা বাজল?

সুনন্দা। একটা বেজে গেছে বাবা।

শিব। ফিরতে অন্তত তিন ঘণ্টা। চারটে বেজে যাবে। এ বেলা আর খাওয়া হবে না মা। এস অতুল।

সুনন্দা। না—বাবা—সে হবে না। খেয়ে যাও। আমি নিজের হাতে রেঁধেছি!

শিব। ছেলেমানুষী করো না মা। Don't behave like a baby—

[স্নেহভরেই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন]

অতুল জীবনে কখনও ভাগ্যকে স্বীকার করিনি। পুরুষাকারকে অবলম্বন করেই চলেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—সময়টা খারাপ। যা তুমি বলছ, তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা—বহু লক্ষ টাকা who can say গোটা মাইনটাই নষ্ট হয়ে যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুনন্দা। লক্ষ লক্ষ টাকা বহু লক্ষ টাকা—! খাবারের থালাটা জানালা খুলিয়া ফেলিয়া দিল) হায়রে টাকা! হায়রে মানুষ!

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় ডাঃ চ্যাটার্জীর বাড়ী

চ্যাটার্জী ও রমা

চ্যাটার্জী। বলুক মা, যে যা বলছে বলুক। তোকে আমি জানি। সেদিন তুই আমাকে বলেছিলি—পুরাকালে অস্ত্র ছিল খাঁড়া, তারপর হয়েছিল তলোয়ার, আজ তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। লোকে আমায় বলে—আমার সংসারজ্ঞান নেই, আমি অন্ধ। অন্ধও যদি হই আমি—তবু আমার স্পর্শ-বোধ তো আছে মা। আমি যে স্পর্শ ক'রে বুঝতে পারছি—আমার সোজা তলোয়ারে একবিন্দু মরচের কর্কশতা কোথাও পড়ে নি। মালিন্যহীনা তলোয়ারের ওপর রোদের ঝক্‌মকানি অন্ধ চোখেও যে অনুভব করতে পারি—উত্তাপের স্পর্শ এসে যে চোখে লাগে।

রমা। মনে আমি কিছু করিনি বাবা, কিন্তু আমার এই দুঃখ যে মানুষের এত বিষ ?

চ্যাটার্জী। বিষই তো মানুষের স্বভাবের আদিম সম্পত্তি মা। সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। দেবতাদের মধ্যেও কেবল একটি দেবতাই নীলকণ্ঠ। তিনিই মঙ্গলের দেবতা। কুৎসাপূর্ণ চিঠিগুলো আমি তখনই পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তোকে দেখানো উচিত। আমাকে উপলক্ষ্য করে এ আঘাত তোর উপরেই আঘাত। তাই তোকে না দেখিয়ে পারলাম না। এখন এগুলো—(চিঠি কয়েকখানা তিনি ছিঁড়িয়া পোড়াইয়া দিলেন)।

রমা। (চ্যাটার্জীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) বাবা! তুমি আমায় আশীর্বাদ কর। (প্রণাম করিল)

চ্যাটার্জী। আশীর্বাদ? (মাথায় হাত দিয়া) আমার সকল আশীর্বাদ তোকে যে অহরহ ঘিরে আছে রমা—নতুন করে কি আশীর্বাদ তোকে করব? বস্ মা বস্। নিখিলেশ আজ ক'দিন আসে নি, না-রে ?

রমা। না, আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি। আমার মনে হয় বাবা, তিনিও বোধ হয় এমনি ধরনের বেনামী চিঠি পেয়েছেন।

চ্যাটার্জী। হবে। বিশ্বাস তো নেই। কিন্তু সে না এলে যে আমার লেখা এগুচ্ছে না মা। নতুন চ্যাপ্টার আরম্ভ করেছি—তাকে শোনাতে না পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। চমৎকার বোধশক্তি নিখিলেশের। ওর নতুন বই খানা পড়েছিস রমা? 'দেবতার নবজন্ম'। সুন্দর বই। আমি অবাক হয়ে গেছি মা—ওর দৃষ্টির ভঙ্গি দেখে!

রমা। পড়েছি বাবা।

চ্যাটার্জী। আমার বই কিন্তু পড়িস নে। একদিনও শুনতে চাইলি না—আমি কি লিখেছি!

রমা। তোমার বই আমি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারি বাবা! তুমি যখন থাক না বাড়ীতে, তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বই পড়ি।

চ্যাটার্জী। (উৎসাহে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুই পড়িস্?

রমা। মুখস্থ বলব বাবা?

চ্যাটার্জী। শুনবি,—আমার নূতন চ্যাপ্টারের আরম্ভটা একটু শুনবি? শোন—(খাতা খুলিয়া) "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"—পৃথিবীর লোককে আমি অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছি—হিন্দু মুসলমান—বৌদ্ধ খৃষ্টান সে যে

ধর্মাবলম্বী হোক, Indian, European, American, কাফ্রি, নিগ্রো, এমনকি অনাবিষ্কৃত অরণ্যের আদিমতম নামহীন জাতি, সে যেই হোক, সব—সব—আমার ভারতের চক্ষে অমৃতের পুত্র, যেহেতু তার সাধনা অমৃতের সাধনা। তোমরা শোন—যারা তোমাদের মধ্যে অমৃতের সন্ধান সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে সেই তাদের কথা তোমাদের বলব, তোমরা শোন।...জানিস রমা, নিখিলের পরামর্শেই আমি ইংরেজী বাংলা দুটো ভাষাতেই লিখছি। আমার দেশবাসীকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর লোককে শোনাবার জন্যে শুধু ইংরেজীতে লেখার কোন অর্থ হয় না। নিখিলেশের যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি।—এরপর ইংরিজীটা একটু শোন—

[নেপথ্যে ডাকপিওন—চিঠি হ্যায় বাবুসাব]

চ্যাটার্জী। কি আশ্চর্য্য! এদের একটুও সময়-জ্ঞান নেই! দেখ, তো মা চিঠিগুলো!

[রমা বাহিরে গিয়া চিঠি লইয়া আসিল, অনেকগুলি চিঠি]

রমা। এ যে অনেক চিঠি বাবা!

চ্যাটার্জী। আমি আমার পুরানো বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখেছিলাম রমা। আমার বইয়ের কথা জানিয়ে তাদের কাছে appeal করেছিলাম। বইখানা ছাপাতে হবে তো! তাঁরাই সব উত্তর দিয়েছেন। (চিঠিগুলি লইয়া খুলিতে খুলিতে) জানিস মা, আমি আরও একটা সঙ্কল্প করে রেখেছি। বল্ তো দেখি কি সে সঙ্কল্প? দেখি তুই আমার মনের কথা অনুমান করতে পারিস কি না?

রমা। তুমি ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরতে যাব বাবা, সেখানকার ইউনিভারসিটিতে তুমি বইয়ে যা লিখেছ তাই বক্তৃতা দেবে।

চ্যাটার্জী। No, no—You get a big zero। পারলে না তুমি। তুমি একটি প্রকাণ্ড রসগোল্লা পেলে।

[রমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

চ্যাটার্জী। আমি আমার বইয়ের Copyright তোদের সেবাশ্রমকে দান করব।

রমা। সত্যি বাবা? সত্যি?

[নেপথ্যে জ্যোতির্ময়ী— কে আছেন বাড়ীতে?]

চ্যাটার্জী। কে দেখত মা, মনে হচ্ছে কোন মহিলা ডাকছেন যেন।

[রমা অগ্রসর হইয়া গেল]

রমা। কে আপনি? ভেতরে আসুন।

[জ্যোতির্ময়ী প্রবেশ করিলেন]

জ্যোতি। এইটে কি বিনোদবাবুর বাড়ী? প্রফেসার বিনোদবিহারী চাটুজ্যে মশায়?

রমা। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে? কোথেকে আসছেন?

[জ্যোতির্ময়ী ডাঃ চ্যাটার্জীকে দেখিয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন]

জ্যোতি। তুমিই বোধ হয় রমা? আমি নিখিলেশের মা। (ডাঃ চ্যাটার্জীকে লক্ষ্য করিয়া) আমি আপনার কাছেই এসেছি।

[নমস্কার করিলেন। রমা প্রণাম করিল—জ্যোতির্ময়ী নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

চ্যাটার্জী। নমস্কার। নমস্কার। আসুন আসুন! বসতে দাও রমা, বসতে দাও মা।

জ্যোতি। ব্যস্ত হবেন না আপনি। (রমা চেয়ার আগাইয়া দিল) থাক্ মা! আমি দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই কথা বলব।

চ্যাটার্জী। রমা, তুমি বরং একটা আসন নিয়ে এস। আপনি নিখিলেশের মা। আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। আমার বহু ভাগ্য।

[রমার দ্রুত প্রস্থান]

জ্যোতি। একটা অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

চ্যাটার্জী। বলুন।

জ্যোতি। আমি আপনার কাছে রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

চ্যাটার্জী। রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছেন?

জ্যোতি। নিখিলেশকে কি আপনি অযোগ্য পাত্র মনে করেন?

চ্যাটার্জী। ও, আপনি রমার সঙ্গে নিখিলেশের বিবাহের কথা বলছেন?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

চ্যাটার্জী। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু—

জ্যোতি। এতে আর কিন্তু করবেন না আপনি। আমি শুনেছি রমা আর নিখিলেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা রয়েছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে কাজ ক'রে বেড়ায়। লোকে এ নিয়ে কথাও বলছে। প্রশংসা নিন্দা দুয়েরই সমান ভাগে ভাগী ওরা। আমার ইচ্ছে ওরা দুজনে জীবনে এক হয়েই কাজ করুক।

চ্যাটার্জী। এর উত্তর তো আমি আপনাকে দিতে পারব না। রমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তার বিবাহ দিতে পারি না।

জ্যোতি। রমা কি—? রমার কি ইচ্ছে নেই?

চ্যাটার্জী। আগে একটি ছেলের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। সে ছেলেটি—

জ্যোতি। জানি। নিখিলেশ সে কথা আমায় বলেছে।

চ্যাটা। নিখিলেশ কি রমাকে বিয়ে করতে চায়?

জ্যোতি। তার কথা বলবেন না সে সন্ন্যাসীর মত ঘুরেই বেড়ায়। অসুখ করলে শুধু বাড়ী আসে—মায়ের দুঃখ বাড়াতে। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করব। এতখানি মেলামেশার পর সে যদি রমাকে বিয়ে না করে, তবে তার চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পাবে না।

[রমার আসন লইয়া প্রবেশ]

থাক্ মা থাক্। (রমার হাত হইতে আসন লইয়া চেয়ারের উপর রাখিয়া দিলেন)

চ্যাটার্জী। রমা, নিখিলেশের মা এসেছেন, তিনি তোমায় পুত্রবধূ করতে চান।

রমা। আমি ওঘর থেকে সব শুনেছি বাবা। কিন্তু না বাবা। আমার পথ আমি পেয়েছি। (জ্যোতির্ময়ী'র মুখের দিকে চাহিয়া) আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। (প্রস্থান)

চ্যাটার্জী। আপনি বলতে পারেন এ আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

জ্যোতি। শুনুন আমি এসেছিলাম, একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। ভাবলাম নিখিলেশ যদি এত হীনই হয়ে থাকে—

চ্যাটার্জী। না, না, না। নিখিলেশ হীন নয়—নিখিলেশ কখনও হীন হতে পারে না—। মিথ্যা সে চিঠি। তেমন চিঠি শুধু আপনিই পান নি। আমিও পেয়েছি। আমি কন্যার পিতা—আমাকে বিশ্বাস করুন—সে মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জ্যোতি। সে রমা মাকে দেখে বুঝেছি, আপনাকে দেখে বুঝেছি, সে চিঠি মিথ্যা। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। নিখিলেশকে আপনি বলবেন—

চ্যাটার্জী। নিখিলেশের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?

জ্যোতি। না; (হাসিয়া) আমার চেয়ে সে ভাল মা পেয়েছে—দেশ-জননী। আমার কথা তার আর মনে হয় না।

[ভিক্ষুক ছেলেটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল]

চ্যাটার্জী। এই যে নিখিলেশের বাহন! কিরে? নিখিলেশ কোথায়?

ছেলে। রমাদি কোথায় ?

চ্যাটার্জী। শয়তান কোথাকার ? জিজ্ঞাসা করলে জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে ! আগে নিখিলেশ কোথায় বল !

ছেলে। (চীৎকার করিয়া) রমাদি ! আসানসোল থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। সেখানে যেতে হবে। কলেরা হয়েছে। নিখিলদা তোমায় যেতে বললে। বললে, ট্রেনের মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। (ছুটিয়া প্রস্থান)

চ্যাটা। এই—ওরে।

[রমার প্রবেশ]

রমা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন ; আমি নিখিলেশবাবুকে নিয়ে আসছি !

জ্যোতি। তুমিই তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো মা। ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময়। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে—ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তাকে বলো দুষ্ট ছেলের মা বলে কি একটুও মন কেমন করে না। (রমা তাঁহাকে প্রণাম করিল) তোদের জয় হোক মা।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিয়ারীর কুলি-বস্তি

[দেশী খাপরায় ছাওয়া কুলি-ধাওড়া'র একাংশ। সরু শালের বোলার খুঁটি দেওয়া নীচু বারান্দা সামনে। অপরিষ্কার বারান্দা। বারান্দার গায়ে ঘরের একটিমাত্র দরজা—একপাল্লা দরজা। দরজা যেমন হালকা তেমনি অসংস্কৃত গঠন। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ২।´×১।৷´ মত একটি আইন-বাঁচানো জানালা। জানালাটিও দরজার অনুরূপ। বারান্দার সম্মুখে খোলা জায়গাটা কদর্য্য নোংরা। কতকগুলো কালো হাঁড়ি-সরা। এক জায়গায় কতকগুলা পাখীর পালক, দুই-এক আঁটি খড় পড়িয়া আছে। কতকগুলা আগাছাও জন্মিয়াছে। কেবল ঠিক মধ্যস্থলে একটি পুষ্পভারে সমৃদ্ধ পলাশের গাছ। লাল ফুলে গাছটি ভরিয়া উঠিয়াছে। বারান্দার উপর দুইটি ঝুড়ি, একটা গাঁইতি, বারান্দারই একপাশে একটা জলের হাঁড়ি কাত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আছে, দেওয়ালে দড়ির আলনায় একখানা

কালো রঙের কাপড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো আছে একটা কেরোসিনের ডিবে। ঘরের খোলা দরজার ভিতর দেখা যাইতেছে আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শব। বারান্দায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে একজন কয়লাকাটা শ্রমিক। তাহার হাতে একটা শূন্য এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দুই হাতে সেটা ধরিয়া সে সম্মুখে বাড়াইয়া বলিতেছে—"জল—জল! জল—জল!"

বারান্দার বাহিরে খোলা জায়গাটার একদিকে কতকগুলি শ্রমিক মেয়ে ও একটি দীর্ঘাকৃতি শ্রমিক পুরুষ। নাম ভক্তা। অপরদিকে কুড়ারাম ওভারম্যান ও কলিয়ারির ডাক্তার। ওভারম্যান কুড়ারাম দাঁড়াইয়া ঢুলিতেছে। ভক্তা সর্দার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে রুগ্ন শ্রমিকটির দিকে। ডাক্তার একটা শিশিতে ওষুধ চোখের সামনে ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ঝাঁকি দিতেছে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। কাল—সন্ধ্যার পর। শুধু একটা ডিবে জ্বলিতেছে—]

কুড়া। তুই এর উপরে মদ খেয়েছিস ভক্তা?

ভক্তা। মদ খাব না তো বাঁচব কি ক'রে বাবু? বুকটা যে আমার কি করছে! উয়াদিগে যি আমি নিয়ে এলাম ইখানে। আমি উয়াদের সর্দার। উয়ারা চাষ করছিল—বাস করছিল—থাকছিল। তোমরা বললে বাবু—লোক নিয়ে আয়, সর্দার হবি, সর্দারি দিব, আমি নিয়ে এলাম, বললাম—মেয়ে মরদে খাটবি—পয়সা পাবি। মেয়েটা মরে গেল, মরদটা মরছে।

ডাক্তার। এই নে। ওষুধটা খাইয়ে দে। তিন খোরাক বুঝলি! একবারে সবটা খাওয়াস না যেন।

ভক্তা। আমার ডাক ছেড়ে চেঁচাইতে মন হছে বাবু। তু আমাকে কিছু বলিস না।

[প্রবেশ করিল রমা, নিখিল ও বিছে, সঙ্গে কানাই]

কানাই। এই দেখুন, ওই কুলিসর্দার ভক্তরাম। ওই ডাক্তারবাবু আর —ওই হল কুড়ারাম ওভারম্যান। ডাক্তারবাবু, এঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে। আচ্ছা আমি যাই মশায়! কাজ ছেড়ে এসেছি। জানলে পরে জামাইবাবু মাথাটি নিয়ে নিবে। (প্রস্থান)

কুড়ারাম। কানাই হে, কানাই! (অনুসরণ)

[রমা, নিখিল, বিছে এতক্ষণ চারিদিকে দেখিতেছিল। বিছে ঘরের দরজার কাছে গিয়া পিছাইয়া আসিয়া]

বিছে। মড়া! ঘরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে—

রমা। মরে পড়ে আছে?

নিখিল। (বারান্দায় লোকটিকে শোয়াইয়া) ঘরে মরেছে—বাইরে মরেছে! (হাসিল) গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন রমা দেবী, গাছটা ফুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি কাউকে বঞ্চনা করে না। তার বসন্ত সর্ব্বত্র আসে। কিন্তু মানুষের জীবনে কোথাও চিরদিন মেরু তুষারে ঢাকা, অনন্ত শীত-রাত্রি!

ভক্তা। (প্রণাম করিয়া) আপনকারা কে বাবু? হাঁগো মা-ঠাকরুণ?

রমা। তোমাদের অসুখ হয়েছে শুনে আমরা এসেছি—তোমাদের দেখতে, সেবা করতে। তুমি এদের সর্দ্দার?

ভক্তা। হাঁ, উয়ারা আমার আপন জাত, আমার গাঁয়ের মানুষ। আমি সর্দ্দার। উদিগে আমি ইখানে লিয়ে এলাম। বারো জনা মরে গেল ঠাকরুণ! আমার মনে হচ্ছে আমি ডাক ছেড়ে চেঁচাই।

নিখিল। পাউডারটা বের করুন রমা দেবী।

রমা। (অগ্রসর হইয়া) এই যে।

নিখিল। (পাউডার লইয়া) বিছে—মুখে জল দে দেখি।

[বিছে রোগীর মুখে জল দিল, নিখিল পাউডার ঢালিয়া দিল]

ভক্তা। ওই দেখেন ঠাকরুণ, ঘরে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। বাবুরা বলছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যা। বলেন ঠাকরুণ তাই পারি? আপনার মানুষ—আপন জাত!

[নিখিল উঠিয়া ঘরের মড়াটা দেখিয়া]

নিখিল। কত দূর নিয়ে যেতে হবে বল তো? শ্মশান কতদুর?

ভক্তা। এই খুব নগিছে বাবু। পো টাক্ রাস্তা।

নিখিল। (ভক্তার প্রতি) তোমাতে আমাতে নিয়ে যাব চল। কেমন? পারব না?

ভক্তা। আপুনি আমাদের মড়া ছোঁবেন বাবু?

ডাঃ। আপনি খৃষ্টান বুঝি?

নিখিল। না। (পৈতা খুঁজিয়া) যাঃ, গেল কোথায় রে বাবা!

রমা। কি?

নিখিল। পৈতে!

রমা। (হাসিয়া) ধোপার বাড়ী দেন নি তো?

নিখিল। উঁহু। Duplicate নেই। তা ছাড়া কালই যে পাক দিতে

দিতে গলায় প্রায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলাম। (পৈতে পাইয়া) এই যে! এই। দেখুন জাতি ব্রাহ্মণ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈকষ্য হলেও—ভঙ্গ কুলীন।

ডাঃ। তাহলে আজ্ঞে—এ আপনাদের কি রকম আচরণ? নীচ জাতের মড়া ছোঁবেন?

রমা। ভাববেন না, ফিরে গিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব। এখন আমাদের একটু সাহায্য করুন দেখি।

ডাঃ। মাপ করবেন, মড়া আমি ছোঁব না। (প্রস্থান)

নিখিল। মড়া আপনাকে ছুঁতে হবে না। শুনুন—শুনুন।

[কুড়ারামের প্রবেশ]

কুড়া। বলেন, আমাকে বলেন কি করতে হবে।

নিখিল। আমরা এখানে কলেরার রোগীদের সেবা করতে এসেছি। আমাদের থাকতে হবে তো! একটু থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত চাই—এই আর কি!

কুড়া। শুনেছি আজ্ঞা সব শুনেছি, কানাই বলেছে আমাকে। ইয়ার লেগে ভাবনা কি আজ্ঞা। সে আমি ঠিক করে দিছি। এখুনি ঠিক করে দিছি। আমি এখানকার ওভারম্যান—নাম কুড়ারাম চক্রবর্ত্তী। মালিক রায়বাহাদুর আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জামাইবাবুও লোক খুব ভাল। বিলাত-ফেরৎ। এখুনি বলে আমি সব ঠিক করে দিছি। আমাকে বললেন—ভালই করলেন। সব ঠিক করে দিছি আমি। (প্রস্থান)

রমা। Idiot কোথাকার।

নিখিল। বাদ দিন রমা দেবী, বাদ দিন। এই নিখিলচন্দ্রই যদি কোন দিন মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে—তবে সেও বড় সাহেবের সম্বন্ধে এমনি পঞ্চমুখই হয়ে উঠবে! হয় তো—একটু চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষায়—একটু চালাকিপূর্ণ চালে—তবে—ব্যাপারটা ঠিক একই। দেশী মুড়ি আর টিনবন্দী পার্চ্চড রাইস।

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।
এ আমার, এ তোমার পাপ!

যাক গে—এক কাজ করুন। খানিকটা গ্লুকোজ দেওয়ার দরকার। আপনি ব্যবস্থা করুন বিছেকে নিয়ে। আমি বরং মালিকদের কাছ থেকে ঘুরেই আসি একবার। কাজ কি অনাবশ্যক ঝগড়া করে! তুমি আমাকে একটু পথ দেখাও তো ভাই—কোথায় তোমাদের মালিক থাকেন দেখি। এসে মড়াটি বের করবার ব্যবস্থা করব।

[ভক্তা ও নিখিলেশের প্রস্থান। রমা বসিয়া ব্যাগ হইতে গ্লুকোজের বোতল বাহির করিল]

বিছে। রমা দি, ওই চোঙাটা থেকে কেমন আগুন বেরুচ্ছে দেখ !

রমা। ওসব পরে দেখবি। তুই এগিয়ে দেখ—ডাক্তার ছেলেদের গাড়ী কতদূর ! একেবারে এখানে নিয়ে আসবি। (বিছের প্রস্থান)

[রমা আবৃত্তি করিতে লাগিল]

ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়—
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি অভিমান—
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,

[কুড়ারাম ও অতুলের প্রবেশ]

কুড়া। এই দেখুন—ইঁযারা এসেছেন আজ্ঞ', দেবতুল্য লোক, সেবা করতে এসেছেন। তাই বললাম আমি—আমাদের জামাইবাবু—ভারী জবর লোক, বিলাত-ফেরৎ—শুনবামাত্র ছুটে এসেছেন। আমি তা'হলে রায়বাহাদুরকে খবর দি আজ্ঞা। (প্রস্থান)

[অন্ধকারের জন্য অতুল ও রমা পরস্পরকে চিনিতে পারে নাই রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অতুল কাছে আসিল।]

অতুল। নমস্কার ! আপনারাই এসেছেন এখানে—কলেরায় কাজ করতে—

[পরস্পরের কাছে আসিল, অতুলের হাত হইতে টুপি পড়িয়া গেল। রমার হাত হইতে কাপটা পড়িয়া গেল]

রমা। কে? আপনি?

অতুল। তুমি? রমা? তুমি?

রমা। (আত্মসম্বরণ করিয়া কাপটা কুড়াইয়া লইয়া) নমস্কার! হ্যাঁ আমরাই এসেছি এখানে—কলেরায় সেবা করতে। ভাল আছেন আপনি?

অতুল। হ্যাঁ।

রমা। আর কিছু বলবেন অতুলবাবু?

অতুল। এই ব্রত গ্রহণ করেছ জীবনে?

রমা। ভাবপ্রবণ বাংলা দেশের মেয়ে আর কি করতে পারে বলুন।

অতুল। জানি না। সে সব কথা আলোচনার আমার অধিকার নেই। তবে যদি বলি মুগ্ধ হয়েছি শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তর নিয়ে তোমাদের স্বাগত সম্ভাষণ

জানাতে এসেছি তবে অবিশ্বাস করো না। শুধু স্বাগত সম্ভাষণ নয়—সাদর নিমন্ত্রণ—

রমা। নিমন্ত্রণ?

অতুল। হ্যাঁ। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তোমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছ; কিন্তু তোমাদের সেবারও তো প্রয়োজন আছে। তুমি শুনেছ নিশ্চয়—ওভারম্যান আমাকে জামাইবাবু বলে ডাকছেন। আমি বিবাহ করেছি। আমাদের ওখানে চল তোমরা, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তোমাদের সেবা করব।

রমা। সে কথা তো আমাকে বললে হবে না। আমাদের সম্পাদককে বলতে হবে।

অতুল। কে তোমাদের সম্পাদক? কোথায় তিনি?

রমা। নিখিলেশবাবু বোধ হয় আপনাদের বাড়ীর দিকেই গেছেন।

অতুল। নিখিলেশবাবু? নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? লেখক?

রমা। হ্যাঁ। চেনেন তাকে আপনি?

অতুল। নামটা চিনি। নিখিলেশবাবু—(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রায় বাহাদুরের বাংলো

[সুনন্দার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র। সুনন্দা অন্ধকারের মধ্যেই বসিয়াছিল। বাহিরে রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল, এবং নিজে একটি জানালার ধারে—বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

রায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করুন। ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ওষুধ যত শীঘ্র হয় পাঠিয়ে দিক। Public Health Department, Bengal. কলিয়ারীর বাহিরে—ওই ডাঙাটায় খড়ের ছাউনি করে Emergency Hospital-এর জায়গা করুন।

ম্যানেজার। শুনেছি, আসানসোলে সেণ্টার করে একদল সেবাসংঘের লোক কাজ করছে—তারাও বোধ হয় খবর পেয়েছে। কলকাতা থেকে কিছুদিন হ'ল আসানসোলে এসেছে।

রায়। সেবাসংঘ? ভলেন্টিয়ার? না-না-ওদের উপর আমার বিশ্বাস নেই আস্থাও নেই। আপনি Public Health Department-এ ভার করুন। নিজের সেবায় যারা অক্ষম তারাই পরের সেবা ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

ম্যানে। যারা মারা যাবে—তাদের ছেলে মেয়েদের কিছু টাকা দেওয়া দরকার। নইলে কুলি সব পালাবে। টাকা পেলে ওইটের জন্তেই থাকবে। আমি বলি—male member মারা গেলে তিরিশ—আর female member এর জন্তে কুড়ি—

রায়। তিরিশ আর কুড়ি? ওটা পঞ্চাশ আর তিরিশ করে দিন। আজ পর্য্যন্ত মারা গেছে—বাইশ জন না?

ম্যানে। হাঁ। হয়ে রয়েছে পনের জনের।

রায়। They are my men—আজই telegram করুন আপনি। আজই।

ম্যানে। যে আজ্ঞে।

রায়। আমাদের বাংলো কম্পাউণ্ডের কুয়োগুলোকে ডিস্‌ইন্‌ফেক্ট করা দরকার। পাহারা রাখাও দরকার।

ম্যানে। আজই করিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

রায়। একটা কথা। ম্যানেজারবাবু! (ম্যানেজার পুনরায় ফিরিল)

রায়। প্রফেসর বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়কে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠাবার কথা—সেটা পাঠানো হয়েছে কি না জানেন?

ম্যানে। ও—হাঁ। বই ছাপাবার জন্তে তো? পাঠানো হয়েছে তো! দশ টাকা হিসেবে—দেড়শো বই পাঠাবার জন্তে চিঠির ড্রাফ্‌ট্‌ও করে দিয়েছি। সেটা বোধ হয় আজই যাবে।

রায়। না-না-না। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। ও চিঠি পাঠাতে হবে না। আমার নামে পাঁচশো টাকা চ্যারিটি এ্যাকাউন্টে খরচ লিখবেন।

ম্যানে। বাকী হাজার টাকা?

রায়। ওটা অতুলবাবুর টাকা। উনি নিজের নামে পাঠাতে চান না বলেই আমার নামে পাঠাতে বলেছি। অতুলবাবু আমায় চেক দিয়েছেন। ও টাকার জমাখরচ রাখতে হবে না।

ম্যানে। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

[রায় বাহাদুর এতক্ষণে সুনন্দাকে লক্ষ্য করিলেন। জামা খুলিতে খুলিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন]

রায়। সুনন্দা? (সুনন্দা মুখ ফিরাইল) ওখানে দাঁড়িয়ে তুই? ওখানে এমন করে কেন রে?

সুনন্দা। এমনি বাবা। বাইরেটা দেখছিলাম। অন্ধকার দেখছিলাম। শরৎচন্দ্রের বইয়ের কথা মনে হচ্ছিল অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে!

রায়। তুই বই পড়তে বড় ভাল বাসিস। সেদিন আমার ওপর রাগ করে বইগুলো কেরাণীদের দিয়ে দিয়েছিস।

সুনন্দ। না বাবা।

রায়। না বললে আমি শুনবো কেন? ভাল, আবার বইয়ের অর্ডার দে তুই। পাঁচ হাজার টাকা দেব তোকে আমি বই কিনতে।

সুনন্দা। না বাবা। বই আর পড়ব না। কি হবে?

রায়। আমার উপর তোর একটা নিদারুণ অভিযোগ আছে যেন, আমি সেটা যেন মধ্যে মধ্যে অনুভব করি। এদিকে আয় সুনন্দা!

[সুনন্দা কাছে আসিল]

রায়। (উঠিয়া তাহার মুখ তুলিয়া) সুনন্দা!

সু। বাবা।

রায়। আমি তোর বাপ। তুই কি একথা বলতে পারিস—কখনও তোকে আমি দুঃখ দিয়েছি, তোর কোন সাধ অপূর্ণ রেখেছি, তুই যা চেয়েছিস আমি দিই নি!

সু। আমি কি কখনও সে কথা বলেছি বাবা?

রায়। মুখে বলিস নি। কিন্তু তোর মা সমস্ত জীবন আমাকে এমনি যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। আবার তুই-ও তাই আরম্ভ করেছিস। কিন্তু কেন?

[সুনন্দা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

রায়। বল্ সুনন্দা। আমি আজ তোর উত্তর শুনতে চাই। কেন?

সু। সংসারে সাধের জিনিষ পাওয়াই কি সব বাবা?

রায়। তবে মানুষ মানুষের জন্যে আর কি করতে পারে সুনন্দা?

সু। কিছু পারে না বাবা—কিছু পারে না। তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা। আমায় ক্ষমা কর তুমি। (দ্রুত প্রস্থান)

[রায় বাহাদুর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন সুনন্দা পুনরায় প্রবেশ করিল]

সু। আমার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কি তাঁর কাছে থাকতে পারতে না বাবা?

রায়। আমার দুরদৃষ্ট—বিরাট কাজের মধ্যে কোন মতেই আমি ছুটি পেলাম না। বম্বেতে আটকে গেলাম। কাজ ফেলে আসতে পারলাম না!

সু। কাজ! কাজ! কাজ! সে তোমার কাজ! তাতে অন্য কার কি? তাতে তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু আমার মা? তাঁর ক্ষতির দুঃখ তুমি বুঝতে পার বাবা? তাঁর সেই দুঃখ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

[সুনন্দা আবার চলিয়া যাইতেছিল]

রায়। (আর্ত্তস্বরে) সুনন্দা! অতুলও কি তবে তোকে—(সুনন্দা ফিরিয়া একটু হাসিল)

সুনন্দা। না, তিনি আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন না বাবা। তাঁর দেওয়া জিনিষের বোঝার ভারে আমার নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। এত যত্ন তুমিও করতে না বাবা। (প্রস্থান)

[রায় বাহাদুর সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন]

রায়। তুমি! তুমি! তুমি আমায় অভিসম্পাত দিয়ে গেছ!

[নেপথ্যে ভক্তার কণ্ঠস্বর]

রায়। সুনন্দা! জানিস কত বড় বিরাট কাজ তখন আমার মাথায়?

ভক্তা। (নেপথ্যে) মালিকবাবু। হুজুর!

নিখিল। (নেপথ্যে) কে আছেন ভেতরে?

রায়। কে?

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি একজন বিদেশী।

রায়। ম্যানেজারবাবুর কাছে office-এ যান। এখানে নয়।

নিখিল। (নেপথ্যে হইতেই) আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

রায়। ভেতরে আসুন।

নিখিল। (বলিতে বলিতেই প্রবেশ করিল) আমরা এসেছি কলকাতার এক সেবাশ্রম থেকে—এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্যে। নমস্কার! তাই আপনার অনুমতি—

রায়। কে—কে—কে তুমি?

নিখিল। আমাব নাম—এ কি? আপনি কাকাবাবু?

রায়। নিখিলেশ, তুমি নিখিলেশ?

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছি!

রায়। কলেরায় সেবা করতে এসেছ? Truth is stranger than

fiction। জানো নিখিলেশ, এই কলিয়ারী, আমার সব তোমায় দিতে চেয়েছিলাম।

[প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল]

নিখিল। কাকাবাবু, সুনন্দা আমার বোন, তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করি।

রায়। থাক নিখিলেশ, সুনন্দার আলোচনা থাক। আমার বিশ্বাস ও আলোচনায় তোমার অধিকার নেই।

নিখিল। বোনের সম্পর্কে আলোচনায় অধিকার কি ভাইয়ের নেই কাকাবাবু?

রায়। Truth is truth—সূর্য্যের আলোয় রং ধরানো যায় নিখিলেশ? চোখে রঙীন চশমা পরতে হয়, ওকে বলে আত্মপ্রতারণা।

নিখিল। বেশ—ও আলোচনা করব না—থাক—

[সুনন্দা বাহির হইয়া আসিল]

সুনন্দা আমি সুনন্দা! আপনি নিখিলেশবাবু—লেখক! (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল) আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আপনার ভক্ত পাঠিকা।

নিখিল। আশীর্ব্বাদ করি স্বর্গের লতার মত তুমি ফুলে ফলে ভরে ওঠ।

সুনন্দা। আপনি এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্ম এসেছেন?

নিখিল। হ্যাঁ। তাই এসেছি—কাকাবাবুর অনুমতির জন্ম।

রায়। সে অনুমতি আমি দিতে পারব না নিখিলেশ।

সুনন্দা। কেন বাবা?

রায়। কারণ এ অনুমতি না দেবার অধিকার আমার আছে।

নিখিল। কিন্তু আমি তো আমার কাজ থেকে নিরস্ত হতে পারব না কাকাবাবু।

রায়। They are my men নিখিলেশ, আমার আশ্রিত—আমার পোষ্য—তারা, তাদের ব্যবস্থা আমি করেছি।

নিখিল। তারা এখানে খেটে খায় কাকাবাবু। আপনার আশ্রিতও নয়—পোষ্যও নয়।

রায়। কলিয়ারী আমার, কুলী আমার। তাদের ভার আমার।

সু। বাবা!

রায়। না—সুনন্দা, না।

সু। আমিও এ কলিয়ারীর একজন ডিরেক্টর—আমি বলছি ওঁদের সে অধিকার আছে।

[অতুলের প্রবেশ]

তুমি এসেছ? ইনি লেখক নিখিলেশবাবু। এখানে এসেছেন কলেরার সেবা করতে।

অতুল। আপনি নিখিলেশবাবু? আমি অতুল। সুনন্দার স্বামী। আপনাকেই আমি খুঁজছি।

নিখিল। আপনি অতুলবাবু!

অতুল। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি নিখিলেশবাবু।

নিখিল। অতুলবাবু, নিমন্ত্রণ জানাতে হবে রমা দেবীকে—তিনি—

অতুল। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে নিখিলেশবাবু। রমা বললে—আপনি সঙ্ঘের সম্পাদক—নিমন্ত্রণ আপনাকে জানাতে হবে।

নিখিল। রমা বলেছে—আমি সম্পাদক—নিমন্ত্রণ আমাকে জানাতে হবে?

অতুল। আমি তার কাছ থেকেই আসছি নিখিলেশবাবু। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—

নিখিল। ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু মাফ করবেন অতুলবাবু, আপনাদের নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

অতুল। কেন নিখিলেশবাবু?

নিখিল। অসহনীয় দারিদ্র্য, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনার অন্ধকূপেব মত ওই কুলী-বস্তিতে নিপীড়িত মানুষের সেবা করতে এসেছি আমরা, আপনাদের রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস-প্রাচুর্য্যের আরামের নিমন্ত্রণে আমাদের আকাঙ্ক্ষাও নেই, অধিকারও নেই। ওই কুলী বস্তিতে সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই আমরা কৃতার্থ হব। (প্রস্থানোদ্যত রায় বাহাদুর পথরোধ করিলেন)

রায়। আমি সে আশ্রয়টুকুও দিতে অক্ষম নিখিলেশ। আমার কলিয়ারী তোমাদের এই মুহূর্ত্তে ছেড়ে যেতে হবে।

সুনন্দা। বাবা!

রায়। থাম সুনন্দা। আমি এখানে ইমারজেন্সী হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছি। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে—কম্পাউণ্ডার আসছে—তোমাদের কোন প্রয়োজন হবে না এখানে।

নিখিল। আপনার হাসপাতালে আমাদের কাজ করতে দিন। আমরা নার্সের কাজ করব।

রায়। ভাল। অতুল—

অতুল। বলুন!

রায়। আমার এই বাংলোর সমস্ত ফার্নিচার বের করে দাও। এই বাংলোয় হবে ইমারজেন্সী হাসপাতাল। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

কুলিবস্তির সেই ধাওড়া

[চারিদিকে এখন আর কোন অপরিচ্ছন্নতা নাই। চারিদিকে একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাই তকৃতক্ করিতেছে। পুষ্পিত পলাশ গাছটার নীচে নিখিলেশ ও অতুল পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।]

অতুল। কলিয়ারীর মালিকের জামাই হিসেবে নয়, কলিয়ারির সুপারিণ্টেডেণ্ট হিসেবেও নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আপনাদের আমি—কি বলব? ধন্যবাদ নয়—কৃতজ্ঞতাও নয়, শ্রদ্ধা, নিখিলেশবাবু, অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

নিখিল। ফ্যাসাদে ফেললেন অতুলবাবু, ওই শ্রদ্ধা জিনিসটা আমার খুব বরদাস্ত হয় না। মানে—ওটা খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তার চেয়ে প্রীতি, স্নেহ, এগুলো অনেক ভাল লাগে আমার। 'আবার খাবো' গোছের জিনিস—খেয়ে অরুচি ধরে না, ছেলে বুড়ো সবারই সমান মুখরোচক (হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়াও মাধুর্য্যের সঙ্গে বলিল) আমাকে আপনার প্রীতিভাজন বন্ধু মনে করলে আমি সুখী হব, সত্যিই তৃপ্তি পাব অতুলবাবু!

অতুল। আমি দিতে চাইলাম শ্রদ্ধা—কিন্তু আপনি নিতে চাইলেন প্রীতি; সে যে আমারই বড় ভাগ্য—অযাচিত সৌভাগ্য।

নিখিল। আপনি কিন্তু বড্ড formal অতুলবাবু! বড্ড গম্ভীর! কি এত ভাবেন মশাই?

অতুল। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার জীবনের সাধনা—বড় কঠোর সাধনা নিখিলবাবু। এ আমার অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা। আপনার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে—আমার মতের পার্থক্য অনেক। সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী আমরা। আপনি বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে মুহূর্তের অবকাশ নেই, আমি যেন অনুভব করি—অবকাশের আমার অধিকার পর্য্যন্ত নেই।

নিখিল। অতুলবাবু!

অতুল। আমি বৈজ্ঞানিক। অতিবাস্তব বৈজ্ঞানিক আমি। আমার সাধনা—আমি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করব—স্ববশে আনব। অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য—দুর্লভ বিলাস—শ্রেষ্ঠ আহার সে ক্রীতদাসীর মত জোগাবে আমাকে, আমার স্বদেশবাসীকে, পৃথিবীর মানুষকে। আপনি কবি, আপনি শিল্পী——আপনি সেবাধর্মী, আপনি বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তাকে তুষ্ট করতে চান। আপনি তার ভক্ত। আমি কিন্তু হ'তে চাই তার প্রভু। আপনারা বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছেন? সে অতি নির্মম নিষ্ঠুর, ক্রন্দনে গলে না, বন্দনায় হাসে, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। নিখিলেশবাবু, তাই তাকে আয়ত্ত করবার সাধনা আমার; জোর ক'রে তাকে স্ববশে আনব আমি। নারীর মত—পৃথিবীর মত!

[রমা কথার মধ্যস্থলেই অতুলের পিছনের দিকে প্রবেশ করিল]

রমা। তাই আপনার সাধনার হাতেখড়ি বুঝি প্রকৃতির প্রতীক—মেয়েদের ওপর নির্য্যাতন ক'রে অতুলবাবু?

অতুল। (ফিরিয়া) রমা?

রমা। হ্যাঁ, আমি। আপনি—

নিখিল। রমা দেবী। Miss Chatterjee!

অতুল। তোমার কাছে আমার অপরাধ অনেক রমা।

রমা। না, সেজন্ত বলিনি আমি! আপনার হয়তো মনে নেই—আপনাকে আমি বলেছিলাম—না চাইতেই আমি মার্জনা করেছি। আপনি তো জানেন মিথ্যে কথা আমি বলিনে। আমি বলছি আপনার স্ত্রীর কথা। পৃথিবীকে হয়তো জোর ক'রে আয়ত্ত করা চলে অতুলবাবু, কিন্তু নারীকে জোর ক'রে আয়ত্ত করবার কল্পনা করবেন না। সে যদি শক্তিতে আপনার চেয়ে খাটোও হয়—হার মানাটাই যদি তার অনিবার্য্য হয়ে ওঠে—তবে নিজেকে নিজে ধ্বংস ক'রে আপনাকে উপহাস করে সে চলে যাবে। আপনার স্ত্রীর মুখ দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারেন না অতুলবাবু?

অতুল। তোমাকে ধন্তবাদ রমা। সুনন্দার মুখ আমি এবার ভাল ক'রে দেখব—তাকে বুঝবার চেষ্টা করব! কিন্তু ও সব কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে। আমাদের মানে—সুনন্দা এবং আমার বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ তোমাদের।

নিখিল। বেশ, বেশ, আমরা যাব, ঠিক সময়ে যাব অতুলবাবু। তবে একটা কথা—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব রকম চাই কিন্তু। একমাস স্রেফ ভিটামিন চলছে, মানে ভাত আর শাকপাতা। আপনাদের মেন্যু থেকে পালং শাকটা বাদ দেবেন, উদর-জগতে পালং শাকের অরণ্য জন্মে গেছে।

অতুল। আচ্ছা তা' হলে আমি আসি। নমস্কার। (প্রস্থান)

রমা। আমি কিন্তু যাব না নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন? যাবেন না কেন?

রমা। এতদিন কুলি-ধাওড়ায় বাস ক'রে দিনের পর দিন ওদের ওই নুন ভাত খাওয়ার পর—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আমার মুখে রুচবে না।

নিখিল। এই তো পাগলামি আরম্ভ করলেন। না না, ছেলেমানুষি করবেন না রমা দেবী; মানুষকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

রমা। আঘাত কেউ পাবে না নিখিলবাবু, কারণ নিমন্ত্রণের ব্যাপারে আমি নিতান্তই গৌণ। সুনন্দা দেবী আপনার ভক্ত, আপনিই এক্ষেত্রে মুখ্য!

নিখিল। হুঁ? দেখুন (কঠিন স্বরে কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর হাসিল) আপনি খুব রাগ করে আছেন কিনা বলুন তো?

রমা। রাগ? না রাগ কিসের জন্যে—কার ওপর করব?

নিখিল। কার ওপর, কেন, সে সব হ'ল research-এর কথা। সে থাক। রাগ করেন নি, সেইটেই হ'ল বড় কথা। মানে, রাগ হলে রসবোধটাই সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হয় কি না!

রমা। (হাসিয়া) না, রসবোধ আমার নষ্ট হয় নি।

নিখিল। তবে? নিজের দিকের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কি ক'রে? মানে যড়রসের সমারোহের আয়োজনে—আপনি 'না' বলছেন কি ক'রে? তা ছাড়া fools give feast—wise men eat them, রসিকতার এমন উপভোগ্য বাক্যটাকেই আপনি অস্বীকার করছেন?

[ভক্তার প্রবেশ]

ভক্তা। বাবুমশায়! ঠাকরুণ!

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। থামুন। আদিম মানুষ এসেছে তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে চুপ করুন এখন, ভুলে যান সব।

[ভক্তা প্রণাম করিল]

ভক্তা। আপনারা এইবার চলে যাবেন বাবু?

নিখিল। হ্যাঁ ভক্তারাম! কলেরা থেমে গেছে, এইবার আমরা যাব। (ভক্তারাম বসিয়া নিখিলের পায়ে ধরিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিল।) আরে, আরে কর কি?

ভক্তা। চরণটা একটু টিপে দি বাবু।

নিখিল। উঁহু! উঁহু! আমার ভারি সুড়সুড়ি লাগে। আরে, ছাড়—ছাড়!

ভক্তা। আপনারা চলে যাবেন বাবু, আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। না—না। মরণ হবে কেন? খাবে দাবে, কয়লা কাটবে, গান করবে, মরণ হবে কেন? তোমাদের জামাইবাবু খুব ভাল লোক। উনি এবার তোমাদের থাকবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করবেন। আমাকে বলেছেন তিনি।

ভক্তা। খাদের ভিতর ধূমা হচ্ছে বাবু; আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। কি? কি হচ্ছে খাদের ভেতর?

ভক্তা। ধূমা হচ্ছে বাবু। মরব, আমরাই মরব!

নিখিল। ধূমা হ'লে তোমরা নেম না।

ভক্তা। লামতে যে হবে বাবু। খাদটো নইলে বাঁচবে কি ক'রে? বাবুরা জোর করে লামাবে। বেশী টাকা দিবে, আমরা লামব।

রমা। না তোমরা নেম না। বলবে আমরা নামব না।

ভক্তা। হাঁ ঠাকরুণ, বেশী টাকা দিবে যে গো। আমরা লামব না তো ঠাণ্ডারামের দল সব টাকা রোজগার ক'রে লিবে।

নিখিল। হুঁ। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। কি হ'ল? হঠাৎ যুদ্ধের ঘোড়ার মত অধীর হয়ে উঠলেন যে?

নিখিল। আসছি আমি।

রমা। ষড়রসের তালিকা থেকে লবণ রসটা বাদ দিতে বলতে চললেন নাকি?

নিখিল। রসিকতা আপনারও আসে দেখ্‌ছি রমা দেবী। ভারী খুসী হ'লাম কিন্তু। জানেন একবার একজন কবি বন্ধুকে ক'ষে গালাগাল দিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা কিন্তু ভালো হয়েছিল। ভদ্রলোক সত্যিকার রসিক লোক, কবিতা পড়ে ভারী খুসী। একজোড়া দামী গ্লেজকিডের জুতো আমাকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রমা। আমাকেও কি আপনি সেই রকম—

নিখিল। না। (গাছের ডাল নোয়াইয়া ফুল ভাঙিয়া) আপনাকে আমি উপহার দিলাম ফুল। আমি একবার অতুলবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

[নিখিল চলিয়া গেল। রমা ফুলের স্তবকটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল]

ভক্তা। চুলে পর ঠাকরুণ, ভাল লাগবে। আমাদের মেয়েগুলান্ পরে —কেমন ভাল লাগে!

[রমা তাহার মুখের দিকে চাহিল]

রমা। একবার বিছেকে দেখতে পার ভক্তারাম ?

ভক্তা। থাদের মুখে সি বৈসা আছে গো ঠাকরুণ! ডাকব ?

রমা। হ্যাঁ।

ভক্তা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ফুলটো চুলে পরেন ঠাকরুণ। (প্রস্থান)

[রমা প্রথমে গুন গুন করিয়া পরে ক্রমশঃ স্ফুটকণ্ঠে গাহিল]

গান

কাঁটার মাঝে লুকিয়ে বুঝি ফুল ছিল গো, ফুল ছিল।
এবার সে কোন দখিন হাওয়া—
এবার সে কোন দখিন হাওয়া দোল দিল গো—দোল দিল ।।
ছিল আঁধার বিভাবরী,
কূল-হারা মোর ছিল তরী,
আজ প্রভাতে, তোমার তীরে, কূল নিল গো কূল নিল।
কে জানিত ব্যথায় সুখের মূল ছিল ।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনন্দার বাংলোর কক্ষ

[সুনন্দা একা গান গাহিতেছিল]

ফুলের মাঝে কাঁটার বেদন কে দিল রে ?
আমার মনের দখিন হাওয়া কে নিল রে ?

[অতুল আসিয়া সুনন্দার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। গান-শেষে তাহার পিঠে হাত রাখিল। সুনন্দা পিছন-ফিরিয়া দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল]

অতুল। যে গানটা তুমি গাইলে সুনন্দা, ওটার সঙ্গে সত্যিই কি তোমার অন্তরের যোগ আছে ?

[সুনন্দা অতুলের মুখের দিকে চাহিল—তারপর মুখ নত করিল]

অতুল। সুনন্দা !

সুনন্দা। (হাসিয়া) গান—গান। এ গান তো আমি রচনা ক'রে গাইনি।

অতুল। কবিরা তো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গান রচনা ক'রে এসেছেন। আনন্দের গান—সুখের গান—বেদনার গান—দুঃখের গান। তুমি এই গানটিই পছন্দ করলে কেন ?

[সুনন্দা আবার অতুলের মুখের দিকে চাহিল]

অতুল। আমি তোমার কাছে সত্যি সত্যি জানতে এসেছি সুনন্দা—তুমি কি সুখী হওনি ? তোমাকে কি আমি দুঃখ দিয়েছি ?

সুনন্দা। (হাসিয়া) কেন ? হঠাৎ একথা তোমার মনে হল।

অতুল। তোমার বাবা একদিন আমায় বলেছিলেন। আমি সেটাকে তাঁর অতিরিক্ত স্নেহের দৃষ্টি-বিভ্রম মনে করেছিলাম। আজ রমা আমায় ঠিক সেই কথাই বললে। বাংলোর বারান্দায় উঠে শুনলাম যেন তুমি কাঁদছ। চমকে উঠলাম। তারপর বুঝলাম—কান্না নয় গান। কিন্তু সে গান—কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক ব'লে মনে হ'ল আমার।

সুনন্দা। বেশ আবার গান গাই শোন। আনন্দের গান, সুখের গান।

[সে পিয়ানোয় সুর তুলিল]

অতুল। (পিয়ানোয় আঘাত করিয়া একটা প্রচণ্ড বেসুরের সৃষ্টি করিয়া বাধা দিল) না।

[সুনন্দা কাতর বিস্ময়ে অতুলের দিকে চাহিল]

অতুল। আমার কথার উত্তর দাও সুনন্দা।

সুনন্দা। আমি কি কখনও তোমার কোন কথায় না করেছি, বলতে পার ?

অতুল। না, তা করনি। কিন্তু একথা আমার কথার উত্তর নয়।

সুনন্দা। আমি যা বলব—তা কি তুমি—

অতুল। সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করব সুনন্দা। আমি জানি—তুমি কখন মিথ্যে বলবে না—বলতে পার না।

সুনন্দা। না, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, আমি যা বলব—তা তুমি সহ্য করতে পারবে ?

[অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল]

অতুল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুনন্দা। তোমার জীবন আমি বিষময় করে দিয়েছি। তবু আমি যতটা পারি, সংশোধন করবার চেষ্টা করব। আজই আমি এখান থেকে চলে যাব। কেউ জানবে না।

সুনন্দা। তুমি এতবড় কাপুরুষ?

অতুল। কাপুরুষ নই বলেই আমি চলে যাব। কর্ত্তব্য সে যত কঠিন হোক—

সুনন্দা। কর্ত্তব্য? স্ত্রীকে অবহেলা করা—ভালো না বাসাই বুঝি পুরুষের কর্ত্তব্য?

অতুল। কি বলছ সুনন্দা? আমি তোমাকে অবহেলা করি? আমি তোমাকে ভালবাসি না?

সুনন্দা। না। তুমি দু' হাত ভ'রে আমায় ঐশ্বর্য এনে দাও'—তাকে আমি ভালবাসা বলে মানতে পারিনে। তুমি আমাকে পুতুলের মত সাজাতে চাও, শিশুর মত যত্ন করতে চাও—সে আমার সহ্য হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা করো। এ থেকে আমায় অব্যাহতি দাও।

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা!

সুনন্দা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কোন দিন, বল তুমি—জীবনে একটা দিনের জন্তেও—একটা দিনের সামান্ত অংশ, একটা প্রহর—একটা ঘণ্টার জন্তেও তুমি তোমার কাজকে অবহেলা করেছ আমার জন্তে? আমার কাছে বসে—একটা কাজও তুমি ভুলে গেছ কখনও? বল—তুমি বল!

অতুল। সুনন্দা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সুনন্দা। আমার মা—সমস্ত জীবন এই দুর্ভোগ ভোগ করে গেছেন। মা যখন মৃত্যুশয্যায়—বাবা কাজের জন্তে চলে গেছলেন বম্বে। মরবার সময় মা হেসেছিলেন। সে হাসি আমি ভুলতে পারিনে। আমার জীবনেও দেখি—সেই অভিশাপ। তাই হাসতে গেলে মায়ের সেই শেষ হাসিই আমার মনে পড়ে।

অতুল। (সুনন্দার দুই হাত ধরিয়া) সুনন্দা!

সুনন্দা। বলতে পার তোমাকে যে আমি পেলাম না, তুমি নিজেই যে আমাকে পেতে দিলে না, বঞ্চিত করলে—এ দুঃখ কেমন করে ভুলব?

অতুল। আজ থেকে আমি কাজকে ভুলব সুনন্দা। আজ আমার নতুন জীবনের এই আমার সংকল্প!

সুনন্দা। সংকল্প? (হাসিল)

অতুল। তুমি হাসছ? বিশ্বাস করতে পারছ না সুনন্দা?

সুনন্দা। সংকল্প ক'রে কাজ করা চলে, জীবনের ধারা পাল্টানো যায়, কিন্তু হৃদয়? সে কি সংকল্পকে মানে?

অতুল। আমায় বিশ্বাস কর সুনন্দা, আমায় তুমি বিশ্বাস কর।

সুনন্দা। বিশ্বাস নয়। সেই আশ্বাসেই আজ আবার নতুন করে আমি বুক বাঁধলাম। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

[অতুলকে সে প্রণাম করিল]

অতুল। আজ আমাদের উৎসব। সমস্ত দিন আজ তোমার সঙ্গে কাটাব। ভালই হয়েছে! রমা নিখিলেশ এ উৎসবে আমাদের অতিথি। তাদের স্পর্শে আমাদের এই নতুন জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

[নেপথ্যে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর]

নেপথ্যে রায়। তুমি? আরে! তুমি? উঃ—কতদিন পর বল তো!

অতুল। চল সুনন্দা—আমরা পালাই। তোমার বাবা আসছেন। আজ আমরা ইস্কুল পালানো ছেলে। চল—(উভয়ের প্রস্থান)

[রায়বাহাদুর ও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ]

রায়। বস—ভাই—বস। ওঃ Those sweet college days মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে ভারী কষ্ট হয়। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না! তুমি এসেছ—ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার—বিনোদ—

চ্যাটার্জ্জী। শিবপ্রসাদ! তুমি আমাকে আমার বই ছাপাবার জন্যে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছ, তার জন্যেই আমায় আসতে হ'ল—

রায়। Excuse me for interruption, এক মিনিট! দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমি পাঠিয়েছে পাঁচশো টাকা। আর হাজার টাকা পাঠিয়েছেন আমার জামাই। তোমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা সে তোমার ছাত্র। সে তার নাম তোমাকে—

চ্যাটার্জ্জী। না জানালেও আমি জেনেছি। অতুল মুখার্জ্জী। রমা আমাকে জানিয়েছেন।

রায়। রমা?

চ্যাটার্জ্জী। রমা আমার মেয়ে। এখানে সে কলেরায় সেবা করতে এসেছে। সেই আমাকে লিখেছে।

রায়। রমা তোমার মেয়ে? কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি? এতদিন সে এখানে এসেছে, আমায় পরিচয় দেয় নি! অতুলও আমায় জানায় নি! অন্যায় —এ অত্যন্ত অন্যায়।

চ্যাটার্জ্জী। শোন শিবপ্রসাদ, অতুল তোমার জামাই, এ কথা আমি জানতাম না।

রায়। My God! অতুল গেল কোথায়? কিন্তু তোমার মেয়ে wonderful মেয়ে, বিনোদ। যে সেবাটা তারা এখানে করলে, আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে পূর্বে আমার ভুল ধারণা ছিল, সে ধারণা আমার পাল্টে গেল।

চ্যাটার্জ্জী। শিবপ্রসাদ! তোমার চেক আমি তোমাকে ফেরৎ দিতে এসেছি।

রায়। ফেরত দিতে এসেছ? কেন বিনোদ?

চ্যাটার্জ্জী। তুমি দুঃখিত হয়ো না। এই নাও তোমার চেক।

[চেক বাড়াইয়া ধরিলেন]

রায়। বিনোদ!

চ্যাটার্জ্জী। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শিবপ্রসাদ।

[ভিতরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল অতুল, বিবর্ণ পাংশু তাহার মূর্ত্তি]

রায়। ইচ্ছে হয় তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো। নয় কাউকে দিয়ে দিয়ো আমি যা দান করি, সে আমি কখনও ফিরিয়ে নিই না!

চ্যাটার্জ্জী। (অতুলের কাছে গিয়া) অতুল! তুমি এটা ফিরিয়ে নাও। ধর অতুল, ধর।

[অতুল কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া চেক্ গ্রহণ করিল]

রমা কোথায় তুমি জান অতুল? সে কি এখানে—এই বাংলোতে?

অতুল। না। এখানকার কুলিদের—

চ্যাট্যার্জ্জী। থাক্, সে আমি খুঁজে নেব। তুমি দুঃখিত হয়ো না শিবপ্রসাদ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে ধন্যবাদ ভগবান, আমার তলোয়ারে মরচে পড়েনি। সোজা তলোয়ার! (প্রস্থান)

[রায়বাহাদুর অতুলের কাছে গিয়া চেকটা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

রায়। বেয়ারা, খাজাঞ্চীবাবু! কি ব্যাপার অতুল?

অতুল। আপনাকে বলেছিলাম আমাদের এক প্রফেসারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—

রায়। Yes I remember—তা হ'লে এই বিনোদের মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা ছিল? রমা সেই মেয়ে? সুনন্দা জানে এ কথা?

অতুল। জানে। তাকে আমি প্রথম দিনই বলেছি।

রায়। তা হ'লে তোমার কোন অপরাধ নাই অতুল। আমি বলছি। একখানা দেড় হাজার টাকার চেক আজই কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান কোন সাহিত্য-পরিষদে পাঠিয়ে দাও। আর কিছু আমাদের করবার নেই।

[সুনন্দার প্রবেশ]

সুনন্দা। বাঃ বেশ লোক তুমি। পালিয়ে এসেছ তো? এ কি কি হ'ল এমন মুখ কেন তোমার?

রায়। কিছু না মা! অতর্কিতে একটা হুঁচোট খেয়েছে অতুল। কিন্তু তোকে দেখে বড় ভাল লাগছে মা। আয় তো—আমার কাছে আয় তো!

সুনন্দা। দাঁড়াও বাবা—তোমায় আগে প্রণাম করি। আমায় আশীর্বাদ কর বাবা! আর ওঁর মঙ্গল আমার সব অমিলের মীমাংসা হয়ে গেছে!

[রায়বাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

রায়। সত্যি মা—সত্যি?

সুনন্দা। হ্যাঁ বাবা। (প্রণাম করিল)

রায়। অভিমানের বদলে আজ মালা পেয়েছিস—সেই মালা তোর—

(ঝড়ের মত প্রবেশ করিল—কুড়ারাম—পায়ে লাগাইয়া উল্টাইয়া ফেলিল একটা ফুলদানি সমেত টেবিল)—হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেল—হুজুর—সর্বনাশ হয়ে গেল।

[সকলে স্তব্ধ হতভম্ব হইয়া গেল]

কুড়ারাম। (সে আজ ভয়ানক উত্তেজিত, সে দমিল না) খাদের ভিতর Gun powder জ্বলে গেল হুজুর—বারুদ জ্বলে গেল।

রায়। পুতুলের মত বলিলেন—বারুদ জ্বলে গেল।

[অতুল দ্রুতপদে এতক্ষণে দরজায় নিকট হইতে কুড়ারামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

অতুল। (মৃদুস্বরে বলিল) Gun powder জ্বলে গেল?

কুড়া। আজ্ঞে হ্যাঁ। দখিণ দিকের মেন গ্যালারির পাশে ৫৮নং সুঁদের ভিতর দেওয়ালে—(হাত তুলিয়া দেখাইয়া) হোই অমন জায়গায় (হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া) এই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ভক্তা বেটা বললে—বাবু ওই কয়লাটো দেগে দি। এই হপ্তায় আজ্ঞে বিস্তর গাড়ী লাগবে

—তা ভাবলাম যুক্তি মন্দ নয়। টোটা তোয়ের করে—ভক্তাকে নিয়ে—গেলাম দেখতে। বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি।

অতুল। তারপর?

ওভারম্যান কুড়ারাম। তারপর আজ্ঞা? ভক্তা বেটা বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখেছ কি—একেবারে—দিন—দিপ্য—মা—ন। চেয়ে দেখি ফ্যাঁস করে জ্বলে উঠেছে বারুদ!

[এতক্ষণে সে স্তব্ধ হইল। এবং বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল]

রায়। অতুল!

[অতুল সেল্‌ফ হইতে খানকয়েক বই লইয়া তাড়াতাড়ি উলটাইতে লাগিল]

যা উপায় হয় স্থির কর অতুল! তুমি আমায় বলেছিলে। কিন্তু এতখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হবে বলে শুনিনি। তোমার কথা অবিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। (পদচারণা আরম্ভ কবিলেন)

কুড়া। হুজুর।

রায়। চীৎকার ক'র না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তুমি।

কুড়া। আজ্ঞা!

রায়। (আঙুল দেখাইয়া) বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। বাইরে।

[কুড়ারাম বাহির হইয়া গেল]

(পদচারণা করিয়া) আমি জানি—আমি জানি! এমনি একটা কিছু ঘট্‌বে, সে আমি জানি! আমি যেন অনুভব করছিলাম, and it is come.

অতুল। Overman বাবু!

[ওভারম্যানের প্রবেশ]

কুড়া। আজ্ঞা! (দুলিতে লাগিল)

অতুল। ফায়ার-ব্রিক্‌স আর ফায়ার-ক্লে চাই। যত শীগ্‌গির হয়। আজই। দুপুরের মধ্যে।

কুড়া। যে আজ্ঞা।

অতুল। কলিয়ারির চারিদিকে গুর্খা গার্ড বসিয়ে দিন। কোন কুলি যেন না পালায়।

কুড়া। এখনি আজ্ঞা বসায়ে দিব।

অতুল। যে সমস্ত কুলি—খাদের নীচে গ্যাস বন্ধের কাজে work করবে —তাদের মজুরি দেওয়া হবে দু'টাকা।

রায়। দু' টাকায় রাজী না হয় তিন টাকা, চার টাকা। বুঝলে ?

কুড়া। আজ্ঞে হাঁ।

অতুল। যদি কেউ মারা যায়—

সুনন্দা। (সে এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল) মারা যায় ? তারা কি মারা যাবে ?

অতুল। সুনন্দা! একি ? তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছ সুনন্দা !

সুনন্দা। কাজ করতে গেলে লোক মারা যাবে ?

অতুল। (অতুল হাসিল) অসম্ভব নয়।

রায়। কেউ মারা গেলে—পাঁচশো টাকা কম্পেনসেশন দেব আমি—পাঁচশো টাকা। (নিখিলের স্বর বাহিরের দরজায় শোনা গেল)

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি তাতে আপত্তি জানাতে এসেছি কাকাবাবু।

রায়। (ক্রুদ্ধভাবে) কে ? কে ?

[নিখিলেশের প্রবেশ, সে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল]

রায়। (স্তম্ভিত হইয়া) নিখিলেশ !

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি। আপনাদের এই ব্যবস্থায় আমি আপত্তি জানাচ্ছি, কাকাবাবু। পশুকে বলি দেবার আগে তাকে চাল-বেলপাতা খেতে দিই আমরা। কিন্তু দোহাই আপনার—মানুষকে বলি দেবার জন্যে চাল বেলপাতার মত টাকা দিয়ে তাদের ভোলাবেন না !

রায়। নিখিলেশ, তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়বে না ?

নিখিল। এ কথা কেন বলছেন আপনি ? আপনার অনিষ্টচিন্তা আমি জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যে করি নি। আপনাকে আমি—

রায়। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। কিন্তু তবু তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। অশুভ শনির বিবর্ণ ছায়ার ছাপ আমি যেন স্পষ্ট—

নিখিল। ছি—ছি, একি বলছেন আপনি কাকাবাবু ?

সুনন্দা। বাবা! বাবা! কি বলছ তুমি ? বাবা !

রায়। (অত্যন্ত রূঢ় স্বরে) সুনন্দা ! (সুনন্দা সোফায় বসিয়া সোফাতেই মুখ লুকাইল)।

অতুল। (শিবপ্রসাদকে) আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। শান্ত হোন আপনি।

রায়। নিখিলেশ, তোমাকে আমি মিনতি করছি—এখান থেকে তুমি—

নিখিল। (রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া) ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি তা পারি না। গরীব অশিক্ষিত মানুষের লোভের সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবেন—তা জেনেও তাদের ফেলে আমি যেতে পারব না।

অতুল। (সুনন্দার নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) কি করবেন আপনি ?

নিখিল। বিপদের গুরুত্ব তাদের আমি বুঝিয়ে দেব। লোভকে সম্বরণ করতে অনুরোধ করব। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাদের প্রেরণা জোগাব আমি। তাদের আমি বারণ করব।

রায়। তুমি বারণ করবে নিখিলেশ ? (হাসিলেন) ভাল! আমি তাদের ডাকব। তোমাকে আমি এক্ষুণি পুলিশের হাতে দিতে পারি, কিন্তু তা আমি দেব না। তোমাকে স্নেহ করি—তার অপমান আমি করব না। তুমি তাদের বারণ কর, আমি তাদের ডাকব। (দ্রুত প্রস্থান)

অতুল। নিখিলেশবাবু! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনিই আমাকে প্রীতি দিয়ে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আপনাকে আমি সেই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি—মিনতি করছি।

নিখিল। (হাসিয়া) আজ যদি আমি আমার ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করি অতুলবাবু, তবে যে বন্ধুত্বকে আপনি সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন—মুহূর্ত্তে সে দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে। তা আমি পারি না অতুলবাবু!

অতুল। ভাবপ্রবণতায় হিসেবজ্ঞান হারাবেন না নিখিলেশবাবু! Don't be too much sentimental—জানেন এ খনি কত বড় সম্পদ! যে সম্পদ একজনের ব'লে মনে করবেন না। এতে কত মানুষের জীবিকার সংস্থাপন হয় আপনি কল্পনা করতে পারেন না। এই কলিয়ারীর কুলি-কর্ম্মচারীই তার সব নয়! আরও হয়—হাজার হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভর ক'রে আছে। এ সম্পদ জাতির—এ সম্পদ দেশের।

নিখিল। কিন্তু মানুষের জন্যই সম্পদ অতুলবাবু, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়।

অতুল। না—না—না—। নিখিলেশবাবু, মানুষের কোন মূল্য নাই যদি তার শক্তি না থাকে। আর ধন-সম্পদই তার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

নিখিল। না। মাপ করবেন আমাকে, আমি স্বীকার করতে পারলাম না। সম্পদের শক্তি কৃত্রিম—সে মিথ্যা। মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি—তার জীবনীশক্তি—সেই তার শ্রেষ্ঠ সত্য।

অতুল। (স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া)—নিখিলেশবাবু!

নিখিল। (হাসিয়া) অতুলবাবু।

অতুল। তা' হ'লে—

নিখিল। বলুন।

অতুল। আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ অনিবার্য্য!

[পিছন ফিরিয়া সে সুনন্দাকে দেখিল না পর্য্যন্ত; হ্যাট র‍্যাক্ হইতে টুপি ও শক্ত বাঁশের ছড়িটা লইয়া চলিয়া গেল। রমার প্রবেশ]

রমা। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল নিখিলবাবু!

নিখিল। আমি যাচ্ছি রমা দেবী, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

রমা। চলুন, আমিও যাব।

নিখিল। আপনি যাবেন? সুনন্দা দেবী—আমাদের মার্জ্জনা করবেন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।

সুনন্দা। দাঁড়ান। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

রমা। সে কি?

সুনন্দা। হঁ্যা। খাদের নীচে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। কারও শক্তি হবে না বাধা দিতে। হৃদয়হীনতার আঘাত আর আমি সহ্য করতে পারছি না নিখিলেশবাবু, চলুন আমি যাব।

নিখিল। জয় হোক সুনন্দা দেবী আপনাদের জয় হোক।

সুনন্দা। জয়। (হাসিল) চলুন—চলুন।

তৃতীয় দৃশ্য

কয়লা-খাদের খনির অভ্যন্তর

[দুইপাশে কয়লার স্তরের ঘন কাল অসমান দেওয়াল—মাথার উপরে কয়লার ছাদ। দুই দিকে টানেলের মত কয়লার গ্যালারি চলিয়া গিয়াছে। ঠিক মাঝখানেও একটি Side gallery ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সে গ্যালারির ভিতরটা যেন জমাট অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। সম্মুখের দৃশ্যমান গ্যালারিতে দুই পাশে দুইটা হারিকেন,—শালের রোলায় তৈয়ারী অসংস্কৃত দুইটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর জ্বলিতেছে। তাহাতেই অতি অল্প খানিকটা রক্তাভ আলো হইয়াছে। অতুল

দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটা বড় টর্চ্চ। এক হাতে একটা বাঁশের শক্ত ছড়ি। পিছনে—কর্ণির খং খং শব্দ উঠিতেছে। ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টার শব্দ।

কুড়া। (নেপথ্যে) ইটা ইটা! মাটি। হো—ই।

[দুইটি লোক একটা টব-গাড়ী ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।]

অতুল। জলদি! জলদি? জলদি নিয়ে যাও।

[টর্চ্চটা জ্বালিয়া অপর দিকে ট্যানেলের দিকে দিক্‌নির্দ্দেশ করিয়া দিল। টব-গাড়ী ঠেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল নেপথ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টা বাজিল।]

কুড়া। (নেপথ্যে) আদমি গির গিয়া। আদমি গির গিয়া—

[ব্যস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ]

কুড়া। আদমি—

অতুল। (তাহার হাত ধরিয়া) চীৎকার করবেন না। কি হয়েছে?

কুড়া। আজ্ঞা?

অতুল। কি হয়েছে?

কুড়া। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আবার একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

[দুলিতে লাগিল]

অতুল। যান, কাজে যান আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি, যান্।

[অতুল দ্রুত চলিয়া গেল]

কুড়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) পনেরটা হয়ে গেল। বারো, দুই এক উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!

[অতুল ও আরও একজনের ষ্ট্রেচার লইয়া প্রবেশ]

অতুল। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?

কুড়া। আর পারছি না জামাইবাবু, আর পারছি না। হু হু ক'রে ধুঁয়া বেরিয়ে আসছে।

অতুল। Stop work there, কাজ বন্ধ করুন ওখানে। ওখানে কাজ করা অসম্ভব। পিছিয়ে আসুন। আরও পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু, আর পিছায়ে এলে—খাদের থাকবে কি বলুন? এতেই তো সিকি বাদ চলে গেল।

অতুল। কিন্তু যা অসম্ভব, তার জন্যে চেষ্টা ক'রে করবেন কি? (ম্যাপ দেখিতে লাগিল)

কুড়া। জামাইবাবু, ই খাদ আমি নিজের হাতে করেছি। ধু ধু করা

ডাঙা, ভালুকের দৌরাত্ম্য! ভালুকমুণ্ডার ডাঙায় সন্ধ্যের পর মানুষ হাঁটত না। সেই ডাঙায় একলা থেকেছি জামাইবাবু! মাটির তলায় খাদ কেটেছি, উপরে ঘর গড়েছি!—জামাইবাবু, সেই খাদ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

অতুল। কাঁদছেন আপনি?

কুড়া। বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার নয়, তবু আমার বুক ফেটে গেছে—

অতুল। বুঝি Overman বাবু, আমি বুঝি! কিন্তু দুঃখ করে তো লাভ নেই। শুনুন—(ম্যাপ দেখাইয়া) এই সাতাশ নম্বরের মুখ; এইখানে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। ঘাট থেকে সাতাশ পিছায়ে আসব জামাইবাবু?

অতুল। Overman বাবু, এ আপনার কীর্ত্তি। সে কীর্ত্তির সমস্তটা যদি নষ্ট হতে না দিতে চান—তবে আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আসুন। (প্রস্থান)

কুড়া। যে আজ্ঞা।

[অতুল তাহার দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু সকরুণ হাসি হাসিল]

কুড়া। (নেপথ্যে) সাতাশ নম্বর। হোই, সব সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আয়! হোই।

[তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ দূরে চলিয়া গেল। অতুল আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল]

ভক্তা। (নেপথ্যে) মাথলা! মাথলা! মাথলা।

[উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ, অতুল মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল এবং আগাইয়া আসিল]

অতুল। ভক্তারাম!

ভক্তা। বাবু! মাথলা, আমার বেটা, আমার মাথলা!

অতুল। (হাসিয়া) আছে—সে ভালই আছে ভক্তারাম।

ভক্তা। আছে? লোকগুলা মারা গেল—মাথলা মরে নাই?

অতুল। না। সে ভাল আছে। কিন্তু কুলি কই?

ভক্তা। বাবু! (অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল)

অতুল। কুলি কই?

ভক্তা। ডাকতে গিয়ে ডাকতে লারলাম, বাবু, পারলাম না ডাকতে।

অতুল। ডাকতে পারলে না?

ভক্তা। না। সেই বাবু, সেই ঠাকরুণ বারণ করলে বাবু, বললে পাপ। টাকার লোভে—

অতুল। Fool, a fool—a sentimental fool—তুমি যাও, তোমাদের মালিক কোথায়? রায়বাহাদুর?

ভক্তা। মালিকবাবু খ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে বাবু। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; মদ দিচ্ছে সবাইকে—টাকা দিচ্ছে—ডাকছে। আমি আর পারছি না বাবু। আমি আর পারছি না। (বসিয়া পড়িল)

কুড়া। (নেপথ্যে) হঁ্যা—এইখানে—এই সাতাশ নম্বরে। সাতাশ নম্বরে। ইঁটা—মাটি—ইঁটা!

অতুল। জলদি, জলদি, ভক্তারাম—তুমি যাও যাও। কুলি নিয়ে এস কুলি নিয়ে এস। মজুরী আরও দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখুনি যাও।

[নিখিলের প্রবেশ]

নিখিল। না। ভক্তারাম যাবে না। টাকার লোভ দেখিয়ে আর ওকে বিচলিত করবেন না অতুলবাবু!

অতুল। নিখিলেশবাবু?

নিখিল। হঁ্যা, আমি।

নেপথ্যে। বাতি ধর, বাতি দেখাও। বাতি দেখাও।

অতুল। খাদের তলায় কে আপনাকে নামতে দিলে? কার হুকুমে—

নিখিল। হুকুম যে মানে হুকুম তারই জন্যে, অতুলবাবু। ও কথা বাদ দিন। এখন আমার একান্ত অনুরোধ—অতুলবাবু—

[বাতি ধরিয়া একটি লোক ও তাহার পিছনে সুনন্দার প্রবেশ]

একি? সুনন্দা?

সুনন্দা। হঁ্যা—আমি! আমিই এঁদের নিয়ে এসেছি; মুন্সীর কোন দোষ নেই।

অতুল। ছি—ছি—ছি! একি করেছ সুনন্দা? একি করলে তুমি?

সুনন্দা। তোমাদের কীর্ত্তি দেখতে এসেছি। স্বার্থের জন্যে কতগুলো নরবলি তোমরা দিচ্ছ—তাই দেখতে এসেছি।

অতুল। না-না-না। স্বার্থের জন্য নয়!

সুনন্দা। স্বার্থের জন্য নয়?

অতুল। না। তুমি জান—(কয়লার স্তর দেখাইয়া) এই গুলোর মধ্যে কত লক্ষ মানুষের অন্ন রয়েছে, বস্ত্র রয়েছে, ওষুধ রয়েছে, পথ্য রয়েছে, সুখ

রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে ? জান তুমি ? কত অফুরন্ত গতির উৎস—কত নতুন শিল্পসম্পদের মূলধন ?

সুনন্দা। কিন্তু তোমাদের Bank Balance-এর কথাটা এর থেকে বাদ দিলে যে ?

নিখিল। না না আপনি অতুলবাবুর ওপর অবিচার করছেন মিসেস্ মুখার্জ্জী—অতুলবাবু সে ভেবে এ কাজে নামেন নি। সে বলার ওঁর অবকাশ নেই। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না অতুলবাবু। কিন্তু লোভ দেখিয়ে পশুর মত মানুষগুলোকে হত্যা করবার আপনার অধিকার নাই। ওরা যদি আপনার কথার মূল্য বুঝে, আত্মহত্যার বদলে ত্যাগ-স্বীকার ক'রে আত্মদান করত, তাহ'লে আমি প্রতিবাদ করতাম না, আপনাকে সম্মান করতাম। ওদের সঙ্গে আমিও কাজে লাগতাম।

স্ত্রী। (নেপথ্যে) আমার ছেলে—আমার বাচ্চা—আমার বাচ্চা !

কুড়া। (নেপথ্যে) না-না। যেতে পাবি না। যেতে পাবি না। এই মৎ যানে দো। খবরদার !

সুনন্দা। কি হ'ল ?

[একটি মেয়ের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ]

স্ত্রী। আমার ছেলে ! আমার বাচ্চা ! আমার খোকা !

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে ? কি হ'ল ?

স্ত্রী। ওই পিছেকার সুঁদেবাবু, ঘুমাইছিল—শুয়ায়ে দিলাম—

অতুল। ছেলে নিয়ে কেন নামলে তুমি ? কে নামতে দিলে ?

স্ত্রী। ঝুড়িতে কাপড় ঢেকে লুকিয়ে আনলাম বাবু। ওরা যে পিছাকে এসে গাঁথছে গো ! আমার ছেলে !

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে ?

স্ত্রী। ওই দিকে গো। ওই দিকে।

নিখিল। এস।

অতুল। না।

নিখিল। না-নয় অতুলবাবু, আমি যাব। (দ্রুত পাশ কাটাইয়া প্রস্থান)

অতুল। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু !

[ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী প্রবেশ করিলেন]

চ্যাটার্জী। এ অন্যায়—এ অধর্ম—এ পাপ! unholy—ungodly—অতুল—এ তোমার পাপ!

[অতুল ফিরিল]

অতুল। এ কি, আপনি কেন এলেন এখানে? কে আসতে দিলে?

রমা। (নেপথ্যে) বাবা! নিখিলেশবাবু!

অতুল। এ কি রমা? না—না—আপনাদের ফিরে যেতে হবে। আমি আসতে দেব না! মুন্সীবাবু-মুন্সীবাবু! (প্রস্থান)

কুড়ারাম। (নেপথ্যে) সরে যাও—সরে যাও। ধুয়া আগুন—

সুনন্দা। আগুন! নিখিলেশবাবু-নিখিলেশবাবু! নিখিলেশবাবু!

[ছুটিয়া চলিয়া গেল]

চ্যাটা। একি? যেয়ো না—তুমি যেয়ো না—সুনন্দা মা—

[অনুসরণ করিলেন]

ভক্ত। বাবু—জামাইবাবু! (উঠিবার চেষ্টা করিল)

[রমা ও অতুলের প্রবেশ]

অতুল। ফিরে যেতে হবে—তোমাদের ফিরে যেতে হবে। শান্তি আমার প্রাপ্য হয়; এ কি? সুনন্দা? Dr. Chatterjee?

রমা। পাবেন বৈকি? শান্তি পাবেন ভাগ্যের চিরাচরিত ধারায়। ঐশ্বর্য্য সম্পদে—

অতুল। ভক্তারাম—সুনন্দা কই—বুড়াবাবু কই?

ভক্তা। ঠাকরুণ গেল—ওই বাবুটাকে ডাকতে-ডাকতে। বুড়াবাবু ঠাকরুণকে ফিরাতে গেল বাবু! আমি উঠতে লারলাম—

অতুল। সুনন্দা! Dr. Chatterjee! সুনন্দা!

রমা। বাবা! বাবা!

[নিখিলেশ প্রবেশ করিল, বস্ত্রাবৃত শিশুটিকে লইয়া সঙ্গে শিশুর মা। ছেলেটিকে তাহার কোলে দিল।]

নিখিল। নাও তোমার ছেলে।

অতুল। নিখিলেশবাবু! সুনন্দা—Dr Chatterjee এরা কই?

নিখিল। সে কি?

অতুল। সুনন্দা আপনাকে ডাকতে ডাকতে ছুটেছে। Dr. Chatterjee গেছেন তাকে ফেরাতে!

নিখিল। সুনন্দা—Dr. Chatterjee—

অতুল। সুনন্দা—Dr. Chatterjee—

[উভয়েই অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ভিতর হইতে পিছন ফিরিয়া ভিতরের দিকটা দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিল কুড়ারাম !]

কুড়া। প্রপে আগুন লেগেছে—ধ্বসে পড়ছে ছাদ—ধ্বসে পড়ছে—সরে যান—সরে যান !

[ভিতরে সশব্দে কয়লার ধ্বস ! সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ হইয়া গেল। ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন রায় বাহাদুর]

রায়। সুনন্দা—সুনন্দা ! অতুল—সুনন্দা কই ? সুনন্দা ?

রমা। (মৃদু আর্ত্তস্বরে) বাবা ! বাবা !

রায়। (অতুলকে ধরিয়া) অতুল—আমার সুনন্দা ? অতুল ?

অতুল। ওইখানে।

রায়। অতুল !

অতুল। কয়লার ধ্বস ছেড়েছে। সুনন্দা—Dr. Chatterjee এরই ভিতরে সমাধিস্থ হয়েছেন !

রায়। সুনন্দা ! সুনন্দা !

রমা। (মৃদুস্বরে) বাবা ! বাবা !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলোর সেই সুসজ্জিত কক্ষ

[মাস খানেক পর। রাত্রিকাল। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন রায়বাহাদুর আপনার স্ত্রীর ছবির সম্মুখে। দূরে কোথাও করুণ সুরে বাঁশী বাজিতেছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে একপ্রান্তে জানালার ধারে। তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে।]

রায়। (স্ত্রীর ছবি লক্ষ্য করিয়া) তুমি, তুমি, তুমিই এর জন্যে দায়ী। অতুল, ইনি—এই মহিলাটি, this jealous woman, সুনন্দার মৃত্যুর জন্যে দায়ী এই মহিলাটি। এরই অভিসম্পাতে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

(অতুল তাঁহার দিকে শুধু ফিরিয়া চাহিল) তোমায় আমি একদিন বলেছিলাম অতুল, সুনন্দার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। তুমি বলেছিলে—'না'। তুমি অন্ধ অতুল, তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম। ওই ওকে আমি সমস্ত জীবন দেখেছিলাম কি না! ব্যাধি, ওটা একটা ব্যাধি, সুনন্দার মায়ের হয়েছিল; সেই ব্যাধি আবাব সুনন্দার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

[অতুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাসিল]

Yes, it is a disease, hereditary disease. অতিক্ষুধা বলে একটা ব্যাধি আছে জান? দৈহিক অতিক্ষুধার মত মনের অতিক্ষুধা। স্বামী সন্তান, বাপ, ভাই— যাকে এরা স্নেহ করবে তাকেই এরা গ্রাস করতে চায়। তাদের ব্যক্তিত্ব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না করতে পারলে এদের তৃপ্তি হয় না। সুনন্দার মায়েরও এই ব্যাধি ছিল, সুনন্দার মধ্যেও তা' সঞ্চারিত হয়েছিল।

অতুল। আপনি স্থির হোন। এই দীর্ঘ একমাস ধরে—আপনি এমন শোকে অভিভূত হয়ে থাকলে তো চলবে না।

রায়। শোকে আমি অভিভূত হয়নি অতুল। অদৃষ্টের আঘাতকে আমি ব্যঙ্গ করছি। আমাকে আমি ব্যঙ্গ করছি।

[ভিতবেব ঘরে চলিয়া গেলেন অতুল সুনন্দাব ছবিব কাছে গিয়া দুই হাতে ছবিখানি ধরিয়া দাঁড়াইল। রায়বাহাদুরের পুনঃ প্রবেশ]

রায়। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কব্‌ব, অতুল।

অতুল। (ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া) বলুন।

রায়। বিবাহিত জীবনে তুমি কি সুখী হয়েছিলে অতুল? সুনন্দা কি তোমাকে সুখী করতে পেরেছিলে?

অতুল। আমিই সুনন্দাকে সুখী করতে পারিনি।

রায়। তোমার কি মনে হয় অতুল, নিখিলেশের জন্যে—মানে, মনে-মনে সে—

অতুল। না-না। ও প্রশ্ন আপনি করবেন না। অসম্ভব, সে অসম্ভব। সুনন্দার দুঃখের বিষয় আমি জানি।

রায়। তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব আমি। (অতুল তাঁহার মুখের দিকে চাহিল) তুমি কি রমাকে ভালবাস?

অতুল। আমি কাউকে ভালবাসিনি। আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আমাকে। জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আবার স্ত্রী-পুত্রের আকাঙ্ক্ষা

সেই বড়ত্বের শোভার জন্যে। ব্যাধি আমার, ব্যাধি আপনার, ব্যাধির বিকারে আমরাই সুনন্দাকে হত্যা করছি।

রায়। সে সত্য আমি স্বীকার করে নিয়েছি, কলিয়ারির কাজ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই আত্মসর্ব্বস্ব কর্ম্মের পথ থেকে আমি অবসর নেব। আমি শান্তি চাই। Help me my boy. তুমি আমাকে সাহায্য কর।

অতুল। এই বিপর্য্যয়ের জন্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দায়ী। সুনন্দা গেল, Dr. Chatterjee গেলেন; তাদের জন্যে দুঃখ আমার অনেক। কিন্তু কতকগুলি শিক্ষায় বঞ্চিত, অতি-দরিদ্রকে আমি শুধু শুধু হত্যা করেছি।

রায়। না। সে দায়িত্বও আমার। আজ অন্তর দিয়ে অনুভব করছি কি জান? সে এক অদ্ভুত রহস্য। অতুল, মানুষ প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে ঘর তৈরী করে। সে ঘরের রুদ্ধ-বায়ু অন্ধকার কোণে রুষ্ট প্রকৃতি বিকৃতরূপে দেখা দেয় নানা ব্যাধির মূর্ত্তিতে। অন্ধকার ঘরের কোণে যক্ষ্মা এসে বাসা বাঁধে। মাটির তলায় জলভরা খনির ভেতর গ্যাস জন্মায়। প্রকৃতি ছলনাময়ী, মানুষ যেখানে তাকে অতিক্রম করতে যায়, সেখানেই তাকে আঘাত হানে। যুগে যুগে মানুষ হারে। আমরাও হেরেছি। তাতে লজ্জা নাই। অতুল, আমি আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চাই। অর্থ নয়, সম্মান নয়, বৈভব নয়, বিলাস নয়, স্নেহ মমতা, পুত্র কন্যা নিয়ে গৃহস্থের মত জীবন যাপন করতে চাই। তুমি, রমা, নিখিলেশ, তোমাদের সকলকে নিয়ে আবার আমি ঘর বাঁধব। আমি রমা নিখিলেশকে ছেড়ে দিইনি। (অতুল চুপ করিয়া রহিল—শিবপ্রসাদ তাহার নিকটে আসিলেন) হ্যাঁ, আমি সুখী হতে চাই, আমি সংসার চাই; পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী, কলহাস্যমুখর গৃহাঙ্গন, অভিমান-অধীর দিনরাত্রি চাই। অতুল, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে আবার নূতন করে ঘোড়া সেজে বেড়াতে চাই।

অতুল। আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন। (প্রস্থান)

রায়। অতুল! অতুল!

[অন্যদিক দিয়া রমার প্রবেশ তাহার চুল এলানো। বিষণ্ণ মূর্ত্তি রমার প্রবেশ]

রমা। জ্যেঠামশাই।

রায়। মা। (মাথায় হাত দিয়া) বল মা, কি হয়েছে বল?

রমা। আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। আপনার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রায়। না। সে হয় না মা। আমি তোমায় বিদায় দিতে পারব না। তোমাকে আমি চাই, আমার প্রয়োজন আছে।

রমা। আপনার কাছে হাত জোড় করে আমি মিনতি করছি।

রায়। আমার দিকে চেয়ে দেখ মা,—নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত।

রমা। জ্যেঠামশাই।

রায়। না—না—তোমার কোন কথা আমি শুনব না মা। বিনোদের কন্যা তুমি—আমারও কন্যা। তার অবর্ত্তমানে আমিই তোমার অভিভাবক। আমার সুনন্দাকে বাঁচাতে গিয়েই বিনোদ মারা পড়েছে, তোমাকে সে আমারই হাতে দিয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে আবার আমি নূতন করে ঘর বাঁধব। নিখিলেশ, অতুল, বল—কে তোমার প্রিয়তর বল—

রমা। না জ্যেঠমশাই! না। আমাকে আপনি রেহাই দিন, মুক্তি দিন। (প্রস্থান)

রায়। রমা—রমা। মা! (অনুসরণ করিতে গিয়া ক্ষান্ত হইলেন ফিরিয়া আসিলেন। সুনন্দার ছবির কাছে গেলেন) তুই কি আমায় অভিসম্পাত করেছিস মা! তুই আমাকে স্নেহবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলি—সে বাঁধন আমি উপেক্ষা করেছিলাম। আজ আমার অন্তর যখন বন্ধনের জন্য কাঙাল হয়ে উঠল—তখন কেউ যে আমার বাঁধন মানতে চায় না—সবাই চাইছে মুক্তি!

[বাহিরে কোলাহল উঠিল। রায়বাহাদুর প্রথমটায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই ফিরিয়া চাহিলেন]

নেপথ্যে ভক্তা। হুজুর—মালিকবাবু! হুজুর!

নেপথ্যে কুড়া। হুজুর! বাবু!

[রায়বাহাদুর অগ্রসর হইলেন]

রায়। কে? কি চাও?

[কুড়ারাম আসিয়া দাঁড়াইল]

কুড়ারাম!

[ভক্তারামকেও এইবার দেখা গেল]

ভক্তারাম! বল কি চাও তোমরা?

কুড়ারাম। (হাত জোড় করিয়া বলিল) হুজুর!

ভক্তারাম। (নতজানু হইয়া বলিল) মালিকবাবু—অন্নদাতা!

রায়। না—না। পৃথিবীতে কেউ কারও অন্নদাতা নয়—কেউ কারও

হুজুর নয়। ওঠ, ভক্তারাম ওঠ। বল কুড়ারাম—বল, জোড়হাত ক'রে নয়—এমনি বল কি বলছ? কি চাও?

কুড়া। হুজুর (রায়বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন)

হুজুর। কুলীরা সব কাঁদাকাটা করছে হুজুর, কর্মচারী বাবুরা হাহাকার করছে।

রায় কেন? কি হ'ল তাদের?

কুড়া। একমাস আজ কুঠি বন্ধ! আজ শুনছি কুঠি চিরকালের লেগে বন্ধ হয়ে যাবে। হুজুর, অন্নদাতা প্রভু আপনি। হুজুর, আমরা খাব কি? যাব কোথায়?

রায়। (উঠিয়া) আমি জানি কুড়ারাম। কিন্তু কি করব বল? কুঠি বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক করেছি। ভুল পথ, অশান্তির পথ, ও পথে আমি আর চলতে পারব না। তা ছাড়া কুঠির নীচে সম্পদের শয্যায় আমার সুনন্দা ঘুমিয়ে আছে। তার ঘুম কি ভাঙাতে পারি? না! তোমাদের সকলকে আমি তিন মাসের মাইনে দেব। তোমরা আগেকার মত চাষবাস করে খাও। এ বড় অশান্তির পথ—ভুল পথ।

কুড়া। হুজুর, চাষে কুলায় না ব'লেই তো এখানে এসেছি হুজুর। কুলিগুলার কান্না আপনি একবার নিজের চোখে দেখুন।

রায়। কাঁদতে তাদের বারণ কর। চারিদিকে চেয়ে দেখতে বল। কত গাছ—গাছে কত ফল। নদীতে কত জল। মানুষের জীবন যিনি দিয়েছেন, আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কুঠি আমার আর চলবে না, সুনন্দার সমাধির শান্তিভঙ্গ আমি করতে পারব না। (ভক্তারাম ও কুড়ারাম শুধু দাঁড়াইয়া রহিল)

কুড়ারাম। ভক্তারাম তোমরা যাও। আমায় তোমরা রেহাই দাও, মুক্তি দাও। এ সম্পদের বন্ধন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। কুঠি আর চলবে না।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি উন্মুক্ত স্থানে দুইটি সমাধি, রাত্রিকাল আবছা অন্ধকার, আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুভ্র তাহার পরিচ্ছদ। নিখিলেশ প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

নিখিল। (মৃদু চকিত স্বরে) কে? (রমা ঘুরিয়া দাঁড়াইল) রমা! রমা দেবী! (ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল কৈফিয়ত দেওয়ার মত) আমার ভ্রম হয়ে গেল রমা দেবী। মনে হ'ল—সমাধির তলা থেকে সুনন্দা বুঝি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

রমা। বাবার সমাধির নীচে একটু বসব ব'লে এসেছিলাম আমি।

নিখিল। আপনার কাছে আমার অপরাধ অনেক। একমাস হয়ে গেল—বৃদ্ধ শিবপ্রসাদবাবুকে নিয়ে এমন অবসর পাইনি যে, আপনার কাছে মার্জ্জনা চাই। সুনন্দা গেল—ডাঃ চ্যাটার্জ্জী গেলেন, কতকগুলি নিরীহ মানুষ গেল, সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী বোধ হয় আমি।

রমা। আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন নিখিলেশবাবু—আমি বুঝতে পারছি।

নিখিল। হ্যাঁ। অত্যন্ত কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি রমা। পৃথিবীর চেহারা যেন আমার চোখে পালটে গেছে। রমা, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। হ্যাঁ, আমিই দায়ী। সুনন্দার মত এমন একটি মেয়ে—নারী যে এমন মধুর, এমন স্বর্গীয়—এ আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। তারপর ডাঃ চ্যাটার্জ্জী চলে গেছেন—

রমা। না-না না নিখিলেশবাবু, বাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা বলা পর্য্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে।

নিখিল। এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য রমা, আরও অনেক তিরস্কার। সমস্ত কলিয়ারিতে আজ হাহাকার উঠেছে। রায়বাহাদুর কলিয়ারি বন্ধ করে দিয়েছেন! এ সমস্তর জন্যে আমি দায়ী। সেদিন অতুলবাবুকে বলেছিলাম—মানুষের জন্যেই সম্পদ, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়। সে আমার ভুল। জীবনই একমাত্র সত্য নয়। সেই জীবনকে যে শক্তি রক্ষা করে, সেই শক্তি

জীবনের মতই সত্য। সম্পদের মধ্যেই সেই শক্তির বাস। এ সমস্তের জন্যে আমিই দায়ী।

রমা। দায়িত্ব আমার কম নয় নিখিলেশবাবু! এই দুর্ঘটনার মধ্যে আমিই টেনে এনেছিলাম আমার বাবাকে। তার শাস্তি আমি পেয়েছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা!

নিখিল। রমা! রমা দেবী!

রমা। না-না! তার জন্যে আমার আক্ষেপ নাই। কিন্তু ওই বৃদ্ধ রায়বাহাদুরের অবস্থা দেখে আত্মগ্লানির আমার সীমা নেই। তিনি বার বার আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন—আমি শিউরে উঠছি নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন রমা? তুমি তো তাঁর সুনন্দার অভাব পূর্ণ করতে পার। তুমি যদি অতুলবাবুকে মার্জ্জনা করে—

রমা। কি বলছেন আপনি?

নিখিল। আমার কথা শেষ করতে দাও রমা। আমার জীবন থেকে আমি অতুলবাবুকে বুঝতে পারছি। বলেছি তো সুনন্দার মৃত্যুর পর আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। সমস্ত অন্তরাত্মা আজ আমায় বলছে—ওরে, তুই নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়েছিস, মানুষকে তুই ভালবাসিস নি, দয়া করেছিস। দয়া করবার তোর কি অধিকার! সে বলছে— আমি ভালবাসার জন চাই, আপনার জন চাই। আমার বলবার মানবীকে আমি চাই। অতুলবাবুর জীবনে এ বৈরাগ্যও তাই। তুমি তাকে ফেরাতে পার রমা, আমি জানি— তুমি তাকে—

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। আমায় ক্ষমা কর রমা, আমি তোমার বন্ধু, সেই দাবিতেই—

রমা। না, আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্বের অবসান হোক নিখিলেশবাবু।

[প্রস্থান]

[নিখিলেশ স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া রহিল। বিছে ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

বিছে। দাদাবাবু! তুমি এখানে? এস তুমি চলে এস—পালিয়ে এস।

নিখিল। কেন রে? কি হয়েছে?

বিছে। কুলীরা ক্ষেপেছে। তোমাকে মারবে। বলছে—ওই বাবুটা আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! ওই শোন—গোলমাল করছে। সব গিয়েছে বাংলোর সামনে!

নিখিল। সে কি। (সে অগ্রসর হইল)

বিছে। তুমি যাবে? যাচ্ছ দাদাবাবু ?

নিখিল। আমাকে যে যেতেই হবে বিছে!

তৃতীয় দৃশ্য

বাংলো।

[রায়বাহাদুর, ম্যানেজার, অতুল, কুড়ারাম। বাহিরে জনতা জমিয়া আছে। তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে ।

(নেপথ্যে) কুলী। মালিকবাবু! মালিকবাবু—হুজুর!

রায়। না—না—না। সে হয় না। সে আমি পারব না। ম্যানেজারবাবু ওদের বলে দিন আপনি আমি মুক্তি চাই—রেহাই চাই।

ম্যানেজার। আমার কথাও ওরা শুনবে না। ওরা খেপে উঠেছে।

(নেপথ্যে)। কুলী। মালিকবাবু! হুজুর! (ভক্তরাম এবং দু' তিনজন কুলী প্রবেশ করিল)

ভক্তা। মালিকবাবু কুঠী চালাবার হুকুম দাও। মালিকবাবু!

রায়। সে হয় না। সুনন্দার সমাধির শান্তি ভঙ্গ করতে পারব না আমি। তোমাদের ছ' মাসের মজুরী ধরে দিচ্ছি। তোমরা ফিরে যাও। চাষ করে খাও। ভক্তরাম আমার কথা শোন।

ভক্তা। ছ' মাস পরে কি হবে মালিকবাবু? তখন আমরা কি করব—কি খাব? আর এখনই বা কোথা আমরা ফিরে যাব? কেনে যাব? আমরা লাঙল ভেঙে দিলাম, বলদ বেচে দিলাম, চাষ ভুলে গেলাম। সে আমরা যাব না—আমরা যাব না!

নেপথ্যে জনতা। ওই—ওই বাবুটো। ওই! মার, মার, উয়াকে মার! ওই আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! মার!

[ছুটিয়া রমার প্রবেশ]

রমা। ভক্তারাম—ভক্তারাম।

ভক্তা। ঠাকরুণ!

রমা। বাঁচাও তুমি—নিখিলেশবাবুকে বাঁচাও।

ভক্তা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল]

রমা। ওরা নিখিলেশবাবুকে ধরেছে। মেরে ফেলতে চায়।

রায়। সে কি? আমার রিভলভার! (দ্রুত গিয়া রিভলভার লইলেন টেবিল হইতে)

[অতুল বাহিরে চলিয়া গেল ওদিক হইতে ভক্তারাম ও অতুলের সঙ্গে নিখিলেশ প্রবেশ করিল তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে]

রমা। নিখিলেশবাবু!

রায়। নিখিলেশ! উঃ, অকৃতজ্ঞের দল—মৃত্যুর হাত থেকে সেবা করে যে বাচাল—তাকেই করলে আঘাত!

নিখিল। দোষ ওদের নয় কাকাবাবু, দোষ আমার। কিন্তু সে কথা থাক—এখন কলিয়ারী চালাবার হুকুম দিন!

রায়। না—নিখিলেশ না। ওরা ফিরে যাক—গ্রামে ফিরে যাক।

নিখিল। যাবে না, কেন যাবে? যে পথ পিছনে ফেলে এল—সে পথে কেন ফিরবে? ফিরতে বললে—এই আঘাত নিতে হবে। পথ আগলে দাঁড়ালে মাড়িয়ে চলে যাবে। অতুলবাবু আপনি কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন।

অতুল। আমায় ক্ষমা করবেন নিখিলেশবাবু। আমি পারব না।

নিখিল। অতুলবাবু, সেদিন আপনি কয়লার স্তূপ দেখিয়ে বলেছিলেন—এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ পথ্য, অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্য অতুলবাবু। আমার ভুল আমি স্বীকার করছি। আজ স্বীকার করছি—মানুষের জন্যে সম্পদ হলেও, সেই সম্পদের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনীশক্তি। মানুষের দেহে জীবনের বাস, কিন্তু জীবনীশক্তির রস পৃথিবীর বুকে, সে তাকে আহরণ করতেই হবে। কাকাবাবু, কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। না নিখিলেশ, আমার সুনন্দার সমাধি—

নিখিল। তবু, তবু সে সমাধির শান্তিভঙ্গ করতে হবে। কাকাবাবু, আপনার সুনন্দা গেছে, কিন্তু এদের সুনন্দার কথা ভেবে দেখুন। আপনার জাতির কথা ভাবুন কাকাবাবু। যৌবনের সংকল্পের কথা, খিদিরপুর ডকের সেই ছবি মনে করুন।

রায়। খিদিরপুর ডকে কয়লা-বোঝাই জাহাজের সঙ্গে আমার সুনন্দাকে

আমি ভাসিয়ে দিয়েছি নিখিলেশ। ও কথা আমায় বল না। বলতে পার কেন করব? কার জন্যে করব?

নিখিল। মানুষ করতে বাধ্য বলে করবেন। আপনার জাতির জন্যে করবেন। পৃথিবীর মানুষের জন্যে করবেন। কাকাবাবু, পৃথিবীতে অহরহ মানুষ মরছে, যে মরে গেল—তার জন্যে যারা বেঁচে থাকে তারা যদি পঙ্গু হয়, আত্মহত্যা করতে চায়, তবে সৃষ্টি যে একদিনে শেষ হয়ে যাবে।

ভক্তা। মালিকবাবু—হুজুর।

রায়। পারি, হুকুম দিতে পারি এক সর্তে। আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি সংসার চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই। রমা, তুমি, অতুল আমার পাশে দাঁড়াও। তোমাদের নিয়ে আমায় নতুন করে ঘর বাঁধতে দাও। তোমরা বিবাহ কর—অতুল—

নিখিল। রমা দেবী।

রমা। না। মার্জনা করবেন আমাকে।

[প্রস্থান নেপথ্যে জ্যোতির্ময়ীর কণ্ঠস্বর]

জ্যোতি। (নেপথ্যে) নিখিল! নিখিল!

নিখিল। কে? কে? মা?

[জ্যোতির্ময়ীর প্রবেশ]

জ্যোতি। হ্যাঁ—আমি। এ কিরে, তোর কপালে—

নিখিল। (হাসিয়া) ও একটু কেটে গেছে মা।

রায়। বউদি আপনি?

জ্যোতি। হ্যাঁ, ঠাকুরপো।

নিখিল। কিন্তু তুমি এখন হঠাৎ এলে যে মা?

জ্যোতি। ডাক নিয়ে এসেছি নিখিল। মানুষে মানুষে হানাহানি লেগেছে বাবা। হানাহানির বিরাম নাই। জমিদার প্রজায়—বিরোধ বেধেছে গ্রামে তোকে যে যেতে হবে নিখিলেশ। এখানকার কাজ কি এখনও তোর শেষ হয় নি? আমি তাদের থামাতে পারি নি। অধিকার নিয়ে বিরোধ। হয় তো কাল সকালেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিখিল। (অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে) সত্যি মা, সত্যি?

জ্যোতি। হ্যাঁ। কিন্তু তুই যে এত খুসী হয়ে উঠলি? এ কি খুসীর কথা?

নিখিল। খুসীর কথা নয় মা? তারা দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে আমাদের দয়ার জন্যে হাত পাতেনি। অধিকার নিয়ে লড়াই করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে।

খুশীর কথা নয় মা? এই তো আমি চাচ্ছিলাম। আমি আসছি মা—আমি আসছি!

[প্রস্থান]

রায়। আপনার কাছে আজ আমি ভিক্ষা চাইছি বউদি!

জ্যোতি। (কাপড়ে চোখ মুছিয়া) নিখিলেশ আমাকে সব লিখেছে ঠাকুরপো, আমি সব শুনেছি। কি বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ঠাকুরপো—আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

রায়। সান্ত্বনা আমি পেয়েছি বউদি! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন সে সান্ত্বনা যেন আমার অক্ষয় হয়। বউদি, আবার আমি নতুন করে সংসার পাতব। বউদি, অবিনাশদা—নিখিলেশকে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি নতুন করে আমাকে ভিক্ষে দিন।

[রমার প্রবেশ জ্যোতির্ম্ময়ীকে প্রণাম করিল]

জ্যোতি। রমা! মা!

রায়। আপনি আমার সংসার পেতে দিয়ে যান বউদি! রমা—নিখিল—অতুল—এদের নিয়ে আমি সংসার পাতব! নিখিলেশের সঙ্গে—

[নিখিলেশের প্রবেশ যাত্রীর বেশ]

নিখিল। না কাকাবাবু, আমি অযোগ্য।

রায়। নিখিলেশ! একি? তুমি কি—?

নিখিল! (প্রণাম করিয়া) রাত্রের মধ্যে একটি ট্রেণ, আর না বেরুলে এ ট্রেণ ধরতে পারব না। কাকাবাবু। কিন্তু দোহাই—কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। বলতে পার নিখিলেশ—এই সর্ব্বনাশা সম্পদের সাধনায়—মগ্ন থাকতে কি বলে বলছ তুমি? তোমরা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভাবে হৃদয়হীন। অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে—ভেসে বেড়াচ্ছি—কেউ হাত বাড়ালে না! কেউ না।

নিখিল। উপায় নেই কাকাবাবু! আমার উপায় নাই। সাক্ষাৎ যোগিনীর মত মা আমার যে ডাক নিয়ে এসেছেন—তাতে আমার না গিয়ে উপায় নেই কাকাবাবু!

[রায়বাহাদুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

রায়। নিখিল, আমার কাছে থেকে তুমি কি কাজ করতে পার না? আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমার।

নিখিল। যখনই দরকার হবে—আপনার কাছে হাত পেতে চেয়ে নেব।

কিন্তু সম্পত্তি? সম্পত্তি সম্পদ—কোন মানুষের একার নয়—সকল মানুষের। তবু সমাজ—আইন আজ বলে সম্পত্তি আপনার। সেই বিধানের সম্পত্তি সুনন্দার—অতুলবাবু তাঁর স্বামী—তিনি কর্মী—এই গৌরব তিনিই রাখতে পারবেন। এ সমস্ত তাঁর।

অতুল। না—সুনন্দার সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই। আমি তাকে—সে আমাকে—

নিখিল। সে আপনাকে জীবনের মধ্যে একান্ত ভাবে আপনার করে চেয়েছিল। আমাকে বিশ্বাস করুন—তার সে মুগ্ধদৃষ্টি তৃষিতদৃষ্টি আমি দেখেছি তাই তো তাকে আমার এত ভাল লেগেছিল। ভগ্নীর শ্রদ্ধায় তাকে অন্তরে অন্তরে পূজা করে আমি ধন্য হয়েছি।

রায়। নিখিলেশ!

নিখিল। আমাকে বিশ্বাস করুন—কাকাবাবু—

রায়। সেই জন্যেই তো তোমাকে সন্তানের মত পেতে চাচ্ছি। নিখিলেশ—

নিখিল। না কাকাবাবু—আমায় পথ ডাকছে। 'বন্দবে বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ।' আদেশ এসেছে! আপনি অতুলবাবুকে নিয়ে কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন। অতুলবাবু—পৃথিবী চলছে—এই টুকরো-টুকু কি থেমে থাকবে?

অতুল। ম্যানেজারবাবু, বয়লারে আগুন দিতে বলুন।

[ম্যানেজারের প্রস্থান। ভক্তা কুড়ারামও চলিয়া গেল]

নিখিল। জয় হোক—আপনাদের জয় হোক।

[রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিল]

কাকাবাবু, আপনি অতুলবাবু আর রমা দেবীকে নিয়ে ঘর বাঁধুন।

[প্রস্থান]

জ্যোতি। (রমাকে) তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি মা—

রমা। না—না—না। আমি যাব।

জ্যোতি। রমা? কি বলছ?

রমা। আমি যাব—ওই ওর সঙ্গে যাব—তুমি ওকে ডাক মা—ডাক।

জ্যোতি। সে কি? কিন্তু—আমি তো ওকে ফেরাতে পারব না মা। পার, তুমি ওকে গিয়ে ধর।

অতুল। এস রমা এস—আমি তোমায় পৌঁছে দি এস। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু।

[রমাকে লইয়া প্রস্থান]

জ্যোতি। আশীর্ব্বাদ—তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি। (রায়বাহাদুরের প্রতি) আমি যাই ঠাকুরপো! ওদের বরণ করতে হবে—আশীর্ব্বাদ করতে হবে। [প্রস্থান]

[রায়বাহাদুর একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিক চাহিলেন। জানালা দিয়ে দেখিলেন ফিরিলেন]

রায়। নিষ্ঠুর পৃথিবী। এখানে আপনার ধন হারালে ফেরে না। সুনন্দা—সুনন্দা! (ছবির দিকে দেখিলেন) তোকে নিজের অবহেলায় হারিয়েছি—আজ সমস্ত পৃথিবী আমাকে অবহেলা করে চলে গেল। কেউ চাইলে না আমাকে। যাবার সময় ফিরেও তাকালে না। আমিও তাকাব না—নিষ্ঠুর পৃথিবী—তোমার দিকে আমিও আর ফিরে তাকাব না। তুমি একদিন আমার উপর অভিমান করেছিলে। আমিও করব তাই। কেন করব না।

[টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন রিভলভার। আলো নিভাইয়া দিলেন। নিভাইয়া দিতে দিতে বলিলেন]

আঃ চোখে জল আসে কেন? চোখের জল? আঃ ছি!

[মুছাইয়া ফেলিয়া আলো নিভাইলেন]

[মঞ্চের মধ্যে সব কিছু বিলুপ্ত হইয়া গেল। পিস্তলের আওয়াজ হইল। রঙ্গমঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তরের মধ্যে সমাধি মন্দির

[নিখিলেশ প্রণাম করিতেছিল রমা ও অতুল প্রবেশ করিল]

অতুল। (মৃদুস্বরে) বিদায় রমা! আমি যাই।

[প্রস্থান]

[নিখিলেশ প্রণাম সারিয়া উঠিল]

রমা। দাঁড়াও।

নিখিল। কে? রমা?

রমা। হ্যাঁ আমি।

নিখিল। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? রমা এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

রমা। হ্যাঁ যাব। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও। (বাবাকে প্রণাম করে। সুনন্দাকে প্রণাম করে।)

নিখিল। (দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিল)

মা কাঁদিছে পিছে—
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে—
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে—

রমা। (উঠিয়া) না—না। বাজবে না বিচ্ছেদের হাহাকার। দোরে দাঁড়ায়ে অবগুণ্ঠনের তলে—চোখ মার্জ্জনা করব না আমি। তোমার সঙ্গে আমার যাত্রা। দাও—তোমার হাত দাও। আরামের শয্যাতল শূন্য পড়ে থাক—কোন আক্ষেপ নাই আমার। চল!

নিখিলেশ। চল রমা—চল।

[নেপথ্যে বয়লারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল]

কলিয়ারী চলছে। পৃথিবী চলছে। চল—ওই ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওই। (প্রস্থান)

[জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন সঙ্গে বিছে]

বিছে। ওই যাচ্ছে—মা ওই!

জ্যোতি। (হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ! ওরে আমি তোদের আশীর্ব্বাদ করছি।

—শেষ—

শিল্পীপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু –

লাভপুর, বীরভূম
১০, আষাঢ়, ১৩৫৬

পরিচয়

ধনদাপ্রসাদ	জমিদার
প্রমদা	ঐ বড় ছেলে
জ্ঞানদা	ঐ ছোট ছেলে
কালীচরণ	লাঠিয়াল বাগদী
তারাচরণ	ঐ পুত্র
ভীম ভল্লা	বাগদী (তারাচরণের শ্বশুর)
অর্জ্জুন	ঐ পুত্র
ফুকু বাগদী	ছিঁচকে চোর
গুরুচরণ সাহু	মহাজন
বাজা মিয়া	তারাচরণের বন্ধু

দারোগা, ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, জজ, জুরি, উকিল, পুরোহিত, গোমস্তা, ঢোলকদার, কন্‌স্টেবল প্রভৃতি

টগর দাসী	কালীর বিধবা স্ত্রী
পদ্ম	কালীচরণের ভগ্নী
জ্যোৎস্না	ভীম ভল্লার কন্যা (তারাচরণের স্ত্রী)

জ্যোৎস্নার সঙ্গিনীগণ

দ্বীপান্তর

প্রথম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

সময়—১৮৭২ সাল

[রায়বাবুদের কালীবাড়ি। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই নাটমন্দিরের বড় চারটি থাম দেখা যাইতেছে। দুইটি থামের গায়ে বড় বড় শাণিত খাঁড়া ঝুলানো। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে বড় একটি যূপকাষ্ঠ। কালী-মন্দিরের মধ্যে বড় প্রদীপ জ্বলিতেছে। আরতি হইতেছে। কাঁসর ঘণ্টা জয়ঢাক বাজিতেছে। ভিতরে আরতি করিতেছে পুরোহিত। রায়কর্তা ধনদাপ্রসাদ নামাবলী গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। আর কতকগুলি লোক। আরতি শেষ হইতেই লোকগুলি চলিয়া গেল। ধনদাপ্রসাদ নাটমন্দিরে একখানি বিছানো আসনের উপর বসিল। সম্মুখে একটি প্রদীপ এবং সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন।]

ধনদা। আনন্দ, আনন্দ, আনন্দময়ী মা! (উপবেশন)

[পুরোহিত মন্দিরদ্বার বন্ধ করিতে লাগিল]

ধনদা। অতিথিশালায় আজ অতিথি ক'জন ভটচাজ ?

[সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজনগুলি গুছাইয়া লইতে আরম্ভ করিল]

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর, দিনের বেলায় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ধ্যার পূর্বেই চ'লে গেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে কেবল একজন এসেছেন।

ধনদা। তার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়েছে সমস্ত ?

ভট্টা। আয়োজন সবই ক'রে রেখেছি হুজুর, কিন্তু এসেই যে তিনি কোথায় গেলেন—

ধনদা। কোথায় গেলেন মানে ? কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যান নি তো ?

ভট্টা। আজ্ঞে না। সন্ন্যাসী মানুষ—বোধ হয় গঙ্গার ঘাটে-টাটে গিয়ে থাকবেন।

ধনদা। খোঁজ কর, এখুনি খোঁজ কর। আলো নিয়ে দেখ।

ভট্টা। এই যাই হুজুর। (প্রস্থান)

ধনদা। কি আশ্চর্য! অতিথি কোথায় গেল খোঁজ-খবর রাখ না তোমরা ?

'[রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তের থামের পাশে আপাদমস্তক আবৃত একটি লোক শুইয়াছিল]

লোক। কোথাও যাই নি আমি। আমি এই আছি।

[সে উঠিয়া বসিল এবং আপাদমস্তক আবরণের চোখ দুইটি শুধু খুলিল]

ধনদা। কে? কে তুমি?

লোক। আমি সন্ধ্যেবেলায় এসেছি হুজুর।

ধনদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কে তুমি? তোমাব গলার আওয়াজ আমার চেনা মনে হচ্ছে।

[আলো লইয়া অগ্রসর হইল এবং মুখের কাছে ধরিল]

কে? কে? কে তুমি?

[প্রদীপের আলোটা নিবিয়া গেল। লোকটা হাসিয়া উঠিল সশব্দে]

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। ভয় পেলে হুজুর?

ধনদা। না না, ভয় পাই নি কিন্তু তুমি—তুই—তুই—

লোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি। ভয় পেওনা হুজুর, আমি ভূত নই।

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। না না আমাকে চিনতে পাববে। আমি ফেবারী—

[আলো হাতে (চৌকা লণ্ঠনের মধ্যে বড় প্রদীপ) পূজকের প্রবেশ]

পূজক। হুজুব।

ধনদা। লণ্ঠনটা এইখানে রাখ। আলোটা নিবে গেছে।

পূজক। আজ্ঞে, অতিথিকে—

ধনদা। আছে, আছে। তার সঙ্গেই আমি কথা বলছি।

পূজক। আমি চাবিদিক—

ধনদা। তুমি যাও এখান থেকে।

পূজক। আজ্ঞে ওঁর সেবার আয়োজন—

ধনদা। আমার মহলে। আমার সঙ্গে খাবেন অতিথি। বাড়িতে বউমাকে বলে যাও তুমি।

পূজক। যে আজ্ঞে।

ধনদা। এইবার তোর মুখের কাপড় খোল্ ফেলে, তোকে একবার দেখি। আজও গিন্নী বেঁচে থাকলে বড় খুশি হতেন কালী।

[কালীচরণ ধনদাবাবুকে প্রণাম করিয়া মাথার মুখের কাপড় খুলিল এবং হাসিল]

ধনদা। তেমন টাজির মত গোঁফ-জোড়া কামিয়ে ফেলেছিস কেলে? সেই গালপাট্টা, সেই বাবরিচুল, সব কামিয়ে ফেলেছিস্ রেঃ? করেছিস কি?

কালী। চিনতে পারলে কোম্পানী ফাঁসি লটকে দেবে হুজুর, তাই কামিয়ে ফেলতে হ'ল।

ধনদা। ফাঁসি লটকে দেবে? কেন, আবার কি করেছিস তুই?

কালী। সেপাই-হাঙ্গামায় মেতে গিয়েছিলাম হুজুর।

ধনদা। মিউটিনিতে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। কোম্পানীর গোরার সঙ্গে লড়াই করেছি হুজুর। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলি চ'লে গিয়েছিল। এই দেখ দাগ।

ধনদা। পনেরো বছব আগে ইংবেজী ১৮৫৭ সালে মিউটিনি, তখন তো তোর জেলে থাকবার কথা কেলে। লাট কাষ্টগড়ায় সীমানা দিয়ে দাঙ্গায় তোর না সাত বছরেব জেল হয়? সে দাঙ্গা ১৮৫৪ সালে, তোর খালাস পাবার কথা ৬১ সালে।

কালী। সেপাইরা ক্ষেপে উঠে জেল খুলে দিয়েছিল, কয়েদীরা বেরিয়ে পড়ল। কতক যোগ দিলে সেপাইদেব সঙ্গে, অনেকে চ'লে গেল বাড়ী। আমার হুজুর কেমন মাতন লেগে গেল। আমি ভিড়ে গেলাম সেপাইদের দলে। তারপর আজ পনেরো বছর ঘুরে ঘুবে বেডালাম। তারপর আর থাকতে পারলাম না। একবার দেখতে এলাম। ইচ্ছে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে চ'লে যাব। কিন্তু বুকটা টনটন করছে হুজুব। যেতে মন চাইছে না: ছেলে, মেয়ে, পরিবার, ঘর, ভিটে, গাঁ, তুমি—হুজুব, যাবার কথা মনে হ'লে—এই দেখ হুজুর, আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। ধব, আলোটা তুলে ধর, দেখ।

ধনদা। ভয় নেই কালীচরণ, রাজ্য এখন আর কোম্পানীর নয়। ভারতের মহারানী এখন কুইন ভিক্টোরিয়া! তিনি ঘোষণা ক'রে সব মাফ করে দিয়েছেন। তোকে পালাতে হবে না, লুকিয়ে ফিরতে হবে না, তুই থাকবি যেমন ছিলি তেমনই থাকবি।

কালী। মহারানীর জয় হোক। তুমি সত্যি বলছ হুজুর?

ধনদা। ভয় নেই তোর আমি বলছি।

কালী। পায়ের ধুলো দাও হুজুর। তুমি রাজ্যেশ্বর হও। আজ তিন দিন আমি এসেছি হুজুর। রোজ রাত্রে ভেবেছি, চ'লে যাই। কিন্তু পারি নি। সোনার চাঁদ ছেলে, হুজুর, ভল্লা বাগদীর ছেলে তারাচরণ আমার

লেকাপড়া শিখেছে, গান বাঁধে, কবি গায়। পরিবার টগরকে দেখলাম হুজুর, সিঁথির সিঁদুর ডগডগ করছে। আমাদের ঘরের মেয়ে, আজ চোদ্দ বছর স্বামী ছেড়ে আছে, দেখলাম, আমার লাঠিটাকে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, পদ্ম ম'রে গিয়েছে। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম, ফুটফুটে গোরা রং, তেমনই চোখ, তেমনই নাক। আমি যখন জেলে যাই, তখন পদ্ম সাত বছরের। সে কি কান্না পদ্মর। পদ্ম আমার বোন হ'লে কি হবে, আমার মেয়ের বয়সী। মা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল পদ্মকে।

ধনদা। (ধরা গলায়) কালী!

কালী। হুজুর!

ধনদা। (অন্যমনস্ক ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল) তাই তো কালী, তাই তো রে!

কালী। কি হ'ল হুজুর? কোন কাজ ভুলেছ বুঝি?

ধনদা। না।

কালী। তবে?

ধনদা। তুই এক কাজ কর্ কালী। তুই—। কালী, তুই আমাদের লাট রত্নপুরে গিয়ে বাস কর্। এ গ্রামে থাকা তোর ঠিক হবে না।

কালী। কেন হুজুর? (ধনদা নীরব) ও হুকুম তুমি ক'রো না হুজুর। হুজুর, আমার পরিবার-ছেলের মায়াতেই কি শুধু ফিরেছি মনে করছ? তুমি তো জান, বেটাছেলে মরদ, দ্বীপান্তরে গিয়ে সেইখানেই কত জনা বিয়ে ক'রে বাস করে। আমার এই গাঁ, আমার পিতৃপুরুষের ভিটে—আজ সাত বছর অহরহ আমার মনে পড়েছে। হুজুর, সেদিন চাঁদনী রাতে যখন গাঙের ওপারে এসে দাঁড়ালাম, তখন গাঙ দুকূল পাথার, গাঙে টানের কলকল শব্দ শুনে আমার বুকও শিউরে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। তারপর চাঁদনী রাতে বুড়োশিবের মন্দির চুড়োর পানে তাকালাম, তোমাদের দুধবরণ চিলেকোঠার ছাদ ঝলমল করছে দেখলাম। আমাদের পাড়ায় অশথগাছের ডগাটা দেখলাম হিলহিল ক'রে বাতাসে কাঁপছে। হুজুর, গাঙের জলের শব্দ যেন আর শুনতে পেলাম না। চাঁদনী রাতে দুকূল পাথার জল চোখে যেন দেখতে পেলাম না। বুকের মধ্যেটা আনচান ক'রে উঠল। 'জয় কালী' ব'লে

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম নদীতে। সোজা সাঁতার কেটে এসে উঠলাম তোমাদের অন্দরের ঘাট—বউমানিকের ঘাটে। গাঁ ছাড়তে ব'লো না হুজুর। জোড়হাত করছি তোমাকে।

ধনদা। না না না, সে কথা নয় কালীচরণ।

কালী। হুজুর, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

ধনদা। পদ্মর মৃত্যুর খবর তোকে কে দিল টগর—তোর পরিবার?

কালী। হ্যাঁ, বললে, কলেরা হয়ে—

ধনদা। কালী, তোকে বসুপুরে গিয়েই বাস করতে হবে। সেখানে তোকে আমি পঁচিশ বিঘে জমি দোব।

কালী। ও! আমার চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছ হুজুর, তাই বলছ? যা কেড়ে নিয়েছ, তাই ফিরে দিলে তোমার মাথা হেঁট হবে। বুঝেছি হুজুর।

ধনদা। হ্যাঁ, তোর পাইক-সর্দারী চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালীচরণ।

কালী। দোষ তোমার হয়েছে হুজুর। আমার বাবা দ্বীপান্তরে মরেছে হুজুরের চর দখলের দাঙ্গার মামলায়, আমার হ'ল সাত বছর মেয়াদ। তবে অন্যে না বুঝুক আমি জানি, তুমি কেন আমার চাকরান কেড়ে নিয়েছ।

[ধনদা আশ্চর্য হইয়া কালীর মুখের দিকে চাহিল।]

ধনদা। তুই জানিস কালীচরণ?

কালী। তুমি তারাচরণকে জব্দ করবার জন্যে কেড়ে নিয়েছ জমি, সে আমি জানি। সেই কথাই আমি বললাম তারাচরণকে—বেটা তুমি হয়েছ দৈত্যকুলের পেহ্লাদ, লাঠিয়াল বাগদীর ছেলে—লাঠি ছেড়ে কবিয়াল হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছ, দুঃখ তোমার হবে না?

ধনদা। আঃ! কালী!

কালী। হুজুর!

ধনদা। চুপ কর্ তুই চুপ কর্।

কালী। কতকাল পরে হুজুরের পায়ের তলায় এসে পড়েছি, অভয় পেয়েছি, আজ আর চুপ করতে পারছি না হুজুর। শোন শোন হুজুর, তারাচরণ কি বললে শোন, নিজে বেঁধে একখানা গান শোনালে আমাকে। বেটার গানখানি বড় মিঠা হুজুর। গানখানিও বেশ, সুন্দর গান—"যে বাঁশেতে

লাঠি হয় রে মন, সেই বাঁশে হয় মোহনবাঁশী।" হুজুর, হতভাগা কর্মফেরে পাপভ্রষ্ট হয়ে আমার ঘরে বাগদী-বংশে এসে পড়েছে। গান শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না তারাচরণকে। (হাসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তা তারাচরণ হুজুরের কাজ করে নাই, জমি কেড়ে নিয়েছ, এইবার আমি ফিরে এসেছি, আবার লাঠি ধ'রে হুজুর-সরকারের কাজ করব, আমাকে জমি ফিরে দেবে। কাছারিতে সবারই সামনে আমি তোমার পায়ে ধ'রে চেয়ে নেব।

[একটি তরুণী আবছা আলোর মধ্যে ছুটিয়া ধনদা প্রসাদের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল।]

পদ্ম। বাবু, বড়বাবু! বিচার কর বড়বাবু, বিচার কর।

কালী। (চমকিয়া) কে? কে?

ধনদা। (কালীচরণকে) স'রে যা, তুই এখান থেকে স'রে যা—কালীবাড়ির বাইরে। আমি আসছি। তুই স'রে যা।

[তরুণীটি কালীচরণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া বসিল।]

পদ্ম। দাদা!

ধনদা। (ধমক দিয়া বলিলেন) কালীচরণ!

কালী। প—দ্ম!

ধনদা। (অধিকতর রূঢ়তার সহিত বলিলেন) কেলে!

কালী। পদ্ম! পদ্ম! পদ্ম!

ধনদা। হ্যাঁ, পদ্ম। পদ্ম এখন ভৈরবী। তুই বাইরে যা কালীচরণ।

কালী। ভৈরবী! ও! বাগদিনীর গায়ে ভৈরবী-গোবর মাখিয়েছে? বোষ্টমী এখন বুঝি তোমার বাগান-বাড়িতে থাকে?

ধনদা। কালীচরণ, তুই বাইরে যা।

কালী। তোমার লজ্জা হচ্ছে হুজুর? তোমার লজ্জা হচ্ছে? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহসা হাসি থামাইয়া) ও এই জন্যেই বুঝি তুমি বলছিলে লাট রতনপুরে গিয়ে থাকতে?

ধনদা। বল্ তোর পদ্ম কি হয়েছে? আগে বল্, তারপর দাদার মুখের দিকে তাকাবি!

পদ্ম। কি হয়েছে? এই দেখ।

সে তাহার বাহুমূলের কাপড় তুলিল, সেখানে কয়েকটা চাবুকের আঘাতের চিহ্ন।

ধনদা! আঃ! কে—কে মেরেছে এমন করে? কে?

পদ্ম। বলব? বল, বিচার করবে?

ধনদা। বল্, বল্, আগে বল্।

পদ্ম। বড় খোকাবাবু।

ধনদা। বড় খোকাবাবু? প্রমদা?

পদ্ম। হ্যাঁ।

ধনদা। কিন্তু কেন?

[পদ্ম চুপ করিয়া রহিল]

ধনদা। পদ্ম!

কালী। ছেড়ে দাও বাবু, ও কথা ছেড়ে দাও।

ধনদা। পদ্ম।

পদ্ম। আমি পান সাজছিলাম তোমার জন্যে। খোকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে, বারান্দায় উঠে আমার কাছে পান চাইলে। আমি বললাম, এ তোমার বাবার পান, তোমাকে সেজে দিচ্ছি আলাদা ক'রে। সে বললে —আমি ওই পানই নোব। আমি দিই নাই, তাই বসিয়ে দিলে চাবুক— চাবুকের ওপর চাবুক। বড়বাবু, আমি বাগদীর মেয়ে, চাবুকটা আমি কেড়ে নিতে পারতাম। তা ছাড়া, যে কথা সে আমাকে বলেছে, তা তোমার কাছে বলতে আমারও লজ্জা হয়। কিন্তু সে তোমার ছেলে ব'লে—

[কালী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ধনদা। তারা, তারা মা!

[ধনদা থামে ঝুলান খাঁড়াখানা টানিয়া লইল]

কালী। (হাসি থামাইয়া) বড়বাবু!

ধনদা। পথ ছাড় কেলে। এতবড় পাপ—

কালী। পাপ তার নয় বড়বাবু, পাপ তোমার।

ধনদা। প্রমদাকে কেটে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি, পথ ছাড়।

কালী। খাঁড়াখানা ছাড় আগে।

ধনদা। কেলে!

কালী। (খাঁড়াখানা কাড়িয়া লইয়া আসিল) এক আখড়ায় খেলেছি বড়বাবু, আমার চেয়ে তোমার কম জোর ছিল না। কিন্তু ব'সে ব'সে খেয়ে তোমার ভুঁড়ি বেড়েছে, সে ক্ষমতা তোমার আর নাই। আর— আর—বড়বাবু, মহাপাপ—তুমি মহাপাপ করেছ।

ধনদা। তুই যা জানিস না কেলে, তা নিয়ে কথা বলিস নি। পদ্মকে আমি তন্ত্রমতে—

কালী। থাম বড়বাবু। খাঁড়াখানায় শানের পালিশ চকমক করছে। মুখ দেখা যায়। একবার দেখ দেখি নিজের মুখ, এই আলোর কাছে ধরেছি, দেখ, দেখ।

ধনদা। কি বলছিস তুই ?

কালী। তাকিয়ে দেখ বড়বাবু, তাকিয়ে দেখ। মুখে আমি বলছি না, বলতে পারছি না।

ধনদা। না! মুখেই বল্ তুই কি বলছিস! কি হয়েছে আমার মুখে ? বল্।

কালী। শুনবে তুমি ? শুনতে পারবে ?

ধনদা। প্রমদা জ্ঞানদার ছোট গুণদাকে মনে আছে তোর ? ষোল বছরের গুণদা আর গিন্নী একদিনে কলেরায় ম'রে গিয়েছিলেন। তখন আমি মফস্বলে। খবর শুনলাম তখন আমি কাছারি করছি! কাছারির কাজ শেষ ক'রে ঘোড়ায় বাড়ি ফিরেছিলাম। লোকে বলেছিল, আমি পাথর। সেই পাথরের মুখে কি দাগ পড়েছে—বল্ শুনি ? মুখে আমার কি হয়েছে বল্ ?

কালী। তবে এস, মা কালীর নাটমন্দির থেকে নেমে এস। তা ছাড়া (পথের দিকে চাহিয়া) না—পদ্মর সামনে—না। এস নেমে! এই নাও, খাঁড়াখানা আমি ফেলে দিচ্ছি।

ধনদা। (হা হা করিয়া হাসিয়া) থাক থাক, খাঁড়া, তোর হাতেই থাক। চল, কি বলছিস তুই শুনি।

কালী। এস!

[কালীচরণ ও ধনদা নাটমন্দিরের বাইরে প্রস্থান করিল পদ্ম সন্তর্পিত পদক্ষেপে শেষ থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।]

নেপথ্যে ধনদা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) কালীচরণ, কালীচরণ!

নেপথ্যে কালী। (উচ্চহাস্য করিয়া বলিল) তাই তো বলছিলাম, মিলিয়ে দেখ, মিলিয়ে দেখ।

নেপথ্যে ধনদা। চুপ চুপ।

নেপথ্যে কালী। বাগদীর ছেলের এমনই ফরসা রঙ বড়বাবু, বাগ্দীর মেয়ের ওই রূপ—

পদ্ম। (আতঙ্কিতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল) দাদা!

[কাঁপিতে কাঁপিতে পদ্ম বসিয়া পড়িল ধনদা প্রবেশ করিলেন]

ধনদা। চুপ, চুপ।

[কালীর প্রবেশ]

কালী। পদ্ম! পদ্ম!

পদ্ম। দাদা! ওই খাড়াটা আমার গলায় বসিয়ে দাও দাদা।

কালী। (খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া, পদ্মর সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়া) না। পদ্ম, তুই আমার সোনার পদ্ম রে! আয়, আয়, বাড়ি আয়। আমরা নীচু জাত আমাদের জন্ম পাপ, কর্ম পাপ, পাপের বোঝা বয়ে বয়ে আমাদের ঘাড় শক্ত হয়েই আছে। এ বোঝাও তুই খুব বইতে পারবি। আয়, বাড়ি আয়।

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু!

ধনদা। আমার খাসজোতের উৎকৃষ্ট আউয়ল জমি, পঞ্চাশ বিঘে—না. একশো বিঘে তোকে দান করলাম।

কালী। দান করলে হুজুর? (হাসিল)

ধনদা। হ্যাঁ। আয় আয়, আমার সঙ্গে, অন্দরে আমার সঙ্গে তোর খাবার ব্যবস্থা করছি—

কালী। ব্যান্নেে আছে হুজর। মাপ কর হুজুর, তোমার নুন খেতে আর পারব না। তোমার জমিও তুমি দেবতা-ব্রাহ্মণকে দিও হুজুর, ও জমির তাতে আমি—আমার বংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

ধনদা। কালীচরণ, কালীচরণ!

[অনুসরণ করিতে গিয়া—নাটমন্দিরের সর্বশেষ থাম ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ

[তারাচরণ, রাজা মিয়া, জমিদারের গোমস্তা]

রাজা। যাও যাও, বেশি কথা বুলিয়ো না গমস্তা ঠাকুর। ইয়ার আর বুলবা কি? কি বুলব, তারা-ভাই বারণ করছে। লইলে দেখাইতাম একবার। মেলা তুমাদের লণ্ডভণ্ড কর্‌য়া দিতাম।

গমস্তা। মিয়াসাহেব, কথা আমি তোমাকে বলি নাই। বলছি আমি তারাচরণকে। তারাচরণ, তুমি দুঃখ ক'রো না। ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু—

রাজা। রাখ ঠাকুর, তোমার বেরাম্মন! বামুন হইছে তো হইছে কি? কবি গাইতে আসছে, পয়সা লিবে, যার সাথে পাল্লা দিতে বুলবে তারই সাথে পাল্লা দিবে। কেন? আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রার মতন কবিয়াল কে আছে শুনি? তারাচরণ বাগদী হলিও কবিয়াল। কেনে, তার সাথে পাল্লা দিবে না কেনে?

গমস্তা। তারাচরণ, এই মিয়া সাহেবই কি তোমার কথা বলবে বাবা?

রাজা। হ্যাঁ, বুলবে।

তারা। রাজা-ভাই, তোমাকে জোড়হাত করছি আমি।

রাজা। তুমার অপমান করলে তারা-ভাই, আর তুমি বুলছ চুপ করতে?

তারা। ব্রাহ্মণ, আমাদের মাথার মণি রাজা ভাই।

গমস্তা। এই। ও অপমান তোমার আশীর্বাদ।

তারা। (হাসিয়া) কাঁটা—সোনার কাঁটা হ'লেও অঙ্গে বিঁধলে ব্যথা করে গমস্তা মশায়। যাক ও কথা, আমি কিছু মনে করি নাই। আমি বাড়ী যাচ্ছি প্রভু, আমি চ'লে যাচ্ছি।

গমস্তা। শোন। ধর। (হাত বাড়াইল)

তারা। কি?

গমস্তা। টাকা। দুটি টাকা বাবু তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

তারা। বামুনের জুতোর দক্ষিণে লাগে না প্রভু।

গমস্তা। তা হ'লে আমার দোষ নাই কিন্তু। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি।

[টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রস্থান]

রাজা। আমি তুমাকে বুলছি তারা-ভাই, বামুন তুমার গান শুন্যা হারবার

ভয়ে ওই প্যাচটি মারলে। বাগ্দীর ছেল্যের সাথে— বামুন আমি—পাল্লা দিব না আমি।

তারা। আর কবি গাইব না রাজন, আর কবি গাইব না।

রাজা। হাজার বার গাইবা, লাখো বার গাইবা।

তারা। না, বাবা আমায় সেদিন বলেছিল, ঠিক বলেছিল। বলেছিল কি জান? বলেছিল, বাগ্দীর ছেলে, লাঠিয়ালি ছেড়ে কবিয়াল হলে তুমি, কপালে তোমার দুঃখু আছে। পিতৃবাক্য ফ'লে গেল।

রাজা। রাগে দুঃখে চোখে আমার জল আসছে তারা-ভাই।

তারা। এই মরেছে রাজন! কাঁদবে কি দুঃখে? রাগই বা কিসের? ছেড়ে দাও ও-কথা। চামড়ার মুখ ফসকে কত রকম বেরিয়ে যায়, ঢোলের বাখি বাঁধা বোল, তাই কত তাল কাটে। যাও যাও, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছিলে, চ'লে যাও। তোমার রানী-বিবি যুবরাজমিয়াকে কোলে ক'রে এতক্ষণ ঘর-বার ক'রে সারা হ'ল।

রাজা। এই দেখ—আমাকে কি বুলছ আবার? কি বিবি?

তারা। রানী-বিবি। যুবরাজ-মিয়া। তুমি যখন রাজা মিয়া, তোমার বিবি তখন বিবি-রানী—মানে বেগম।

রাজা। আলবত।

তারা। ছেলে তখন যুবরাজ-মিয়া, মানে শাজাদা।

রাজা। বহুত আচ্ছা ওস্তাদ।

তারা। শোন শোন—

রাজার ঘরের ঘরণী মহামান্যা বিবি-রানী,
তিনি খান বড় বড় ফেনী
সর্বলোকে বলে।

বিবির জন্যে মেলা থেকে বড় বড় ফেনী কিনে নিও, বুঝলে?

রাজা। তাই তো ভাই তারা, তুমার সাথে তো পয়সা-কড়ি—

তারা। আচ্ছা বদরসিক তুমি। শোন, তারপর শোন—

রাজার বেটা যুবরাজা, তোমার বেটা মহাতেজা,
খায় সে খাস্তা খাজা গজা—
বিদিত ভূমণ্ডলে।

রাজা। শুন তারা-ভাই। আগে আমার কথা শুন।

তারা। বল।

রাজা। তুমার কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নাই ?

তারা। শোন। এইটে বলে—খাব খাব, এইটে বলে—কোথা পাব—

রাজা। থাম তারা-ভাই, তুমি থাম। তুমার ভাবনা হয় না তারা-ভাই ?

তারা। তুমি হাসালে রাজন। ঘরে দেখে এসেছি, চাল বাড়ন্ত, মায়ের রূপোর খাড়ুটা পর্যন্ত মা লুকিয়ে বেচেছে। এতকাল পরে বাবা ঘরে ফিরল, আমি উপযুক্ত ছেলে, তাকে নিশ্চিন্ত করতে পারলাম না। বাবা গেছে বীজনগর সিংহীবাবুদের বাড়ি—তাদের নাকি পাইক-সর্দ্দার দরকার আছে। বড় আশা করে আমি মেলায় গাওনা করতে এসেছিলাম! গাওনার পাল্লায় চাটুজ্জে-কবিকে হারিয়ে দোব, আমার নামডাক হবে, তা—চাটুজ্জে মশায় বাগ্দী ব'লে কবিই গাইলে না আমার সঙ্গে। আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যায় না রাজন।

রাজা। শুন। আমি বুলছি ধর।

[তারাচরণের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিল]

তারা। এ কি ? এ যে টাকা!

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার কাছে দুটি ছিল, তুমি একটি নাও, আমি একটি নিয়া চললাম।

তারা। না রাজন।

রাজা। আরে বাবা—দেখ তারা-ভাই ই গাঁয়ের বেটীরা সব ভাঁজো পরব লাগাইছে হে। দেখ—কেমন নাচছে দেখ।

[তারাচরণ পিছন ফিরিয়া চাহিতেই রাজা চলিয়া গেল]

তারা। (ঘুরিয়া) রাজা-ভাই, রাজন! দাড়াও।

[ভাঁজোর ডালা মাথায় পল্লীর নিম্ন শূদ্রশ্রেণীর মেয়েদের প্রবেশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত]

সকলে একসঙ্গে। ভাঁজো আমার—সোনার ভাঁজো—
ও আমার সুন্দরী গো!
আদুরী লো—এলি ভাদরে—ইঁদ রাজার অপ্সরী গো!

[তারাচরণের পুনঃপ্রবেশ]

১ম দলের জয়া। আমার ভাঁজোর গলায় দিব পদ্মশালুক মালা—
লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলা—
চাঁদ-কপালে সিঁদুরফোঁটা—মরি মরি হায়, মরি গো!

২য় দলনেত্রী। তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দোব সই,

গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কিমালা বই।
সই—সই—সই পাতালে—নীলপরি লালপরী গো।

১ম দলের জয়া। মুড়কিমালা তোমার থাকুক, গুড়-মাখানো খই,
আমি বরং কিনে দোব এক পয়সার দই।
নীলপরী কালিন্দী—লাজে, মরি গলার দড়ি লো।

২য় দলের মেয়ে। হ্যাঁলা জয়া দাসী, বলি গোরো রং কারুর হয় না নাকি?

১ম দলের জয়া। হয় বই কি। তবে হলেই এমনই দেমাক হয়। "মিনি হলুদে গোরো না, গরব কেন হবে না?"

২য় দলের নেত্রী। চল্ লো, চল্, আমরা ভিন ঘাটে ঘট ভ'রে আনি। কে জানে ভাই, কালো হাতের ছোঁয়া জলের ছিটে লাগে যদি সুন্দরীর গায়ে!

[জয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

তারা। (দ্বিতীয়ার প্রতি) তুমি জবাব দিতে পারলে না ভাই?

জয়ার দলের মেয়ে। ও মাগো! এ আবার কে লো?

জয়া। 'বন থেকে বেরুল টিয়ে লাল গামছা মাথায় দিয়ে'

তারা। (দ্বিতীয়াকে) বল তো আমি জবাব দিয়ে দিই।

জয়া। (গান ধরিল)

নীলপরীর বরাত ভাল, পথে জুটল সয়া—
সইয়ের বদলে সয়া—সবই ভাঁড়োর দয়া।
দয়াময়ী ভাঁড়ো লো, তোর চরণেতে গড় করি গো!

[দলসহ প্রস্থান]

[তারাচরণ গাহিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়াও গাহিল]

নীলপরীর সই জুটেছে তাই জুটেছে সয়া
আমার ভাঁড়োর চেয়ে লো সই, তোমার ভাঁড়োই পয়া।
তোমার গলায় ফুলের মালা—আমার গলায় দড়ি গো!

[দ্বিতীয় দলের মেয়েরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, জয়া ঘুরিয়া আসিয়া তারাচরণের সম্মুখে দাঁড়াইল]

জয়া। জানিস, আমি বাগ্দীর মেয়ে?

তারা। নাকি? তা জানতাম না, এই জানলাম।

জয়া। না, এখনও জানতে কিছু বাকি আছে, এই নে জেনে নে।

[সজোরে চড় কষাইয়া দিতে গেল, কিন্তু তারাচরণ খপ্ করিয়া তাহার

হাত ধরিয়া ফেলিল। জয়া তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত চালাইল, তারাচরণ সে হাতও ধরিয়া ফেলিল]

তারা। (হাসিয়া) ওরে বাপ রে, তুমি বাগ্দিনী নও, বাঘিনী। দু'হাতে সমান থাবা চালাচ্ছ! তবে কি জান, আমিও বাগ্দীর ছেলে।

জয়া। হাত ছেড়ে দাও। হাত ছাড়।

তারা। উঁহু।

জয়া। ছাড় বল'ছি।

তারা। হাত ছাড়লেই তো তুমি ফস্ ক'রে আবার চড়িয়ে দেবে?

জয়া। না। ছাড় তুমি।

[তারা হাত ছাড়িয়া দিল। জয়া দ্রুতপদে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল]

জয়া। পালিও না তুমি।

তারা। মানে?

জয়া। বাবাকে দাদাকে ডেকে আনি আমি।

তারা। ওঃ, তুমি খুব রসিক লোক তো! আমাকে মার দেবার জন্যে তুমি লোক ডেকে আনবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব? তার চেয়ে তুমিই তো বলতে পার—তুমি পিঠ পাত, আমি মারব।

জয়া। ভয়ে পালাবে তুমি, কি রকম বাগ্দীর ছেলে?

তারা। বুদ্ধিমান বাগ্দীর ছেলে। তুমি দশজনকে ডেকে আনবে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব, বাগ্দীর ছেলে হ'লেও সে রকম বেকুব নই আমি।

জয়া। আচ্ছা, পালিয়েই বা কতদূর যাবে তুমি, আমি দেখি। এইখান থেকেই ডাকছি। দাদা! দাদা! বাবা! [নেপথ্যে-মুখে দাঁড়াইল]

কালো মেয়ে। তুমি পালাও। জয়ার বাবা ভয়ানক রাগী, ভয়ঙ্কর লেঠেল। ওর চার দাদা, তারাও ভয়ানক লোক। পালাও তুমি।

তারা। উঁহুঁ। গোরো মেয়ে জাত তুলে কথা ব'লে গেল। বললে—ভয়ে পালাবে, কি রকম বাগ্দীর ছেলে তুমি? এর পর পালিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে? কীর্তিহাটের কালী বাগ্দীর ছেলে আমি, বাবার নাম ডোবাতে পারব না।

কালো মেয়ে। কীর্তিহাটের কালীচরণ ভল্লা মহাশয়ের ছেলে তুমি?

তারা। হ্যাঁ।

কালো মেয়ে। তুমি কবিয়াল তারাচরণ?

[জয়া ফিরিল]

জয়া। তুমি কবিয়াল তারাচরণ?

তারা। হ্যাঁ গো। কবিয়ালও বটে, লাঠিয়ালও বটে। ওই যে, বাবা তোমার এসে পড়েছে দেখছি।

[লাঠি বেশ করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। জয়ার বাপের প্রবেশ]

জয়ার বাপ। কি রে জয়া? চেঁচাচ্ছিলি কেনে রে?

জয়া। বাবা, কবিয়াল তারাচরণ। তুমি আফসোস করছিলে না, মেলায় বামুন কবিয়াল, বাগ্দীর ছেলে ব'লে তারাচরণের সঙ্গে পাল্লা দেয় নাই। তুমি খোঁজ করছিলে তারাচরণের, এই দেখ তারাচরণ কবিয়াল।

জয়ার বাপ। তুমি তারাচরণ? কীর্তিহাটের ছেলে? তোমার বাপ আর আমি এক ওস্তাদের সাকরেদ। আমার নাম ভীম ভল্লা।

তারা। আপনি ভীম ভল্লা? (প্রণাম করিল)

ভীম। বেঁচে থাক। তোমার বাবা ফিরে এসেছে শুনলাম। কোম্পানির গোরার সঙ্গে নাকি বন্দুক চালিয়ে লড়াই করেছে?

তারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলিও চলে গিয়েছিল।

ভীম। যাব, একদিন দেখে আসব।

তারা। যাবেন। আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, সে তো আমাদের ভাগ্যি।

ভীম। এমন ক'রে কথা আমরা বলতে পারি না বাবা। তুমি ভল্লার ছেলে হয়ে কবিয়াল হয়েছ, কত বড় কথা! কাল রাত্রে মেলায় যখন বামুন বললে—বাগ্দীর ছেলের সঙ্গে কবি গাইব না, আসর ভেঙে গেল। কত খোঁজ করলাম তোমার। কিন্তু পেলাম না। এস, আমার বাড়ি এস। আজ থেকে যেতে হবে। আমি নেমন্তন্ন করছি।

জয়া। আজ কিন্তু আমাদের ভাঁজো। সমস্ত রাত গানে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[কালীচরণের বাড়ী। মেটে ঘর, চারিদিকে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট। বাহিরে পাঁচিল নাই। পাঁচিলের জায়গায় বেড়া। বেড়ার বাহিরে গ্রাম-পথের সম্মুখে একটি দাওয়া। চারিদিকে গাছ। ছায়া অপেক্ষাও অন্ধকারের আভাস বেশি। বর্বর অথচ সমাজের ভয়ে ভয়ার্ত মানবাত্মার পশুর মত আত্মগোপন প্রয়াসের প্রতিচ্ছায়া এই রূপের মধ্যে প্রতিফলিত দাওয়ার উপর পদ্ম বসিয়া আছে। স্থির দৃষ্টি, মাটির মূর্ত্তির মত সে বসিয়া আছে। কালীচরণের স্ত্রী টগর—বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—একটা ঝুড়ি কাঁধে লইয়া প্রবেশ করিল। ঝুড়িতে কতকগুলি ভাঙ্গা শুকনো ডাল]

টগর। (পদ্মকে দেখিয়া দাওয়ার উপর ঝুড়িটা নামাইল। তারপর কাছে আসিয়া সস্নেহে ডাকিল) পদ্ম!

[পদ্ম উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া টগরের দিকে চাহিল।]

টগর। এমন ক'রে থাকিস না পদ্ম, তুই পাগল হয়ে যাবি।

[পদ্ম আবার ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে চাহিল।]

টগর। আমি তখুনি যদি বুঝতে পারতাম পদ্ম! বড়বাবু ঘোড়ায় চেপে আসত, খোঁজ-খবর করত, তুই ঝিউড়ি মেয়ে কথা বলতিস, আমি এত বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারলে তোর এ দশা হ'ত না। তোকে বারণ করতাম, কথা না শুনতিস, তোর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম। যেদিন রাত্রে উঠে তুই চলে গেলি, সেদিন—

পদ্ম। আজ আমাকে মেরে ফেলতে পার ভাজ-বউ?

টগর। (পদ্মর মাথায় হাত বুলাইয়া আপন মনেই বলিল) আমাদের ঘরের মেয়ে কতজনা বড়লোককে বেচে দেয়। ইজ্জতের জন্যে নয়। ওদের যে জানি আমি। বয়েস যে আমার অনেক হ'ল অনেক দেখলাম। (হঠাৎ আক্রোশভরে) একে বড়লোক তায় বামন! ওদের রকমই এই। একটা দুখের মেয়েকে ভুলিয়ে হঠাৎ আজ ধর্ম্মিষ্ঠি হয়ে উঠেছে। শুনছি নাকি ফল-জল ছাড়া কিছু খায় না। চারিদিকে আগুন জেলে ব'সে থাকে। কি বলব? কিন্তু তুই তাকে এত ভালবেসেছিলি পদ্ম!

পদ্ম। ভালবাসা? না ভাজ-বউ, না।

টগর। তবে? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না পদ্ম!

পদ্ম। তুমি জান না ভাজ-বউ, তুমি জান না।

টগর। আমি একবার যাব পদ্ম বড়বাবুর কাছে? বলব, বড়বাবু, এই তোমার বিচার?

পদ্ম। (শিহরিয়া আতঙ্কভাবে বলিল) না না না!

টগর। কেন পদ্ম, কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।

পদ্ম। না না, সে কথা তুমি আমাকে শুধিয়ো না। না, শুধিয়ো না।

টগর। তুই আমার মেয়ের বয়সী। বিয়ের পর পনেরো বছরে শ্বশুরঘর করতে এলাম। শাশুড়ী তোকে আমার কোলে দিয়ে বললে, তুমি ওকে মানুষ কর। তোর পরে—এক বছর পরে, আমার কোলে এল আমার তারাচরণ! তোর দুঃখ আমি সইতে পারি না (আঁচলে চোখ মুছিল) তুই খাওয়া দাওয়া ছেড়েছিস, অষ্টপহর ভাম হয়ে ব'সে আছিস—

পদ্ম। আমি যদি আজ ম'রে যাই ভাজ-বউ, তুমি খুব কাঁদবে, নয়?

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। না না ভাজ-বউ, আমি মরব না। যে পাপ করেছি, তার ওপর আত্মহত্যা ক'রে আর পাপ বাড়াব না। কিন্তু জান ভাজ-বউ, এখন আমার সবচেয়ে জ্বালা কি জান? ওই বড় খোকাবাবু। ও আর আমাকে কিছুতেই শান্তি দেবে না। পাপ-পুণ্যি, ধর্ম-অধর্ম ওর কোন জ্ঞান নাই, কিছু মানে না।

টগর। ছি ছি ছি! কি বলব, মুনিবের বংশ, মুনিব, নইলে—

পদ্ম। নইলে, আমিই একদিন এক কোপে ওকে দুখানা ক'রে শেষ ক'রে দিতাম ভাজ-বউ! ওকে যখন হাসতে দেখি ভাজ-বউ, জীবন আমার ছি ছি ক'রে ওঠে।

টগর। তুই ভাবিস না পদ্ম। আমি ওকে বারণ ক'রে দোব। কথায় শাসিয়ে দোব।

পদ্ম। ওই দেখ ভাজ-বউ, ওই দেখ।

টগর। যা তুই, ভেতরে যা!

[পদ্মর ভিতরে প্রস্থান]

বড় খোকাবাবু নাকি?

[প্রমদাচরণের প্রবেশ। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের অভিজাত বংশীয় যুবকের অনুরূপ সুপুরুষ। মুখে মদ্যপানজনিত রক্তিমাভা। চোখের কোণে অত্যাচারসঞ্জাত কালির দাগ পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে ঠোঁট দুইটি টানিয়া বিকৃত করে—

যেমন অতিমাত্রায় মগুপেরা করিয়া থাকে। এ যেন তাহার নিপীড়িত আত্মার যন্ত্রণার আক্ষেপ এবং পশুত্বের হিংস্র আত্ম-প্রকাশ। তাহার পরনে পায়জামা প্রভৃতি মুসলমানী ঢঙের শিকারী পোষাক।]

প্রমদা। কে সর্দার বউ?

টগর। পেনাম।

প্রমদা। কেমন আছিস সর্দার-বউ?

টগর। তোমরা জ্বালালে আমরা কি ভাল থাকতে পারি খোকাবাবু?

প্রমদা। কেন? হ'ল কি?

টগর। তোমরা দেবতা নোক, আমাদের মনের কথা তোমরা জানতে পার না—তাই হয়?

প্রমদা। পুজো না পেলে দেবতারা মনের দুঃখু বোঝে না সর্দার-বউ। মনসার ভাসান শুনেছিস? পুজো না করায় চাঁদসদাগরের কি দুর্দশা হয়েছিল জানিস তো?

টগর। চাঁদ বেণেও বড়নোক, জাতেও গন্ধবণিক। কিন্তু বাগ্দীজাত বড় খারাপ বড়-খোকাবাবু! বাগ্দীতে বাগ্দীতে বিশেষ আছে—আমরা আবার ভল্লা বাগ্দী। আমাদের জেদ চাপলে আমরা কারুর বাবার লই!

প্রমদা। (হাসিয়া উঠিল) সর্দার-বউয়ের সাহস খুব। আমার সঙ্গে আর কেউ এমন করে কথা বললে তাকে চাবুক ক'ষে দিতাম।

টগর। কুকুর-বিড়েল গরু-গাধা চাবকিয়ে বড়-খোকাবাবুর চাবুকটি খুব দোরস্ত হয়েছে। বেশ তো, খাতিরে কাজ কি পিঠ পেতেছি, চাবুক না হয় চালিয়েই দেখ, তোমার চাবুক শক্ত কি? আমার পিঠ শক্ত?

প্রমদা। না না। ওটা তোকে আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম। তুই কালী-সর্দারের স্ত্রী, তোকে কি আমি চাবুক মারতে পারি?—তোকে আমি বকসিস দোব।

টগর। বকসিসে আমার কাজ নাই খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও। সর্দার গিয়েছে বীজনগর-বাবুদের বাড়ি কাজের সন্ধানে—তার ফিরবার সময় হ'ল।

প্রমদা। বীজনগর? কেন? আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে বীজনগর?

টগর। সে তাকে শুধিও তুমি। এখন তুমি যাও। শোন, তুমি আমার পুরনো মনিবের বংশ, তোমাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি—

প্রমদা। আঃ! থাম তুই। পদ্ম কই, পদ্ম?

টগর। খোকাবাবু, তোমাকে সাবধান করে দি। বাগদিনী আর বাঘিনীতে সমান। তোমার চাবুক সম্বল ক রে তুমি এমন করে এস না এদিকে।

প্রমদা। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) আমার কাছে পিস্তল আছে সর্দাব-বউ।

টগব। (হাসিয়া উঠিল) পিস্তলের ওপর ভরসা ক'রো না খোকাবাবু। পিস্তলের গুলি খেয়েও বাঘিনী তোমাকে শেষ ক'রে দেবে। জান তো, ঘা খেলে বাঘিনী সাক্ষাৎ মবণ ?

প্রমদা। আচ্ছা আমি হুঁশিয়ার হয়েই ফিবব। (পিস্তল বাহির করিল)

টগর। তাতেই বা কাজ কি খোকাবাবু ? বাঘ সাপ তো মানুষকে এড়িয়ে বনে-জঙ্গলে গর্ত্তেব ভেতব অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। তোমাদিগে তো তাবা এড়িয়ে চলতে চায়। তোমরা যদি জোর ক'বে তাদেব আস্তানা মাড়াতে যাও, তাতে যদি তাবা ক্ষেপে ওঠে, তবে দোষটা কাব ? ও পথে হেঁটো না খোকাবাবু।

প্রমদা। আচ্ছা, সে ভেবে দেখব ! (যাইতে যাইতে ফিবিয়া) ভাল কথা মনে হয়েছে সর্দার-বউ। কাল সদরে গিয়েছিলাম, জেলায় বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাহেব কালীচবণেব কথা জিজ্ঞাসা কবছিল।

টগব। সর্দারও ভাবছিল বড় খোকাবাবু, জেলখানায় সর্দারের ভাতের হাঁড়িটা ফেলে দিলে, না, আছে ? ফেলে দিয়ে থাকলে আবাব কিনতে হবে। তুমি বরং সুপারিশ ক'বে দিও, হাঁড়িটা যেন না ফেলে।

প্রমদা। সর্দাব বউ, তোদেব আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়েছে।

টগর। হেই মাগো ! আস্পর্দ্ধা আমাদেব হয়, না হতে পাবে ?

প্রমদা। আমাব এলাকায় চোব-বদমাস ডাকাতি-দাঙ্গাবাজি, এসব তো আমি নির্ম্মূল করব।

টগব। মূল তো তোমবাই গো। ডাকাতি-দাঙ্গাবাজি এসব তো তোমাদের নেগেই—

প্রমদা। (ধমক দিল) সর্দার বউ !

টগর। (হাসিতে লাগিল) টান পড়তেই এত বেদনা খোকাবাবু, নির্ম্মূল কববে কি ক'রে ? (পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, হাতে একখানা দা।)

টগর। পদ্ম !

পদ্ম। দাখানায় শান দোব ভাজ-বউ, দাখানায় শান দোব।

টগর। যাও খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও। (প্রমদা পিস্তল হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল)

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমাকে একটু ধর ভাজ-বউ, একটু ধর।

টগর। বোস্, এইখানে বোস, আমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাক বরং। (পদ্ম কোলে মাথা রাখিয়া শুইল) তুই কাঁদছিস পদ্ম? বল্ পদ্ম বল্, কি হয়েছে? আমাকে বলবি না?

পদ্ম। না না না।

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে ভাজ-বউ, মনে হচ্ছে, গাঙের তলায় না হয় জ্বলন্ত আঙারের ওপর অহরহ শুয়ে থাকি আমি।

[কালীচরণের প্রবেশ]

কালী। টগর-বউ! এ কি, পদ্ম! আমার সোনার পদ্ম শুয়ে কেন দিদি? (পদ্ম উঠিয়া বসিল, এবার সে সত্যই একটু মিষ্ট হাসি হাসিল)

পদ্ম। ভাজ-বউয়ের কোলে একবার শুয়েছিলাম দাদা। (টগর-বউ চলিয়া গেল)

কালী। ছেলেবেলায় তারাচরণ আর তুই টগর-বউয়ের কোলের জন্য যে ঝগড়া করতিস দু'জনে। (টগর জলের ঘটি লইয়া আসিল)

টগর। নাও, হাত মুখ ধোও।

কালী। ও বাবা! ভদ্দরলোকের মত হাত-মুখ ধোবার জল! এ যে সেই অতিরিক্ত—

টগর। তা ব'লে আমি চোর নই।

কালী। চোর ন'স? 'শোন পদ্ম, তবে বলি শোন।' বিয়ের পর এসেই —বারো বছরের বউ বোশেখ মাসের দুপুরবেলা চ'লে গিয়েছে বাবুদের খাস বাগানে কাঁচামিঠে গাছের আম পাড়তে। আমি যাচ্ছি পথ দিয়ে, দেখি গাছের ডাল নাড়ছে। মারলাম হাঁক; কে রে? জবাব এল—আমি যে হই রে মুখপোড়া। তুই কে রে?

টগর। তুমি ধরতে পেরেছিলে আমাকে?

কালী। না তা পারি নাই! বুঝলি পদ্ম, আমি যেই হাঁক মেরেছি—আমি ভল্লা! ব্যাস, অমনই গাছের ওপর থেকে মেরে দিলে লাফ। আমি ভাবলাম, ম'ল রে! ও বাবা! আমি আহা ব'লে যেতে যেতে তখন

টগর-বউ দাঁড়িয়ে উঠেই বোঁ-বোঁ ছুট। ও! তখন কি বহাল্ই ছিল টগর-বউয়ের!

টগর। থাম বাপু, পদ্ম আমার মেয়েব সমান।

কালী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পদ্ম তোব মেয়েব সমান। পদ্ম আমাব সোনার পদ্ম। (সহসা আক্রোশভরে) আমার এক এক সময় মনে হয় কি জানিস?

[সহসা সে থামিয়া গেল, রুদ্ধ আক্রোশ ও আক্ষেপে একপাক ঘুরিয়া বেড়াইল]

পদ্ম। বসো দাদা তারপর তোমার কাজেব কি হ'ল? বীজনগরেব বাবুরা কি বললে?

কালী। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে পদ্ম, আমাকে—কালীচরণ ভল্লাকে জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে?

পদ্ম। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে!

কালী। বীজনগবেব বাবু আমাদের বড় খোকাবাবুব মত। সাহেবী-কেতা-দোরস্ত। গদি-মোড়া কেদারা, মেঝেতে গালচে বিছানো। মদ খেয়ে চোর্। সেলাম ক'বে দাঁড়ালাম তা বলে—প্রজা শাসন করতে পারবে? বললাম প্রজা তো হুজুরেব ছেলে, তা শাসনের দরকার হ'লে ধমক দোব। বললে, ধমক নয়, দরকার হ'লে ঘরে আগুন দিতে হবে। জোতেব ফসল গরু লাগিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। এমন হুকুম করব কবতে হবে। বললাম, হুজুর, ওসব একদিন কবেছি, তার সাজাও ভগবান দিয়েছেন। ওসব অন্যলোক দিয়ে করাবেন। আমাব বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমাকে অন্য কাজ দেন। বাবু হেসে বললে—তবে আর কি কাজ করবে তুমি? আমি বললাম—হুজুরের বাড়ী পাহারা দোব, আমাব জান থাকতে হুজুবেব ঘরে ডাকাত, দুশমন ঢুকতে দোব না। হুজুরেব তো দুশমনেব অভাব নাই, হুজুরের পাশে পাশে থাকব আমি, আমার জান না গেলে হুজুবেব পায়ে কাঁটা ফুটবে না। বাবু হেসে আমাকে একটা পিস্তল দেখালে। আমি হেসে পাঁজরার গুলির দাগ দেখিয়ে বললাম—হুজুর, ওটা আপনার খোকা-বন্দুক, এই দেখুন আপনার মরদ বন্দুকেব গুলির দাগ। বাবু বললে—ভেবে দেখি, তুমি আজ থাক। আমি সেলাম ক'বে চলে আসছি, তখন আবার ডেকে বললে—ওহে, ওইখানে আমার চটি-জোড়াটা আছে দাও তো।

টগর। তুমি কি বললে?

কালী। লাঠির ডগা দিয়ে জুতো-জোড়াটি ঠেলে দিয়ে আবার একবার সেলাম ক'রে চ'লে এলাম।

টগর। বেশ করেছ। তোমার বাবা ছিল—

কালী। টগর-বউ, বাবা চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভুলে যা ওসব কথা।

[পদ্ম মাথা নত করিল, কালী পদচারণা করিতে করিতে পদ্মর মুখতুলিয়াধরিল]

পদ্ম? কাঁদছিস দিদি! না না, ভুলে যা ও সব কথা। ভুলে যা। শোন্, শোন্! আমি মনে মনে কি ঠিক করেছি শোন্! আর চাকরি নয়, গোলামি আব কারু করব না। চাষ করব—চাষ। নদীর ধারে বড় চর উঠেছে। সেইখানে চাষ করব! তারাচরণকেও আর কবিয়ালি করতে হবে না, বাপ বেটায় চাষ করব, নিজেরা কোদাল ধ'রে জমি ভাঙব। বাপ বেটায় কোদাল ধরলে—দুজনে আটজনের কাজ তো করবই! সঙ্গে টগর তুই দুজনে খাটবি। ক্ষেত কবব, খামাব কবব, হাল করব, গরু করব। নদীর ধারেব চন্দনের মত মোলাম মাটি চ'ষে খুঁড়ে ফসল লাগাব, মা-লক্ষ্মী এসে মাটিব বুক পুরে এসে বসবেন—

[নেপথ্যে তারাচবণ]

তারা। মা!

পদ্ম। তারাচরণ!

[তারাচরণ ও জয়ার প্রবেশ]

তারা। তোমাদের দাসী নিয়ে এলাম পদ্ম পিসী।

টগর। দাসী নিয়ে এলি?

পদ্ম। (উঠিযা) তুই বিয়ে করে এলি তারাচবণ?

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। ভাল আছ কালী-ভাই? তোমার ছেলেকে পেলাম রাস্তায়। ধ'রে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি!

কালী। ভীম-ভাই! জয় গুরু, কি ভাগ্যি আমার! তুমি তারাকে ধ'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ! বেশ করেছ। আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি! ওরে বেটা তারা, কবিয়ালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে এলি তুই?

তারা। হয়ে গেল বাবা, ভাজোয় পাল্লা দিতে গিয়ে এমন হ'ল যে শ্বশুর বললেন —আজ হয়ে যাক বিয়ে।

কালী। আর তুমি বেটাও রাজী হয়ে গেলে! হারামজাদা শূয়ারকি বাচ্চা, বাপ ব'লে মনেও পড়ল না! যা, এখন মাল নিয়ে আয়—মদ মদ!

ভীম। (জয়াকে) হারামজাদীর কাণ্ড দেখ! দাঁড়িয়ে আছিস কি হারামজাদী, শ্বশুর-শাশুড়ীকে পেনাম কর।

[জয়া কালীকে প্রণাম করিতে গেল]

কালী। এ যে সোনার প্রতিমে ভীম! আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি ভীম-ভাই! আগে আমাকে নয়, আগে আমাকে নয়। (পদ্মকে দেখাইয়া) আগে এই তোমার পিসশাশুড়ীকে, ওই আমার ঘরের কর্তা, আগে—

ভীম। পদ্ম! পদ্ম এখানে কেন কালী ভাই?

[কালী ঘুরিয়া দাড়াইল]

কালী। কেন ভীম ভাই? বিধবা বোন আমার যাবে কোথায়?

ভীম। তারাচরণ, তুমি তো আমাকে এ কথা বল নাই?

তারা। আপনি তো কই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ভীম। জয়া, ফিরে আয়, বাড়ী চল্‌।

কালী। তোমার হাতে লাঠি আছে, আমি লাঠি ধরব নাকি ভীম-ভাই? আমার ঘর থেকে তুমি আমার বেটার বউ কেড়ে নিয়ে যাবে?

তারা। (জোরে হাঁকিয়া উঠিল) খবরদার!

টগর। ওগো বাছা নতুন বউ, স্বামীর ঘরে থাকবে তো দাওয়ায় উঠে এস। নইলে তোমার বাপ ডাকছে—

[জয়া উপরে উঠিয়া গেল]

টগর। ওরে মা লক্ষ্মী আমার!

ভীম। লাঠি আর ধরব না কালী-ভাই। জামাইকে যৌতুক দেবার জন্য লাঠিগাছটা এনেছিলাম। নাও ধর তারাচরণ।

কালী। ভীম-ভাই, তোমার হাতে ধ'রে বলছি—

ভীম। আমি চললাম, আমি চললাম কালী-ভাই। আমি চললাম।

[প্রস্থান]

পদ্ম। দাদা, দাদা বেয়াইকে ফেরাও।

টগর। না।

কালী। শাঁক বাজা পদ্ম, জলধারা দে, বউ বরণ ক'রে ঘরে তোল। পদ্ম, যে

গেল সে যাক, যেতে দে। তোকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি, তোর পয়ে ঘরে আমার বউ এল। ওরে, এখুনি বলছিলাম জমির কথা। এই দেখ, তোর পয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে আমার ঘরে এসেছেন। চন্দনের মত মাটিতে উনো ফসল দুনো হবে, আমার সই ফসল পাকবে সোনার বরণ হয়ে, রাশি রাশি ফসল, তুই, টগর-বউ, বউমা ঝুড়িতে ক'রে মাথায় ক'রে ঘরে তুলবি—মরাইয়ে মরাইয়ে ভ'রে উঠবে খামার। লাঠি নয়, সড়কি নয়, দাঙ্গা নয়, হাঙ্গামা নয়, সুখে-স্বচ্ছন্দে নতুন বস্ত্রে পুরনো অন্নে জীবন কেটে যাবে; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসেছে, আমার ভাবনা কি?

পদ্ম। বউ বরণ কর ভাজ-বউ।

কালী। স'রে যা, স'রে যা, ভেতরে যা সব। কে? কে? এত রাত্রে ও কে? আমার লাঠি?

টগর। কে? কে?

কালী। (ধমক দিয়া) স'রে যা! ভেতরে যা। পদ্ম ভেতরে যা। তারা ভেতরে যা। আমার লাঠি? (লাঠি লইল)

[সকলে ভিতরে চলিয়া গেল। ধনদা প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ।

কালী। (অগ্রসর হইয়া) কে?

ধনদা। আমি, কালী।

কালী। (সবিস্ময়ে) কে? বড়বাবু? (পরমুহূর্তে কঠিন দৃষ্টিতে ধনদার মুখের দিকে চাহিল) কি চাই বড়বাবু? এত রাত্রে? (পরমুহূর্তে সবিস্ময়ে আবার বলিল) এ কি পোশাক তোমার বড়বাবু?

ধনদা। আমি তীর্থ করতে বেরিয়েছি। মহাপাপ—মহাপাপ করেছি কালী-চরণ, প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়েছি।

কালী। বড়বাবু, তুমি সন্ন্যাসীর সাজে সেজেছ বড়বাবু? তোমার ওপর আমার আর কোন মায়া নাই! তবু আমার দুঃখ হচ্ছে—

ধনদা। যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না! আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না কালী?

কালী। না বড়বাবু।

ধনদা। যদি কোন দিন পারিস, ক্ষমা করিস।

[কালী উত্তর দিল না]

আমি যাই কালী।

[সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল]

কালী। বড়বাবু, তুমি একা? চল, ছিপে তুলে দিয়ে আসি, চল।

ধনদা। (ফিরিয়া) ছিপ নাই কালী।(হাসিল)

কালী। ছিপ নাই?

ধনদা। লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। একা পায়ে হেঁটে সমস্ত তীর্থ ঘুরব আমি।

[অগ্রসর হইল]

ধনদা। (ফিরিয়া) হ্যাঁ, শোন। এইটে, এই ছোরাটা—এই ছোরাটা নে, পদ্মকে দিস।

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। আমি খবর পেয়েছি, প্রমদা আজও এদিকে এসেছিল। দিস, পদ্মকে এটা দিস।

[কালীচরণ ছোরাটা ঘুরাইয়া দেখিল]

ধনদা। না না, ভোতা নয়! বাঘ শিকারের ছোরা আমার। এই দেখ।

[ছোরাটা কালীর হাত হইতে লইয়া নিকটস্থ গাছে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল কালীচরণ টানিয়া ছোরাটা বাহির করিয়া লইল।]

কালী। ছোরার ধার আমি চিনি বড়বাবু, ছোরার ধার আমি চিনি। আমি দেখছিলাম, বাঁটটা কি সোনার?

ধনদা। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে।

[কালী দাঁত দিয়া বাঁটের পাত টানিয়া ছাড়াইয়া ধনদাকে দিল]

কালী। এটা তুমি নিয়ে যাও। ছোরাটা আমি পদ্মকে দোব।

দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

রায় বাড়ির সদর-মহল ধনদাপ্রসাদের খাস কামরা

[ফরাশ ও চেয়ার প্রভৃতি আসবাবের সমন্বয়ে ঘর সাজানো। পুরনো রুচি এবং পাশ্চাত্য রুচির সংমিশ্রণ পরিস্ফুট। ঘরের মধ্যে ধনদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাচরণ, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদা ও একজন পুলিশ কর্মচারী উপবিষ্ট। জ্ঞানদাচরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল নব্যতান্ত্রিক, বিদ্যাসাগর-ভূদেবের প্রভাবান্বিত যুবক। প্রমদাচরণ বিপরীতধর্মী—বিলাসী, মদ্যপ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সে মত্ত অবস্থাতেই কথা বলিতেছে। দারোগা বসিয়া আছে]

দারোগা। এ সন্দেহ আপনাদের পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল জ্ঞানদাবাবু। কর্তাবাবুর নিরুদ্দেশ আজ দেড় বৎসর হয়ে গেল। এখন প্রমদাবাবু যা বলেছেন, তাই যদি ঘ'টেই থাকে, তবে তার সন্ধান আজ আর সোজা হবে না। লাশ তো পাওয়া যাবেই না, অন্য কোন চিহ্ন, প্রমাণ—

প্রমদা। বাবার শিকারের ছোরার চেয়ে আর কি প্রমাণ চান আপনি? পদ্ম বাগদিনীর হাতে আমি নিজের চোখে সে ছোরা দেখেছি।

জ্ঞানদা। তুমি ভাল ক'রে মনে কর দাদা। বাবার ছোরা তুমি ঠিক দেখেছ? মদের ঝোঁকে তুমি ভুল দেখ নি তো?

প্রমদা। ভুল? নেশা? মদ খেলে নেশা হয় জ্ঞানদা? রায়-বংশের ছেলের? (উচ্চহাস্য) শোন জ্ঞানা, আর আধ ঘণ্টা আগেই গঙ্গার ধারে একটা চিতেবাঘ শিকার করেছি। নিশানা করেছিলাম মাঝ-কপালে, ছোট চিতে, কপালটা ঠিক মাঝখানে একেবারে দু' ফাঁক হয়ে গেছে। ফেরবার পথে আমি আর মদ খাই নি, ফুরিয়ে গিয়েছিল। নেশা? (হাসিল) বাবার ছোরা আমি পদ্মর হাতে দেখে'ছি। সোনার পাতে বাঁটটা মোড়া ছিল, কেবল সেই পাতটা নেই।

দারোগা। আপনার বাবার ছোরাই যদি হয়, তবে পদ্ম কি সেটা আপনার সামনে বের করবে প্রমদাবাবু?

প্রমদা। জেরার উত্তর আমি দিই না দারোগাবাবু! আরও একটা কথা আপনাকে ব'লে দিই, মিথ্যে কথা আমি বলি না।

জ্ঞানদা। কিন্তু তুমি ওদের বাড়ী কেন গিয়েছিলে?

প্রমদা। জ্ঞানদা, তুই আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলবি না।

জ্ঞানদা। তুমি একটা পশু!

প্রমদা। ইয়েস, আমি পশু, এ বিস্ট—কিন্তু শিয়াল নই, বাঘ! আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ী। পদ্মর জন্যে গিয়েছিলাম। পদ্ম আমাকে ছোরাটা দেখিয়ে শাসালে। মুখে না বললেও, তার মনের কথাটা আমি বুঝলাম। বলতে চাইলে, এ ছোরাতে তোমার বাবাকে শেষ করেছি, তোমাকেও—। (উচ্চহাস্য) ভয় দেখাতে চায় আমাকে। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম, কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। পদ্ম-পুষ্প! ঝরাতে ইচ্ছে হ'ল না।

জ্ঞানদা। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। পদ্মর সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত, তবু তার সামনে ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত

আমাদের। পৈতৃক ব্যাধির মত তাকে বর্জন করা উচিত। ছি! ছি! ছি!

প্রমদা। আঃ! আঃ! আঃ। জ্ঞানা, তুই চুপ কর।

জ্ঞানদা। ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। শোন, তোমাকে পাগল হিসেবে ঘরের মধ্যে আমি বন্ধ ক'রে রেখে দেব।

প্রমদা। বন্ধ ক'রে রেখে দিবি? আমাকে? তুই?

[অবজ্ঞায় হাসিল]

জ্ঞানদা। তোমার কতবড় অধঃপতন হয়েছে, তুমি একবার ভেবে দেখ না।

প্রমদা। (উচ্চহাস্য) অধঃপতন।

জ্ঞানদা। যেদিন তোমার এই জঘন্য চরিত্রের কথা মা প্রথম জানতে পেলেন, মায়ের সেদিনকা'র কান্না মনে পড়ে না?

প্রমদা। আঃ! আঃ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

জ্ঞানদা। তোমার এমন স্ত্রী, প্রতিমার মত রূপ, দেবীর মত অন্তর—

প্রমদা। আঃ জ্ঞানা! চুপ কর তুই, চুপ কর। (অস্থির হইয়া পদচারণ করিয়া) তুই জানিস না জ্ঞানা, তুই জানিস না। সে একটা আগুন, চিতার আগুনের মত আগুন, রাবণের চিতা জ্ব'লে শেষ হয় না। স্ত্রী পুত্র, জাত-ধর্ম, সম্বন্ধ ওরে জ্ঞানা, পায়ের তলায় মাটির কথা পর্যন্ত ভুলে যাই।

জ্ঞানদা। ব'স, স্থির হয়ে ব'স।

প্রমদা। না না না। এই কেষ্টা, শূয়ারকি বাচ্চা, মদ, মদের বোতল—(প্রস্থান জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

দারোগা। ওসব কথা ছেড়ে দিন ছোটবাবু। ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না আপনি, ও রকম তো আকছার হচ্ছে! এখন কাজের কথা—

জ্ঞানদা। (মুখ তুলিয়া, স্থির দৃষ্টিতে আপন মনেই বলিল) হতভাগ্য দেশ, প্রেতে সমাজ! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব এঁদের কথা শুনলেনা। এরই জন্যে দেবেন ঠাকুরের মত মহাত্মা, কেশব সেনের মত মহাপুরুষ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল) "কত-কাল পরে বল ভারত রে, দুখসাগর সাঁতারি পার হবে!"

দারোগা। (হাসিল। তারপর জ্ঞানদার আবৃত্তি শেষ হইতেই সম্মুখে নিকটে আসিয়া বসিল) শুনুন ছোটবাবু, কাজের কথাটা শেষ করে নিতে চাই আমি।

জ্ঞানদা। বলুন।

দারোগা। আপনি কি করতে বলেন? কর্তাবাবু খুন হয়েছেন—এই কথা কি আমাকে ডাইরি করতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্যার কথা দারোগাবাবু। দাদা মদ খান, কিন্তু মাতাল যাকে বলে তা তিনি হন না। মিথ্যে কথাও তিনি বলেন ব'লে আমি মনে করি না। তবে ভুল হতে পারে।

দারোগা। তা হ'লে সন্ধান ক'রে একবার দেখাই উচিত।

জ্ঞানদা। সত্যকে গোপন আমি করতে চাই না, ক'রেও ফল নেই, কারণ পদ্মকে ভৈরবী ক'রে বাবা বাগানবাড়ীতে রেখেছিলেন—এ কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানে। কালীচরণ যেদিন এখানে প্রথম আসে, সেই দিনই স পদ্মকে কেড়ে নিয়ে যায়। বাবা যদি মতিভ্রমের বশে রাত্রে পদ্মর সন্ধানে কালীচরণের বাড়ী গিয়ে থাকেন তা হ'লে—কালী বাগ্দী দুর্দান্ত হিংস্র-প্রকৃতির লোক, তাকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার, তাতে কোন ভুল নেই। আর কর্তা যদি সন্ন্যাসীই কোন কারণে হয়ে থাকেন, দেড় বৎসর হয়ে গেল, তবুও একটা খবরও কি দিতেন না তিনি? আর সন্ন্যাসী হওয়ার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণও যে দেখতে পাচ্ছি না। কিছু মনে করবেন না ছোটবাবু, কর্তার অবশ্য ধর্ম-কর্মে আচারে-অনুষ্ঠানে অনুরাগ ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ভোগ-বিলাসে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। পদ্মই তার প্রমাণ! তিনি কেন সন্ন্যাসী হতে যাবেন?

জ্ঞানদা। যা হয় আপনি করুন দারোগাবাবু। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

দারোগা। আমি জমাদারকে কালীর ঘর খানাতল্লাস করতে পাঠিয়েছি। ধ'রে আনতেও বলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন আদালতে এই কেলেঙ্কারি—

জ্ঞানদা। কেলেঙ্কারি যখন সত্য, তখন সহ্য না ক'রে উপায় কি? আপনাদের কর্তব্য আপনারা ক'রে যান।

দারোগা। সাধ্যমত আমরা কসুর করব না।

জ্ঞানদা। প্রমাণ যদি নাও পান তবু কালী বাগ্দীর মত লোকের যাতে উচ্ছেদ হয় তাই আপনাদের করা উচিত। পাপ—মূর্তিমান পাপ।

দারোগা। আপনারা সাহায্য করুন, কেন করব না?

জ্ঞানদা। আমি প্রাণপণ সাহায্য করব আপনাদের। এই সব ক্রিমিনাল, বরন ক্রিমিনালদের একজনকেও রাখব না আমি এ এলাকায়। চুরি-ডাকাতি এদের নেশা। দাঙ্গা-খুন এদের পেশা। এসব হ'ল এদের গৌরবের কাজ। সুন্দরী মেয়ে হ'লে এরা টাকার লোভে ভদ্রলোককে বিক্রি পর্যন্ত করে। হাবে-ভাবে প্রলুব্ধ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের অধঃপতন ঘটানো এদের মেয়েদের গোপন ব্যবসা। সমাজ-দেহে এরা ওয়েষ্টিং ডিজিজ, রাজযক্ষা।

[ঠিক এই সময়ে দরজার পাশে উঁকি মারিল ফুরু বাগদীর মুখ। তোষামোদহাস্যস্মিত অথচ ভয়ার্ত একখানি মুখ। চোখে ধূর্ততা। ফুরু বাগদী আসলে ছিঁচকে চোর, প্রমদাচরণের লালসাবহ্নির হবি সংগ্রাহক, উপরন্তু সংগোপনে পুলিশের গুপ্তচর। সে নিজের রুচি এবং জাতি-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে শৌখিন ব্যক্তি। মাথায় বাবরী চুল, গালপাট্টা, সুচালো গোঁফ। নিঃশব্দে লঘুপদে চলা-ফেরা করে, মধ্যে মধ্যে চকিত ভয়ার্তের মত ও'দিক চায়। চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ে। সুবিধা পাইলে হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই কাপড়ে লুকাইয়া আত্মসাৎ করে।]

জ্ঞানদা। (ফুরুর মুখ উঁকি মারিতেই দরজায় খুট করিয়া শব্দ হইল, সেই শব্দে জ্ঞানদা মুখ ফিরাইল) কে?

[সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ অন্তর্হিত হইল]

দারোগা। (ফিরিয়া) কে?

[আবার দরজা দিয়া ফুরুর মুখ উঁকি মারিল, সে সভয়ে আঙুল দিয়া জ্ঞানদাকে দেখাইল]

দারোগা। (হাসিয়া) আয় ভেতরে আয়। ভয় নেই।

জ্ঞানদা। ওটাকে কেন দারোগাবাবু? ওটাকে আমি বাড়ীর এলাকায় ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি। দাদার অধঃপতনের ওটা একটা মূল কারণ, ও হ'ল মূর্তিমান শয়তান।

[কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরু ধীরে ধীরে মুখ সরাইয়া লইল]

দারোগা। বাঘের সন্ধান রাখতে হ'লে ফেউ না হ'লে চলে না ছোটবাবু! ফুরুকে কিছু বলবেন না। ও আমাদের ফেউ—স্পাই।

[কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ ধীরে ধীরে আবার বাহির হইল]

আয়, ফুরু ভেতরে আয়।

[ফুরুর প্রবেশ]

ফুরু। (সভয়ে হাসিয়া) আমি হুজুরদের গোলাম, ছিচরণের দাস।

[সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল]

জ্ঞানদা। লোকটা চ'লে গেলে আমাকে ডাকবেন দারোগাবাবু।

[ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

ফুরু। কেল্লাফতে হুজুর। ছোরা বেরিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। ছোরা বেরিয়েছে?

ফুরু। আজ্ঞে হ্যাঁ। বালিশের ভেতরে রাখত পদ্ম। আমি আবার বড়-খোকাবাবুর চর তো, তাতেই আমাকে দেখেই বালিশ থেকে টেনে ছোরাটা বার ক'রে বললে তোকে আজ শেষ করব। আমি টেনে দিলাম ছুট। এসেই বলে দিলাম জমাদারবাবুকে। জমাদারবাবু বার করেছে ছোরা। এখন ব'সে আছে কালীচরণ আর তারাচরণের জন্যে। কোথা গিয়েছে ছুজনায়।

দারোগা। হুঁ। পদ্ম কি বললে?

ফুরু। আমি আর ছামনে যাই নাই হুজুর। হুজুর, তারাচরণের পরিবারকে দেখলাম হুজুর।

দারোগা। যা হারামজাদা এখন তুই, বাইরে যা। ছোটবাবু, জ্ঞানবাবু!

[পিছন ফিরিয়া জ্ঞানদাকে ডাকিতেছিল, ফুরু অবসর পাইয়া একটি পিতলের ফুলদানি তুলিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল, ফুরু যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়া জ্ঞানদার প্রবেশ]

দারোগা। প্রমদাবাবুর কথা সত্যি, ছোরা পাওয়া গেছে ছোটবাবু!

জ্ঞানদা। ছোরা পাওয়া গেছে?

দারোগা। জমাদার ওদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছে।

[জ্ঞানদা ঘরের মধ্যে পাচারি করিতে আরম্ভ করিল।]

জ্ঞানদা। হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁ। আমি একবার কালীচরণের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই।

দারোগা। আপনি এত অস্থির হবেন না জ্ঞানবাবু।

[জ্ঞানদা চেয়ারে বসিল এবং চোখ মুদিয়া কপাল টিপিয়া ধরিল। জমাদার প্রবেশ এবং সেলাম করিয়া দাঁড়াইল]

দারোগা। আসামী হাজির?

জমাদার। হ্যাঁ হুজুর, এই সেই ছোরা।

[জমাদার ছোরা বাহির করিল]

জ্ঞানদা। দেখি দেখি। (হাত বাড়াইয়া ছোরাটা লইল) হ্যাঁ, বাবার ছোরা।

বাঁটের সোনার পাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু এই দেখুন ছোরার গায়ে বাবার নাম লেখা।

দারোগা। নিয়ে এস, আসামী নিয়ে এস এইখানে। পদ্ম বাগদিনীকেই আগে নিয়ে এস।

[জমাদার চলিয়া গেল]

জ্ঞানদা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে দারোগাবাবু, ওই ছোরাটা, আমি কালী বাগ্দীর বুকে বসিয়ে দিই।

দারোগা। জ্ঞানবাবু!

জ্ঞানদা। ছোরাটা আপনি নিয়ে রাখুন।

[ছোরাটি দিল। জমাদার ও পদ্মর প্রবেশ]

পদ্ম। ছোট-খোকাবাবু, এই তোমাদের বিচার? আজ পৌষ-সংক্রান্তির দিন, আজ তুমি ঘর-গুষ্টিকে ধ'রে আনলে? পুলিশ দিয়ে ঘর-তল্লাসি করালে? কেন, কি করেছি আমরা?

জ্ঞানদা। আগেকার আমল হ'লে তোকে আমি—

জমাদার। এই এই! না না! আসতে পারি না তুই।

কালী। আরে! পথ ছাড় তুমি জমাদার! পথ ছাড়।

[জমাদারের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া কালী প্রবেশ করিল]

কালী। বল ছোট খোকাবাবু, সে আমল হ'লে কি করতে বল, শুনি?

দারোগা। তুই কালী বাগ্দী?

কালী। হ্যাঁ। তুমি দারোগাসাহেব? সেলাম।

দারোগা। বিনা হুকুমে কেন ঘরে ঢুকলি তুই?

কালী। আমার বোনকে আনবার সময় তোমরা আমার হুকুম নিয়েছ? তাই বিনা হুকুমে আমাকেও ঢুকতে হ'ল। আমার বোন রয়েছে এখানে, আমিও থাকব দারোগাবাবু। যা জিজ্ঞাসা করবে আমার সামনে কর।

দারোগা। জমাদার, সিপাহী ডাকো।

কালী। সেপাই ডেকো না দারোগা-সায়েব, খুনখারাপি হয়ে যাবে। নইলে যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি কিছু বলব না।

দারোগা। চুপ ক'রে ব'স তবে ওইখানে।

[পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল]

কালী। (হাসিল) পিস্তল রাখ তুমি দারোগাবাবু, অন্যায় করে হাঙ্গাম। আমিও করব না।

দারোগা। তুই পদ্ম বাগদিনী ?

পদ্ম। হ্যাঁ।

দারোগা। এ ছোরা তুই কোথায় পেলি ?

পদ্ম। বড়বাবুর ছোরা, বড়বাবু দিয়েছিল আমার দাদাকে আমাকে দেবার জন্যে।

জ্ঞানদা। বাঁটের সোনার পাতটা কোথায় গেল তবে ?

কালী। ছোট-খোকাবাবু—

দারোগা। কালীচরণ, তুই চুপ কর।

পদ্ম। সোনার পাত ছিল না।

জ্ঞানদা। ছিল !

কালী। ছিল। আমি সে পাত ছাড়িয়ে বড়বাবুকেই দিয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছি।

জ্ঞানদা। সোনার পাত ছাড়িয়ে বাবাকেই দিয়েছিস ?

কালী। হ্যাঁ।

জ্ঞানদা। হুঁ। কিন্তু বাবা ছোরাটা হঠাৎ পদ্মকে দিতে গেলেন কেন ?

পদ্ম। শুনবে ছোট-খোকাবাবু ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ! কেন ?

পদ্ম। তোমার ওই দাদা, বড়-খোকাবাবু যদি—

কালী। পদ্ম !

পদ্ম। ওই বড় খোকাবাবুর বুকে বসিয়ে দিতে দিয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানদা। হুঁ ! বাপ ছেলের বুকে বসাবার জন্যে ছোরাটা দিয়ে গেছে ! আর তোরা সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাতটা ছাড়িয়ে তাকে ফেরত দিয়েছিস বুঝেছি।

কালী। বুঝতে তুমি পার নাই ছোট খোকাবাবু, বুঝতে তুমি পারবে না।

পদ্ম। বুঝতে তুমি চেও না ছোট খোকাবাবু। বিশ্বাস কর তুমি, ছোরা আমরা চুরি করি নাই। আমি তোমার মায়ের মত—

জ্ঞানদা। চোপ রাও হারামজাদী।

কালী। (গর্জন করিয়া উঠিল) ছোট-খোকাবাবু !

দারোগা। (ধমক দিলেন) এই কালী বাগ্‌দী !

কালী। ইচ্ছে হয় পিস্তলটা তোমার দেগে দাও দারোগাবাবু। হারামজাদী,

হারামজাদী। ছোট-খোকাবাবু ও বলে গাল দিও না তুমি। মহাপাপ হবে তোমার।

জ্ঞানদা। কালীচরণ।

কালী। (সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) না না। দাও দাও, হাজার বার গাল দাও তুমি আমার বাপকে।

জ্ঞানদা। কালী, হেসে আমাকে ভোলাতে পারবি না তুই। হাসিস নে

কালী। ছোট-খোকাবাবু, কাঁদতেও তোমার কাছে আমি কোন দিন আসি নি। তোমার বাবা চাষবার জমি কেড়ে নিয়েছিল, পদ্মকে নিয়ে—(স্তব্ধ হইল) খোকাবাবু, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন আর কাঁদি নি। তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নদীর ধারে চর ভেঙে জমি করলাম, সে জমি তুমি কেড়ে নিলে। কালো মেঘের রং মন ভোলানো ধান—হাতী লাগিয়ে খাইয়ে নিয়েছ তোমরা ঘরে কেঁদেছি, তবু তোমাদের কাছে দরবার করতে আসি নি আমার আজ চুরি করেছি বলে ধরে এনেছ। হাসব না ছোটবাবু? (হাস্য

[জ্ঞানদা পদচারণা করিয়া ফিরিয়া কালীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

জ্ঞানদা। বাবাকে তোরা খুন করলি কেন?

কালী। খুন?

পদ্ম। না না না ছোট খোকাবাবু, না।

কালী। ও, তাই বল, তুমি তাই মনে করেছ ছোটবাবু? না না ছোটবাবু না। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। আর কাউকে বলে যান নি, তোকে বলে গিয়েছেন?

কালী। হ্যাঁ গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। হঠাৎ তিনি সন্ন্যাসী হলেন কেন?

কালী। ছোট খোকাবাবু, আর তুমি কোন কথা শুধিও না। বলতে আমি পারব না।

জ্ঞানদা। কালী।

কালী। না না ছোট খোকাবাবু, না।

জ্ঞানদা। তোকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে কালী।

কালী। ঝুলব ছোট খোকাবাবু, তবু বলতে পারব না।

[জ্ঞানদা সহসা কালীর গলা ধরিল]

জ্ঞানদা। বল। বল।

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু।

[কালী হাত ছাড়াইয়া দিল]

কালী। (হাসিয়া) তোমাদের হাত নরম খোকাবাবু, কালী বাগদীর গলা পাথরের, খুললে বন্ধ হয় না, চাপা পড়লে আর খোলে না।

জ্ঞানদা। কালী!

কালী। ছোটবাবু ফাঁসির ব্যবস্থাই কর তুমি। সে কথা আমি বলব না।

পদ্ম। আমি বলব। শোন ছোট-খোকাবাবু—

কালী। না না না পদ্ম না।

পদ্ম। না না, আমি বলব। তোমাকে ফাঁসির কাঠে ঝুলতে আমি দোব না। শোন—

কালী। পদ্ম!

[সে আসিয়া পদ্মর মুখ চাপিয়া ধরিল]

দারোগা। কালী!

জ্ঞানদা। কালী!

[পূজকের প্রবেশ]

পূজক। হুজুর!

জ্ঞানদা। কি? কি চাই তোমার এখানে?

[পূজক একটি মোড়ক ও একখানি চিঠি তাহাকে দিল]

পূজক। একজন সন্ন্যাসী এইটে এখুনি আপনাকে দিতে বললেন।

জ্ঞানদা। কি? কি এটা?

[মোড়ক খুলিল, মোড়কের মধ্যে ছোরার বাঁটের সোনার পাত]

এ কি? এই তো সে ছোরার বাঁটের সোনার পাত।

(তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িল) কই? কোথায়? কোথায় তিনি?

পূজক। গঙ্গার ধারে কালীবাড়ীর ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দারোগা। ব্যাপার কি জ্ঞানবাবু?

জ্ঞানদা। ছেড়ে দিন, এদের ছেড়ে দিন দারোগাবাবু? আমি আসছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

দারোগা। ছেড়ে দেব?

জ্ঞানদা। বাবা বেঁচে আছেন। এক সন্ন্যাসী তাঁর খবর নিয়ে এসেছেন তাঁর হাতের চিঠি এনেছেন। ওদের ছেড়ে দিন।

[প্রস্থান কালী পদ্মর মুখ ছাড়িয়া দিল]

দারোগা। যা তোরা বাড়ী যা।

কালী। আঃ। পদ্ম, আয় বোন বাড়ী আয়।

পদ্ম। আমার ছোরা?

কালী। (টেবিল হইতে ছোরা তুলিয়া লইয়া।) ছোরাটা আমরা নিয়ে চললাম দারোগাবাবু।

[পদ্ম ও কালীর প্রস্থান]

দারোগা। চল হবলাল। মিছে হয়রানি হ'ল।

[দারোগা ও জমাদারের প্রস্থান প্রমদার প্রবেশ]

প্রমদা। কই, পদ্ম কই? জ্ঞানদা।

[দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিল]

ফুরু। হুঁজুর!

প্রমদা। কই, গেল কোথায় সব? পদ্মকে কোথায় নিয়ে গেল? কেনে কোথায়? বিচার আমি করব।

[ফুরু প্রবেশ করিল]

ফুরু। ভেল্কির খেলা হয়ে গেল হুঁজুর। বড়কর্তা বেঁচে আছে। কোন্ সন্ন্যেসী চিঠি এনেছে। ছোটবাবু ছুটে গেল। দারোগা ফিরে গেল। পদ্ম-কালীকে ছেড়ে দিলে।

প্রমদা। জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

[প্রস্থানোদ্যত। পরে পুনরায় ফিরিয়া]

যাক বেঁচে বাবা। ফুরু, আজ রাত্রে, দরকার হয় কেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

ফুরু। বকশিশ হুঁজুর!

[সেলাম করিল]

প্রমদা। (একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া) মনে থাকে যেন—আজ রা'ত্রে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তরের পথ। কাল—সন্ধ্যা

[গঙ্গার ঘাটের দিকে পল্লীর মেয়েরা যাইতেছে পৌষ-অর্চনার ব্রত পালন করিতে। মেয়েদের কতজনের হাতে অর্চনার সামগ্রী সাজানো গোল ডালা। কাহারও হাতে জলের ঘটি। কাহারও হাতে শাঁখ। তাহারা ধীরে মন্থর গতিতে পৌষ-অর্চনার ব্রত-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। শান্ত মন্থর গতি। গান গাহিয়া মেয়েরা চলিয়া গেল। যেদিক হইতে তাহারা আসিল সেদিক—
অর্থাৎ গ্রামের দিক হইতেই সন্ন্যাসীবেশী ধনপ্রসাদের প্রবেশ]

জ্ঞানদা। (নেপথ্য হইতে) দাঁড়ান, আপনি দাঁড়ান।

[ধনদাপ্রসাদ দাঁড়াইলেন। জ্ঞানদার প্রবেশ]

জ্ঞানদা। সত্যিই আপনি!

[জ্ঞানদা প্রণাম করিল]

ধনদা। কল্যাণ হোক। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

জ্ঞানদা। ফিরে আসুন।

ধনদা। সন্ন্যাসীর সে নিয়ম নয় জ্ঞানদা। তাই—(হাসিল) জ্ঞানদা, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে বুকটা আমার টনটন ক'রে উঠল। চোখে জল এল। কিন্তু ঢুকতে পারলাম না। আমার মনে হ ল কি জান? মনে হ'ল রায়-বাড়ীর খিলেনে খিলেন ঠাট্টার হাসি বেজে উঠবে।

জ্ঞানদা! কি অপরাধে আপনি আমাদের ত্যাগ করেছেন?

ধনদা। আমাদের ব'লো না জ্ঞানদাচরণ, আমাকে বল। গ্রামে যখন ঢুকলাম, তখন আশা করেছিলাম হাঁা, আশা করেছিলাম রায়-বাড়ীর দেউড়িতে পুত্র-শোক আমার জন্যে লজ্জায় মাথা হেঁট করে ব'সে আছে। আশা করে-ছিলাম, শুনব—প্রমদা নেই। কিন্তু এসে আমাকেই মাথা হেঁট করতে হ'ল।

জ্ঞানদা। তাকে পাগল ব'লে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেব আমি।

ধনদা। তাই দিও। আর যেন মহাপাপ রায়-বংশকে স্পর্শ না করে। আজ মনে হচ্ছে, ভগবানের দয়া যেন এখনও আছে। মহাপাপের ওপর আর এক মহাপাপ থেকে ভগবান রক্ষা করেছেন। পুরী থেকে ফিরছিলাম

কালী। আশ্চর্য মনের মমতার ছলনা জ্ঞানদাচরণ, তখন যে আপনার অজ্ঞাতসারে পথ ভুল করেছি, বুঝতেই পারি নি। ভ্রম ভাঙল যখন, তখন দেখলাম, কীর্তিহাটের চালার ধারে আমি। মনে মনে হেসে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে শুনলাম, দুটি ছেলে বললে, রায়কর্তা ধনদাবাবুকে কালী বাগদী খুন করেছে, তাই পুলিশ তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে রায়-বাড়ীর কাছারিতে। কালীবাড়ীর ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। (হাসিয়া) দাড়ি-গোঁফ দেখে, হিন্দী কথা শুনে পূজক ভটচাজ আমাকে চিনতে পারলে না। (সহসা সচকিতভাবে) চাঁদ উঠেছে জ্ঞানদাচরণ, আমি যাই।

জ্ঞানদা। আপনার ঐ মেয়েটার জন্যে—মানে কালীচরণদের জন্য লজ্জা হচ্ছে বাবা? আমি স্থির করেছি, ওদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব। ওদের উচ্ছেদ করব।

ধনদা। না না জ্ঞানদা, সে কাজ ক'রো না। তুমি জান না জ্ঞানদা, তুমি বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, আরও একটা কথা।

জ্ঞানদা। বলুন।

ধনদা। শুনলাম, কালাচরণ গঙ্গায় চর ভেঙে জমি তৈরি করেছিল, সে জমি তুমি কেড়ে নিয়েছ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। অন্যায় করেছ, মহা অন্যায় করেছ। সে জমি তাকে ফিরিয়ে দিও।

জ্ঞানদা। আপনার সম্পত্তির অধিকার আমি ত্যাগ করছি। আপনি ইচ্ছামত বন্দোবস্ত ক'রে যান।

ধনদা। কেন জ্ঞানদাচরণ?

জ্ঞানদা। না। পিতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি বাধ্য, সে আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাঞ্চনমূল্যে প্রায়শ্চিত্তবিধানে আমি বিশ্বাস করি না। আপনার অন্যায়ের জন্য আমি কালীচরণকে ঘুষ দিতে পারব না, না, সে আমি পারব না।

[ধনদা মাথা হেঁট করিলেন]

জ্ঞানদা। তা ছাড়া কালীচরণের মত অপরাধপ্রবণ লোককে সমাজের ব্যাধি ব'লে আমি মনে করি। তাদের আমি নির্মূল করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ধনদা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর জ্ঞানদা।

[প্রস্থানোদ্যত। পুনরায় ফিরিয়া]

কালীচরণের জমি তুমি রেশম-কুঠির সায়েবদের বন্দোবস্ত করেছ না ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তারাই সকলের চেয়ে উচ্চমূল্য দিয়েছে।

ধনদা। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক তোমার।

[প্রস্থান। জ্ঞানদাও অন্যদিকে প্রস্থান করিল। প্রমদার প্রবেশ]

প্রমদা। কে ? কে ? কে ?

[সে দাঁড়াইল স্তম্ভিতের মত। ফ্রুরুর প্রবেশ]

ফ্রুরু। হুজুর !

প্রমদা। চুপ !

ফ্রুরু। (মৃদুস্বরে) পদ্ম—

প্রমদা। পদ্ম ! পদ্ম কি, বল ?

ফ্রুরু। কালীকে আজ খুব মদ খাইয়েছি হুজুর।

প্রমদা। চল ফ্রুরু, চল। এ আগুনে হয় পুড়ে ছাই হব, নয় আজ জল দেব। চল। আমার পিস্তল ? এই যে চল !

[উভয়ের প্রস্থান]

[দূরে ব্রতগানের সুর শোনা গেল। প্রবেশ করিল জয়া। সে স্থির দৃষ্টিতে যে দিকে সঙ্গীত উঠিতেছে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল তারপর সে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল তারাচরণ]

তারা। (চলিতে চলিতে জয়ার কাছে আসিয়া সচকিতভাবে) কে ?

জয়া। (ক্ষিপ্রভাবে উঠিয়া পিছাইয়া গিয়া) কে ?

তারা। কে, জয়া ?

জয়া। (উল্লসিতভাবে) তুমি, তুমি ? ওগো, তুমি ফিরে এসেছ ? আঃ ! ওগো, আমি তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তারা। ওরে বাপরে ! (বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতখানি জয়ার মুখের কাছে ধরিয়া) আহা—

থির দিঠিতে পথের পানে চেয়ে
চোখের কাজল ধুয়ে গেল জলের ধারা বেয়ে !

জয়া। (হাসিয়া) থাম কবিয়াল, থাম। এখন কবিগান করে কি আনলে তা দাও।

তারা। কি আনলাম ? এনেছি অনেক।

জয়া। দাও, দাও। (হাত পাতিয়া) কেমন রাঙা হাত পেতেছি দেখ। দাও।

তারা। নে, তবে তোর হাত দুখানা চুমো দিয়ে ভ'রে দিই।

জয়া। না না, হাসিঠাট্টা নয়। ওগো আমার কান্না পাচ্ছে।

তারা। হেসে ফেল না! তা হ'লেই আর কান্না পাবে না।

জয়া। হাসি ? না, হাসি আমার আসছে না। কি এনেছ দাও।

তারা। সবুর গোরো মেয়ে—সবুর। আগে শোন। কবিয়াল কি বলছে শোন।

(ছড়ায়) "সমুদ্র মন্থন হৈল রত্নাকরের বাড়ি,
উজাড় কৈরা উঠে এল ধনরত্নের কাঁড়ি!
রাজা উজির দেবতা সে সব করিলেন সাবাড়।
ভিখারী ভাঙড় শিব চাটেন বিষের ভাঁড়।"

বিষ খেয়ে এসেছি জয়া ; সে তো উগরে দেবারও উপায় নাই।

জয়া। কি বলছ তুমি ? আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে পৌষ-পার্বণ হ'ল আমাদের ঘরে আজ হাঁড়ি চাপে নি। তার ওপর বাবুরা থানা-পুলিস ক'রে শ্বশুরকে পিসেসকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

তারা। ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল ?

জয়া। হ্যাঁ কিন্তু সে মিটে গিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে। এখন কি এনেছ দাও, চাল কিনে আন, পৌষ-পার্বণের যোগাড় কর। ওগো সকল ঘরে পৌষ-পূজো হ'ল, আমাদের ঘরে হোক। কি এনেছ দাও।

তারা। কি এনেছি ? বললাম তো জয়া, বিষ খেয়ে এসেছি। ভদ্রলোক কবিয়ালদের সঙ্গে পারলাম না, হেরে গেলাম।

জয়া। হেরে গেলে ?

তারা। পাল্লায় নয়, খেউড়ে। যে যে খেউড় তারা ধরলে, বাগ্দীর ছেলে হয়েও সে খেউড়ের জবাব আমি গাইতে পারলাম না। আমি একবার গাইলাম—পেয়েছ মানব-জনম মন, ভগবানের নাম কর। আমাকে লোকে 'দুও' ক'রে তাড়িয়ে দিলে। একটা পয়সাও পেলা আমি পাই নি। শুধু হাতে গালাগাল খেয়ে ফিরে এসেছি।

[জয়া স্থিরদৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

তারা। এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন জয়া ?

জয়া। আমার ইচ্ছে করছে, তোমার দুই গালে ঠাস ঠাস ক'রে দুটো চড় বসিয়ে দিই।

তারা। মার জয়া, তাই মার। আজ আর আমি আটকাব না।

জয়া। যে মরদ মা-বাপ পরিবারকে খেতে দিতে পারে না, সে আবার মরদ নাকি?

তারা। কি করব আমি বল?

জয়া। কি করবি? কি করবি, আমি তা কি জানি? আমাকে পেট ভ'রে খেতে দে, শখ মিটিয়ে পরতে দে, আমার এই গোরো গা গয়না দিয়ে ঢেকে দে। তোর রোজগারের গরবে আমাকে গরব করতে দে? নইলে কিসের সোয়ামী তুই? কোথায় পাবি তুই, আমি কি জানি?

তারা। জয়া! জয়া!

জয়া। শাশুড়ী কাঁদছে ঘরে পৌষ-পার্বণ হ'ল না। পিসেস মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। আমি বড় মুখ ক'রে বলেছি, ভেবো না ঠাকরুণ, আজ তোমার ছেলে সাঁঝাসাঁঝি ফিরবেই। রোজগার ক'বে আনবে! পৌষ-পার্বণ হবে, তুমি ভেবো না। ছি! ছি! ছি!

তারা। (চীৎকার করিয়া বলিল) আমি ফিরে চল্লাম জয়া, রোজগার যদি করতে পারি, তবেই ফিরব।

[পল্লীর মেয়েরা ব্রত সারিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। কাল—রাত্রি

[বাহিরের চারপাশে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনির সংমিশ্রণে একটি সঙ্গীতময় শব্দ। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কালী বাগ্দীর বাড়ী প্রায় নিস্তব্ধ। সঙ্গীতধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল। দাওয়াতে পূর্ব হইতেই বসিয়া ছিল টগর ও পদ্ম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো ফুটিল]

পদ্ম। আঃ, চাঁদ উঠল, বাঁচলাম! অন্ধকারে জীবনটা যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।

টগর। আমার কপাল। আজ পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যে, ঘরে আমার পিদিম জ্বলল না, হাঁড়ি চড়ল না। তবে যে বিপদ থেকে আজ রক্ষা করেছেন ঠাকুর সেই মহাভাগ্যি। কে?

[জয়ার প্রবেশ]

জয়া। (রুদ্ধস্বরে) আমি ঠাকরুণ।

টগর। তারাচরণ ফিরল বউমা?

জয়া। না।

[সে ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

পদ্ম। ব'স বউমা এইখানে ব'স। অন্ধকার ঘর, ঘরে গিয়ে কি করবে?

জয়া। আমার মাথা ধরেছে পিসেস, আমি শোব! বসতে আমি পারছি না।

[ভিতরে চলিয়া গেল]

টগর। বউমা! বউমা! মাথা কি বেশি ধরেছে মা? (অনুসরণ করিল)

[কালীচরণের প্রবেশ, সে মদ খাইয়াছে, উদ্‌ভ্রান্ত। মোটা গলায় গাহিতে গাহিতে ঢুকিল]

কালী। (ছড়ার সুরে) ও মা দিগম্বরী, নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।

পদ্ম। (চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) দাদা!

কালী। (ছড়ায়) কোন্ হ্যায় তোম?

ভাড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্!
বাবা বোম্ বোম্ বোম্

পদ্ম। (কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া ডাকিল) দাদা! দাদা!

কালী। কে? কে? ও—ও, পদ্ম? ও! আমার সোনার পদ্ম!

পদ্ম। আজ লক্ষ্মীর দিন, তুমি মদ খেয়েছ দাদা?

কালী। হুঁ, খেলাম বোন খেলাম। ফুরু—ফুরু, ওই ফুরু দিলে।

[টগর বাহির হইয়া আসিল]

টগর। কে? কে দিলে?

কালী। ফুরু—ফুরু। ছিঁচকে চোর হোক, ফুরু লোক ভাল। আমাকে কত খাতির করলে।

টগর। ছি! ছি! ছি! তার চেয়ে বিষ খেলে না কেন?

কালী। ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছিল টগরবউ, দুঃখে ঘেন্নায় বুকটা হু-হু করছিল।

টগর। তাই ফুরুর কাছে তুমি মদ খেয়ে এলে?

পদ্ম। ভাজ-বউ! ভাজ-বউ!

টগর। থাম পদ্ম, তুই থাম। আজ দেড় বছর কথা চেপে রেখে এসেছি। আর নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি তৈরী করলে, সে জমি কেড়ে নিলে, সেও সহ্য করেছি, লুকিয়ে রেখেছি, এ পাপ-কথা পুরুষকে বলি নি। আজ আবার বিনা দোষে পুলিসের হাতে অপমান, খুন-অপবাদ দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা। না, আর লুকিয়ে রাখব না আমি।

কালী। কি বলছিস টগরবউ, কি লুকিয়ে রেখেছিস?

টগর। ওই ফুরু, যার মদ তুমি খেয়ে এলে, ও ওই বড়-খোকাবাবুর গুপ্ত কোটাল। আজ দেড় বছর পদ্মকে জ্বালাচ্ছে।

কালী। (চমকিয়া উঠিল) টগর? কি বলছিস টগর?

টগর। তোমার পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, বুক হু-হু করছে। মদ খেয়ে এলে তুমি। ঘরে দুধের মেয়ে বউ নেতিয়ে প'ড়ে আছে, বোন দাঁতে দাঁত টিপে ব'সে রয়েছে, ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম পর্যন্ত চোখে আসে না। তোমার ছেলে ঘুরছে চাদর গলায় দিয়ে কবিয়ালি ক'রে। তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোথায় গাঙের ধারে চর পড়ছে—জমি করবে, চাষ করবে, ফসল হবে, ক্ষেত করবে খামার করবে, ঘর বাড়ী—

কালী। টগরবউ, টগরবউ, জোড় হাত করছি, থাম্, থাম্, ওরে তুই থাম্। (স্তব্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত থাকিয়া) পদ্ম, তোর সেই ছোরাটা কইরে?

পদ্ম। দাদা!

কালী। (হাত বাড়াইয়া) দে তো বোন, কোনও জায়গায় বিঁধে, নেশাটা ছুটে যাক। আঃ ছি! ছি! ছি! (একবার পদচারণা করিয়া) বউমা আমার ক্ষিদেয় নেতিয়ে পড়েছে টগর? মাথা ধরেছে? আঃ ছি! ছি! আসছি আমি!

পদ্ম। কোথায় যাচ্ছ দাদা? না না।

কালী। পথ ছাড়্‌, পদ্ম, নেশা আমার ছুটে গিয়েছে। ফুরুকে কিছু বলব না আমি। ওরে ওরে, আমি দেখি যদি কিছু যোগাড় করতে পারি। পথ ছাড়। (পদ্ম সরিয়া দাঁড়াইল। কালী চলিয়া গেল।)

টগর। এই একটু ব'স পদ্ম। বউটার ক্ষিদেতে হেঁচকি উঠেছে। আমি দেখি। পোষ-মাসের সংক্রান্তি, আমাদের হিঁদুপাড়ায় কেউ কিছু দেবে না। আমি একবার শেখপাড়াটা দেখে আসি। বাজা বেটার ঘর থেকে আসি আমি।

[প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত পরেই উঁকি মারিল ফুরুর মুখ। ফুরুর মুখ অদৃশ্য হইয়া গেল]

পদ্ম। কে?

ফুরু। (নেপথ্য হইতে) কালীদাদা রইছ নাকি? কালীদাদা?

[সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল]

ফুরু। (এদিকে ওদিকে চাহিয়া চাহিয়া চাপা গলায় ডাকিল) পদ্ম! পদ্ম বাবু বলেছে, তোকে সোনার চুড়ি গ'ড়িয়ে দেবে! পদ্ম!

[পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে ছোরা]

পদ্ম। তোর পরিবারের বড় দুঃখ। সাতটা ছেলের একটাও নাই। তাই তোকে এতদিন কিছু বলি নাই। আজ তোকে—

[দাওয়া হইতে লাফ দিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ফুরু দ্রুত লঘুপদে পলাইয়া গেল]

ফুরু। মেরে ফেললে বাবু, মেরে ফেললে। (প্রস্থান)

পদ্ম। অদৃষ্টের পাপকে আমি বিদেয় করব।

[অনুসরণে অগ্রসর হইল ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করিল প্রমদাচরণ]

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। (চমকিয়া দাঁড়াইল) তুমি?

প্রমদা। সর্দার-বউ একদিন বলেছিল, তুই বাঘিনী। মিথ্যে বলে নি।

[হাসিল]

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু—

প্রমদা! নাঃ। খোকাবাবু নয়,—বাবু—প্রমদাবাবু।

পদ্ম। ছোট জাত ব'লে কি আমাদের ধর্ম নাই, সম্ভ্রম নাই, কিছু নাই?

প্রমদা। (অসহিষ্ণুভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ আঃ আঃ। পদ্ম!

পদ্ম। তোমার বাবা তার নিজের ছোরা তোমার বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে

দিয়ে গিয়েছে! আমার হাতে সেই ছোরা, তুমি আর এগিও না বড়-খোকাবাবু।

[প্রমদা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল]

পদ্ম। তা ছাড়া দাদা আমার এখুনি ফিরবে।

প্রমদা। (পিস্তল বাহির করিয়া) কেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।

প্রমদা। পদ্ম, পদ্ম, তোর জন্য আমি জাত-ধর্ম সব ছাড়ব।

পদ্ম। কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারব না বড়-খোকাবাবু। আমার জাত-ধর্ম রাখতে হয় আমি তোমাকে মারব, নয় আমি নিজে মরব, এখনও বলছি, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। তারাচরণকে যেমন মায়া করি বড়-খোকাবাবু, তোমাকেও আমি তেমনই মায়া করি। মায়ের দুধকে তুমি বিষ ক'রে দেবে বড়-খোকাবাবু?

প্রমদা। (অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল) না না না না পদ্ম, না।

কালীচরণ। (নেপথ্য হইতে) কে? কে? কে ওখানে? কে?

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, পালাও!

প্রমদা। (দাঁতে দাঁত ঘষিয়া) কালীচরণ, কেলে!

[সে পিস্তল তুলিয়া লক্ষ্য করিল পদ্ম চট করিয়া ছোরা ফেলিয়া দাওয়ার উপর হইতে একটা ছোট লাঠি—দুইহাত আন্দাজ লম্বা লইয়া প্রমদার হাতের উপর বসাইয়া দিল, প্রমদার হাতের পিস্তল পড়িয়া গেল এবং আওয়াজ হইল]

পদ্ম। প্রাণে মারতে এখনও মায়া হচ্ছে আমার। পালাও, এখনও পালাও।

প্রমদা। ফুরু! ফুরু! দারোয়ান!

[সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই মুহূর্তেই কালীচরণ হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল]

কালী। গুলি! গুলি! (উচ্চহাস্য) ওই লাঠিটা পদ্ম, লাঠিটা—

[পদ্মর হাত হইতে ছোট লাঠিটা লইয়া সে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রমদার গমনপথের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। একটা গুরুভার জিনিস পড়িবার শব্দ হইল]

কালী। আ! (বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

পদ্ম। দাদা! দাদা!

[টগরের প্রবেশ]

টগর। কি হ'ল? কি হ'ল পদ্ম?

পদ্ম। বলতে পারছি না ভাজ-বউ, বলতে পারছি না। সর্বনাশ হয়ে গেল। বড়-খোকাবাবুকে দাদা ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। সর্বনাশ হয়ে পড়েছে। দাদা ছুটে গেল। (সে কাঁদিতে লাগিল)

টগর। কোন্ দিকে পদ্ম, কোন দিকে ?

পদ্ম। ওই ওই—

টগর। ওগো! ওগো!

[অগ্রসর হইল। কালীচরণের প্রবেশ, তাহার মূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়াছে, তাহার হাতে সোনার চেন বোতাম আংটি]

কালী। নে পদ্ম, ধর।

পদ্ম। (চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিল) দাদা! কি করলে দাদা? প্রমদাচরণকে কি তুমি এমনই ক'রে—উঃ!

টগর। খুন ক'রে ওইগুলো তুমি নিয়ে এলে ?

ধনদা। (নেপথ্যে হইতে) কালীচরণ!

[সে ডাক কাহারও চেতনা-সঞ্চার করিতে পারিল না]

কালী। ধর ধর। (সেও কাঁপিতে লাগিল) নিয়ে যা সাউ-মহাজনের বাড়ি, কিছু চাল-ডাল নিয়ে আয়। দেবে সে সোনা পেলে। হোক লক্ষ্মীর দিন, দেবে দেবে। নিয়ে যা। ধর্ ধর্।

টগর। না না না।

কালী। ধর্ ধর্। আর একটু জল—খুব ঠাণ্ডা জল।

[ধনদার প্রবেশ]

ধনদা। কালীচরণ! তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না। একি, তোর হাতে রক্ত ? ওকি ? প্রমদার চেন আংটি ? কালীচরণ! কালী!

ফুরু। (নেপথ্যে হইতে) এই আসুন হুজুর, এই আসুন।

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে হইতে) দাদা! দাদা!

ধনদা। জ্ঞানদা!

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে হইতে) বাবা!

ধনদা। প্রমদা আমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে চলল জ্ঞানদা। তার উপলব্ধি হয়েছে আজ, আপনার ভুল বুঝতে পেরেছে। মুক্তির পথে বেরিয়েছে সে! তুমি ওইখান থেকে ফের। এখানে এসো না। আমার শেষ অনুরোধ জ্ঞানদা, ফের।

জ্ঞানদা। (নেপথ্য) বাবা!

ধনদা। পেছু ডেকো না, ফিরে যাও। কালীচরণ এইবার আমাকে ক্ষমা কর।

কালী। বড়-খোকাবাবুর আমি শোধ নিয়েছি বড়বাবু, শোধ! কিন্তু তোমাকে—? না। (অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল)

তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

[কালীচরণের বাড়ী। চারিদিকে মালিন্য-চিহ্ন পূর্বাপেক্ষা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে পথের উপর জ্ঞানদাচরণ দাঁড়াইয়া আছে। জন দুয়েক কনস্টেবল দুই পাশে দাঁড়াইয়া। কালীর ঘর খানাতল্লাস হইতেছে। দারোগা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল]

দারোগা। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। সোনা-রূপো দূরের কথা, পেতল-কাঁসার এক-আধটা ঘটি-থালা পর্যন্ত নেই।

জ্ঞানদা। হুঁ।

দারোগা। ঘরে মেজের মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে দেখেছি।

জ্ঞানদা। তা হ'লে এই অমানুষিক পাপ, রাত্রে নিরীহ পথিকের জীবন নাশ, এ করছে কে? উঃ নিশীথ-রাত্রে হতভাগ্য মানুষের সে কি করুণ মৃত্যু-চীৎকার! আপনারা শুনেছেন কি-না জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি। গবর্ণমেণ্ট এত বড় ঠগীর অত্যাচার বন্ধ করলেন, আর এই সামান্য ঠ্যাঙাড়ের অত্যাচার বন্ধ হবে না! এমনই ভাবে নিষ্ঠুর নরহত্যা যদি বন্ধ না করতে পারেন, তবে আপনাদের চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ কথা শুধু আমি আপনাকেই বলছি না। আপনাদের সাহেবকে পর্যন্ত সেদিন এই কথাই ব'লে এসেছি।

দারোগা। কিন্তু আপনি তো দেখছেন, আমি কি চেষ্টার কোন কসুর করছি?

জ্ঞানদা। চেষ্টা যদি সফলই না হয়, তবে সে চেষ্টা অকৃত্রিম হ'লেও অক্ষম নিশ্চয়। হয় কসুর আছে, নয় আপনি অক্ষম। শুনুন দারোগাবাবু, আমরা চাই শান্তিতে থাকতে। এমন ভাবে রাত্রে রাহাজানি, নরহত্যা এ তো অরাজক। এর পর আমি লাটসাহেবের দরবার পর্যন্ত এ সংবাদ জানাব।

দারোগা। আপনি যেমন বলছেন আমি তেমনই করছি। সায়েব আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন যে রায়বাবু যা বলবেন, তাই করবে তুমি।

আপনার সম্বন্ধে সায়েবের খুব উচ্চ ধারণা। বলছিলেন রায়বাবুকে খেতাব দেবার জন্যে লিখেছি আমি।

জ্ঞানদা। খেতাবের কথা থাক, ওর প্রত্যাশা ক'রে আমি কাজ করি নি। এ অত্যাচার দমন করতে হবে। তাই হ'লে সে-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রাত্রে আমি ঘুমুতে পারি না। কান পেতে জেগে ব'সে থাকি। কখন কোন্ দিক থেকে মানুষের মরণ-চীৎকার বেজে উঠবে—উঃ, নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার চিরে ছুটে যায় মৃত্যু-বাণের মত। এ পাপ বন্ধ করুন, যেমন ক'রে হোক বন্ধ করুন।

দারোগা। আপনি কালীকে সন্দেহ করলেন, কালীর ঘর খানাতল্লাসি করলাম। কিন্তু পাওয়া তো কিছুই গেল না।

জ্ঞানদা। আমার এখনও কালীচরণকেই সন্দেহ হয়। ও কাজকর্ম করে না, জমি-জেরাতও নেই, সংসার চলে কি ক'রে?

দারোগা। ওর ছেলে কবিয়ালি করে।

জ্ঞানদা। সে তো আজ ছমাসের ওপর নিরুদ্দেশ।

দারোগা। ওর সেই বোনটা, মানে পদ্ম তো এখন ঝুমুর দলে নাচ ক'রে বেড়ায়—

জ্ঞানদা। হ্যাঁ সেই এক পাপ। কিন্তু সে তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দারোগাবাবু। তার রোজকার সে দেবেই বা কেন? কালীচরণ নেবেই বা কেন? তা ছাড়া সেও তো আর গ্রামে ফেরে নি।

দারোগা। ফুরু বাগ্দীকে কালীর পেছনে আমি লাগিয়ে রেখেছি। সেও কোন সন্দেহ করে নি ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ফুরুকে আমি বিশ্বাস করি না। ও আমায় সেদিন ছুটে গিয়ে বলেছিল, কালী দাদাকে খুন করেছে। আমি ছুটে এলাম লোকজন নিয়ে। বাবা বললেন, না, প্রমদাকে নিয়ে আমি তীর্থে যাচ্ছি। তার সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে চেয়ো না। আমি ফিরে গেলাম। সেদিন তবুও ফুরু বলেছিল, না ছোটবাবু, কর্তাবাবু কালীকে বাঁচাবার জন্য ও কথা বলছেন। এখন ও বলে, বাবার সঙ্গে দাদাকে যেতে ও দেখেছে। সেদিন বাবার কথা অবিশ্বাস করে ওর কথা বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সেদিন ও সত্যি কথাই বলেছিল। আজ যা বলে সেটাই মিথ্যে?

দারোগা। এখন আমাকে কি করতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্ত বাগদীপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়ীপাড়া তল্লাস করা হোক। দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাদের পেশা, তাদের পক্ষে একাজ অসাধ্য মোটেই নয়।

[ব্যস্তভাবে মহাজন গুরুপদ সাউ প্রবেশ করিল। গুরুপদর কপালে তিলক, গলায় তুলসীমালার কাঠি, চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে দীর্ঘ এক টিকি। পরনে থান ধুতি, গায়ে কেটের অর্থাৎ রেশমের কর্কশ জটা-পাকানো ঝাড়িয়া ফেলা অংশে তৈয়ারী কম-দামী চাদর। পায়ে ছেঁড়া একজোড়া চটি।]

গুরু। একে বলে গিয়ে, প্রণাম ছোট হুজুর। দারোগাবাবু, আপনাকেও প্রণাম।

জ্ঞানদা। কে? গুরুপদ?

গুরু। আজ্ঞে। আমি তো হুজুরদের, একে বলে গিয়ে, আশ্রিত—চাকর।

জ্ঞানদা। টিকি মালা আর ফোঁটার যোগ্য বিনয় তোমার গুরুপদ। তারপর কি সংবাদ?

গুরু। আজ্ঞে, শুনলাম হুজুরেরা, একে বলে গিয়ে কালীচরণের ঘর খানাতল্লাস করছেন?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ। সড়ক রাস্তায় এখানে ওখানে পথিক খুন হচ্ছে, তারই সন্ধানে পুলিশ কালীর ঘর খানাতল্লাস করলে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

গুরু। আজ্ঞে, কালীচরণ, একে বলে গিয়ে, আমার আশ্রিত মানে আমার চাকরি করে কি না। তাই, একে বলে গিয়ে, বলি দেখি ব্যাপারটা কি।

জ্ঞানদা। কালীচরণ তোমার চাকরি করে?

গুরু। আজ্ঞে হুজুর, একে বলে গিয়ে, অধীনের ঘরে দু-চারখানা থালা কাঁসা আছে তো।

জ্ঞানদা। এবার তোমার বিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, কাঁসা নয় সোনা-রূপো, দু-চারখানা নয়—দু চার সের এবং দু-চার মণ।

গুরু। আজ্ঞে—আজ্ঞে—একে বলে গিয়ে, কালীচরণ সেই সব পাহারা-টাহারা দেয়। মানে, চারিদিকে চোর-ডাকাতের ভয়। তাই যখন শুনলাম হুজুররা, একে বলে গিয়ে, পদার্পণ করেছেন কালীচরণের বাড়িতে, তখন ছুটে এলাম।

জ্ঞানদা। ভালই করেছে গুরুচরণ। কালীচরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা সন্দেহ ছিল, ও কাজকর্ম কিছু করে না, সংসার চলে কি ক'রে?

গুরু। আজ্ঞে, একে বলে গিয়ে, মাসে আড়াইমণ ধান—কাঁচি আড়াই

মণ ধান, একটা টাকা মাইনেও আমি নগদ-নগদ চুকিয়ে দি। পালে পার্বণে এক-আধখানা কাপড়, তাও দি।

জ্ঞানদা। চলুন দারোগাবাবু। কালীর সম্বন্ধে তা হ'লে অনেকটা সন্দেহ ঘুচে গেল।

গুরু। হুজুর, একে বলে গিয়ে, বেটা বদমাশের ঘরে কিছু পাওয়া গেল নাকি? মানে, একে বলে গিয়ে, আমাকে আবার সাবধান হতে হবে তো!

দারোগা। সে কথা বলা আমাদের নিয়ম নয় সাউজী। (সিপাহীদের প্রতি) এস, তোমরা এস।

[জ্ঞানদা, দারোগা ও কনেষ্টবলদের প্রস্থান]

গুরু। কালী! ওরে, ওরে অ—কালীচরণ!

[একটা মদের বোতল হাতে মত্ত কালীচরণের প্রবেশ]

কালী। আঃ ছি ছি ছি! তুমি কি জন্যে এসেছ? কি জন্যে এসেছ তুমি? যাও, যাও, তুমি যাও।

গুরু। যা গেল! বেটার মেজাজ দেখ না। একে বলে গিয়ে তিবিক্ষি হয়েই আছে।

কালী। সকালবেলায় পুলিস, তার উপর তোমার মুখ দেখলাম। আজ আর আমার রক্ষা নেই। কি? কি? কি চাই তোমার?

গুরু। বলছি, একে বলে গিয়ে, ওরা খানাতল্লাসিতে কিছু পায় নি তো?

কালী। কি পাবে?

গুরু। একে বলে গিয়ে, মানে যদি কিছু—

কালী। তোমাকে না দিয়ে লুকিয়ে রেখে থাকি। ওঃ, ওঃ, সাউজী, ইচ্ছে হচ্ছে নখে ক'রে তোমার মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিই!

গুরু। কালীচরণ, একে বলে গিয়ে, কালী—(পিছাইয়া গেল)

কালী। সোনা-রুপো যা পাই, এতটুকু টুকরো পর্যন্ত তোমার ঘরে তুলে দি। ঝুরু তোমার চর, সে আমার আশেপাশে থাকে, তবু তুমি বলছ, আমি লুকিয়ে রাখি।

গুরু। কি বিপদ! একে বলে গিয়ে, একে বলে গিয়ে, তুই ক্ষেপে গেলি নাকি রে?

কালী। তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও! অন্ধকার রাত্রে মাথার ভেতর আগুনের হলকার মত যে নেশাটা পাক খেয়ে ওঠে, সেই হল্‌কা পাক খাচ্ছে আমার মাথায়। তোমাকে জোড়হাত ক'রে বলছি তুমি যাও।

[টগরের প্রবেশ]

টগর। সাউজী মশায়, আপনি বাড়ী যান।

গুরু। একে বলে গিয়ে, কালীকে তুই ধরিস যেন। মানে, একে বলে গিয়ে, যেন পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়ে ঘাড়ে। (প্রস্থান)

কালী। আমার ফাবড়াটা টগর, আমার ফাবড়াটা ?

টগর। (তাহাকে ধরিয়া) না।

কালী। আমি মানুষ খুন করি, যা পাই, সব আমি ওর ঘরে তুলে দিয়ে আসি। ও আমাকে দেয় এক ভরি সোনায় এক টাকা, এক ভরি রূপোয় দু আনা পয়সা। কাপড়-চোপড় থালা-কাঁসা ফাউ দিতে হয়। তবু আমাকে বলে, এই কিছু লুকিয়ে রাখিস নি তো ?

টগর। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ও কাজ তুমি আর ক'রো না।

কালী। বড় খোকাবাবুর চেন আংটি সাউজী মজুত ক'রে রেখেছে টগর। এ কাজ ছাড়লে সেই চেন-আংটি পুলিসের কাছে হাজির করবে। তা ছাড়া, টগর, পেটের আগুনে কি দোব ?

টগর। না, উপোস করে থাকব, লতাপাতা খেয়েও দিন যাবে, তবু এমন রোজগার তোমাকে করতে হবে না।

কালী। রোজগার করতে হবে না। জানিস রোজগারের জন্য তারাচরণ আমার ছ মাস দেশত্যাগী। লক্ষ্মীর মত বেটার বউ পেটের জ্বালায় বাপের বাড়ী চ'লে গেল ? ওরে টগর, পদ্ম পেটের জ্বালায় ঘর ছেড়ে চ'লে গেল ঝুমুরের দলে—পদ্ম, আমার সোনার পদ্ম !

টগর। পদ্ম, সর্ব্বনাশী পদ্ম। পাপ পদ্ম।

কালী। পাপ পদ্ম ! কিন্তু টগর-বউ, আমার মায়ের পাপ, বাপের পাপ—আঃ, ছি ছি ছি ! এসব কি বলছি আমি ? কই, আমার বোতল কই ? (বোতল লইল)

টগর। না। আর মদ খায় না। দাও, মদের বোতল দাও।

কালী। না টগর-বউ, না। আমার তারা গিয়েছে, বউমা গিয়েছে, ওরে, আমার পদ্ম কুল ছেড়েছে, বাবুরা জমি কেড়ে নিয়েছে, জাতে জাতে ঠেলেছে, সব গিয়েছে, আছে শুধু বোতলটা। ওটা নিলে আমার কি থাকবে টগর-বউ ?

টগর। তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

কালী। নে, তবে নে।

টগর। সাউজী যা করে করুক। চল, না হয় আমরা দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। পেটে খেতে না পাই, না খেয়ে মরব। তবু এ পাপ তুমি আর করতে পাবে না।

কালী। শুধু তো সাউজী নয় টগর। আরও একজন, বড়-খোকাবাবু—ওরে, সে যেন আমাকে এ পাপ ঘাড়ে ধরে করায় রে। কত দিন আমিও মনে করি, এ পাপ আমি আর করব না। কিন্তু থাকতে পারি না।

টগর। কি বলছ তুমি ?

কালী। নিষুতি রাত্রে, ফুরু এসে আমাকে ডাকে—সাউজীর চর ফুরু আমাকে ডাকে। তুই নিথরে ঘুমোস। আমার ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। আমার মনে হয়, ফুরু এসেছে বড়-খোকাবাবুর চর পদ্মর সন্ধানে। বড়খোকাবাবুও দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে। ঠিক মনে হয়। আমি পা টিপে টিপে উঠে আসি। ফুরু ডেকে দিয়ে চ'লে যায়, থাকে না, কিন্তু টগর, আমি ঠিক যেন দেখি, বড়-খোকাবাবু অন্ধকারে ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যাই। তারপর সময় বুঝে অন্ধকারে ফাবড়া ছুঁড়ি। গোঙাতে গোঙাতে ছুটে যায় আমার লাঠি কেউটে সাপের মত। বড়-খোকাবাবু পড়ে। ছুটে গিয়ে আমি তাকেই শেষ ক'রে যখন আংটি চেন খুঁজি তখন দেখি সে বড় খোকাবাবু নয়, কে এক হতভাগা পথের মানুষ।

[সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল]

টগর। ওকি ? কোথায় যাবে ?

কালী। সন্ধ্যে হয়ে এল, মা-গঙ্গার ধার থেকে একবার ঘুরে আসি আমি। 'শতকে যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা ব'লে ডাকি।' টগর মা গঙ্গার জল ছুঁয়ে আসি একবার। (প্রস্থান)

টগর। (জোড়হাত করিয়া) মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার তারাচরণকে ফিরিয়ে এনে দাও মা। আমি বুক চিরে রক্ত দোব মা, চুল কেটে চামর বেঁধে বাতাসা দোব।

[ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্তর্পণে প্রবেশ করিল পদ্ম, তাহার পরনে ঘাঘরা ইত্যাদি, নর্তকীর বেশ। প্রবেশ করিল আপাদমস্তক চাদরে ঢাকিয়া]

পদ্ম। ভাজ-বউ !

টগর। কে ?

পদ্ম। চিনতে পারছ না ভাজ-বউ ? (সে হাসিয়া উঠিল এবং চাদর খুলিল)

টগর। পদ্ম ?

পদ্ম। জী হুজুর।

টগর। তুই মর্, তুই মর্, তুই মর্ পদ্ম।

পদ্ম। বালাই, ষাট, পেট ভ'রে খেতে পেয়েছি, সাধ মিটিয়ে পরতে পেয়েছি, অঙ্গ ভ'রে গয়না পরেছি, মরব কেন ?

টগর। পদ্ম, তুই সেই পদ্ম !

পদ্ম। হ্যাঁ ভাজ-বউ, আমি সেই পদ্ম।

টগর। তোকে কোলে ক'রে আমি মানুষ করেছি পদ্ম, নইলে তোকে আজ আমি খুন করতাম।

পদ্ম। তুমি আমাকে মিছে দোষ দিচ্ছ ভাজ-বউ। কত দিন ভেবেছি, আমি মরি। কিন্তু মরতে আমার ভয় লেগেছে। মরতে পারি নি। তোমাকে বলেছি, আমাকে মেরে ফেল ভাজ-বউ, তুমিও পার নি ! তবে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন ? লোকে আঙুল দেখিয়ে কথা বলেছে, তাও সহ্য হয়েছিল, কিন্তু পেটের জ্বালা সহ্য হ'ল না। সারাদিন না খেয়ে সেদিন রাত্রে উঠে চ'লে গেলাম। ভেবেছিলাম, ভিক্ষে ক'রে খাব। তারপর—পথে পেলাম ঝুমুরের দল, আমার রূপ দেখে তারা ডাকলে, পেট ভ'রে খেতে দিলে—আঃ ভাজ-বউ, তেমন খাওয়া আমি কোনদিন খাই নি। বেটার হাতের পিণ্ডও বুঝি এত মিষ্টি নয় !

টগর। সে পিণ্ডি খেয়ে যে নরকে তোর ঠাঁই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন ভগবান, পদ্ম তুই সেইখানে ফিরে যা। আমাকে দুঃখ দিতে কেন তুই এলি ? যা পদ্ম, তুই চ'লে যা।

পদ্ম। নরকে যারা যায় ভাজ-বউ তারা পেরেত হয়। স্বর্গে যারা যায় তারা দেবতা হয়। মাটির মানুষকে ভুলে যায়। পেরেত তা পারে না। তাই বাদশাহী সড়ক দিয়ে দল যাচ্ছিল, দল থামিয়ে একবার না এসে পারলাম না। এইবার চ'লে যাব। দুটো কথা জিজ্ঞেস করব ভাজ-বউ ? তারাচরণের কি খোঁজ পাও নি ?

টগর। না !

পদ্ম। ভেবো না ভাজ-বউ, সে এইবার ফিরবে। সে মালদা জেলায় আছে, সেখানে তোমার তারাচরণের কত নাম ! সে মেডেল পেয়েছে। সেখানকার বড় বড় কবিয়ালকে সে হারিয়ে দিয়েছে। বর্ষা পড়েছে, রথের মেলা, পুজো পর্যন্ত শেষ মেলা। রথের মেলা হয়ে গিয়েছে। এইবার সে ফিরবে।

টগর। তোর সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে পদ্ম ?

পদ্ম। (হাসিল) মাল্‌দা জেলায় দল পৌছল। পৌছেই শুনলাম, সেখানে তারাচরণ ভল্লা নাকি ভারি কবিয়াল। ভাজ-বউ, ধূলো পায়েই সঙ্গে সঙ্গে মাল্‌দা জেলা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম ভোরবেলার পেত্নীর মত। ছি ভাজ-বউ, ছি ! (ক্ষণিক নীরবতার পর) আর একটা কথা ভাজ বউ—

টগর। কি ?

পদ্ম। দাদা (কথা সে শেষ করিতে পারিল না)

টগর। বল্‌ পদ্ম ?

পদ্ম। দাদা কি এখনও সোনার পদ্ম বলে ?

টগর। না। বলে, পাপ পদ্ম।

পদ্ম। (চোখ বন্ধ করিয়া সে ভাবিয়া লইল, তাহার মুখে তাহার হাসি ফুটিয়া উঠিল) বড় ভাল নাম দিয়েছে দাদা, বড় ভাল নাম। মায়ের পাপ, বাপের পাপ, ভাইয়ের পাপ, ভাইপোর পাপ—

টগর। পদ্ম ! পদ্ম ! কি বলছিস তুই ?

পদ্ম। (হাসিয়া) এই দেখ, ক্ষ্যাপা মন আমার, কি আবোল-তাবোল বকছি দেখ।

টগর। না, তুই বল্‌। কি পাপ করেছে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, আমার স্বামী পুত্র ? সর্বনাশী, তোর নিজের পাপ তুই পরের ঘাড়ে চাপাতে চাস ?

পদ্ম। কি পাপ ? (হাসিল) তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর উচিত ছিল, জন্মমাত্র আমার মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলা। ফেলে নি, সেই তাদের পাপ। তোমার স্বামী-পুত্রের পাপ ? কেন, তারা আমাকে রক্ষা করতে পারলে না ? পেট ভ'রে খেতে দিতে পারলে না ?

টগর। তুই, তুই নিজে মরলি না কেন হতভাগী ?

পদ্ম। পাপ কি কখনও নিজে মরে ভাজ-বউ ? না, মরতে পারে ? মরণকে যে তার ভয়। পাপকে মারতে হয়। তুমি—তুমিও তো আমাকে মেরে ফেলতে পারলে না ভাজ-বউ।

টগর। চুপ কর্‌ পদ্ম, চুপ কর্‌।

পদ্ম। যাবার সময় তোমাকে একটা পেঁণাম করব ভাজ-বউ ? ভাজ-বউ ব'লে নয়। কত দুঃখ স'য়েও তুমি পাথরের মত তেমনই আছ—পেটের ভাতের দুঃখু, পরনের কাপড়ের দুঃখু, দাদার মত মরদ তোমার, সেই মরদ—

টগর। বেরিয়ে যা পদ্ম, তুই বেরিয়ে যা। তোর পায়ে পড়ি—

পদ্ম। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সভয়ে) যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। দাদা আসছে একটা কথা ভাজ-বউ, কিছু টাকা আমি এনেছিলাম।

টগর। না না না!

পদ্ম। দাদাকে যেন ব'লো না ভাজ-বউ, দাদাকে যেন ব'লো না। আমি যাচ্ছি।

[চাদরটা মুড়ি দিয়া দ্রুত লঘুপদে সে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাবড়া অর্থাৎ হাত দেড়েক ভারী লাঠি ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তে ছুটিয়া আসিল কালী। সে আবার ফাবড়াটা তুলিয়া লইল। টগর তাহাকে ধরিল]

টগর। না না, ওগো কি করছ তুমি?

কালী। আমি চিনেছি টগর, আমি চিনেছি। ওরে, ফাবড়া ছুঁড়তে হাতটা আমার থরথর কেঁপে গেল। এখনও আমি কাঁপছি। নয় টগর?

টগর। ব'স ব'স তুমি ব'স।

[কালী বসিল]

কালী। টগর, মায়াতে আমার হাত কেঁপে গেল।

টগর। ঠাণ্ডা হও, ওগো, তুমি ঠাণ্ডা হও।

কালী। পদ্ম, আমার সোনার পদ্ম—

টগর। ওগো, পদ্ম আমাদের তারাচরণের খবর দিয়ে গেল গো।

কালী। তারাচরণ! তারা!

টগর। হ্যাঁ। মালদা জেলায় তার নাকি এখন কত নাম! বড় বড় কবিয়ালকে সে হারিয়ে দিয়েছে।

কালী। "যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।" লাঠিয়াল দাঙ্গাবাজ খুনে ডল্লার ছেলে কবিয়াল তারাচরণ।

টগর। সে নাকি সেখানে মেডেল পেয়েছে।

কালী। মেডেল পেয়েছে? ওরে টগর! আমার পদ্মকে তুই ফিরিয়ে আন। তারাচরণ ফিরে আসুক, আমরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। দেশান্তরে ঘর বাঁধব। আমার নাম কেউ জানবে না; পদ্মর নাম কেউ জানবে না, কবিয়াল তারাচরণের বুড়ো বাপ। তারাচরণ আমার রোজগার ক'রে আনবে, আমরা দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাব।

টগর। রথের মেলা ও অঞ্চলে বর্ষা পর্য্যন্ত শেষ মেলা। এইবার আমার তারাচরণ ফিরবে।

কালী। টগর, তুই তারাচরণের সেই গানটা জানিস রে? সেই ঠ্যাঙাড়ে

ডাকাত রত্নাকর মহামুনি হ'ল—জানিস তুই ? আমি, টগর, দিনরাত তেমনই ক'রে নাম জপ করব।

[নেপথ্য হইতে গলা ঝাড়ার শব্দ হইল। ফুক্কর গলার শব্দ। পরমুহূর্তেই ফুক্কর মুখ উঁকি মারিল এবং অদৃশ্য হইল]

কালী। (মুহূর্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল) আঃ—আঃ! ছি—ছি—ছি!

টগর। ওগো! ওগো।

ফুক্কু। (নেপথ্যে) কালীদা! কালীদা!

টগর। না না, তুমি যেতে পাবে না।

কালী। আজ আমি জেগে আছি টগর। তবু তুই আমাকে ধর্।

[টগর তাহাকে ধরিয়া বসিল। রঙ্গমঞ্চের অন্ধকার গাঢ়তর হইল। আবছা আলোয় দেখা গেল, কালী টগরের বাহুবন্ধনের মধ্যে শিশুর মত পড়িয়া আছে, সেও টগরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে]

তারাচরণ, আমার কবিয়াল তারাচরণ ফিরে আসবে। টগর, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠাব, সে আমার লক্ষ্মী-মা বউমাকে নিয়ে আসবে। আমি যাব, নিজে যাব টগর, পদ্মর সন্ধানে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

ফুক্কু। (নেপথ্যে) কালীদাদা!

[উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইল]

কালী। (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) টগর টগর! এ দেশ থেকে চ'লে যাব! বাবুরা নাই, সাউজী নাই, জাত নাই, জ্ঞাত নাই, সেই দূর দেশান্তরে গিয়ে ঘর বাঁধব। কবিয়াল তারাচরণের বাপ, বুড়ো বাপ, দিনরাত জপ করব। দিনরাত (আর্ত গভীর স্বরে) বলব ঠাকুর দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর দয়াময়। ঠাকুর রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, অন্ধকার রাত পুইয়ে দাও. আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। (ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিল। পাখী ডাকিল।) আঃ! ঠাকুর! দয়াময়! আঃ! ওরে টগর, আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দে তো। চোখ থেকে বড্ড জল পড়ছে—বড্ড!

[টগর তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। নেপথ্যে হইতে ডাকিল তারাচরণ]

তারা। (নেপথ্যে) মা। পদ্মপিসী!

কালী। কে? কে?

টগর। তারা—তারাচরণ! আমার তারামানিক, তুই ফিরে এলি?

[তারাচরণের প্রবেশ। তাহার পরনে পরিচ্ছন্ন কাপড়, চুলগুলি পরিপাটি। গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর]

তারা। আমি ফিরে এসেছি মা। বাবা!

কালী। তারাচরণ! তারাচরণ! তুই আমার তারাচরণ! আর ভাবনা নেই টগর, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে।

তারা। এবার পাঁচটা মেলায় পাঁচজন কবিয়ালকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। তিন জায়গায় মেডেল পেয়েছি। এবার আমি রোজগার ক'রে ফিরে এসেছি।

কালী। জয় গুরু! জয় গুরু! টগর, আমি মদ নিয়ে আসি। পাড়ার লোককে বলে আসি, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে, তারাচরণ আমার মেডেল পেয়েছে। (যাইতে যাইতে সে ফিরিল) তারা, তোর সেই গানটি কিরে তারাচরণ—সেই গানটি ?

তারা। (হাসিয়া) তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে বাবা।

কালী। ওরে শূয়ারকি বাচ্চা, আমি ক্ষ্যাপা ?

তারা। তা ছাড়া আর বলি কি বল ?

কালী। কেন রে হারামজাদা, কেন ?

তারা। কেন ? ধর, দুশো পাঁচশো গরুর পাল, তুমি বললে সেই গরুটি ধ'রে আন। এখন আমি সেই গরুটি কোন্‌টি ঠাওর করি কি ক'রে বল ?

(ছড়ায়) "আহা, আমি গান শিখেছি তোমার কত শত
তার মাঝে হায়, কেমনে পাই, সেইটি তোমার মনের মত ?"

বলি, একটু নিশোনা দাও।

কালী। বটে, বটে, ঠিক বলেছিস তুই। ওরে সেই গানটি। সেই ঠ্যাঙাড়ে বামুন রত্নাকর শেষে মুনি হ'ল। সেই যে—

তারা। ও! "রামনাম থাকিতে ভবে ভয় কি রে মন শুনি ?
চোর-ঠ্যাঙাড়ে রত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।
যেনা-তেনা মুনি নয় মন, মহাকবি মহামুনি।"

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, "যেন-তেনা মুনি নয় মন মহাকবি মহামুনি ; চোর-ঠ্যাঙারে রত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।" বাঃ বাঃ! শুনলি টগর, শুনলি ? প্রথম কলিটা কি ?

তারা। নাঃ, তোমার স্মরণশক্তি একেবারে নেই। "রামনাম থাকিতে ভয় কি রে মন শুনি ?"

কালী। ঠিক ঠিক, "ভয় কি রে মন শুনি ?" "ভয় কি রে মন শুনি ?" জয় গুরু! (প্রস্থান)

তারা। (এতক্ষণে মায়ের দিকে চাহিয়া) মা! এ কি মা, তুমি এমন কাঠের মত দাঁড়িয়ে কেন মা? একি তোমার চোখে জল? পদ্মপিসী কই? জয়া কই মা?

টগর। জয়া আছে তারাচরণ, সে ভালই আছে।

তারা। মা, এই দেখ তার জন্যে আমি মেডেল দিয়ে মালা গড়িয়ে এনেছি। মা, পোষ সংক্রান্তির দিন খালি হাতে বাড়ি ফিরেছিলাম। এদিকে বাড়িতে তোমাদের খাওয়া হয় নি, পোষপার্বণ হয় নি। জয়া গরব ক'রে পথে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি রোজকার ক'রে আনব, সেই রোজকারে ঘরে আমাদের পোষপার্বণ হবে। আমি খালি হাতে ফিরেছি শুনে যেন ক্ষেপে গেল, আমাকে বললে, আমাকে পেট ভ'রে খেতে দে, সাধ মিটিয়ে পরতে দে, গোরো গায়ে গয়না দে', তোর রোজকাবের গরবে আমাকে গরব করতে দে। নইলে তুই কিসের সোয়ামী? মা, প্রতিজ্ঞা ক'রে সেইখান থেকে ফিরেছিলাম। মেডেল দিয়ে তার জন্যে মালা গাঁথিয়ে এনেছি। এই দেখ। (মালা বাহির করিয়া সে ধরিল) ডাক মা, তাকে ডাক।

টগর। জয়া বাপের বাড়ি গিয়েছে বাবা।

তারা। বাপের বাড়িতে? মা, কেন মা?

টগর। ওরে, তুই ব'স, মুখে হাতে জল দে, একটু জল খা।

[কলসী হইতে জল ঢালিল। ঘর হইতে মাটির পাত্রে একটু খাবার আনিল]

তারা। ও! তবে পদ্ম পিসীকে নিয়ে যে গোলমাল করেছিল শশুর, সে মিটে গিয়েছে? আঃ! পিসী কই মা! পদ্ম-পিসী?

টগর। তারাচরণ, তার নাম তুই করিস নি। সে সর্বনাশীর নাম আর করিস নি।

তারা। কেন মা? আবার কি হয়েছে?

টগর। তুই আগে জল খা, তারপর—

তারা। তবে কি সে বড়-খোকাবাবু—

টগর। ওরে, চুপ কর, ও নাম করিস নি। সে নেই। সে মরেছে।

তারা। মরেছে?

টগর। তোর বাপ তাকে, নিজের হাতে তাকে খুন করেছে।

তারা। (আতঙ্কিত হইয়া) খুন!

টগর। হ্যাঁ। সর্বনাশী পদ্ম। পাপ পদ্ম। তার জন্তেই আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল। ওরে, তারই জন্তে তোর বাপ বড়-খোকাকে খুন করলে। আর সেই হতভাগীই মুখে চুন-কালি দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল ঝুমুরের দলে। তারাচরণ, দুঃখের কথা কি বলব রে, তোর বাপ বড়-খোকাবাবুকে ঠ্যাঙাড়ের মত ঠেঙিয়ে মেরেছিল, সেই অবধি তারও হয়েছে সেই ব্যবসা, সে এখন রাত্রে পথের ওপর ঠেঙিয়ে—

তারা। মা! মা! কি বলছ মা?

টগর। বউমা আমার কিছুতে এ সইতে পারলে না। সে বললে, ঠাকরুন, বড় সাধ ক'রে তোমার ছেলের গলায় মালা দিয়েছিলাম, সে কবিয়াল; আমার নিজের বাপ ভাই ডাকাতি করে, তাদের আমি ঘেন্না করি; আমার অদৃষ্টে আমার শ্বশুর—। সে আর সইতে পারল না। চ'লে গেল। (সে স্তব্ধ হইল)

তারা। (কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ম্লান হাসি হাসিল) সীতারাম! সীতারাম! ওঃ, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলে, রত্নাকর মুনির গানটা কি?

টগর। তারাচরণ!

তারা। কিন্তু বাবা রামনাম একবারও বললে না! শুধু বললে, "ভয় কি রে মন শুনি!" উঃ, রাত্রে পথের উপর অসহায় পথিক—উঃ!

টগর। উঃ, সে কি চীৎকার তারাচরণ! ওরে সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। বউমা আমার রাত্রে ঘুমুতে পারত না। নিষুতি রাত্রে মানুষের মরণ-চীৎকার ভেসে আসত। সেও চীৎকার ক'রে উঠত, আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলত, ওগো ঠাকরুন, এ তারই গলা, এ তারই গলা—তোমার ছেলের গলা।

তারা। সেই হ'লেই ভাল হ'ত, ঠিক হ'ত, ভগবানের বিচার নিখুঁত হ'ত।

টগর। ওরে তারাচরণ, না না। এ তুই কি বলছিস?

তারা। ঠিক বলছি মা। বাবার প্রাশ্চিত্তির হ'ত।

[টগর আতঙ্কিত বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

তারা। মা! আমি চললাম মা! বাবাকে ব'লো, যে মানুষগুলো মরেছে, তারই মধ্যে তার তারাচরণও ছিল। সে মরেছে। যে এসেছিল, সে তার প্রেত। (প্রস্থান)

[টগর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে মদের বোতল হাতে মত্ত কালীচরণ প্রবেশ করিল]

কালী। "যে যাবার সে যাক সই রে, আমি তো যাব না জলে।" আমি সব শুনেছি টগরবউ, আমি ফেরাতে যাব না। আমি যাব না।

ফুরু। (নেপথ্যে) কালীদাদা!

কালী। কে ফুরু, আয়, আয় ফুরু, তুই আয়! মদ নিয়ে আয়। কাল রাত্রে আর কিছুতে ঘুম ভাঙল না ফুরু।

[টগর এইবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। তাহার হাতে খাবারের থালা ও গেলাস]

টগর। ওরে তারাচরণ, ফিরে আয়—ফিরে আয়!

কালী। (লাফ দিয়া গিয়া টগরের হাত চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে থালা ও গেলাস মাটিতে পড়িয়া গেল) না। তুই ফিরে আয় টগর। ফুরু, মদ নিয়ে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জয়ার বাপের গ্রামের প্রান্তস্থিত পথ

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ও পারিপার্শ্বিক

[ঘড়া কাঁখে লইয়া জয়া প্রবেশ করিল। ঘড়াটি রাখিয়া সে ঘড়ার উপর বসিল এবং আপন মনে গান গাহিল]

গান

থির দিঠিতে ওরে নিঠুর তোর পথের পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে।
আমার সাধের চোখের কাজল যায় ধুয়ে রে জলের ধারা বয়ে।
বকুলফুল সে ঝরল ফুটে ফুঠে
কেয়াফুলের বাস বাতাসে ওঠে
(আমি) নিতুই নতুন ফুল তুলি আর কাঁদি হায় রে বাসী ফেলে দিয়ে!
আষাঢ় মাসের আকাশে রে মেঘ জমেছে ডাকছে গুরু গুরু।
নতুন মেঘে বাদল এল নেমে
'ফটিক জলে'র কান্না গেল থেমে,
নয়ন আমার শরম মানে না তাই—
গাঙের জলে দিই যে মিশাইয়ে॥

[গান-শেষে কাপড়ে চোখ মুছিয়া জয়া ঘড়াটি তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল ; সম্মুখ দিক হইতে ছুটিয়া আসিল প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কালো মেয়েটি]

কা-মে। জয়া! এই যে জয়া!

জয়া। মরণ? কে বললে তোকে জয়া মরেছে?

কা-মে। বালাই ষাট, মরবি কেনে?

জয়া। তবে জয়া জয়া ব'লে হাঁপাতে হাঁপাতে এত ছুটে আসছিস কেন?

কা-মে। ওগো সই, তোর বর—বর।

জয়া। কে?

কা-মে। কবিয়াল, তোর বর, আমার সয়া। একদিন আমি সয়া ধ'রে সইকে দিয়েছিলাম, আজ আবার আমি তাকে পেরথম দেখলাম। সে আসছে। ওই—ওই। ওই দেখ সই, ওই দেখ।

[তারাচরণ প্রবেশ করিয়া জয়াকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।]

তারা। জয়া! (জয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।)

তারা। জয়া, আমি ফিরে এসেছি জয়া!

কা-মে। কথা বলিস না জয়া, কথা বলিস না। কিছুতেই কথা বলিস না তুই। ছ মাস আজ খোঁজ নাই, খবর নাই, হঠাৎ নটবর এসে বলছে জয়া, আমি ফিরে এসেছি।

তারা। তোমাকে ভাই, আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। ও, তুমি সেই কালো মেয়ে, সেই নীলপরী, নয়।

কা-মে। ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি যে, সয়া আমায় শেষ পর্যন্ত চিনেছে। তারপর? কি মনে ক'রে?

তারা। ধর, তোমাকে মনে করে। তোমার সইয়ের সয়াকে মনে ক'রে—

কা-মে। কাকে?

তারা। মানে, তোমার তাকে। তোমাদের একবার দেখতে এলাম।

কা-মে। মিছে কথা।

তারা। "ভাল কথা বললে মিছে সত্যি ব'লেই মেনো সই '
ফাউ যদি হয় ফাঁকিই তবু লাভ না থাক লোকসান কই?"

কা-মে। ভাল, তাই মেনেই নিলাম। তা হ'লে সয়া, তোমার আর সইয়ের কিন্তু আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন। আমি যাই, খবর দেই গে তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে। নেমন্তন্নের কথাও ব'লে যাই। (যাইতে যাইতে ফিরিল) মানভঞ্জনের পালাটা তুমি এই পথেই সেরে নাও। (প্রস্থান)

তারা। জয়া! (জয়া নীরব) জয়া। (জয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিল)

জয়া। তুমি এত বড় পাষাণ! আমার একটা কথা শুনে তুমি দেশত্যাগী হ'লে? ওগো, সেই চ'লে গিয়ে কি সর্বনাশ যে তুমি করেছ, তুমি জান না।

তারা। জানি জয়া, সব জানি। আমি বাড়ী থেকেই আসছি। আমি শুনেছি।

জয়া। শুনেছ?

তারা। শুনেছি। শুনে চিরকালের মত বাপ-মা-বাড়ি সবে ছেড়ে আমি চ'লে এসেছি। আর সেখানে আমি ফিরব না।

জয়া। না না, এখানে নয়। ওগো, এখানে লোকে পদ্ম-পিসীর কথা নিয়ে ঠাট্টা করে। জাত জ্ঞাতের ভয়ে বাবা আমাকে আলাদা করে রেখেছে।

তারা। তোকে নিয়ে আমি দেশান্তরে চ'লে যাব! ছোট একখানি ঘর বাঁধব। পুণ্যের সংসার। আমি কবিয়াল ক'রে যা আনব, তাতে দুঃখের ভাত সুখে শান্তিতে দুজনে খাব। উঠোনে পুঁতব একটি তুলসী গাছ, তুই সকাল সন্ধ্যে জল দিবি, আর আমি গান লিখব। (জয়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছল) তুই কাঁদছিস জয়া।

জয়া। ওগো, এ জল আজ আমার চোখে আশ্বিন মাসের মেঘের জল। আজ ছটা মাস আমার চোখে নেমেছিল শাওনের বাদল।

তারা। আমি বুঝি তোর আশ্বিনের চাঁদ?

জয়া। হ্যাঁ গো। তুমি তো তা বোঝ না। মিছেই তুমি কবিয়ালি কর! আমার বুকফাটা দুঃখের একটা কথায় তুমি চ'লে গেলে। আমার সে জ্বালা কি আমার নিজের পেটের জ্বালা? উঃ, সে কি দিন। শ্বশুর শাশুড়ী, পিসেস, কারু খাওয়া হয় নি, ঘরে ঘরে পোষ-পার্ব্বণ হল, শুধু আমাদের ঘরে হ'ল না।

তারা। চুপ কর্, জয়া। বাবা, মা, পদ্ম-পিসীর কথা মনে হলে আমার মনে হয় আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক!

জয়া। না না, ও কি বলছ তুমি?

তারা। উঃ জয়া, বাবা আমার মাটির পৃথিবীতে সোনার মানুষ, সেই মানুষ, হে ভগবান এ কি মতি তুমি বাবাকে দিলে?

জয়া। ওগো, বাবা মাকে তুমি নিয়ে চল যেখানে যাবে।

তারা। তুই বলছিস তাই?

জয়া। হ্যাঁ বলছি। আহা, পদ্ম-পিসীও যদি থাকত!

তারা। পথে আসতে আসতে কত বার তাই ভেবেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তাই করব জয়া।

[নেপথ্যে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিল]

অর্জ্জুন। (নেপথ্যে) বোম কালী, কলকাত্তাওয়ালী; উঠো মুসাফের চালাও পানসী।

[সঙ্গে সঙ্গে ঢোলকের শব্দ হইল]

জয়া। দাদা আসছে। সঙ্গে একটা মেয়ে, ওগো আমি যাই, নদী থেকে, জলটা নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ আমাদের বাড়িতে যাও। বাবার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।

তারা। না, চল, তোর সঙ্গেই যাই। একসঙ্গেই ফিরব।

জয়া। না সে আমার লজ্জা করবে। লোকে বলবে—

তারা। না হয় বলবে, লোকটা পরিবারকে বেজায় ভালবাসে, চোখের আড়াল করতে পারে না, তা বলুক।

জয়া। তা কেউ বলবে না গো, শত্রুরেও বলবে না। ছ মাস আজ কাকের মুখে বার্ত্তা নেই, আজ এসেই কি-না উনি আমাকে চোখের আড়াল করতে পারছেন না!

তারা। তোর এই নাক তুলে কথা কওয়াটি আমার বড় ভাল লাগে জয়া।

"ও তোর চাউনি বাঁকা মুচকি হাসি আমি তারে সইতে পারি,
তুই নাক তুলে কথা ক'স তাতেই আমি মরি সখি
তাতেই আমি মরি।"

জয়া। ভারি বেহায়া তুমি! আসবে তো এস।

তারা। হুঁ। মনে মনে ষোল আনা ইচ্ছে যে, সঙ্গে আমি যাই।

জয়া। আঃ, দাদারা আসছে।

[সে প্রস্থান করিল, সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণও চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল জয়ার ভাই অর্জ্জুন, তাহার সঙ্গে দুই সঙ্গী, নাচওয়ালীর বেশে পদ্ম ও একজন ঢোলকদার]

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন বাগদীর দোর দিয়ে গাওনা না গেয়ে তোমরা চ'লে যাবে, সে হবে না।

পদ্ম। গাওনা করতে কি আমরা নারাজ নাগর? তবে জান তো, শুধু কথায়

চিঁড়ে ভেজে না। মুঠো ভ'রে পয়সা দাও, নাচ গান যা বলবে, তাই করব। আমি তোমার চরণের দাসী!

অর্জ্জুন। পয়সা? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

পদ্ম। ওগো বাদ্দীর পো, হাসিতে তো আমার পেট ভরে না বঁধু, পেট না ভরলে মন ভরে না।

অর্জ্জুন। জানিগো ঝুমুরওয়ালী। কিন্তু পয়সার কারবার তো আমার নেই।

পদ্ম। (অঞ্চলতল হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া) আ ম'লো। তাই বলি, আজ আমার বিঁধছে কিসে?

অর্জ্জুন। (হাসিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া) আমার কারবার টাকার।

পদ্মা। দাও দেখি নাগর কেমন দাতা।

অর্জ্জুন। (দাঁতে টাকাটা কামড়াইয়া ধরিয়া) নাও।

[পদ্ম হাসিয়া অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিবর্ণ মুখে পিছনের দিকে পিছাইয়া থামিল]

পদ্ম। কে? কে? কে? কে?

[বিপরীত দিকে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি তারাচরণ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল]

অর্জ্জুন। আরে! কবিয়াল, তুমি কখন হে? আজ ছ মাস পরে—

তারা। পদ্ম পিসি!

পদ্ম। না না না। (সে ছুটিয়া পলাইল)

অর্জ্জুন। এই! এই! (সে অনুসরণে উদ্যত হইল, তারাচরণ বাধা দিল)

তারা। না।

অর্জ্জুন। ও, ওই তোমার পদ্ম-পিসী বুঝি?

[সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও হাসিয়া উঠিল]

তারা। তুমি হেসো না অর্জ্জুন। আমারও রক্ত মাংসের শরীর।

অর্জ্জুন। তুমি এখান থেকে ফের, আমাদের বাড়ি তুমি এসো না কবিয়াল। আমরা জাত-জ্ঞাত নিয়ে ঘর করি।

[ভীমমল্লার প্রবেশ]

তারা। সব দেখেছেন?

ভীম। হ্যাঁ, দেখেছি। ঝুমুরওয়ালী পদ্মকে আমি দেখেছি।

তারা। যেদিন বাবুরা জমি কেড়ে নিয়েছিল। পদ্ম-পিসী যেদিন খেতে পায়

নি, পেটের জালায় যেদিন সে ছটফট করেছিল, সেদিন তাকে আপনি দেখেছিলেন?

[ভীম নীরব]

তারা। যাক আমি চললাম।

ভীম। তারাচরণ!

তারা। জয়াকে বলবেন, তার জন্মে আমি বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকব।

ভীম। শোন তারাচরণ, তুমি একটা প্রায়শ্চিত্তির ক'রে আমার এখানেই থাক, আমি—

তারা। সেই মনে ক'রেই এসেছিলাম। কিন্তু না। বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। আমি সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ভীম। অর্জ্জুন, সাবধান, এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে—কাকে-কোকিলে না।

[জয়ার ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ]

জয়া। বাবা! তোমার জামাই?

ভীম। সে ফিরে গেল জয়া। তোর পিসশাশুড়ী পদ্ম—

জয়া। দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু তোমার জামাই কোথা গেল?

ভীম। বাড়ী ফিরে গেল। আমিই তাকে ফিরিয়ে দিলাম। জাত জ্ঞাতের কাছে আমি মাথা হেঁট করতে পারব না।

জয়া। কি করলে বাবা? সামনে যে রাত্রি। অন্ধকার। আজ যে অমাবস্যে। ওগো! তুমি যেও না—যেও না—ওগো—

[ঘড়াটা নামাইয়া দিয়া তারাচরণ যেদিকে গিয়াছিল চলিয়া গেল। নেপথ্যেও তাহার কণ্ঠ শোনা গেল যেও না—যেও না—ওগো—]

অর্জ্জুন। জয়া! জয়া!

ভীম। চ'লে গেল! যাক। ডাকিস নি—[illegible] আয়। মনে করিস জয়া ম'রে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

[জঙ্গলাবৃত পথ, অমাবস্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মধ্যে মধ্যে বাতাসের শব্দ বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপর মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে একটা পেঁচা। স্থানটি জনবিরল মনে হইলেও এক সময় দেখা গেল, একটি বৃক্ষকাণ্ডের পাশে একটি মানুষ, সে মদের বোতল তুলিয়া তাহাতে চুমুক দিল। আবার পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় বাহির হইতে চাপা গলায় ওই পেঁচার স্বরের মতই স্বরে ডাকিল]

ফুরু। (নেপথ্যে) কালাদা!

[সে পিছু হটিতে হটিতে প্রবেশ করিল]

ফুরু। হুঁ। কালাদা!

ফুরু। আসছে।

কালী। (ফুরুব মুখের দিকেই চাহিয়া বলিল) আঃ, তোর মুখখানা কি বিশ্রী

ফুরু। আঃ।

ফুরু। ওই—ওই—ওই দেখ! অন্ধকারে সাদা মত নড়ছে।

[বলিয়া সে কালীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কালী স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলিয়া গেল। কালী কিছুক্ষণ পর ফাবড়াটা তুলিয়া শিকারোদ্যত বাঘের মত ভঙ্গিতে নিঃশব্দ সতর্ক পদক্ষেপে আগাইয়া গেল। এবং 'আ' বলিয়া একটি চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুরু প্রবেশ করিল, সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে চাহিয়া রহিল]

তারাচরণ। (নেপথ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ!

কালী। (নেপথ্যে হিংস্রভাবে উচ্চতর চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ!

তারা। (নেপথ্যে) বাবা! আঃ!

[কালীচরণ প্রবেশ করিল, হাতে মেডেলমালা, তারাচরণের চাদর। পেঁচাটা ডাকিয়া উঠিল। ওদিক হইতে প্রবেশ করিল টগর উদ্‌ভ্রান্তের মত]

টগর। কে, কার গলা? কে চীৎকার করলে?

কালী। (চাপা বিকৃত স্বরে) কে? (সে চমকিয়া উঠিল)

টগর। তুমি আমার কাপড়ের গিঁট খুলে উঠে এসেছ? কিন্তু ও কে—কে চীৎকার করলে, সেই—

কালী। ওঃ! টগর! হ্যাঁ, উঠে এসেছি। ফুরু ডাকলে। টগর, আজ বড়খোকাবাবুকে পেয়েছি।

টগর। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

কালী আঃ! আঃ। টগর!

টগর। তোমাকে নয়, আমার ভাগ্যকে, আমার এই পোড়া কপালকে আমি ছি-ছি করছি। ওগো, ওই বাঁশের লাঠি দিয়ে আমার কপালটা চেলা ক'রে ভেঙে দিতে পার? একবার দেখি, সেখানে কি লেখা আছে? কিন্তু ও কার গলা গো?

কালী। তার—বড় খোকাবাবুর। (মেডেলখানা ও চাদরখানা বাড়াইয়া ধরিয়া) এই দেখ, তার চেন। এই দেখ। এইগুলো আগে ধর, জল দে আমার হাতে, জল দে।

টগর। একি?

কালী। ধর—ধর।

টগর। এ যে—এ যে মেডেলমালা, এ—এ যে তারই চাদর! হ্যাঁ হ্যাঁ, এ যে তারই চীৎকার!

কালী। অাঁ! অাঁ! কি? কার?

টগর। তারা-চ-র—ণের; তারা—চর—

কালী। (মুখ চাপিয়া ধরিল) চুপ, চুপ। হ্যাঁ, সে একবার ডেকেছিল, 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল। আমার মনে হ'ল বড় খোকাবাবু ডাকছে কর্তাবাবুকে!

[অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল জয়া, সে বাঘিনীর মত প্রায় লাফ দিয়া কালীর গলার নলি টিপিয়া ধরিল]

জয়া। রাক্ষস! রাক্ষস! তুই রাক্ষস!

[কালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে টগরের মুখ ছাড়িয়া দিল।]

টগর। বউমা!

জয়া। খুনে! খুনে! খুনেকে আজ আমি খুন করব।

টগর। বউমা! বউমা! তোমার পায়ে ধরি। বউমা!

জয়া। (ছাড়িয়া দিল) না না না। তোকে পুলিসে দোব ফাঁসিকাঠে ঝোলাব!

[কালী জয়ার হাত চাপিয়া ধরিল। জয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইল এবং হাসিয়া উঠিল]

জয়া। ফাঁসি! ফাঁসি! ফাঁসি! (ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

[কালী থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল]

টগর। উঃ। (বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল)

চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য

সরকারী উকিল ও পূর্ব-পরিচিত দারোগা

আদালতের বারান্দা

দারোগা। কালীচরণ তো স্বীকার করেছে, তবে আবার সাক্ষীর হাঙ্গামা করছেন কেন স্যার্ ?

উকিল। সে শুধু বলেছে আমি খুন করেছি। এ ছাড়া সে একটি কথাও বলে নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এ খুন সে খুন করবার উদ্দেশ্যেই করেছে। এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

দারোগা। সাক্ষী তো আমাদের একটি স্যার্—তারাচরণের স্ত্রী।

উকিল। তার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর হতে পারে না দারোগাবাবু। সে নিজ চোখে সমস্ত দেখেছে। আপনি যান তাকে একটু জলটল খাইয়ে সুস্থ করুন। টিফিনের পরই সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

[জ্ঞানদাচরণের প্রবেশ]

জ্ঞানদা। এই যে দারোগাবাবু !

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু ? কিছু বলছেন ?

জ্ঞানদা। গুরুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দারোগাবাবু ?

দারোগা। হুলিয়া পাঠিয়েছি। কিন্তু ধরা পড়ল কই ?

জ্ঞানদা। কিন্তু গুরুচরণ সাউকে এ মামলায় আপনারা আসামী করলেন না কেন ?

দারোগা। প্রমাণ কই বলুন? গুরুচরণ এমন ভাবে কাজ করেছে যে, এক বিন্দু প্রমাণ কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একবার তারাচরণের স্ত্রীকে দেখি। এখুনি সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

[জ্ঞানদাচরণ বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই দিক হইতে প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদ]

জ্ঞানদা। আপনি ?

ধনদা। জ্ঞানদা ?

[জ্ঞানদা প্রণাম করিল, ধনদা মাথায় দিলেন]

জ্ঞানদা। আপনি কেন এলেন ?

ধনদা। কালীচরণ নিজের ছেলেকে খুন করেছে, তার বিচার হচ্ছে ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখলাম। দেখে না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আপনি না এলেই ভাল করতেন।

ধনদা। ভাল-মন্দ বিচারটা বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞান; সংসারের সঙ্গে ও বুদ্ধিটাও বিসর্জন দিয়েছি।

জ্ঞানদা। কালীকে কি আপনি রক্ষা করতে চান?

ধনদা। করতে আমি কিছুই চাই না। তবু আমি না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এইখান থেকেই ফিরুন।

ধনদা। কেন জ্ঞানদা?

জ্ঞানদা। বিচারের সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠবে—

ধনদা। পদ্মর কথা বলছ? (জ্ঞানদা নীরব হইয়া রহিল) পদ্মর কথা স্বীকার করবার জন্যেই আমি এসেছি জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। সে কথা তো সমস্ত লোকই জানে।

ধনদা। না, জানে না। তুমিও জান না। জান অর্দ্ধ সত্য। পূর্ণ সত্যকে প্রয়োজন হ লে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে আমাকে। আ.ম ত ফিরে যেতে পারব না?

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে মিনতি কবছি—

ধনদা। ও অনুরোধ ক'রো না জ্ঞানদা, সে হয় না?

জ্ঞানদা। কালীচরণের উপর এত মমতা কেন?

ধনদা। মমতা কালাচরণের ওপর নয় জ্ঞানদা। মমতা রায়-বংশের ওপর।

জ্ঞানদা। রায়-বংশের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি বাবা? দাদার মৃত্যুতে—

ধনদা। প্রমদার মৃত্যুর কথা তুমি জান?

জ্ঞানদা। আপনি বলুন তাতেও কি রায়-বংশের পাপ-মুক্তি হয় নি?

ধনদা। না, হয় নি।

জ্ঞানদা। বাবা!

ধনদা। শুনে সহ্য করবার সাহস যদি থাকে তবে আদালতে এস। নইলে আমার অনুরোধ, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

[নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—চুপ! চুপ! সব চুপ!]

আমি যাই জ্ঞানদা। বিচার বোধ হয় আরম্ভ হ'ল। তুমি বাড়ী ফিরে যাও জ্ঞানদা।

[জ্ঞানদা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল এবং দ্রুত প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দায়রা জজের আদালত। জজ, জুরী, উকিল ও আদালতের কর্মচারী। কাঠগড়ায় কালীচরণ নিস্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সাক্ষীর কাঠগড়া তখনও শূন্য। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে জয়া। সরকারী উকিল বক্তৃতা করিতেছে। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, কনেষ্টবল প্রভৃতি।

কালীচরণের চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; মুখে চোখে অপরিমেয় শীর্ণতা, তাহার দৃষ্টি শূন্য। ধনদাপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন]

সরকারী উকিল। ইওর অনার, গত ২৫এ আষাঢ় এই কালীচরণ বাগ্দী তার অভ্যাসমত অপেক্ষা করছিল অন্ধকার রাত্রির আবরণে পথের ধারে; সেই সময় এসে পড়ে তার নিজের ছেলে তারাচরণ বাগ্দী, নরঘাতকের পৈশাচিক নেশায় উন্মত্ত হয়ে কালীচরণ তারাচরণকে হত্যা করেছে। বিচার শেষ হবার পূর্বে শাস্তির কথা উল্লেখ করবার অধিকার আমার নেই জানি, কিন্তু তবু আমি উল্লেখ না ক'রে পারছি না যে সভ্যতার অভিনব বিবর্তনের ফলে যে সমস্ত দণ্ড আজ নিষ্ঠুর নৃশংস ব'লে রহিত হয়েছে, সেই শাস্তিও আজ যদি বর্তমান ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবর্তিত হয় তবু এ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। একশত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার অপরাধে, অপরাধীর শরীরকে দ্বিধা-বিভক্ত ক'রে প্রকাশ্য রাজপথের পাশে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। পিতৃমাতৃ-পুত্রকন্যা-হত্যায় হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনের চরমদণ্ডের ব্যবস্থাও বর্তমান ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড ব'লেই আমার মনে হয়। ধর্মাবতার! এ পাপ এত বড় পাপ, যা পৃথিবীও সইতে পারে না।

পদ্ম। [উকিলের কথার মধ্যে প্রবেশ ক'রয়াছিল এবং শুনিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সম্মুখে আসিল] না না না। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ! সে আমার পাপ! ওগো জজসাহেব, তুমি বিচার করো। আমাকে সাজা দাও।

সরকারী উকিল। কে? কে তুমি?

ইন্‌স্পেক্টর। ইওর অনার, এই মেয়েটি, আসামী যতদিন জেল হাজতে এসেছে ততদিন জেল-কম্পাউণ্ডের চারিদিকে চীৎকার ক'রে বেড়ায়। বোধ হয় পাগল।

পদ্ম। না, না, আমি পাগল নই। জজসাহেব, আমিই পাপী, তুমি আমার বিচার কর!

জজ। কি বলতে চাও, তুমি কে?

পদ্ম। আমার নাম পদ্ম।

সরকারী উকিল। তুমি পদ্ম বাগদিনী? ইওর অনার, এ মেয়েটি ওই আসামীর কুলত্যাগিনী ভগ্নী—এ হার্লট।

পদ্ম। হ্যাঁ হুজুর, আমি পাপ পদ্ম, সর্বনাশী পদ্ম। আমার এ পাপেই সর্বনাশ ঘটেছে হুজুর। তুমি বিচার কর, আমাকে সাজা দাও।

জজ। কি বলছ তুমি? কি করেছ?

পদ্ম। আমি বিধবা মেয়ে, রায়বাবুকে দেখে আমি কেন ভুললাম? আমাকে দেখে রায়বাবুর ছেলে কেন পাগল হয়ে উঠল? দাদা আমাকে ধুলো ঝেড়ে বাড়ী নিয়ে এল, কেন আমি তবু থাকতে পারলাম না? পেটের জ্বালা আমি কেন সইতে পারলাম না? ওগো জজসাহেব, আমি কেন মরতে পারলাম না? [বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল]

জজ। পুওর গার্ল, আই পিটি হার।

পদ্ম। বিচার কর জজসাহেব, বিচার কর!

জজ। ঈশ্বর সে বিচার করবেন। এখন তুমি যদি এই তারাচরণের খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো বল। এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

পদ্ম। বিচার করে দেখ তুমি এ খুন আমি করেছি।

জয়া। (অগ্রসর হইয়া আসিল) না না। ওই রাক্ষস ওই রাক্ষস ওই খুনে ওই দত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ওয়েল, হু ইজ শী—

সরকারী উকিল। এই মেয়েটি আমাদের প্রধান সাক্ষী, ইওর অনার, মৃত তারাচরণের স্ত্রী, এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।

জজ। (জয়ার প্রতি) তুমি এই খুন নিজের চোখে দেখেছ?

জয়া। নিজের চোখে দেখেছি! জজসাহেব, হুজুর, দেখে আমি চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল, মাটিতে প'ড়ে গেলাম, যেতে পারলাম না। তবু হুজুর, চোখ বুজি নি, পলক পড়ে নি, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই ওই ওই রাক্ষস তাকে খুন করেছে!

পদ্ম। না না। ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাত হয়, বজ্রাঘাত হয়, হুজুর, তার জন্যে দায়ী কি সাপ, না বাজ? আমি বলছি, আমার পাপে হয়েছে জজসাহেব; তুমি বিচার কর।

জজ। ইন্‌সপেক্টর, পদ্মকে তুমি বাইরে নিয়ে যাও।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি বাইরে এস।

পদ্ম। না না।

ইন্‌স্পেক্টর। কন্‌স্টেবল!

পদ্ম। না না না, আমি যাব না! আমার পাপ।

[ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন]

ধনদা। পদ্ম! অধীর হোস নি।

পদ্ম। এই—এই জজসাহেব, এই সকল পাপের মূল, এই—এই—

কালী। পদ্ম! [পদ্ম স্তব্ধ হইল]

কালী। যা। এখান থেকে যা তুই! [কন্‌ষ্টেবল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল]

কালী। তুমিও এসেছ বড়বাবু? [ধনদা মাথা নত করিলেন) বড় খোকাবাবুর শোধ দেখতে এসেছ?

জজ। লেট আস প্রোসিড মিঃ বোস। সাক্ষীকে ডকে উঠতে বলুন।

[ইন্‌স্পেক্টর সাক্ষীর ডকের দরজা খুলিয়া দিল]

উকিল। জয়া বাগদিনী, তুমি যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

কালী। না। তুমি যেও না বউমা। হুজুর—

জয়া। রাক্ষস! খুনে! অভর পেট তোর ছেলেকে খেয়েও ভরে নি, এখনও এখনও তোর বাঁচতে সাধ?

কালী। হুজুর আমি নিজেই সব কবুল খাচ্ছি! ছেলেকে আমি খুন করেছি, সে কথা তো আমি গরকবুল খাই নি। তবু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে না। সব কথা না শুনে—। একটু জল, একটু জল পাব হুজুর?

জজ। ইন্‌স্পেক্টর। [ইন্‌স্পেক্টর দ্রুত চলিয়া গেল]

কালী। ধর্মাবতার!

জজ। অপেক্ষা কর, জল নিয়ে আসছে।

কালী। আর আমি চুপ ক'রে থাকতে পারছি না হুজুর। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, তবু আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।

[ইন্‌স্পেক্টর জল লইয়া আসিল, কালী দুই হাত বাড়াইয়া জলের গ্লাস লইয়া নিঃশেষে পান করিল]

কালী। হুজুর, মনে করেছিলাম বংশের কলঙ্কের কথা মরণ পর্যন্ত বলব না। কিন্তু সে না শুনে তোমরা যখন ফাঁসি দেবে না, তখন বলি। হুজুর, বউমা বলেছে, আমার অভর পেট। হ্যাঁ, আমার পেট অভরই বটে। শুধু আমার

কেন, আমার বাবার, আমার মায়ের, আমার ঠাকুরদাদার—সবারই পেট অভর। পেটের দায়ে, হুজুর, রায়বাবুদের জন্তে দাঙ্গাবাজি ঘরজ্বালানো ছিল আমাদের পেশা। বাবুদের চাকরান জমি আমরা ভোগ করতাম। আমার ছেলে তারাচরণের পেট শুধু অভর ছিল না হুজুর, পেটের দায়ে সে লাঠিয়ালি করে নি। সে ছিল কবিয়াল। সে বলত, 'যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।' সে লাঠিয়ালি করে নি, তাই রায়বাবু আমাদের চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিল। আমি তখন জেলে। ফিরে এসে রায়বাবুর কাছে গেলাম জমির জন্যে, হুজুর, এই অভর পেটের জন্তে। কেন গিয়েছিলাম, আঃ, আমি কেন গিয়েছিলাম!

[সে স্তব্ধ হইয়া কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রাখিল]

সরকারী উকিল। কালীচরণ!

কালী। বলতে পারছি না হুজুর, বলতে আমি পারব না।

সরকারী উকিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। তুমি সেখানে গিয়ে দেখলে তোমার বিধবা বোন পদ্মকে? রায়বাবু তাকে ভৈরবী ক'রে নিজের বাগান বাড়িতে রেখেছিল?

[কালী-সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল]

উকিল। দেখে তোমার ইজ্জতে আঘাত লাগল?

কালী। ইজ্জৎ? (হাসিল) ছোটলোকের ইজ্জৎ? হুজুর, গরিবের, ছোট-জাতের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হ'লে দেবতার নৈবিদ্যির মত বড়লোকের—উঁচু জাতের নৈবিদ্যি হয়। সে কথা নয়।

জজ। তবে?

কালী। সে কথা আমি বলতে পারব না। না আমি বলব না।

[ধনদাপ্রসাদ এতক্ষণ স্থির মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

ধনদা। ধর্মাধিকরণের যদি অনুমতি হয়, তবে আমি সে কথা বলব।

জজ। তুমি?

ধনদা। উপস্থিত আমি সন্ন্যাসী। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল ধনদা-প্রসাদ রায়। [সরকারী উকিল জজসাহেবকে কি বলিলেন] আমিই ছিলাম সেই জমিদার—রায়বাবু। [ধনদাপ্রসাদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন]

জজ। বলুন, আপনি কি বলতে চান বলুন?

ধনদা। মহামান্ত বিচারক, আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার একমাত্র দেবতা।

আমি মিথ্যা বলব না। যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যকে কালীচরণ উচ্চারণ করতে পারছে না সেই সত্যকে আমি স্বীকার করব। কালীচরণই আমাকে এ সত্য জানিয়েছিল। আমি জানতাম না। আমি জানতাম না যে, রূপমোহে ধর্মের ভানে যে পদ্মকে আমি ব্যভিচারসঙ্গিনী করেছিলাম, সে বাগদিনীর গর্ভে আমারই পিতার ব্যভিচার-পাপের ফল, সে আমার ভগ্নী।

জজ। মাই গড! [সমস্ত আদালতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল]

ধনদা। আমি জানতাম না। প্রথমে বিশ্বাসও করি নি। কিন্তু কালীচরণ দেখিয়ে দিলে আমার মুখে এই জড়ুল, এই তিল, পদ্মের মুখেও ঠিক এক জায়গায় এমনই জড়ুল, এমনি তিল; কালীর মুখেও দেখলাম তাই। মনে পড়ল, আমার বাবার মুখেও ছিল এমনই জড়ুল, এমনই তিল। আশ্চর্য্যের কথা হুজুর, পদ্মর মুখের ওই তিলের সৌন্দর্যই আমাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল। [ধনদাপ্রসাদ স্তব্ধ হইল]

জজ। আর আপনার কিছু বলবার আছে?

ধনদা। আছে।

জজ। বলুন।

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে সত্যকে আংশিকভাবে গোপন করলে সেও হবে মিথ্যাচরণের সামিল। ধর্ম্মাবতার, আমার পিতার পাপ, আমার পাপ, তখন বংশধর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তারাও পাপদৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল এই পদ্মর উপর। বংশের পশুত্ব তার মধ্যে চরমতম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ করেছিল—উন্মত্ত পশুতে আর তাতে কোন প্রভেদ ছিল না।

কালী। আমি তাকে জানোয়ারের মতই খুন করেছিলাম।

সরকারী উকিল। প্রমদাবাবুকে তুমি খুন করেছ?

কালী। হ্যাঁ। তার আগে দাঙ্গাবাজিতে লোকের মাথা ফাটিয়েছি, লোক মরেছে কিন্তু সে তো খুন নয় সে লড়াই। আর এ—ওঃ—ওঃ—! বড়বাবু সেদিন তুমি আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলে। তোমার অভিসম্পাতেই—

ধনদা। না কালীচরণ, না।

কালী। তবে? কেন আমি খুন করলাম তারাচরণকে? সে আমায় 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল, কেন আমার মনে হ'ল বড়খোকাবাবু তোমাকে ডাকছে? হুজুর, ওই ভুলেই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। রাত্রে যখন পথিক খুন

করতাম, তখন প্রতিজনকেই মনে হ'ত বড়খোকাবাবু। সেদিনও অন্ধকার রাত্রে পথের ওপর ব'সে ছিলাম, বাদলায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল, আমার অভর পেট কিদেয় জ্বলে যাচ্ছিল। হুজুর, সেদিন ঠিক করেছিলাম আর পাপ কাজ করব না—তাই সাউজী চাল দেয় নাই। তারপর ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তারই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, সাদা কাঠির মত কি নড়ছে। মাথার মধ্যে খেলে গেল—বড়খোকাবাবু। লাফিয়ে উঠলাম, মারলাম ফাবড়া। সে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'বাবা'। আমি ঠিক শুনলাম বড়খোকাবাবুর আওয়াজ। ছুটে গিয়ে—আঃ—আঃ—আঃ—। [অধীর হইয়া উঠিল]

সরকারী উকিল। কালীচরণ! কালীচরণ!

কালী। আঃ—হুজুর, আমি বড়খোকাবাবুকে খুন করেছি, কত পথিক খুন করেছি, শেষে আমার নিজের ছেলেকে খুন করেছি; বিচার কর, আমাকে সাজা দাও, ফাঁসি দাও। [আদালত স্তব্ধ] তবে হুজুর, ফাঁসির আগে একদিন আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিও হুজুর। ভাল—খুব ভাল খাবার, অভর পেটে, পেট ভরে আমাকে খেতে দিও।

জজ। মিঃ বোস, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

উকিল। ইওর ওনার, এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিছু নেই।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেণ্টল্‌মেন, আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আপনাদের মত?

ফোরম্যান। ইওর অনার, আসামী দোষী।

কালী। জয় হোক হুজুরের, জয় হোক।

ফোরম্যান। কিন্তু হুজুর আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশের পরিবর্ত্তে আমরা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে ধর্ম্মাধিকরণকে অনুরোধ করি।

কালী। না না, ফাঁসি, ফাঁসি, হুজুর আমাকে ফাঁসি দাও।

ফোরম্যান। আসামীর যে পাপ, যে অপরাধ, তার যোগ্য শাস্তির বিধান মানুষের দণ্ডবিধিতে নেই বলেই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য বিচারক নিজে তার দণ্ডবিধান করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দিলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হয় ব'লে আমরা মনে করি।

জজ। আই অ্যাকসেপ্ট ইওর ভারডিক্ট।

কালী। ভগবান! ঈশ্বর! বলতে পার হুজুর, আবার যদি পালিয়ে গিয়ে

আমি মানুষ খুন করি, তবে তোমাদের ভগবান আমাকে আর কোন সাজা দেবে? আর তো আমার তারাচরণ নেই।

জজ। Transportation for life—আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল। [কালীচরণ পাগলের মত হাসিতে লাগিল]

ইন্‌স্পেক্টর। চুপ-চুপ-চুপ কর তুমি।

জজ। ওর মনের আবেগ শেষ করতে দাও ইন্‌স্পেক্টর—সেটুকু দয়া দেখাতে কার্পণ্য ক'রো না।

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড। [হাস্য]

ধনদা। কালী! কালী!

কালী। দয়া। বিচাব! ঈশ্বরের দণ্ড! [উচ্চহাস্য]

[ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন]

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। চুপ কর, স্থির হ।

কালী। বডবাবু, তুমি আমার মনিব, আমার ভাই। একটা উপকার কব হুজুব। জজসাহেবকে ব'লে আমার ফাঁসির হুকুম করিয়ে দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে—কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?

ধনদা। ভগবানের নামকে সম্বল কর কালী—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না। তার নাম তুমি আমার কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি ক'রব? কি হবে? সে আমার কি করেছে? কি দিয়েছে?

ধনদা। না না কালী, ও কথা বলিস নি। তাঁর বিধান—

কালী। তার বিধান? ভগবানেব-বিধান! [উচ্চহাস্য]

ধনদা। কালী!

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মকে ভৈরবী করিয়েছিলে—

ধনদা। কালীচরণ, আমাকে ক্ষমা কর। ওরে, আমাকে তুই ক্ষমা কর।

কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায়, আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগ্দী; যার

বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, ঘরে সিন্দুকে এত আসবাব, এত ধন, তোমাদের এত সুখ, আর আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পোষপার্ব্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেরিয়ে চলে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পার বড়বাবু, তার বিধানে কেন তুমি দুধে ভাতে পেট পুরে খাও, ফেলে দাও, পোষা কুকুরকে দাও, তবু তোমার ফুরোয় না, আমি একবেলা আধপেটা খেতে পাই না? স্ত্রী-পুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না? কেন? কেন?

ধনদা। অপরাধ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করেছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান মানুষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙ্গে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙ্গে যাবে।

কালী। কবে? কবে? কবে?

ইন্‌স্পেক্টর। আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

ধনদা। কালী, পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই। [প্রস্থান]

ইন্‌স্পেক্টর। এস তুমি।

কালী। (জয়ার দিকে চাহিয়া) বউমা।

[জয়া ফিরিয়া চাহিল। সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে শব্দ উঠিল 'খুন! খুন!' এবং শব্দকে ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিল পদ্মের হাস্যধ্বনি। বুকে ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় ধনদাপ্রসাদ পিছনে হটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কনষ্টেবল পদ্মকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম হা-হা করিয়া হাসিতেছিল।]

কনষ্টেবল। এই খুন করেছে, এই।

পদ্ম। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ছুরি, তোমার বুকেই বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। পদ্ম!

ধনদা। (যন্ত্রণার মধ্যে) কালী, এইবার আমায় ক্ষমা কর কালী।

কালী। (ধনদার পাশে বসিল, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল) ভগবান, ভগবান, দয়া কর দয়াময়। ক্ষমা কর ঠাকুর। বড়বাবুকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, পদ্মকে ক্ষমা কর। মানুষকে ক্ষমা কর প্রভু। ভগবান, মানুষকে তুমি হিংসে ভুলিয়ে দাও, তাকে তুমি সুখ দাও, তুমি তার চোখের সামনে থাক। তাকে তুমি শান্তি দাও ঠাকুর। তাকে পেট ভ'রে—পেট ভ'রে খেতে দাও দয়াময়।

যবনিকা

চরিত্রলিপি

নিতাই

রাজন

বৃন্দাবন

বেনেমামা

মহাদেব

বিপ্রপদ

মাস্তহ

ভূতনাথ

বেহালাবাদক

চ্যালা

১ম, ২য়, ৩য়, লোক, গ্রামবাসী, কবিগানের দর্শক।

বসন

ঠাকুরঝি

রাণী

পিসী

ঠাকুরঝির শাশুড়ি

মাসী

নির্মলা

কবি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গ্রাম প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে (অথবা রেল লাইন), পথের ধারে একটি বটগাছ। সেই বটগাছ তলায় নিতাই বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে।]

(আহা) আমি ভালবেসে এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।

নিতাই। (নিজেই বলিল) বলিহারির পদ হয়েছে। বলিহারির পদ! কিন্তুক তারপরে? (লাইন দুইটা ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাহিরে চলিয়া গেল)

[জন-দুই পথিক প্রবেশ করিল]

১ম। নেতাই নয়? নেতাই দাস?

২য়। তা নইলে আর অমন গলা কার হবে। ছোটজাতের ছেলে হলে কি হবে, গলাখানা দিয়েছে বটে ভগবান। চমৎকার! তা ছাড়া—

১ম। আপন মনে ঘাড় নাড়ছে দেখ! ছোকরা খানিক পাগল আছে বুয়েছ!

২য়। পাগল নয়। গান বাঁধছে। ও যেসব গান গায় সেসব ওর নিজের বাঁধা। হাঁ।

১ম। মিছে কথা। এর দু' কলি ওর এক কলি নিয়ে চুরি করে মারে। গান বাঁধা সোজা কথা! চল, মুখে মুখে বেঁধে গাওয়া কি রকম ব্যাপার তা আজ দেখবে চল। চণ্ডীমায়ের মেলায় চল। নোটন দাস মহাদেব ঘোষ দুই বাঘা কবিয়ালের গান শুনে বুঝতে পারবে। চল। আমিও পারি।

একের সঙ্গে দেখ, দেখে, দেখের সঙ্গে খ্যাখ। খ্যাখের সঙ্গে ল্যাখ। কিন্তু তা হবে না। পদের সঙ্গে গেয়ে মেলাতে হবে। মেলাও।

২য়। একেবারে হয় না তা নয়। তবে সে ঝকমারি বটে।

১ম। হুঁ-হুঁ ঝকমারি। বাবা মাথা খারাপ করা ঝকমারি, তবে আর বলছি কি।

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই। (হেঁট হইয়া হাত জোড় করিয়া) আজ্ঞে প্রভু, আমি বলব? অধীন অচ্ছুতের পুত্তু। তা হলেও ও ঝকমারির আসান করতে পারি।

১ম। তুই বলবি?

২য়। বল, বল শুনি! মেলা একের সঙ্গে পদ গেয়ে মেলা।

নিতাই। (সুরে) ও ঝকমারি এক।

বেঁচে থাকাই এক নম্বর মনরে ভেবে দেখ।

২য়। ওই শোন!

নিতাই। আর বলব প্রভু?

২য়। একের সঙ্গে নয়। দুইয়ের সঙ্গে।

নিতাই। ঝকমারি দুই—

বাড়ালি মন, দেনা করে বিয়ে করলি তুই।
আহা তার ওপরে ঝকমারি, ঝকমারি তিন
বউ বাড়ায় পুত্তু, কন্যে, সুদ বাড়ায় ঋণ॥

২য়। বলিহারি! বলিহারি! you are a poet! এ্যাঁ? বলিহারি!

১ম। তোমার মুণ্ডু। তোমার সঙ্গে তর্ক করাই আমার ঝকমারি হয়েছিল। ছোটলোকের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে তোমার লজ্জা হয় না, তা জানতাম না। বুঝেছ! চোরের বংশ। কুলি একটা! হুঁ! (বলিতে বলিতে সে প্রস্থান করিল)

২য়। আরে, দাঁড়াও! দাঁড়াও! (নিতাইকে) তুই যেন কিছু মনে করিসনে নিতাই! ওকে তো জানিস্!

নিতাই। (হাসিয়া) কি মনে করব পভু। চোরের বংশও বটে। কুলিগিরিও করি। ভগবানের দেওয়া কলঙ্ক—এ যে কপালের নেকন।

[দ্বিতীয় জনও প্রস্থান করিল। নিতাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুন গুন করিতে করিতে গাহিল]

নিতাই। (মৃদুস্বরে) আহা—আমি নিব নিব সব কলঙ্ক
তুমি হবে আমার রাজা!
হার মানিব—হার মানিব—

[গানের মধ্যেই প্রবেশ করিল তাহার পিসী]

পিসী। নেতাই!

নিমাই। (চমকিয়া) পিসী!

পিসী। এখানে গাছতলায় বসে গান জুড়েছিস তুই, আমি খুঁজে সারা। মোট বয়ে ঘর এলি ভাত খেতে; ভাত নামে নাই, বসতে বললাম। তা তোর আর তর সইল না। চলে এলি।

নিতাই। কি করব বল? বসলাম তো দাদা কাকা অকথা কুকথা বলতে লাগল। সইতে পারলাম না।

পিসী। অকথা কুকথা? কি অকথা কুকথা নেতাই? তোকে তো দলের সঙ্গে রাতে বার হতে বলেছে।

নিতাই। হ্যাঁ—চুরি করতে।

পিসী। সে অকথা হ'ল? ছোট জাতে জন্ম। পুরুষে পুরুষে এই কাজ করে আসছে। ভগবান ছিষ্টির সময় আমাদের নেকনে এই কাজ নিকে দিয়েছে। তোর বাপ—

নিতাই। তোমার পায়ে পড়ি পিসী, বাবার কথা তুল না, আমি তার ছেলে।

পিসী। তোর বাপ চুরি করে নাই?

নিতাই। করেছে। পিসী আমি নিত্যি ভগমানের কাছে বলি—প্রভু, আমার যদি কিছু পুণ্যি থাকে, তাই নিয়ে আমার বাবার চুরির পাপ তুমি খণ্ডন কর।

পিসী। আমার কপাল রে কপাল! নইলে দু বছর বয়সে তোর বাপ মল—মা মল চার বছরে, সেই এতটুকুন ছেলে আমি খুঁটে খুঁটে মানুষ করলাম। তোর এমন মতি হ'ল আমার কপালে। বুঝলি? কি নেকাপড়া শিখতে

গেলি ও নায়েট ইস্কুলে, কি ক-খ শিখলি, রামায়ণ মহাভারত পড়লি—হায়-হায়-হায়। লাঠিয়াল দাঙ্গাবাজের বংশ, সেই বংশের ছেলে, তুই এলি ইস্টিশানে—কুলিগিরি করতে। আয় বাড়ী আয়।

নিতাই। না পিসী। আমি ইস্টিশানে খেয়েছি। আমি মেলায় যাব। বড় কবিয়ালের কবি-গান হবে। তুমি বাড়ী যাও। আমি যাব না।

পিসী। নেতাই, কথা শোন, বাড়ী চল।

নিতাই। না, আমি জানি পিসী, আজ মেলায় কবি-গান, দেশের লোক গান শুনতে আসবে—আজ রাতে দাদারা কাকারা নিশ্চয়—

পিসী। নিতাই!

নিতাই। লোক আসবে পিসী। শুনতে পাবে। তুমি বাড়ী যাও, আমি যাব না।

পিসী। নেকন। তোর নেকন। ছোট জাতের ছেলে—গায়েন করে গায়েন শুনে হবে কি তোর? শেষ ভিক্ষে করতে হবে বলে দিলাম।

নিতাই। তাই করব পিসী হরিবোলে। কিন্তু লোক আসছে, বাড়ী যাও।

পিসী। চল্লাম। তোর ললাটে অনেক দুর্গতি রে, অনেক দুর্গতি। [প্রস্থান]।

[নিতাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। ফেরিওয়ালা প্রবেশ করিল।]

চানাচুর। চানাচুর। চানাচুর। কুড়মুড়, কুড়মুড়।
টাটকা ভাজা, খেতে মজা।
তার সঙ্গে ঘুঘনিদানা ভদ্দলোকের জন্যে আনা
লাও খেয়ে ভাই দু চার আনা
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

[সকলের প্রস্থান]

নিতাই। (গান ধরিল) আমি নিব সব কলঙ্ক
তুমি হবে আমার রাজা
হার মানিব—হার মানিব
জয়ের মালা দুলিয়ে দিয়ে তোমার গলে রে।
আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—।

[ঠাকুরঝি ঠিক সময়ের মাথায় আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখে আনন্দদীপ্ত দৃষ্টি]

ঠাকুরঝি। কবিয়াল!

নিতাই। তুমি?

ঠাকুরঝি। (হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কথা বলিতে বলিতে কাছে আসিল) আমি দূর থেকে তোমার গলা শুনতে পেয়েছি। ঠিক বুঝেছি এ তোমার গলা, তোমার গান। দিদিরা কলকল করে কথা বলছে, ওরা শুনতে পায় নাই। আমি শুনেছি। (মৃদুস্বরে)

ভালবেসে এই বুঝেছি—

তারপর কবিয়াল? তারপর কি? এ গান তুমি নতুন বাঁধলে?

নিতাই। বাঁধছি, এখনও শেষ হয় নাই ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। তুমি আমাকে ঠাকুরঝি বল ক্যানে কবিয়াল?

নিতাই। তুমি আমার পরাণের বন্ধু রাজনের ঠাকুরঝি। তাই তোমাকে আমিও বলি ঠাকুরঝি। তুমি কি রাগ কর?

ঠাকুরঝি। না—। ভারি মিষ্টি লাগে।

নিতাই। তবে? শুধালে যে?

ঠাকুরঝি। শুধালাম—এমনি। জামাইকে তুমি খুব ভালবাস, নয়?

নিতাই। রাজন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। আর আমি?

নিতাই। তুমি আমার মনের মানুষ। সেই গান বেঁধেছি—

ও আমার মনের মানুষ গো।
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
আমায় সেথা টানে নিরন্তর।

ঠাকুরঝি। ও মা! ও গান আমার জন্যে বেঁধেছ?

নিতাই। রোজ দুপুরে আমি লাইনের ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি কতদিন শুধিয়েছ। বলেছ—চায়ের এত নেশা? কিন্তু আমি তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি না। আমি দেখি সেই দূরে লাইন দুটো যেখানে এক হয়ে গিয়েছে মনে হয়, যেখানে লাইন দুটো বেঁকে ঘুরে গিয়েছে সেইখানে হঠাৎ এক

সময় যেন একটি ধবধবে কাশফুল হিল-হিল করে নড়তে থাকে, যেন আকাশের গা থেকে বেরিয়ে আসে। মাথায় তার একটি সোনার টোপা। সেই সোনার টোপায় রোদ্দুর পড়ে ঝিকিমিকি লাগে। সোনার টোপা মাথায় কাশফুলটি চলতে চলতে এগিয়ে আসে। আমার সামনে দাঁড়ায়, তখন চোখ মেলে দেখি—সে কাশফুল নয়। সে তুমি। মাথায় সোনার টোপাটি হয়ে যায় তোমার মাথার চকচকে মাজা দুধের ঘটি। ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা আমাকে টানে ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। তুমি এত ভাল কবিয়াল—তোমার গান এত ভাল—তোমার কথা এত ভাল—আমার এত ভাল লাগে!

নিতাই। তোমার ভাল লাগে?

ঠাকুরঝি। মনে হয় সারাক্ষণ তোমার কাছে বসে থাকি—কথা শুনি, গান শুনি। জান, দিদি বকে—দিদি তোমাকে দেখতে পারে না।

নিতাই। না-না-না। দিদি যে তোমার রাণী গো। রাণীর মেজাজ একটু গরম হবে না?

ঠাকুরঝি। রাণী? রাণী কি করে হল? ওর নাম তো রমা দাসী।

নিতাই। উহুঁ। রাণী! রাজার স্ত্রী রাণী।

ঠাকুরঝি। ও। তাই বুঝি রাণী বল। ছেলেটাকে বল যোবরাজ। কবিয়াল কিনা!

নিতাই। আমি কুলি ঠাকুরঝি। রেল ইস্টিশানে মোট বহন করি তবে অন্ন জোটে। ছোটজাতের সন্তান। আমার গান কে শুনবে বল? কে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে? আর আমি পারবই বা ক্যানে?

ঠাকুরঝি। না! পার না? একবার গেয়ে দেখ না কি হয়? তোমার মতন গলা, এমন গান, শুনে আমার চোখে জল আসে। কবিয়ালরা গালাগাল করতে পারে। চোখে জল আনতে পারে না। তুমি গাইলে ওদের গান কেউ শুনবে না। দেখো তুমি।

নিতাই। কিন্তু সে ভাগ্যি আমার হবে না ঠাকুরঝি। আমি ছোটজাত। বড় সাধ ছিল—জান কাউকে বলিনি। আজ তুমি কথা তুললে—তাই বলছি—বড় সাধ ছিল—আমি কবিয়াল হব—

[নেপথ্যে রাজার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর]

রাজার স্ত্রী (নেপথ্যে)। ছুটকি! ওলো ও ছুটকি! বলি গেলি কোথা। শ্যামা! অ—ছুটকি! তুর্কী ঘোড়ায় মত যে এগিয়ে এলি—বলি তোর আক্কেল কবে হবে? বিয়ে হয়েছে—লজ্জা হয় না তোর!

নিতাই। তোমার দিদি আসছে। আমি এগিয়ে চলে যাই। নইলে তোমাকে হয়তো বকবে। কই রাজন তো আসছে না?

ঠাকুরঝি। সে টেরেন পাশ করে তবে তো আসবে।

নিতাই। আমি যাই। মন্দিরে মাকে পেনাম করে মেলায় যাব।

রাজাব স্ত্রী (নেপথ্যে)। ওলো অ—ছুটকি—

ঠাকুরঝি। আমিও পালাই। যাই এগিয়ে ওদের কাছেই যাই।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান একজন ফিতে-কার-মালা ফেরিওয়ালার প্রবেশ]

ফেরিওয়ালা। দু আনায় চার হাত কার,
শক্ত কার মজবুত কার
চুল বাঁধলে খুলবে না
জামাই বাঁধলে ছিঁড়বে না— [চলিয়া গেল]

[বৃন্দাবন অর্থাৎ ঠাকুরঝির স্বামী ও রাজনের স্ত্রীর প্রবেশ। সঙ্গে ঠাকুরঝি]

রাজনের স্ত্রী। বেন্দাবন, তুমি সাত আনার ঐ কার কেনো। বলি শুনছ?

বৃন্দাবন। কার? সাত আনার? চোদ্দ হাত?

রাজনের স্ত্রী। হ্যাঁ। চোদ্দ হাত। ছুঁড়িকে সাত পাক বেঁধে কায়দা করতে পারলে না। আরও চোদ্দ পাক বাঁধ! বুঝেছ! ঘোড়ার মত ছুটছে।

[স্টেজ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীতলার দেবস্থান

[মন্দিরের মধ্যে দেবী রহিয়াছেন। সম্মুখে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। একদিকে একটি বাঁধানো চত্বর। সেখানে মহান্ত বসিয়া আছেন। মহান্ত সন্ন্যাসী। পাশে কলিকাতার চাকুরে গ্রাম্যবাবু মহাদেববাবু; এক আনা রকমের জমিদার, গাঁজাখোর কালা ভূতনাথ; আরও দু একজন বসিয়া আছে। একজন সন্ন্যাসী মন্দিরের সম্মুখে চণ্ডীর শ্লোক আবৃত্তি করিতেছে।]

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মহান্ত। ওই শোন বাবা, ওই শোন। মা হলেন সাক্ষাৎ ক্ষুধা—সাক্ষাৎ তৃষ্ণা। বুঝেছ। মায়ের ক্ষুধা! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খেয়েও পেট ভরে না। এ তো দেবোত্তরের সামান্য আয়। খেতেই সব ফুরিয়ে যায়। তা যাত্রাগান! আয়ে কুলোয় না, যাত্রাগান হবে কোথা থেকে?

ভূতনাথ। (মাটিতে চাপড় মারিয়া) নেহি শুননে মাংতা হ্যায়। (ভেঙ্গাইয়া) খেইতে ফুরিয়ে যায়। মা খায়? চালাকি করবার জায়গা পাওনি গোসাঁই? মা মাটির—পুরুত অবলা—তোমার ঝুলিতেই সব ঘুস্ যাতা হ্যায়। বার কর টাকা। যাত্রা আনতে এখুনি লোক পাঠাব। মেলাতে কি হচ্ছে? না—শুধু কবিগান! নেহি চলে গা।

মহাদেব। আপনি সেবাইতের একটা হিসেব দেন মহান্ত বাবা। **We are the zaminders of the village and the zaminders are the** সেবাইটস্ **of** মা চামুণ্ডা!

[মহান্ত ওপাশ হইতে একটি পিতলের ঘটি বাহির করিয়া উপুড় করিয়া দিল, হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—]

মহান্ত। এই নাও বাবা হিসেব। এই দশ টাকা তু আনা তিন পয়সা মজুত। আর সব ওই ক্ষুধারূপিনী বেটির পেটে গিয়েছে। আর যা মজুত তা লোকের ঘরে। প্রজার কাজে খাজনা কিছু বাকী। আর যারা মানত করেছে, তাদের কাছে মানত বাকী; তার হিসেব তাদের মনে আছে। আমি জানি না।

ভূতনাথ। (তু-আনি তুলিয়া লইয়া বলিল) ওরে জটে, জটে, নিয়ে আয় তু আনার গাঁজা, নিয়ে আয়। (চলিয়া গেল)

মহাদেব। কিন্তু এরকম হ'লে মেলা হবে না, উঠে যাবে।

মহান্ত। কিছু যাবে না বাবা। সব ঠিক হবে। তুই আচ্ছা কবিয়াল এনেছি। নোটন দাস—মহাদেব ঘোষ। এ বলে আমাকে দেখ—ও বলে আমাকে দেখ। সুন্দ উপসুন্দেব লড়াই। লড়াই দেখতে দশখানা গাঁয়ের লোক ভাঙবে।

[একজন চ্যালা প্রবেশ করিল]

চ্যালা। আলো দিতে হবে বাবা। আসরে আলো চাই।

মহন্ত। আসর পাতা হয়ে গেল ?

চ্যালা। হ্যাঁ। সতরঞ্চ পেতে দিয়েছি।

মহান্ত। বাবুদের জন্যে চেয়ার বেঞ্চি ?

চ্যালা। তাও দিয়েছি।

মহান্ত। লোকজন কেমন হয়েছে হে ? লোকজন ?

চ্যালা। লোক অনেক। মেলা গমগম করছে।

মহান্ত। (হাসিয়া) শোন বাবা শোন। মেলা গম্‌গম্‌ করছে।

মহাদেব। But they are all ছোট লোকস্‌! ভদ্রলোক কি শুনবে ?

মহান্ত। ওই কবিগানই শুনবে। শুনে দেখ। নোটন-মহাদেবের পাল্লা, সে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। দেখে তারপর যা বলবে বলো! (চ্যালাকে) যাও—আলো জ্বেলে দাঁও গে। কুমাবিশ ময়রার দোকানে আলো আছে। বুঝেছ! যাও। নোটন মহাদেবকে খবর দাও। আসর তৈরী।

[ভূতনাথের প্রবেশ। সে গাঁজা টিপিতে টিপিতেই প্রবেশ করিল]

ভূতনাথ। এ্যাঁ কি বলছ?

মহান্ত। (জোরে) টেপ, জলদি তৈরী কর। আসর পাতা হয়েছে। মহাদেব-নোটনকে খবর দিতে বললাম।

ভূতনাথ। মহাদেব আমার কাছে গিয়েছিল। গত বছর তাকে টাকা দাও নাই।

মহাদেব। Yes, আমিও শুনেছি। নোটন দাসও পায়নি টাকা! সে গজগজ করছিল!

মহান্ত। গজগজ? না-না-না। কক্ষনো না। গত বছর টাকা তারা পায়নি? হ্যাঁ পায়নি। শেষ পর্যন্ত কুলোল না। মেলার শেষে ওরা এল বিদায়ের জন্যে—তা আমি মায়ের পায়ের টক্‌টকে রাঙা জবা ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এই হল তোমাদের সবচেয়ে বড় বিদায়। বুঝেছ! টাকা তো সামান্য জিনিস। হাতের ময়লা। সেও পাবে। আসছে বার। আসছে বার গাওনার পাওনা থাকল। এসে দাঁড়াবে, এ টাকা দিয়ে দোব। দু বছরের টাকা এক সঙ্গে।

মহাদেব। দেওয়া হয়েছে সে টাকা?

মহান্ত। দোব। দোব। ওরা সকালে এসেছিল। বলেছি, দোব—নিশ্চয় দোব।

ভূতনাথ। কবে দেবে? পুঁজি তো দশ টাকা দু আনা।

মহান্ত। তার মধ্যে দু আনার গাঁজা এল। টেপো টেপো জলদি তৈরী কর। বেশ মৌজ করে কবিগান শুনতে হবে। কাট-কাট। নাও কাটনি নাও। জল দাও। এখন কি কথা হচ্ছিল? টাকার কথা! হ্যাঁ—মা আমার ভিখারীর গৃহিণী, মায়ের আমার খেতে কুলোয় না। অথচ মেলায় গান বাজনা চাই—রোশনাই চাই। নিশ্চয় চাই। মা আমার ঐশ্বর্যময়ী রাজরাজেশ্বরী গো। টাকা চাই। মাকে এখন হ্যাণ্ডনোট কাটাতে হবে। না কাটলে আর উপায় নাই।

[ঠিক এই সময়ে ও দিকে প্রবেশ করিল নিতাই। সে নতজানু হইয়া মাকে প্রণাম করিল। হাত জোড় করিয়া বসিয়া রহিল।]

ভূতনাথ। চেৎচণ্ডী। কালী কপালী নরমুণ্ডমালী বম্‌বম্ ভোলা জটাজুটবালা—প্রসাদ করো বাবা আও মা—মায়া আওর মোহ টুট ফুটকে যা—

মহান্ত। এই টুট ফুটকে যা। মায়া আর মোহ। বিষয় আর টাকা। দাও বাবা টাকা, মা চামুণ্ডাকে দাদন দাও। এমন খাতক আর মিলবে না। কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে, কামনার কালিতে লেখা হ্যাণ্ডনোট নিয়ে অর্থ দাও, মোহ কাটুক। ওপারে মোক্ষ সুদ সমেত পরমার্থ, কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে।

ভূতনাথ। লাও, লাও, ব্যাজ ব্যাজ করো না। আগুন দিয়ে নিবেদন কর।

[কল্কেতে ন্যাকড়া জড়াইতে লাগিল। বাহিরে অর্থাৎ মেলা হইতে কলরবের মধ্যে ধ্বনি উঠিল]

হরি হরি বলো ভাই। হরিবোল!

[মহান্ত চকিত হইলেন। মহাদেব চমকিয়া বলিলেন—]

মহাদেব। What's that?

[ভূতনাথ উৎকর্ণ হইয়া হাতে কল্কে ধরিয়াই মহান্তকে প্রশ্ন করিল]

ভূতনাথ। কি হ ল? চ্যাঁচায় কেন সব?

[ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল চ্যালা]

চ্যালা। মহান্ত বাবা! নোটন পালিয়েছে!

মহান্ত। পালিয়েছে?

চ্যালা। হ্যাঁ। লোক পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে বললে—নোটনের বাসা খালি খাঁ খাঁ করছে। আমাদের দেওয়া সতরঞ্চখানা পড়ে আছে। ঢোল কাঁসী কাপড় চোপড় দোহার নোটন কিছুই নাই, কেউ নাই।

মহান্ত। গেল কোথায়? যাবে কোথায়?

[ভূতনাথ টোঁ টোঁ করিয়া নিজেই কল্কেতে টান দিতে লাগিল। নিতাই আগাইয়া আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল]

নিতাই। আজ্ঞে পভু, সে বোধ হয় আলেপুরের মেলায় চলে গিয়েছে।

মহান্ত। আলেপুরের মেলা?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ইস্টিশানে কুলির কাজ করি। তিনটের ট্রেনে আলেপুরের লোক নেমেছিল; সে বললে, নোটন দাসকে নিতে এসেছে। বোধহয় সেই খানেই গিয়েছে সে।

মহান্ত। আলেপুর! এখান থেকে দশ ক্রোশ! পাখী দশ ক্রোশ উড়ে চলে গেল!

মহাদেব। টাকা পায়নি, সেই জন্তেই চলে গিয়েছে!

[ভূতনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল বীর বিক্রমে। মালকোঁচা মারিল। দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল]

ভূতনাথ। দোঠো আদমী। দুটো লোক। দাও আমার সঙ্গে দুটো লোক। এক্ষুনি চলে যাব। চুলের মুঠো ধ'রে তুলে আনব নোটনকে। কতক্ষণ, দশক্রোশ পথ দুলকি চালে চলে যাব।

[সে দুলিতে লাগিল। যেন দুলকি চালেই চলিতেছে। ঠিক সেই সময়েই বাহিরে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—]

নেঃ লোক। রাখা! রাখারে! (ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল) বাড়ী আয়। কবি হবে না। (দুইটা বুড়া আঙুল নাড়িল) নোটন দাস ভাগল বা। বলিহারি—। (বাহিরে হরিধ্বনি ধ্বনিত হইল)

ভূতনাথ। (লাফ দিয়া পড়িল) কে রে হারামজাদা!

মহান্ত। (তাহাকে ধরিল) থাম! সকলে থাম! মায়ের কথা, আমার কথা নয়। শোন। (হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জনতা স্তব্ধ হইল)

মহান্ত। মা বলছেন। মা চামুণ্ডা। আমার কানে কানে বলছেন।

ভূতনাথ। (চটিয়া) কি বলছেন?

মহান্ত। (আঙুল তুলিয়া) তাঁর ইচ্ছা!

ভূতনাথ। কি? কি? কি?

মহান্ত। তাঁর ইচ্ছাতেই নোটন পালিয়েছে।

ভূতনাথ। তার মানে—তাঁর ইচ্ছাতেই কবিগান বন্ধ। গান তিনি শুনবেন না!

মহান্ত। না। গান তিনি শুনবেন।

মহাদেব। শুনবেন তো একদিকে গাইবে কে?

মহান্ত। আছে, লোক আছে। চিন্তা কি তার জন্তে। চিন্তামণি যে পাগলীর দরবারে বাঁধা! তাঁর চিনির ভাবনা? ডাক মহাদেবকে?

[মহাদেব কবিয়াল পাশেই ছিল, সে প্রবেশ করিল]

মহাদেব কবিয়াল। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে বলুন।

মহান্ত। মায়ের ইচ্ছে, গুরু শিষ্যে রণ হবে। রাম রাবণের যুদ্ধের চেয়ে কুরুক্ষেত্র কম নয়। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের যুদ্ধ। তুমি দ্রোণ আর তোমার দোহার অর্জ্জুন। লাগাও কবি-গান। মায়ের ইচ্ছা।

মহাদেব। আজ্ঞে প্রভু, মায়ের ইচ্ছায় আমার দোহার তো আসে নাই।

মহান্ত। আসে নাই?

মহাদেব। আজ্ঞে প্রভু, গতবারের টাকা পায় নাই—

মহান্ত। এবার পাবে।

মহাদেব। সে প্রভুর ইচ্ছে। মায়ের দয়া। আমি তারই ওপর ভরসা ক'রে এসেছি। তারা ভরসা করতে পারে নাই। আসে নাই। আসবার দিন—জ্বর হয়েছে বলে মিছে করে কাঁথা চাপিয়ে শুয়ে রইল। ভাবলাম—তা বেশ। ওখানে নিতাই আছে, ওকে নিয়ে চালিয়ে দোব। ছোকরার গলা ভাল, এক আধটু—।

[নিতাই আগাইয়া আসিল]

নিতাই। (হাত জোড় করিয়া) পারি। এক আধটু পারি। (মহাদেবের পায়ের ধূলো লইয়া) গুরু ইনিও আমার গুরু! আমিও শিষ্য। অনুমতি করেন তো আমি অর্জ্জুন হ'য়ে গুরুর সঙ্গে—

মহাদেব। কখনও না। ছোটলোকের ছেলে দয়া করে দোহারের দলে বসতে দিই—তা বলে ওর সঙ্গে কবি আমি গাইব না। অর্জ্জুন, বেটা আমার অর্জ্জুন—

নিতাই। তা হ'লে আমি একলব্য, ব্যাধের ছেলে; অচ্ছুৎ বলে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও নাই। আমি বনে একমনে তোমাকে গুরু ভজে শিক্ষা করেছি। আজ গুরু দক্ষিণা দোব, বুড়ো আঙুল কেটে দোব।

মহান্ত। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাই হবে।

মহাদেব। ছোটলোক কুলির সঙ্গে আমি গান করব না।

[ইতিমধ্যে কিছু লোক আসিয়া দুই পাশে জমিয়াছিল। তাহাতে বোঝা যাইতেছিল যে বাহিরে জনতা জমিয়াছে। তাহাদের মধ্যে রাজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক পাশে ছিল ঠাকুরঝি মেয়েটি।]

রাজন। (আগাইয়া আসিল) তব মহারাজ তুম হার মান লেও। নেহি তো হাম নেহি ছোড়েগা। হাঁ। ছোটলোক ছোটলোক। ছোটলোক গান করেগা—তোমরা সাথ ভাত নেহি খায়েগা। গানা সে হারায় দেও নেহি তো হার মান লেও হামারা ওস্তাদকে পাশ।

নিতাই। রাজন তুমি থাম। দাঁড়াও। পভুরা আছেন, আর দেশের পঞ্চজন আছেন, আর আছেন মা চামুণ্ডা। অধীনের নিবেদন শুনুন—নিবেদন ওই ওঁর কাছে—ওই দোনাচায্যের কাছে—(বলিয়াই সে ধরিয়া দিল সুরে—)

বাম্ভন পেধান ওহে দোনাচায্য
গুরু হয়ে তোমার একি অন্যায় কায্য ?
আমি একলব্য নহি সভ্যভব্য
না হয় ব্যাধের ছেলে, বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যয্য।
দশের সাক্ষাতে পা নিলাম মাথাতে

[মহাদেবের পায়ের ধূলি লইল]

তা হ'লে রণং দেহি, হার জিত হোক ধায্য।

রাজন। বলিহারি বলিহারি। জয় সীয়ারাম। জিতা রহো মেরে কবিয়াল, জিতা রহো। আপোষ মে গানা করো নেহি লাগে গানাকে লড়াই। নেহি তো মানো হার।

মহান্ত। বলিহারি—বলিহারি। ঠিক বলেছ তুমি। তুমি তো সেই ইস্টিশনের পয়েণ্টস্ম্যান ? লড়াইয়ে গিয়েছিলে ?

রাজন। (নত হইয়া নমস্কার করিয়া) হাঁ সাধুবাবা। গোড় লাগি আপকে। হম রাজা দাস—ছোট জাত—রেলকে পয়েণ্টস্ম্যান, মেরে কবিয়ালকে দোস্ত।

মহাদেব। (হঠাৎ কপালে চাপড় মারিয়া) হায়রে আমার কপাল ! মা শেষে তুই এই করলি মা ? (বলিয়াই সে সুরে গান ধরিয়া দিল—)

টাকা-কড়ি চাইনে কো মা তোর দণ্ড সাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর-বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে
আমায় বলিস্ বধতে তারে এ আজ্ঞা মা ফিরিয়ে নে।

(হাত জোড় করিয়া) আজ্ঞে বাবা এ ব্যাটা ব্যাধের বাচ্চা একলব্য হলে এ

অধীন লড়ত। কিন্তু ওটা জন্তুর বাচ্চা বাবা, মোষের বাচ্চা। মহিষাসুরের চ্যালা-চামুণ্ডা, কোন মোষের দুধ-খেগো কেঁলে বাছুর।

রাজন। ই কেয়া বাত হায়? আঁ? ই তুম কেয়া বোলতা হায়?

মহাদেব। (ছড়া কাটিয়া দিল)

বন থেকে বেরুল দামড়া,
গায়ে দিয়ে বাঘের চামড়া।

এ আবার বছর দুয়েক যুদ্ধে গিয়ে লেপ্ট-রাইট ক'রে কুলির কাজ করে হিন্দী বাত বলে! ওরে বাবা—ওটাকে মোষের বাচ্চা বলি কি সাধে? হায়—হায়—হায়।

(ছড়ায়) ও বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর কত্তা বাবা ঠ্যাঙাড়ে
অসুর মানে মহিষ বাবা সাক্ষী আমার মা চামুণ্ডা
ময়ূরছানা হয় না বাহির ফাটিয়ে মুর্গাণ্ডা।

মশায়গণ, মুর্গার আণ্ডা সন্ধি করে মুর্গাণ্ডা। কিন্তু এ ব্যাটা ব্যাকরণ বোঝে না। শুধু ব্যা—করণ জানে।

[নিতাই হাসিমুখেই আসিয়া তালের মাথায় বলিল]

নিতাই। বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ, বহুৎ আচ্ছা। এ নইলে মহাদেব কবিয়াল! আমি কিন্তু তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে জবাব দেব!

মহান্ত। মেলায়। আসরে। হ্যাঁ বাবা আসরে। এখানে নয় আসরে।

মহাদেব। তুই জবাব দিবি?

নিতাই। তোমার পায়ে যদি ভক্তি থাকে, মায়ের যদি দয়া হয় দোব।

মহান্ত। আসরে। আসরে।

রাজন। হাজার আদমী জমা গিয়া। শুননে চাহাতে হায়।

মহাদেব। চল—তাই চলি। আসরেই চলি।

ভূতনাথ। তাই চল। আজ কাক কেটেই আমোদ হবে। চল্। সব চল।

রাজন। আসর মে। আসর মে।

তৃতীয় দৃশ্য

[কাল রাত্রি। মেলার বাহিরে গাছতলা। অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল ঠাকুরঝি মেয়েটি।]

ঠাকুরঝি। তুমি মরে যেয়ো, তুমি মরে যেয়ো, তুমি মরে যেয়ো। মা চামুণ্ডা তুমি বিচার করো। ছোটজাত বড়জাত তো তুমি করেছ মা তবে? ক্যানে অমন ক'রে গাল দেবে? কবিয়াল যে কত ভালমানুষ তা তো তুমি জান! কত ভাল গান গায়—সে তো তোমার কান আছে—তুমি শুনেছ। তবে ক্যানে তুমি তাকে হারিয়ে দেবে?

[রাজনের স্ত্রীর প্রবেশ]

রাজনের স্ত্রী। ছুটকি! অ—ছুটকি! এই যে। মর-মর-মর। আসর থেকে উঠে পালিয়ে এসে এখানে কি করছিস্? মরণ! গান শুনতে শুনতে হুঁশ ছেল না। হুঁশ হ'ল—বলি—পান খাই। পান খেতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি—আবাগী নাই। বাবা—বুকটা ধড়াস করে উঠেছে। পান শুদ্ধ খাওয়া হয় নাই। (বলিয়াই সে খপ্‌ খপ্‌ করিয়া খিলিকয় পান মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল)

ঠাকুরঝি। না—আমি যাব না। আমি বাড়ী যাব।

রাজনের স্ত্রী। বাড়ী যাবি? মরণ খেলার আত, মন্দ দুষ্টু লোক ঘুরছে, পথে ছেলে-পোতা বাঁধ, তার ওপাশে ব্রহ্মদৈত্যির শিমুলগাছ! আদুরী আমার বাড়ী যাবেন! আয় আসরে আয়। নেতাইয়ের কেমন পিণ্ডি চটকাচ্ছে মহাদেব দেখবি আয়। (হাসিতে লাগিল)

ঠাকুরঝি। তার আবার এত হাসি কিসের?

রাজনের স্ত্রী। সে দেখলে বুঝবি। আয়। হেসে প্যাটে খিল ধরে যাবে। বলে—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্যে যাবার আশা গো।
হায়রে কলি কি বা বলি গরুড় হবেন মশা গো।

ঠাকুরঝি। তোর কি দয়া মায়া নাই দিদি? এমন ভাল লোক কবিয়াল।

রাজনের স্ত্রী। কে? ওই নেতাই? না। ওকে আমি দুটি চক্ষে দেখতে পারি না।

ঠাকুরঝি। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। ওর গান শুনতে আমি খুব ভালবাসি! ওকে গালাগাল আমি শুনতে পারব না।

রাজনের স্ত্রী। অ—মা! তাতেই! মরণ তোর মরণ! বুঝলি তোর মরণ। বিয়োল মেয়ে—

ঠাকুরঝি। কি হ'ল তাতে? সামনে মা চামুণ্ডা, যা তা বললে মা বিচার করবেন। আচ্ছা চল, চল শুনব—ওকে গাল দেবে, আমি শুনব। চল।

[হন হন করিয়া চলিতে লাগিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[মেলার আসর। নিতাই দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে। মহাদেব কবিয়াল পাশে বসিয়া আছে। রাজন ঢোল বাজাইতেছে। রাজনের ছেলে কাঁসী।]

নিতাই। (ছড়া) ওস্তাদ তুমি, গুরু তুমি দোনাচায্য তুমি জগৎমান্য—

তোমার শিষ্য তোমার কাছে হেরেও আমি হলাম ধন্য ধন্য।
তুমি আমার জাত তুলেছ—গাল দিয়েছ তাতেও নাহি দুখ
তোমাকে গাল দিই নাই আমি—ওহে গুরু সেই তো আমার সুখ॥
বলি দোহার ভাই। (ঢোলে ডুডুম)

রাজন। ওস্তাদ!

নিতাই। গুরুর কাছে আমি হেরেছি।

রাজন। নেহি। নেহি হারা।

নিতাই। হেরেছি। গুরুর চাপানের জবাব দিতে পারি নাই।

রাজন। জবাব দাও। জবাব তুম জানতা হ্যায়।

নিতাই। না জানি না। গুরুর কাছে হেরেছি। তাতে আমার দুঃখ নাই। সেই আমার সুখ। আমি ছোট জাত। গুরু জাত তুলেছে। তাতেও দুঃখ নাই। আমি রাগ ক'রে গাল দিই নাই, সেই আমার সুখ। দোহার ভাই।

রাজন। ওস্তাদ! ইয়ে ঠিক নেহি হোতা!

নিতাই। এই ঠিক দোহার। এই ঠিক। তা হ'লে শোন। বাবু মহাশয়গণ—আপনারাও শুনুন। এই দীন নিতাইচরণ এই গুরুর আশীর্বাদে যা বুঝেছে—তা শুনুন!— (গান ধরিল সে)

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি—
বাঁশী বাজুক কদমতলে রে!
ওগো—আমি নিব সব কলঙ্ক
তুমি হবে আমার রাজা—
হার মানিব—হার মানিব
তুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে।
আমার দুখের রাঙা ফুলে
হবে তোমার চরণ পূজা (ওগো রাজা)
তোমার চোখের আগুনেতে
আমার চোখে পীদিম জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি—
বাঁশী বাজুক কদমতলে রে!

[বাবু মহাদেব আসর হইতে প্রবেশ করিল]

বাবু মহাদেব। বলিহারি—বলিহারি। আমি বলছি নিতাই, সাবাস—বলিহারি।

রাজন। (নাচিয়া উঠিল) জয় সীয়ারাম! জয় সীয়ারাম! জয় সীয়ারাম!

বাবু মহাদেব। তুই যে এমন ভাল গাইতে পারিস, পদ তৈরী করতে পারিস—তা আমি জানতাম না! সাবাস! সাবাস! সব চাপানের জবাব তুই দিতে পারিস নাই। গালাগালিতে তোর গান খোলে নাই। হার তোর হয়েছে। তবু বলছি—বলিহারি! হবে তোর হবে। আমি বলছি!

নিতাই। (প্রণাম করিল) আপনাদের আশীর্বাদ আর মায়ের দয়া পতু।

বাবু মহাদেব। আশীর্বাদ আমি করলাম। মায়ের দয়া হবে। ধর্মপথে থাকলে মা দয়া করবেন। কি হে মহাদেব কবিয়াল—অন্যায় বলেছি আমি?

কবি মহাদেব। (হাসিয়া) আজ্ঞে বাবু, প্রভুদের মন বৃন্দাবন—সেখানে পোঁ শব্দ হলেই রাই কিশোরীর দশা লাগে। মনে হয় শ্যামের বাঁশী। তা আপনারা ভাল বলেছেন—বাস, হাইকোর্টের রায় হয়ে গিয়েছে, আমি আসামী, আমি কি বলব। এখন আমার টাকাটা পেলেই—আমিও নেতাই-চরণকে আশীর্বাদ করি!

[মহান্ত প্রবেশ করিল]

মহান্ত। এই নাও তোমার গেল বছরের টাকা।

মহাদেব। আজ্ঞে এ বছরেরটা?

মহান্ত। আসছে বছর। শুধু টাকা নয়, মেডেল—তোমাকে নিতাইকে দুজনকে মেডেল দোব। আসুন মহাদেববাবু!

[দুজনের প্রস্থান]

রাজন। জয় মায়ী চামুণ্ডা কি জয়। জয় সীয়ারাম! জয় কবিয়াল নিতাইচরণ।

নিতাই। না রাজন! আগে বল—জয় কবিয়াল মহাদেব মহাশয়!

[প্রবেশ করিল দুই তিন জন ভীমাকৃতি ব্যক্তি। নিতাইয়ের জ্ঞাতি। হাতে লাঠি]

১ম। তার আগে—(লাঠি তুলিয়া) মহাদেবের মাথাটা ভাঙব আমি।

নিতাই। (খপ করিয়া লাঠি ধরিয়া মহাদেবকে আড়াল করিল) কাকা।

১ম। কোন কথা শুনব না। ও আমাদের গাল দিয়েছে। আমাদের বাপ তুলেছে। ওকে ছাড়ব না আমরা।

মহাদেব। এ কি রে বাবা (এ কি। কবিগানে কত গালাগাল হয়, তার জন্য এ কি?

নিতাই। শোন কাকা। আমাকে না মেরে ফেলে মহাদেব কবিয়ালের গায়ে তোমরা হাত দিতে পাবে না!

রাজন। হম ভি হায়। নিতাইচরণকে আগে হমকো খুন করনে হোগা।

[সেও আসিয়া দাঁড়াইল]

নিতাই। ফিরে যাও কাকা। মহাদেব কবিয়ালের গায়ে হাত দিলে হাজামা হবে। ফ্যাসাদে পড়বে তোমরা। আর ওকে দোষ দাও ক্যানে।

দিতে হয় আমাকে দাও। আমি কবি গাইতে না চাইলে মহাদেব ওস্তাদ গান দিত না।

১ম। তোকেও ছেড়ে দেব ভেবেছিস? আজ থেকে তোকে ত্যাজ্য করলাম আমরা। ভাবব নেতাই—যে নেতাই আমাদের ঘরের ছেলে—সে মরে গিয়েছে।

২য়। পাড়ায় যদি যাস তবে মাথা নিয়ে ফিরবি না বলে দিলাম। এস কাকা।

৩য়। ওই নে—তোর ছেঁড়া বই কখানা—ওই নে।

[ছেঁড়া রামায়ণ মহাভারত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নিতাই যেন মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়িল]

নিতাই। আমার রামায়ণ, আমার মহাভারত? এমনি করে ছিঁড়ে দিয়েছে। (বসিয়া পড়িল)

কঃ মহাদেব। আজ তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস নিতাই। এ কথা আমার মনে থাকবে। আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভাল হবে।

নিতাই। রাজন, কবিয়ালকে তুমি সঙ্গে করে বাবুদের কাছে পৌঁছে দাও।

রাজন। চলো, তুমভি চলো।

নিতাই। আমার রামায়ণ মহাভারত ধুলোয় পড়ে আছে। কুড়োতে হবে ভাই। কুড়িয়ে নিয়ে তারপর—

রাজন। তারপর? কেয়া কবিয়াল—মেরে পেয়ারে ওস্তাদ! (কাছে আসিয়া) কি ওস্তাদ, তোমার মুখ অমন হয়ে গেল কেন? চোখ ছলছল করছে কেন?

নিতাই। (হাসিয়া) ভাবছি—কোথায় যাব তারপর? চোখ ছলছল করছে, জল আসছে। রাজন—যে ঘরে আমি জন্মেছিলাম, পেথম মা পিথিমীর মাটি পরশ করেছিলাম, সেই ঘরের সঙ্গে, আজ জন্মের মত সম্পক্ক চুকে গেল।

রাজন। আমার সঙ্গে যাবে কবিয়াল! আমার ঘর আছে। হামারা ঘর আজসে তুমারা ঘর!

নিতাই। রাজন! বন্ধু! তুমি সত্যিই রাজা। মহারাজা!

রাজন। আরে ভাই ঠাহরো। হম আভি আতা! চলো মহাদেবজী!

[উভয়ের প্রস্থান]

[নিতাই পাতাগুলি কুড়াইতে লাগিল ও মাথায় ঠেকাইতে লাগিল]

[রঙ্গমঞ্চে নিতাই একক। প্রবেশ করিল ঠাকুরঝি। পাশে বসিয়া পাতা কুড়াইবার জন্য সে হাত বাড়াইল]

ঠাকুরঝি। আমি কুড়িয়ে দিই কবিয়াল!

নিতাই। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। (পাতা কুড়াইয়া মাথায় ঠেকাইয়া নিতাইকে দিল) ধর কবিয়াল!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রেল স্টেশনে বেনে মামার স্টল। বিপ্রপদ, বেনেমামা, চায়ের খরিদ্দার। বিপ্রপদ চা খাইতেছে। বেনেমামা চা ছাঁকিতেছে।]

বেনে মামা। গ্রোম চা। চা গ্রোম। সিঙাড়া-কচুরী!

বিপ্রপদ। ঠাণ্ডা জিলেবী মুচ মুচ মুচ। বহুৎ মজিদার। খেয়ে যাও। বেনে মামার চা। খেলে ম্যালেরিয়া ভালো হয়। পাঁচনের কাজ করে!

বেনে মামা। গুরু বলে ডাকি; দিনে বিশবার চা খাওয়াই। তা হ্যাঁ গুরুদেব, এই বুঝি আমার হিত কামনা! আমার চা পাঁচন?

বিপ্রপদ। (উচ্চ কণ্ঠে) নিতাই! কাপিবর! বলি—ও হে!

বেনে মামা। আবার তাকে নিয়ে পড়লেন কেন?

বিপ্রপদ। রসিকের কথা রসিকে বোঝে। অরসিকে বোঝে না। কাঠের রস কাঠ-ঠোকরা জানে। ময়না-কোকিল জানে না। তুমি বেটা আমার আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝলে না। কপিবর থাকলে তোমাকে বুঝিয়ে দিত। (খরিদ্দার একজন চা খাওয়া শেষ করিয়া পয়সা দিল।)

খরিদ্দার। চায়ের চার পয়সা, আর চার পয়সার ৬৫ বাণ্ডিল বিড়ি।

২য় খরিদ্দার। তা যাই বলেন—নিতাইচরণ সেদিন চণ্ডীর মেলায় ভাল পাওনা করেছে। যেমন গলা তেমনি গান।

বেনে মামা। (বিড়ি দিতে দিতে) তা একশো বার। হাজার বার।

বিপ্রপদ। হাজার বার? আমি বলছি লক্ষবার কোটীবার! স্বয়ং মহাদেব কবিয়াল বলে গেল—

আঁস্তাকুড়ে লাগল বাতাস উড়ল পাতা ফড়াৎ করে;
আঁস্তাকুড়ের পাতা হ'ল পদ্মপাতা স্বগ্যপুরে
হায় কপালে লাগল আগুন কপাল আমার গেল পুড়ে
এই বারেতে ফুটবে পদ্ম আলো করে পচা গড়ে।

হুঁ হুঁ বাবা এখন হয়েছে কি? এই বারেতে পদ্মগন্ধে বমি আসবে!

বেনে মামা। তা বললে কি হবে? সেই মহাদেব কবিয়াল তো জল্পেশ্বরের মেলা থেকে লোক পাঠিয়ে নিতাইকে নিয়ে গিয়েছে গাওনা করতে। তিনি রাত গাওনা, দশটাকা করে রাত তিরিশ টাকা আর ট্রেন ভাড়া।

বিপ্রপদ। (চায়ের ভাঁড়টা ফেলিয়া দিয়া) পাঁচন—পাঁচন। দে, দেশলাই দে বিড়ি ধরাই। বেটা ছোটলোকের পো, চোরের বাচ্চা, কুলিগিরি করে খায়! সে হ'ল কবিয়াল আর তোর পাঁচন হ'ল চা! দে দেশলাই দে।

বেনে মামা। সে যাই বলুন—(দেশলাই আগাইয়া দিতে দিতে) আমার চা পাঁচন বলেছেন বলুন—নিতাইকে ওসব বললে চলবে না। ছোটজাত উঁচুজাত সে বিধির বিপাকে। কিন্তু চোরের বংশে জন্মেও নিতাই চোর নয়। আর—কুলিগিরিও নিতাই আর করবে না।

[রাজনের প্রবেশ]

রাজন। লাও তো এক ভাঁড় চা দাদা—বেনিয়া মামা!

বেনে মামা। অই শুধান রাজনকে।

রাজন। কেয়া জী?

বেনে মামা। নিতাই নিজের ঘর-দোর জাত-গোষ্ঠীর সঙ্গ ছেড়ে চলে আসে নাই?

রাজন। হাঁ। উলোগো কি মন হায় ছোট—কবিয়ালকে সমঝ নেহি। কবিয়াল নেহি ছোড়া। ওহি লোক ছোড়া। কবিয়াল চলে আয়া। হিঁয়া এক কোয়াটার খালি পড় রহা, মাস্টারবাবুকো বোলকে হুঁয়া উনকে কুঞ্জ বানা

দিয়া। মজেমে কবিয়াল গীত বানাতা হ্যায়—গুন্ গুন্ গুন্—গীত গাহাতা হ্যায়। চা বানাতা হ্যায়, পিতা হ্যায়। বস্ পানসী চল রহে হেঁ মজেমে।

বিপ্রপদ। পানসী, চল রহে হেঁ, মজেমে। কোন্‌কালে ঘি খেয়েছি—হাত শুঁকে দেখ। বলি বাংলা বলতে পার না মানিক। তা পানসী চলেছে কোথা? কীর্ত্তিনাশায়—এক ঢেউয়ে কাত হয়ে ওল্টাতে?

রাজন। আজ্ঞে ঠাকুরমশায় না। তিনদিন হ'ল পানসী গিয়েছে জল্পেশ্বরের মেলায়। খোদ মহাদেব কবিয়াল গুণ টেনে নিয়ে গিয়েছে। হাঁ—হাঁ—মহারাজ আপ কাৎ হো কর ওলট্ মৎ যাইয়ে। সামলাকে জী।

বিপ্রপদ। (চঞ্চল হইয়া চেয়ার ঠেলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে রাজন ধরিল। বিপ্র উঠিয়া চেয়ারখানাকে পায়ে ঠেলিয়া দিল) বেটার ভাঙা নড়বড়ে চেয়ারের নিকুচি করেছে! বলি, বেনে মামা ভাল চেয়ার রাখতে পার না?

বেনে মামা। চেয়ার ঠিক আছে গুরু, আপনি যে হাঁপাল মারছেন।

রাজন। ধীর সে বইঠিয়ে মহারাজ। এ দাদা বেনিয়া মামা মহারাজকে চা পিলাও। সিগারেট দেও। হম পয়সা দেগা। লাও চা; লাও সিগারেট।

বিপ্রপদ। তুই বেটা সত্যি আমার রাজা। বড়িয়ে দিল।

রাজন। আরে মহারাজ—হম মহারাজ হোতা তো কবিয়ালকে তো জায়গীর দেতা হাম। আঃ—হা! মহারাজ কবিয়াল মেলাসে গানা করকে বাদ হিঁয়া আয়া। কোয়াটারমে বাসা লিয়া। বস হুঁয়াই দিনরাত বইঠকে বইঠকে কিতাব রামায়ণ মহাভারত পডনে লাগা। টিশন মে আনা ছোড় দিয়া। কেয়া বাত কবিয়াল? না রাজন আর তো কুলিগিরি হম নেহি ক'রে গা। কেঁও ভাই? না কবিয়াল হুয়া হম—হম যব কুলিগিরি করে গা তো ডুনিয়াভোব কবিয়াল লোগোকে শির হেঁট হো যায়েগা ভাই। হম বোলা কবিয়াল, বাত তো সাচ হ্যায় লেকেন—খানা তো পড়ে গা? খায়েগা কেয়া? তো বোলা, নেহি খায়েগা। হমারা উ ঠাকুরঝি দুধ লেকে আতি হ্যায় না? উসকি পাস দুধ পাওভর লেতা—আওর চা আওর শক্কর—

বিপ্রপদ। শক্কর? শক্কব কিরে? শূকর শূকয় গন্ধ ছাড়ে যে—রাধা মাধব!

বেনে মামা। না গুরুদেব, চিনি চিনি। শক্কর হ'ল চিনি। ধরুন চা। ধর রাজন।

বিপ্রপদ। তা দে, শঙ্কর আর খানিকটা দে। কই সিগারেট কই? দে! হাঁা রাজন—তারপর তোমার সভাকপি কি করলেন?

রাজন। কে মহারাজ? সভা—

বিপ্রপদ। সভাকবি। তুমি রাজা—নিতাই তোমার সভাকবি। হাঁা বল।

রাজন। আওর কেয়া বোলেগা। চা পিতা হ্যায়, ডাল ভাত নেহি খাতা হ্যায়। বস—পরশু তো আ গেয়া কবিয়ালকে বায়না। মহাদেব কবিয়ালনে খুদ আদমী ভেজা। তিন দিন মে তিরিস চালিস রূপেয়া মিলে গা।

বেনে মামা। হল তো গুরুদেব? শুনলেন তো?

[বিপ্রপদ শোঁ শোঁ করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল]

রাজন। কীর্ত্তিনাশামে পানসী নেহি উল্টেগা জী। কবিয়ালকে পানসী চলেগা তিরবেনী মে। [নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিল]

নেপথ্যে স্টেশনমাস্টার। রাজা, এই রাজা। আরে ট্রেন যে ইন করেছে। অরে।

রাজন। (উঠিয়া পড়িল) Yes sir, হাজির হ্যায় (যাইতে যাইতে) ইয়ে গাড়ীমে তো মেরে কবিয়াল আতা হ্যায় জী। [প্রস্থান]

[বিপ্রপদ একখানা ঘুঁটে কুড়াইয়া লইল। খরিদ্দারেরা স্টেশনের ভিতরে গেল। ট্রেনের শব্দ হইল। বাঁশী বাজিল। ট্রেন আসিল। বেনে মামা হাকিল—চা গ্রোম, চা গ্রোম! বিপ্রপদ আপন মনে কাঠি দিয়া ঘুঁটেটাকে ফুটা করিল। ইহারই মধ্যে ঠাকুরঝি ঘটি মাথায় স্টেশনের ভিতরে চলিয়া গেল।]

বিপ্র। বেনে মামা, দে তো খানিকটা দড়ি দে তো!

বেনে মামা। দড়ি?

বিপ্র। হাঁা দড়ি। রজ্জু। দে না বেটা।

বেনে মামা। কি করবেন?

বিপ্র। গলায় দোব।

বেনে মামা। ঘুঁটের মেডেল করবেন? কিছু মনে করবেন না প্রভু, গলাতে দড়িই আপনার ভাল!

[বিপ্রপদ ইতিমধ্যে উঠিয়া একপাশ হইতে দড়ি লইয়া ঘুঁটেতে পরাইতে পরাইতে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—]

বিপ্র। দোব, দোব। পরে। বাবা আজকে নয়! কালকে। বাবা কালকে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিতাইয়ের স্টেশনের বাসা

[ঘরের ভিতর বসিয়া আছে ঠাকুরঝি। বাহিরের দিকে জানালার ধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল আসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি ফুল ফুটিয়া আছে। ঠাকুরঝি ফুল পাড়িয়া ঘোমটা খুলিয়া খোপায় পরিল। আবার ঘোমটা দিল। পাশে দুধের ঘটি নামানো।]

ঠাকুরঝি। (মৃদুস্বরে গাহিল)

ও আমার মনের মানুষ গো।
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
আমায় সেথা টানে নিরন্তর।

[নিতাই প্রবেশ করিল। তার গায়ে জামা, গলায় একখানা চাদর। পায়ে জুতা। তাহার প্রবেশ ঠাকুরঝি জানিতে পারে নাই। সে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডাল ধরিয়া জানালার দিকে তাকাইয়াছিল। নিতাই বিস্মিত হইয়া বলিল—]

নিতাই। ঠাকুরঝি, তুমি?

ঠাকুরঝি। (গান বন্ধ করিয়া জিভ কাটিয়া) না বাপু, কি মানুষ তুমি, সাড়া-শব্দ না করে হুড়মুড় করে চলে এলে। না।

নিতাই। পায়ে রবাটের জুতো কিনা—রবাটে শব্দ হয় না। আর তুমি বসে আছ তা কি ক'রে জানব বল?

ঠাকুরঝি। ইস্টিশানে গাড়ী এল। আমি দুধ দিতে গাঁয়ে যাচ্ছিলাম। আজ তো তোমার আসবার কথা, তা মনে হল দেখি আমাদের কবিয়াল এল কিনা। এলে তো সেই দশবার চা খাবে। দুধ পাবে কোথা? তা দেখলাম তুমি নামলে—গলায় চাদর, পায়ে জুতো—আমি তো চিনতে লারি। বলি—ও বাবা এ মশায় নোকটি আবার কে? তা আচ্ছা পোশাক হয়েছে বাপু। আচ্ছা লাগছে! [নিতাই গলার চাদর খুলিতেছিল]

না—না—না। খুলো না। দেখি দেখি আর একবার দেখি।

নিতাই। বাবুরা শিরোপা দিলেন এই চাদর।

ঠাকুরঝি। খুব ভালো গায়েন করেছ বুঝি!

নিতাই। ওই একগানেই বাবুরা মোহিত হয়ে গেল। বুঝলে—ধরলাম তাক বুঝে—ও আমার মনের মানুষ গো—

ঠাকুরঝি। তা ক্যানে গাইলে তুমি? ও গান তুমি আমার লেগে বেঁধেছ। না বাপু তারা কি মনে করলে বল দিকি?

নিতাই। কি মনে করবে? তারা কি তোমার কথা জানে? তারা মনে করলে—কেষ্ট বলছে রাধাকে। মানে মহাদেব কবিয়াল হয়েছিল বিন্দে দূতী, আমাকে করেছিল কেষ্ট। খুব গাল দিলে আমাকে। মানে কেষ্টকে—বলে তুমি শঠ কপট লম্পট কত কি! তা আমি বললাম—বিন্দে, কখনও আমার বাঁশীর গান শুনেছ। শুনেছ আমার বাঁশী কি বলে? আমার বাঁশী বললে—ও আমার সোনার রাধা গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।

ঠাকুরঝি। তা ক্যানে তুমি বললে?

নিতাই। কি বলছ ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি। আমি যে কালো।

নিতাই। তাইতো তোমার জন্যে যখন গাই তখন সোনার রাধা বলি না। বলি—মনের মানুষ।

ঠাকুরঝি। কেমন সুন্দর কথা তুমি বল কবিয়াল। কেমন করে বল? তোমার কাছে এলে কি মনে হয় জান?

নিতাই। কি?

ঠাকুরঝি। একবার কেত্তন গান শুনতে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম মূল গায়েনকে। গায়েন শুনে কেঁদে সারা হলাম। মনে সাধ হ'ল মূল গায়েনের

পায়ে মাথা রেখে গড়িয়ে পড়ি। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) তা তোমাকে ম্যাডেল দিলে না? ম্যাডেল?

নিতাই। ম্যাডেল? না। বলেছে আসছে বার দেবে।

ঠাকুরঝি। তুমি অমন চমকে উঠলে কেন কবিয়াল?

নিতাই। ম্যাডেলের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরঝি। বড় বেথা পেয়েছি আজ। ইস্টিশানে নামলাম—

ঠাকুরঝি। হ্যাঁ। জামাইদাদা—আর পাঁচজনা হৈ-হৈ করে ঘিরে দাঁড়ালে তোমাকে, আমি পালিয়ে এলাম। তা কি হ'ল?

নিতাই। বিপ্যপদ ঠাকুর—

ঠাকুরঝি। ওই চায়ের দোকানে বসে ফোড়ং কাটে চা খায়—সেই?

নিতাই। সে হ্যাঁ, সেই। সে আমাকে কপিবর বলে, গলায় ঘুঁটের ম্যাডেল পরিযে দিতে এল। রাজন হাত চেপে ধরে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে সেটা। রাজন হয়তো অপমান করত, আমি বারণ করলাম, মাথার দিব্যি দিলাম। কিন্তু ছোটজাত বলে বাঁদর বলবে? ঘুঁটের ম্যাডেল দেবে?

ঠাকুরঝি। (তাহার দুই হাত ধরিয়া) তুমি দুঃখ করো না কবিয়াল—তুমি সোনার ম্যাডেল পাবে। মুখপোড়া বামুন তখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে।

নিতাই। আমি যদি সোনার ম্যাডেল পাই ঠাকুরঝি, সে ম্যাডেল আমি তোমার গলায় পরিয়ে দোব। আজ—(বলিতে গিয়া থামিয়া গেল)

ঠাকুরঝি। আজ? আজ কি কবিয়াল? বল?

নিতাই। উঁহু। চোখ বোজ তুমি। বোজ। না হলে বলব না।

ঠাকুরঝি। (চোখ বুজিল) বল!

নিতাই। (পকেট হইতে হার বাহির করিতে করিতে) ভাল করে বোজ, পিটি পিটি দেখছ। হ্যাঁ। এইবার বলছি শোন। বলছি—(বলিতে বলিতে হারখানি গলায় আলগোছে পরাইয়া দিল।)

ঠাকুরঝি। কি? কি পরিয়ে দিলে? হার? সোনার?

নিতাই। না গিল্টির। আমি গরীব, সোনা কোথায় পাব?

ঠাকুরঝি। না-না—এ সোনার চেয়েও ভাল। কি সুন্দর! (হার দেখিতে লাগিল)

[এই সময়ে রাজন চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঝি দ্রুত হার ঢাকিয়া ফেলিল]

রাজন। নেতার মার দেগা হম। এক রোজ তুমহারা নেতার খতম কর দেগা।

নিতাই। কি বলছ রাজন! কাকে বলছ! রাজন!

রাজন। ঐ শালা অষ্টাবক্র বিপ্যপদ ঠাকুরকা। নেতার খতম কর দেগা হাঁ।

ঠাকুরঝি। অষ্টাবক্র বিপ্যপদ ঠাকুরকা নেতার খতম কর দেগা! নেতার কি গো! নেতার—(সে একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।)

রাজন। আরে? এ কৌন? ঠাকুরঝি! আ গিয়া তুম। আরে হাসো মৎ—হাসো মৎ।

ঠাকুরঝি। অষ্টাবক্র বিপ্যপদ—হি-হি-হি-হি।

রাজন। এই কালকুট্টি কাঁহাকা! কালা রঙমে সাদা দাঁত নিকালকে হাসতি হ্যায়—দেখো। চোপ রহ কালকুট্টি!

[মুহূর্তে ঠাকুরঝি স্তব্ধ হইয়া গেল। এবং ঘটি তুলিয়া মাথায় লইল]

নিতাই। না-না—রাজন, এ পেকার বাক্য তোমার বলা উচিত নয়।

রাজন। কেঁও জী? কালাকো কালা বোলেগা, উ তো সচ বৎ হ্যায়। কেঁও নেহি বোলে গা! (ঠাকুরঝি চলিয়া যাইতেছিল)

নিতাই। যেও না ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। আমি কালো। আমাকে হাসতে নাই। কারুর কাছে আসতেও নাই কবিয়াল। [প্রস্থান]

রাজন। এই ঠাকুরঝি কালকুট্টি!

ঠাকুরঝি। (নেপথ্য হইতে)—না।

রাজন। দেখো দেখো—রেলগাড়িকা মাফিক ছুটতি হ্যায়। পু—ভস্—ভস্—ভস্।

নিতাই। অন্যায় কায্য হল ভাই। ঠাকুরঝির মনে বেথা দিলে তুমি।

রাজন। আরে হামরা মেজাজ বিগড় গিয়া—ইধর বিপ্যঠাকুর গালি দেতা, উধর হামার পরিবার গালি দেতি। তুমকো গালি দেতি। আউর উ ফ্যাক ফ্যাক করকে হাসতি হ্যায়। বিপ্যপদকো ঠাণ্ডা কিয়া, অব যাতা—উ তুমারা রাণীকে ঠাণ্ডা করনে। মারেগা ডাণ্ডা। [প্রস্থান]

নিতাই। রাজন! রাজন! আমার দিব্যি।

নেপথ্যে রাজন। কান মে আঙুল দিয়া জী। নেহি শুনা হ্যায় হম।

নিতাই। (হাসিল) শুনতে পেয়েছ তুমি রাজন আমি জানি। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) কিন্তু কালোকে মন্দ বললে তুমি? (ঘাড় নাড়িল। গুন গুন করিতে লাগিল)—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে।"

[ঠাকুরঝির পুনঃ প্রবেশ]

ঠাকুরঝি। কবিয়াল আমি আর আসব না, তাই বলতে এলাম।

নিতাই। তুমি রাগ করেছ ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি। কালো আছি আপনার ঘরে আছি। আপনার ঘরেই থাকব, আর আসব না।

নিতাই। না-না, আমি কালো খুব ভালবাসি।

ঠাকুরঝি। মিছে কথা।

নিতাই। মিছে কথা নয় ঠাকুরঝি! শুধু আমি নই, দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ভালবাসে। শোন—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে?

বল—ক্যানে কাঁদে!

ঠাকুরঝি। এখুনি বাঁধলে!

নিতাই। হ্যাঁ!

ঠাকুরঝি। তারপর! কবিয়াল—

নিতাই। আর নাই ঠাকুরঝি। আর হয় নাই।

ঠাকুরঝি। না বল। (হাত ধরিল। এই সময়েই ঘোমটা খসিল—চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ঠাকুরঝি লজ্জিত হইয়া ঘোমটা তুলিতে গেল। নিতাই বাধা দিল।)

নিতাই। না। দাঁড়াও; দেখি দেখি। আমি পেয়েছি ঠাকুরঝি—পেয়েছি—কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?

ঠাকুরঝি। ভারি সুন্দর কবিয়াল—ভারি সুন্দর, আমি যাই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ী

[শাশুড়ী আপন মনে বকিতে বকিতে ঘরে প্রবেশ করিল]

শাশুড়ী। বেন্দা, বলি অ বেন্দা। বলি ওরে হারামজাদা। গেলি কোথা?

[বৃন্দাবন—ঠাকুরঝির স্বামীর প্রবেশ]

বৃন্দাবন। ক্যানে, কি হল কি? বলি হারামজাদা কও যে? মানে কি জান?

শাশুড়ী। জানি। আমি মরব কবে সেইটি জানি না। বাকি সব জানি। বুঝলি—সব জানি।

বৃন্দাবন। তবে?

শাশুড়ী। তবে কি রে হারামজাদা? তবে কি? ওর মানে যা, তুই সেই তাই। নইলে মেনিমুখো, পরিবারের দোষ ঢাকিস আমার কাছে?

বৃন্দাবন। কি দোষ ঢাকলাম? সে কি করলে?

শাশুড়ী। আমাকে তোর বউ এগার টাকা চার আনা দুধের দাম দিলে। গেরস্ত বাড়ীতে সাত পো দুধের জোগান পাঠাই। তার দাম কত হয়? টাকা হাতে নিয়েই আমার কম মনে হল। তোকে বললাম—তা তু বল্লি, ঠিক আছে মা। বউ খুব ভাল। গঙ্গাজল। ওরে হারামজাদা গঙ্গাজলে বর্ষার ঢল নেমেছে, কাদা মিশেছে। আমি গিয়েছিলাম মোড়লদের কাছে। হিসেব করে দিলে সাড়ে সাত সের দুধের দাম কম! এক টাকা চৌদ্দ আনা। বলি এখনও বলবি হারামজাদা ন'স তু?

বৃন্দাবন। আমি তো হিসেব করে দেখি নাই। আর গেরস্তবাড়ীতে বাকী পড়ে নাই তাই বা কে বললে।

শাশুড়ী। ওরে অনামুখো আমি বলছি। আমি বলছি। ও দুধ ওই নিজের দিদির বাড়ীতে দিয়ে আসে। জামাইদাদা। ভগ্নীপতি, হারামজাদীর জামাইদাদা—মরণ!

বৃন্দাবন। চুপ কর মা। চুপ কর। হাজার হলেও ওরা কুটুম, শুনতে পেলে—

শাশুড়ী। শুনতে পেলে? বলি ওরে মেনিমুখো, পেলে কি? এতক্ষণ পেয়েছে। আমি বলে পাঠিয়েছি—মিনি পয়সায় কুটুমের বাড়ীর দুধ খাওয়ার চেয়ে বিষ খাওয়া ভাল।

বৃন্দাবন। বেশ করেছ, খুব করেছ; ওত্তোম কাজ করেছ। আমার মান-সম্মান আর থাকল না আজন দাদার কাছে।

[হাত নাড়িয়া প্রস্থান করিল]

শাশুড়ী। ওরে আমার মানী লোক, তোর আজন দাদা—তোর পরিজনের জামাইদাদা—বলি আমার কে? ওরে ও হারামজাদা—ওরে—

[ঠাকুরঝির প্রবেশ। সে দুধ দিয়া ফিরিল]

এই যে। এই যে আমার আদুরী—বেজগোপিনী মথুরা নগরে দুধ বেচে ফিরলেন। দে আমার টাকা দে।

ঠাকুরঝি। টাকা?

শাশুড়ী। হ্যাঁ টাকা। এক টাকা চৌদ্দ আনা। এক পো ক'রে দুধের দাম। বল সে টাকা কি হল? কি করলি? কাকে দুধ দিলি?

ঠাকুরঝি। সে তো আমার বাপেরা যে গাই দিয়েছিল—যে গাই দিয়েছিল তারই আধ সের দুধের একপো। তা—আমি পাব না?

শাশুড়ী। বাপের ঘরের গাইয়ের দুধ! বলি ওলো হারামজাদী—দত্তা ধনের স্বত্বা কি লো? ফেল টাকা ফেল!

[হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিল। তাহারই মধ্যে ঘোমটা খসিল এবং গলার হার বাহির হইয়া পড়িল]

শাশুড়ী। হার? হার কার? কোথা পেলি হার?

ঠাকুরঝি। (হার দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। হাতের ঘটি ফেলিয়া দিল। আর্তস্বরে বলিল) আমার! আমার!

শাশুড়ী। ওই টাকাতে তুই হার কিনেছিস? লাগরী আমার আভরণ কিনেছেন। নইলে মানায় না। দে হার দে। ওই হার বেচে আমি টাকা শোধ নোব। দে।

ঠাকুরঝি। না-না-না। দোব না, আমি দোব না।

শাশুড়ী। দিবি না! (সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, হার ছিনাইয়া লইল)

ঠাকুরঝি। (তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, তবু সে মুহূর্তে উঠিল এবং শাশুড়ীর হাত হইতে হার ধরিয়া প্রায় পাগলিনীর মত কাড়িয়া লইল) না-না-না। আমার—ও আমার—ও আমার। আমি না মরলে ও পাবে না। আমি দোব না।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনের কোয়ার্টার

[রাজনের স্ত্রী বাটনা বাটিতেছে এবং দুলিয়া
দুলিয়া গালি পাড়িতেছে।]

রাণী। মরে যেয়ো, মরে যেয়ো, আটালে যেয়ো, অপঘাতে যেয়ো। (বলিয়াই থামিল, ভাবিয়া লইল) না—মরলেই তো হয়ে গেল। তুমি কানা হয়ো, দুটি চোখের মাথা খেয়ো ; যে গলাতে গান করো, সেই গলা তোমার ঘা হ'য়ে বুজে যাক। ভেড়ার মত ভ্যা-ভ্যা করো তুমি। যে জিভে তুমি বিনি পয়সায় দুধ খাও কচি মেয়েকে ভুলিয়ে সেই জিভ তোমার খসে যাক। (থামিল। আবার সুরু করিল) তোমার নেগে আমার কপালে কুটুমের কাছে কলঙ্ক ? আমি পয়সা না দিয়ে কুটুমের দুধ খাই ?

[রাজনের প্রবেশ, সে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্ত্রী দেখে নাই, বাটনা বাটার ঝোঁকেই গালি দিয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া রাজনের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই থামিয়া গেল]

রাজন। কেয়া ? আরে থাম গিয়া কাহে ? চালাও—চালাও—চালাও ? বোলে ময়না বোলে। আঁঃ ?

রাণী। কি ? বলছ কি তুমি ? তোমার লাল চোখ দেখে ভয় করব নাকি!

রাজন। কিসকা গালি দেতি থি ? আঁঃ ?

রাণী। আমার নেকনকে। এই পোড়া নেকনকে (হঠাৎ স্বর উচ্চ হইল) ছি রে নেকন, ছি! আগুন লাগুক এমন নেকনে। এমন নেকন? নোড়া দিয়ে এমন নেকনকে ভেঙে কুচি কুচি করি। কুচি কুচি করি।

[ধীরভাবে রাজন গিয়া রাণীর হাত হইতে নোড়াটা কাড়িয়া লইল।

রাজন। তোল, মুখ তোল, তোল। হাতে নোড়া থাকতে পারলি না? তোল মুখ—দিই আমি—কুচি কুচি, কুচি কুচি, কুচি কুচি করে দিই। (রাণী সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সরিয়া গেল) কুচি কুচি করি। (নোড়াটা ফেলিয়া দিল) ফের যদি শুনি তো নেকন নয়, দাঁতে কুচি কুচি করে দোব। ওস্তাদকে গাল দিস তুই হরদম, হাজারো বার মানা কিয়া—(বাহিরে ঘণ্টা, বাজিল। চকিত হইয়া রাজন বলিল) আরে বাবা ফিফটি ফোর আ গিয়া। আরে বা—বা (সে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল)

রাণী। দোব না, গাল দোব না! মরে যাও, তুমি খালকে যাও, তুমি আটালে যাও! আমার কপালের আপদ।

[রাজন ফিরিল, ট্রেনের শব্দ হইল, সিটি বাজিল।]

রাণী। আমি এলুকে বলছি! পুল ভেঙে পড়ে তুমি খালকে যাও। তুমি আটালে যাও, তুমি যমের বাড়ী যাও। যে আগুনের আঁচে তুমি নেচে নেচে চলছ, সেই আগুনে তোমার অঙ্গ গলে যাক; যে গলাতে তুমি বাঁশী ফুঁকছ, সেই গলা তোমার ফুটো হয়ে যাক।

[রাজন চলিয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[নিতাইয়ের ঘর। নিতাই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখনও রাজনের স্ত্রীর গালি-গালাজ শোনা যাইতেছে।]

নেপথ্যে রাজনের স্ত্রী। আটালে যাও। আটালে যাও। জুয়োচোর ঠগ বদমাস, আমার কপালের শনি!

[হঠাৎ নিতাই গুনগুন করিয়া গান ধরিল]

নিতাই।— আহা—তুমি দিলে মুখে কালি
তুমিই বল কোথায় নদী
ডুবে মরে বাঁচি আমি
ধুয়েও এ দাগ না যায় যদি!

[আবার রেলের ঘণ্টা ও বাঁশী বাজিল। ট্রেন ছাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝি ঘটি মাথায় প্রবেশ করিল]

ঠাকুরঝি। মনে করেছিলাম দেরি হয়ে গিয়েছে। টেরেন চলে গিয়েছে। বাবা দোড়তে দোড়তে আসছি। কবিয়াল চা চাপিয়ে বসে আছে, বাবাঃ। (সে ঘটি নামাইয়া বসিল, তাহার কপাল ঢাকিয়া ঘোমটা টানা—কপালের দাগটা ঢাকা) কবিয়াল! আজ নতুন গান বেঁধেছ? মনের মানুষ তো গাইছিলে না!

নিতাই। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। কবিয়াল—

নিতাই। বল ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। তোমাকে এমন লাগছে ক্যানে কবিয়াল? সেই অষ্টাবক্র মুনি—

নিতাই। না ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। তবে?

নিতাই। তোমাকেই একটা কথা বলতে চাই ঠাকুরঝি—কিন্তু—তুমি যেন রাগ করো না।

ঠাকুরঝি। (শঙ্কিতভাবে) কি কবিয়াল? কি কথা?

নিতাই। আর ভাই, দুধের পেয়জন হবে না। তুমি আর—

ঠাকুরঝি। দুধ আর লেবে না তুমি ?

নিতাই। না।

ঠাকুরঝি। ক্যানে কবিয়াল ? কি দোষ করলাম আমি ?

নিতাই। দোষ ? না, তোমার কোন দোষ নাই, ঠাকুরঝি, দোষ তোমার হয় না। দোষের কথা নয়। ভাই আমার সামথে কুলাইছে না ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। তোমাকে তো পয়সা আমি চাই নাই কবিয়াল!

নিতাই। (সে আপন মনেই বলিয়া গেল) মিছে কথা বলতে নাই ঠাকুরঝি। মহাপাপ। তাই করেছি আমি। মহাদেব কবিয়াল লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল, তিন দিনে আঠারো টাকা দেবে বলেছিল। আমি মিছে নিজের গরব বাড়াবার জন্যে রাজনের কাছে মিছে বলেছিলাম। বলেছিলাম তিরিশ টাকা দেবে। তারপরে ঠাকুরঝি, বাবুরা শেষ পর্যন্ত পনের টাকার বেশী দিলে না। মহাদেব কবিয়াল তা থেকে কমিশন নিলে তিন টাকা। বার টাকা থেকে চাদর কিনেছিলাম। তোমাদের বলেছিলাম শিরোপা। আরও কিনেছিলাম জুতো আর তোমার হার। শেষ বেঁচেছিল আট টাকা। তাও শেষ হয়ে এল। মহাদেব কবিয়াল বলেছিল—আরও বায়না জোগাড় করে দেবে। তাও এল না। দু-একদিন পর হয়তো ভাত জুটবে না ঠাকুরঝি। দুধ আমি খাব কোথা থেকে ?

ঠাকুরঝি। তোমাকে তো বলছি কবিয়াল—পয়সা তোমাকে লাগবে না।

নিতাই। তাও হয় না ভাই। বাড়ীতে তোমার শাশুড়ী আছে। এখানে তোমার দিদি আছে। তারা তোমাকে গঞ্জনা দেবে। হয়তো পেহার করবে।

ঠাকুরঝি। করুক।

নিতাই। না—তা হয় না।

ঠাকুরঝি। দুধ তা হ'লে তুমি লেবে না ?

নিতাই। না।

[ঠাকুরঝি উঠিয়া দাঁড়াইল]

নিতাই। আর একটা কথা। আমার এখানে আর এমন করে এস না।

ঠাকুরঝি। আসব না ?

নিতাই। এস না। তোমার কলঙ্ক হবে। আর সেই হারটা—ওটা দিয়ে যাও আমাকে।

ঠাকুরঝি। (চাপিয়া ধরিল) না। আমি মরার আগে ও হার আমি দোব না। আমি মরলে তুমি খুলে নিয়ো। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিল। নিতাই চকিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল)

নিতাই। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। ছাড়। যাই। আমি আর আসব না।

নিতাই! তোমার কপালে ও কিসের দাগ?

ঠাকুরঝি। কপালের।

নিতাই। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি। কাল এই হার শাশুড়ী কেড়ে নিতে গিয়েছিল। আমি দিই নাই। তোমাকে যা বলেছি, তাকেও তাই বলেছি। আমি বেঁচে থাকতে ও হার খুলতে আমি দোব না, দোব না, দোব না! টানাটানি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম। কপালটা কেটে গেল!

নিতাই। কেটে গেল?

ঠাকুরঝি। হ্যাঁ গো! দেখতেই পেছ।

[নিতাই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

ঠাকুরঝি। তাই তো বললাম দাগ কপালের। (চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

নিতাই। দাঁড়াও ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। আবার ডাকছ ক্যানে কবিয়াল? আর কি বলবে?

নিতাই। দুধ দিয়ে যাও।

ঠাকুরঝি। নেবে? (উৎফুল্ল হইয়া উঠিল মুহূর্তে)

নিতাই। দিয়ে যাও।

ঠাকুরঝি। কিন্তু কলঙ্ক—

নিতাই। সে কলঙ্ক কপালের ঠাকুরঝি! আর—

ঠাকুরঝি। আর—

নিতাই। আর? তা হ'লে শোন—

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদে?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল; কাজ কি বল বাঁচার সাধে॥

ঠাকুরঝি কপালের কলঙ্ক মাথায় করলেই শিরোপা। সে কলঙ্ক আমার শিরোপা। দুধ দিয়ে যাও। দাও। (সে ঘটি পাতিল, ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিল) গানের কলি আজ হু-হু করে আসছে ঠাকুরঝি—

ওগো চাঁদ তোমার লাগি
না হয় আমি হব বৈরাগী ;
পথ চলিব রাত্রি জাগি—ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বাধে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চায়ের স্টল

[বেনে মামা ; বিপ্রপদ ; রাজন। ঝুমুর দলের মাসী ও নির্মলা।]

বিপ্র। দে দে, জলদি জলদি দে।

রাজন। আড়াই সের জিলেইবী, আওর আড়াই সের গরমা গরম বেগুনী, আওর মুড়ি হম ঘর সে লে আয়েগা।

বেনে। তু কিন্তু বউয়ের কাছে গাল খাবি রাজন।

রাজন। উ বাত তুম ছোড জী। উ বাত হামারা হ্যায়।

বেনে। লোকেও গাল দেবে।

বিপ্র। দেখবি বেটা গানের সময় ভিড়। বহুৎ বঢ়িয়া ঝুমুর।

বেনে। গান সকলেই শুনবে, চাঁদা চাইলেই গাল দেবে। যেমন কাণ্ড। ট্রেনে যাচ্ছে ঝুমুর দল—বাস—

মাসী। কি করব বাবা। টেনে নামালে আমাদের। বলে গাওনা করে যেতেই হবে। এই রাজা সাহেব আর এই ঠাকুর।

বিপ্র। আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।

রাজন। হাঁ-হাঁ, আলবৎ ঠিক হ্যায়। চাঁদা সব কোই দেগা। ঘাড় পাকড়কে আদায় করুঙ্গা। নেহি তো দোকানী লোক্‌কে মাল গরবর হোগা জী! আইয়ে মৌসী আইয়ে। হামারা ওস্তাদকে ছুঁয়া আইয়ে। ক্যায়সা ওস্তাদ দেখিয়ে গা। (অগ্রসর হইল)

মাসী। (বেনে মামাকে) হ্যাঁ বাবা, টাকাকড়ি দেবে তো?

বেনে। তা পাবে। সে টাকা না উঠলেও রাজা ধার করে দেবে। যাও।

[মাসী নির্ম্মলা চলিয়া গেল, রাজন আগে আগে গেল]

বেনে। এ আপনি অন্যায় করলেন গুরুদেব। রাজনকে গচ্চা লাগবে।

বিপ্র। লাগে লাগবে। বাব্বা, ছোটলোক বেটার গান শুনে কানে চড়া পড়ে গিয়েছিল। বেটার মুখ দেখে চোখ মাটি হবার জো। একটা মেয়ে যা আছে বুঝলি বেটা বেনেমামা—আ—তা যেন ধারালো লম্বা ইস্পাতের একখানা ছুরি। তার বোল কি? রাজাকে আমি উস্কে দিলাম। রাজা নামতে বললে—তা বললে—টাকা? টাকা দেবে তো? রাজা বললে, জরুর। তো বললে—হ্যাঁ নাগর, তাই বলছি, টাকা দাও নাচি গাই—টাকা দাও তোমার শ্রীচরণের দাসী। নইলে, তুমি কে? আমি কে? তুমি সাপ তো আমি নেউল। তুমি নদীর এ-কূল আমি নদীর ও-কূল—টাকা দিয়ে সাঁকো বাঁধো তো মিলি; নইলে, মাঝে অগাধ জল।

সপ্তম দৃশ্য

নিতাইয়ের বাসা

[নিতাই একপাশে দাঁড়াইয়া। ঝুমুর দলের মেয়ে দুজন, নির্ম্মলা ও ললিতা বসিয়া আছে। রাজা খাবার নামাইতেছে। বসন সবশেষে প্রবেশ করিল।]

বসন। কই হে? কোথায়—কে তোমার ওস্তাদ না ফোস্তাদ। ভাল গান করে আবার ভাল চা-ও করে। কই?

রাজন। দেখো ওস্তাদ—ক্যায়সা এক ওস্তাদিন লে আয়া। আওর মেরে ওস্তাদিন ইয়ে দেখো মেরা ওস্তাদ।

বসন। এ—ই তোমারা ওস্তাদ? অ-মা-গ-এযে ফ্যালফেলিয়ে তাকায় গো!

রাজন। হাঁ হাঁ—ফ্যালকেলিয়ে তাকাতা লেকিন ছোড়েগা তান তব তো বান মাফিক কলেজা মে বয়ঠ যায়গা।

বসন। বল কি? এমন?

রাজন। হাঁ-হাঁ বইঠিয়ে, মেরি ওস্তাদিন।

[বসন একেবারে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল]

বসন। (শুইতে শুইতে) আর বইঠিয়ে নয়। শরীর আর বইছে না। আমি শুলাম। আঃ—কি ঠাণ্ডা মেঝে!

[মাসী প্রবেশ করিল]

মাসী। কই বাবা চা হ'ল। এ কি! বসন—জ্বর-গায়ে তুই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলি!

বসন। কই হে ওস্তাদ না ফোস্তাদ—চা দাও ভাই! সেই তোমার ভাল চা। তার ওপরে রসের চা।

মাসী। সব সময়ে সব জায়গাতেই ঢং তোর! ওঠ, জ্বর-গায়ে মেঝের ওপর শোয় না। ওঠ।

বসন। (মেঝের উপর যেন গড়াগড়ি দিতে চাহিল) মাসী গো—বড় ঠাণ্ডা। যেন মায়ের কোল। দেহ আমার জুড়িয়ে গেল।

[এই সময়েই নিতাই রাজনকে একপাশে ডাকিয়া বলিল—]

নিতাই। এরা কারা রাজন! কোথা থেকে এল?

রাজন। বহুৎ বঢ়িয়া ঝুমুর নাচনেওয়ালীকে দল। টেরেন মে আলেপুরকে মেলা যাতি থি। বস হম অউর বিপ্য মহারাজ উতার লিয়া। রাতকো গানা হোগা।

নিতাই। তা আমার এখানে—

রাজন। আরে ছোকরী লোগোকো কাঁহা রাখে গা? তুম ওস্তাদ,—তুমার ঘরমে কোই নেহি—তুমারা হিয়া লে আয়া। তুম কবিয়াল—ই লোগকে তুম সমঝে গা?

[পিছনে খোলা জানালার ওধারে দাঁড়াইয়াছিল ঠাকুরঝি। সে দেখিয়া চলিয়া গেল।]

রাজন। বানাও চা বানাও। পানি তো তৈয়ার হ্যায় তুমারা। হম আভি আয়া— [প্রস্থান]

[নিতাই আগাইয়া আসিল]

নিতাই। বসুন আপনারা ভাল করে, আমি চা আনছি।

বসন। আন—আন! তুমি কেমন লোক! দেখছ না মরে যাচ্ছি আমি।

নিতাই। আনছি। কিন্তু উনি—

মাসী। মাসী। আমি ওদের মাসী। তোমারও মাসী। আমাকে মাসী বলো।

নিতাই। মাসী বলছিল—তোমার জ্বর, মেঝেতে শুয়েছ—। একখানা মাদুর দোব? ভালো মাদুর।

বসন। কি বললে? মাদুর? মাদুর দেবে আমাকে? এত দরদ?

[খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল]

মাসী। মরণ, তাতে হাসির কিসের?

বসন। বয়সের কথা তুমি ভুলে গিয়েছ মাসী। ওই দেখ নির্ম্মলা ললিতে হাসছে। ওস্তাদ আমার প্রেমে পড়েছে।

নিতাই। তোমাতে আমাতে প্রেম? না?

ললিতে। কেন দোষ কি!

বসন। এত ভয়!

নিতাই। ভয় নয়।

বসন। তবে?

নিতাই। শুনবে? বলব?

বসন। বল তবে তো শুনি।

নিতাই। (সুরে গাহিল) ফুলেতে ধুলাতে প্রেম
হয় না কো ফুল ফোটার কালে।
ফুল ফোটে সই আকাশ-মুখে
চাঁদের প্রেমে হেলেদুলে।
ধূলা থাকে মাটির-বুকে

চরণতলে অধোমুখে
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া কপালে।

ললিতে } অ-মা-গ। এ যে বেশ!
নির্ম্মলা }

বসন। কয়লার মধ্যে পোড়া আগুন—জ্বলছে ধিকিধিকি। ছ্যাঁকা দেয়।

নিতাই। তোমরা বস। আমি চা আনি। (ভিতরে চলিয়া গেল)

মাসী। (নিতাইয়ের গমন পথের দিকে চাহিয়া) এ যে সুরেলা গলা—গলাতে মধু রয়েছে!

ললিতা। ওকে আমাদের দলে লাও মাসী। লারানকে তাড়াও। জ্বালিয়ে খেলে। বসনের পরানটা তো কণ্ঠাগত করেছে।

বসন। না। দরকার নাই।

মাসী। মাগো, লারানের ওপর তোর এখনও এত টান!

বসন। তাকে আমি লাথি মেরে তাড়াব। কিন্তু—না, আর লোকে কাজ নাই! (হঠাৎ উঠিয়া বসিল) ও আমাকে গাল দিলে মাসী! গানের মানে বুঝে দেখ।

মাসী। এ অন্যায় বলছিস্ বসন। গান—গান। গানে আছে—

বসন। এ ওর নিজের গান। শুধিয়ে দেখ তুমি। বেঁধে বললে।

মাসী। ওমা। তা হলে তো গুণের গুণমণি লো। বাহারের পদ।

বসন। বলি ওহে। ওহে গুণমণি!

নেপথ্যে নিতাই। আমাকে বলছ? (থালার উপর চায়ের ভাঁড় ও কেত্‌লি লইয়া প্রবেশ করিল)

বসন। নইলে আর কাকে বলব? বলি এত দেরি কেন? চায়ে কিছু মেশাচ্ছিলে নাকি?

নিতাই। (চায়ের ভাঁড় দিয়া) বুঝে খেয়ো। চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি।

বসন। (চায়ে চুমুক দিয়া) বল কি! পীরিতে কুলোল না! শেষে যোগবশ?

নিতাই। (অন্যদের চা দিতে দিতে—ছড়া)

প্রেম-ডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখ চাঁদে—
আর কি উপায় বৃন্দে এনে দে এনে দে
বশীকরণ লতা বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে॥

মাসী। বলিহারি বলিহারি।

নির্মলা। হ্যাঁ ময়না বলে ভাল।

মাসী। এ কি তোমার নিজের ছড়া বাবা?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ। একটুকুন আধটুকুন ছড়া গান বাঁধি।

মাসী। ওই গান? ফুলেতে ধুলোতে প্রেম—

নিতাই। ও-ও আমার।

মাসী। সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে স্বর দিলে?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কবিয়াল তো!

মাসী। খাসা! খাসা! খাসা গলা, তেমনি পদ! তা—তা—এ নাইনেই থাকবে তো বাবা? না চাষবাস কাজ-কম্ম—

নিতাই। না! আমার জমি নাই। পথের মানুষ, এই পথেই এসেছি। এই আমার পথ।

মাসী। বিয়ে কর নাই বাবা?

নিতাই। না।

মাসী। তবে, আমাদের দলে এস না বাবা। আমাদের কবিয়ালটা ভারি মাতাল, ভারি বদ। তা'কে তাড়াব আমরা। আমি তোমাকে ছেলের মত যত্ন করব। বসন, এই বসন তোমায় দেখাশুনো করবে।

বসন। (উঠিয়া দাঁড়াইল) হরিবোল হরিবোল! আমি উঠলাম মাসী!

মাসী। উঠলি? উঠলি কোথা?

বসন। ওহে নাগর, তোমাদের এখানে পুকুর কোথা বল তো? চান করব।

মাসী। চান করবি?

নিতাই। জ্বর-গায়ে চান করবে?

বসন। ও জ্বর চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর, ধুয়ে দিলেই মুছে যাবে। আমি ভাই বাসি গায়ে থাকতে পারি না। গায়ে গন্ধ লাগে!

মাসী। নিমুনি হবে, মরবি।

বসন। হলে টেনে পথের ধারে ফেলে দিও। তাইতো নেকন আমাদের। (বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) হ্যাঁ—ভাল মনে পড়েছে। ওই ধুলোর নাগরকে বলছি। কি হে রাগ করলে না তো? তুমি ভাই নিজেই বলেছ—তুমি ধুলোর নাগর?

নিতাই। না-না-না। আরে ফুলের ওপর কি কথনও' ধুলো রাগ করে না রাগ সাজে। বল কি বলছ বল।

বসন। দু আনার মাছ এনে দেবে! আমার আবার মাছ বেশী না হ'লে ভাত রোচে না। আমাদের সাজার হেঁসেলে কুচো চিংড়ী। দেবে এনে (খুঁট খুঁলিতে লাগিল)

নিতাই। দাও।

বসন। তা আমি জানি। বলবার আগেই খুঁট খুলেছি। (মুচকি হাসিল—হাসিয়া দিতে গেল)

নিতাই। আলগোছে ভাই, আলগোছে। (হাত সরাইয়া লইল)

বসন। (চমকিয়া কঠিন হইয়া উঠিল) কেন! (মুখের দিকে চাহিয়া) চান করতে হবে নাকি!

নিতাই। ধুলো, ধুলো লাগবে, রাঙা ফুলের গায়ে ধুলো লাগবে।

বসন। (মাটিতে পয়সা ফেলিয়া দিল) তাই আলগোছেই দিলাম। দো আনিটা তুমি তুলে নিয়ে শুঁকে দেখো, চেকেও দেখো—ওতো ফুলের গন্ধও আছে, মধুও আছে। [প্রস্থান]

মাসী। তুমি যেন কিছু মনে করো না বাবা। ও ওই রকমই বটে।

নির্ম্মলা। বড় বদ মেজাজ। না—এত ভাল নয়।

নিতাই। না-না-না। এতো কথার খেল মাসী। আমি যে কবিয়াল। আমি মাছ নিয়ে আসি।

মাসী। দাঁড়াও বাবা। আমার কথাটার জবাব তো দাও নাই। কি বলছ?

নিতাই। কি কথা বলুন তো?

মাসী। আমাদের দলে—

নিতাই। না মাসী। সে আমি যাব না।

মাসী। দলে এলে দেখবে, বসন এমন লয়, ভুগে ভুগে ও এমন হয়েছে। আর বড় দাগাও পেয়েছে।

নিতাই। না মাসী। জোড়হাত করছি।

মাসী। আচ্ছা তবে এখন আমরাও আসি। দেখি রান্না-বান্নার কতদূর হ'ল। আয় লো।

[সকলের প্রস্থান। নিতাই বিপরীত দিকে বাহির হইতে উদ্যত হইল। প্রবেশ করিল ঠাকুরঝি]

নিতাই। ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। গেল? ওরা গেল? ওই মেয়েটা শুয়েছিল—যেন তারকেশ্বরে হত্যে দিয়েছিল। মরণ।

নিতাই। তুমি এখনও বাড়ী যাও নাই?

ঠাকুরঝি। না সেই রেতে ঝুমুরগান শুনে বাড়ী যাব। জামাইদাদা বললে। তুমি উদিগে গান শুনাইছিলে?

নিতাই। হ্যাঁ। ওই মেয়েটাকে বলছিলাম—ফুল। শিমুল ফুল। শুধু বরণ সার।

ঠাকুরঝি। তা বটে, আমাদের মত কুচ্ছিৎ লয়। কালো লয়।

নিতাই। তুমি চাঁদ ঠাকুরঝি। তুমি আকাশে থাক। তুমি এখন দিদির ঘরে যাও। দিদি জানতে পারলে বকবে। আমি বাজার থেকে আসি। (ঠাকুরঝি চকিতের মত চলিয়া গেল। নিতাই গুন গুন করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল)

নিতাই। আহা—রাঙা বরণ—। রাঙা বরণ--। (প্রস্থান)

[রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য খালি পড়িয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি নামিল। রাজন একটা হেজাক আলো লইয়া প্রবেশ করিল।]

রাজন। বাস, সতরঞ্চ বিছা দিয়া। বাত্তি ঠিক কর লিয়া, আব তো বরাব্বর হো গিয়া। লাগাও গানা লাগাও বাজানা ওস্তাদ! (স্টেশনে ঘণ্টা পড়িল) আ-ই বাস টোয়েন্টি-ওয়ান আ গয়ি। (বাত্তিটা রাখিয়া) ওস্তাদ! ওস্তাদ! কাঁহা গয়া ওস্তাদ?

নেপথ্যে মাস্টার। রাজা। এই বেটা রাজা! বেটা ঝুমুর নিয়ে মেতেছে! ওরে—রা-জা।

রাজন। যাতা—হুজুর—। আভি আয়া! (দ্রুত বেগে প্রস্থান)

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই। রাঙা বরণ শিমূল ফুলের—সখীরে—(গুন গুন করিতে করিতে ঢুকিয়া থামিয়া গেল। চারিপাশ দেখিল। আলোটা নাড়িল। ডাকিল—রাজন।)

[প্রবেশ করিল বসন্ত—আসরের সাজে]

বসন। মাসী? মাসী আসে নাই? অ-মা। এ যে রোশনাই করে বসে আছ ধুলোর নাগর? কার জন্যে হে?

নিতাই। বা-বা-বা। ভারি সুন্দর সেজেছ তুমি।

বসন। বল কি? সত্যি?

নিতাই। সত্যি।

বসন। তা হ'লে যদি বলি আমার জন্যেই আলো জ্বেলে বসে আছ!

নিতাই। তুমি খুশী হলে তা-ই বলছি।

বসন। আমি খুশী হ'লে? আমি খুশী হইনে হে। কিছুতেই হইনে। কিন্তু মাসীকে তুমি কি বলেছ?

নিতাই। কি বলেছি?

বসন। আমাদের দলে তুমি যাবে না?

নিতাই। হ্যাঁ বলেছি।

বসন। কেন? জাত যাবে?

নিতাই। আমি নিজেই অচ্ছুৎ, ছোট জাত—বিশ্ব-বেহ্মাণ্ডের লোক ঘেন্না করে—

বসন। আমরা আরও অচ্ছুৎ—তুমিও আমাদের ঘেন্না কর? কিন্তু কবিয়াল—তুমি তো কবিয়াল!

নিতাই। হ্যাঁ কবিয়াল। তবে ছোট—নেহাৎ ছোট!

বসন। আমরা কবিয়ালদের দোয়াকি করি, নাচি তাদের আসরে। তবে তুমি ঘেন্না করবে কেন?

নিতাই। সে কথা থাক ভাই।

বসন। কেন? থাকবে কেন? কবিয়াল—মুখে যখন ঘেন্না কর বল তখন চোখে তোমাদের—। কবিয়াল আমি খুব ভাল নাচি। যখন আসরে নাচি —তখন তোমাদের চোখগুলো হয় জানোয়ারের চোখ (সে মুহূর্তে নাচের ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইল) তুমি তো মুখে মুখে গান বাঁধো। কই আমি কেমন—গান বেঁধে গাও দেখি।

নিতাই। গাইব?

বসন। গাও। আমি নাচব। গাও।

নিতাই। আহা!—রাঙাবরণ ফুল, রাঙাবরণ ফুল।
দেখে যা বাহার!

বসন। বাঃ কবিয়াল বাঃ—(সে নাচিতে সুর করিল)

নিতাই। আহা রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার শুধুই সার!
মন ভ্রমরা সামনে কাছে তার!
শুধুই রাঙা ছটা—মধু নাই এক ফোঁটা।
গাছের অঙ্গে কাটা খরধার
বাহার শুধু তার!

বসন। তুমি অতি ইতর কবিয়াল। তুমি অতি ইতর। (প্রস্থান)

নিতাই। ও ভাই। বসন্ত। ও ভাই।

[নিতাই কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া আলোটা লইয়া চলিয়া গেল। নেপথ্যে বসন্ত তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিল—]

নেপথ্যে বসন। আ—ছাড়! আ—।

নেঃ নিতাই। কে! কে! বসন? বসন?

[নিতাই বাহির হইয়া গেল ও পর মুহূর্ত্তে বসনকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল]

নিতাই। কি হ'ল? কে? কে তোমার হাত ধরে টানছিল?

বসন। নাগর বল নাগর, পেরেত বল পেরেত—আমার হাত ধরে টানছিল। টাকার লোভ দেখাচ্ছিল। আমি চীৎকার করলাম, তুমি এলে ওরা পালিয়ে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে গেল আমি পড়ে গেলাম।

নিতাই। আলোটা পড়ে নিভে গেল। দাঁড়াও আলো জ্বালি।

বসন। না। আমি যাই। আসরে যাই? (উঠিল টলিতে লাগিল)।

নিতাই। (ধরিল) বসন। তুমি টলছ। তুমি কি মদ খেয়েছ? না তো। তবে—একি এ যে জ্বর। আজও তোমার জ্বর?

বসন। জ্বর আমার প্রেমে পড়েছে ভাই!

নিতাই। তুমি শোও। তুমি শোও। এ জ্বরে নাচলে তুমি বাঁচবে না। আমি বলে আসি।

বসন। না। তুমি গেলেই পাপেরা পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকবে। আর মাসী জানে। সন্ধ্যে থেকেই জ্বর এসেছে। মাসী বললে শুয়ে থাক। শুয়েই ছিলাম ইস্টিশানে। তোমার কথাগুলো মনে পড়ল। তোমাকে গোটা কতক কড়া কথা বলতে এসেছিলাম। গাল দিতে এসেছিলাম। তা —তুমিই গাল দিলে। (সে খাটিয়াব উপর শুইয়া পড়িল) আঃ—মাথাটা খসে যাচ্ছে। একটু টিপে দেবে? (নিতাই কপালে হাত দিল) কি ঠাণ্ডা তোমার হাত। আঃ জুড়িয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল।

নিতাই। আমার অন্যায় হয়েছে বসন। আমি তোমাকে গাল দিয়েছি।

বসন। তা বেশ করেছ। আমরা তো শিমুল ফুলই বটে।

নিতাই। না তুমি এমন নাচতে পার, গাইতে পার—। তুমি শিমুল ফুল নও।

বসন। তবে?

নিতাই। কেয়াফুল!

বসন। কেয়াফুল! কে! কে!

নিতাই। কোথায়! কে!

বসন। কে যেন—কে যেন উঃ বলে উঠল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

[জানালায় ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়াছিল—সরিয়া গেল]

নিতাই। কই কে? কেউ তো নাই!

বসন। জ্বরের ঘোরে তবে ভুল শুনেছি?

নিতাই। তুমি কেয়াফুল। তোমার দোষ সে বিধির ভুল।

হায় করিল কে ভুল!

মন মাতানো বাসে ভরা সারা বুক
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।

[গান শেষ হইবামাত্র ঝপ করিয়া কি আসিয়া পড়িল। উভয়েই চমকিয়া উঠিল। ঠাকুরঝি জানালা হইতে সরিয়া গেল। নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল]

বসন। ও কে। কে গেল?

নিতাই। কেউ না।

বসন। কেউ না? (বসন জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। নিতাই দেশলাই জ্বালিল। মেঝের দিকে চাহিল। হার-ছড়াটা তুলিয়া লইল)

বসন। (ফিরিয়া আসিল হাসিতে হাসিতে) ও মা গো! মেয়েছেলে! কবিয়াল তোমার মনের মানুষ! আমাকে তোমায় ঘরে দেখে ছুটে চলে গেল।

[হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।]

নিতাই। জ্বর-গায়ে কোথায় যাবে?

বসন। মরতে নয়, আসরে অনেক নাগর পথ চেয়ে আছে। একলা তোমার ঘরে থাকলে কি চলে ধূলোর নাগর! ভুলে যেয়ো। তবে তোমার গান আমি গাইব।

হায় করিল কে ভুল! হায় রে!

বড় মিষ্টিগান। আর দেখা হবে না, চলি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ী (বৃন্দাবনের বাড়ী)

[প্রাচীন বিশ্বাস মত ভূত প্রেত ঝাড় ফুঁকের সরঞ্জাম সাজানো। এক জন ওঝা খেলারাম ওঝা সরঞ্জাম সাজাইতেছে। শীর্ণকায় নগ্নদেহ দাড়ি-গোঁফ-জটা-সমন্বিত ব্যক্তি। জটা দুই চারিটার বেশী নয়। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। নীরবেঅনর্গল মন্ত্র আওড়ানোর মত ঠোঁট নাড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বলিতেছে— কালী-কালী-কালী। পরিশেষে চীৎকার করিয়া—বোম শঙ্কর। শিবো হে—। দাঁড়াইয়া আছে রাণী ও বৃন্দাবন।]

রাণী। খবর পেয়ে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। ছুটকির কি হয়েছে বেন্দাবন? কি অসুখ? এ সব কি।

ওঝা। (কথা সে খোনাস্বরে কয়) খেঁলারাম ওঁঝাকে চেন না? এঁ সঁব খেঁলারামের খেঁল। যেঁ বিষের যেঁ মন্তর! এঁই অঁসুখের এই চিঁকিচ্ছে। হুঁ—হুঁ বাবা!

বৃন্দা। বউ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল দিদি। মাঝে মাঝে দাঁত লাগছে। গুন গুন করে গান গাইছে। কাঁদছে।

ওঝা। এঁর পঁর নাঁচবে। ঘঁর ছেঁড়ে ছুঁটে পাঁলাবে। মানুষের ঘাড়ে কাঁমড়াবে। হুঁ—হুঁ।

রাণী। কি করে হ'ল? সেদিন যে ঝুমুরের আসরে ছিল। আমার পাশেই বসল। তা পরেতে কখন সুট করে উঠে গিয়েছে জানি না। তুমি শুধালে—বউ কোথা। তা—।

বৃন্দা। তুমি বললে, দেখ তা হ'লে ঘরে গিয়েছে। আমি দেখলাম ঘরে নাই। তখন কি করি—ইদিক উদিক খুঁজলাম। শেষ লাইনের ধারে নজর পড়ল কি যেন সাদা মতন পড়ে অয়েছে। গিয়ে দেখি বউ। জ্ঞান নাই, সাড়া নাই। বাক্যি নাই। চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান হয় না। শেষে জ্ঞান হোল তো

একেবারে ক্ষেপা মানুষ। কি করব, অনেক কষ্টে কাঁধে করেই একরকম বাড়ী নিয়ে এলাম। মা বললে ওঝা ডাক। ওই নাইন যেখানে হয়েছে সেখানে কত গাছ ছিল। কত গাছে তেনারা থাকতেন।

ওঝা। ভূঁত পেঁরেতে পিশাচ বেঁহ্মদৈত্যি কঁন্ধকাটা গঁলায় দড়ে—কঁত কঁত কঁত। সঁব ঘুঁরে বেঁড়াচ্ছে। বাঁতাসে ভেঁসে বেঁড়াচ্ছে। ক্ষণ পেঁলেই—হুঁ হুঁ বাঁবা।

[ঠাকুরঝি ও শাশুড়ীর প্রবেশ। ঠাকুরঝির চুল খোলা। বেশ অবিন্যস্ত। কাঁধের আঁচল পিঠের দিকে মাটিতে লুটিতেছে। চোখে উদাস বিভ্রান্ত দৃষ্টি]

শাশুড়ী। বউ মাথায় কাপড় দে। কাপড় দে।

ঠাকুরঝি। (সুরে) গুন গুন করিয়া উঠিল—

করিল কে ভুল হায় রে।

মন মাতানো বাসে—।

আহা তারপর? তারপর কিগো? তোমরা জান?

রাণী। ছুটকি! ছুটকি! কি বলছিস্?

ঠাকুরঝি। তা আবার পারি না? দিনরাত গাল দাও! তা—(হাসিল)

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদে?

তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল কাজ কি বল বাঁচার সাধে?

তা ই কি হল? ভুল! ভুল! (হাসিয়া) লজ্জায় মরে যাই। ছি-ছি-ছি! এমন ভুল? হায় কবিয়াল?

রাণী। হুঁ। সব বুঝেছি আমি। তুমি ঠিক বলেছ ওঝা, ঠিক বলেছ। এ মানুষের কাজ। ডাইন! ডাকিন! রাক্ষস!

ওঝা। হুঁ-হুঁ-বাঁবা, আঁমিও খেঁলারাম ওঁঝা। বুঁনো ওঁলের বাঘা তেঁতুল। বঁস এঁইখানে বঁস। বঁসাও গোঁ।

শাশুড়ী। (ঠাকুরঝিকে ধরিয়া) বউ, এইখানে--এইখানে বস।

ঠাকুরঝি। ক্যানে? আমি পারব না। দুধ নিয়ে আর যাব না। না-না। যাব না! না।

শাশুড়ী। ধরনারে বেন্দা। হাঁ করে দেখছিস কি?

বৃন্দা। হাত-পা আসছে না মা। আমার—(সে উঠিল) বউ, বউ, এইখানে বস।

রাণী। ওরে রাক্ষস, ওরে ডাইন—ওরে পাষাণ—। আমি চল্লাম। বৃন্দাবন আমি চললাম। সে রাক্ষসকে—। (প্রস্থান)

[ঠাকুরঝিকে বসাইল]

ওঝা। কাঁলী কঁরালী, নরমুণ্ডমালী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডা, চামুণ্ডা, হুং হুং হুং হুং, খুং খুং খুং খুং, লুং লুং লুং লুং—

[রাজনের প্রবেশ]

রাজন। এ কেয়া ?

ওঝা। চাং চাং চাং চাং, কাং কাং কাং কাং—বল তুই কে বল ? (ঝাঁটা তুলিল)

[রাজন ওঝার হাত ধরিল]

রাজন। খবরদার। চাং চাং চাং চাং ! (ওঝার গলা ধরিল) ভাগো হিয়াসে ভাগো। নেহি তো হম মার দেগা।

শাশুড়ী। ওরে মিনসে। সোহাগের বোনাই আমার ! ছাড়। ওঝা ঝাড়তে এসেছে, উনি এলেন আমার সাউকিরি করতে। ছাড় বলছি। বৃন্দাবন, বল না রে।

বৃন্দা। দাদা ?

রাজন। আমি পুলিশে খবর দোব বৃন্দাবন। ওঝা তুমি সাবধান। আমি পুলিশ নিয়ে আসব।

ওঝা। ওঁ সঁব হাঁঙ্গাঁমে খেঁলারাম থাকে না। ছেঁড়ে দাঁও আঁমি চঁলে যাঁই।

রাজন। ঠাকুরঝি ! বহিন ! কেয়া হুয়া বহিন ? ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি। হায় জামাইদাদা। করিল কে ভুল হায় রে ! আর আমি যাব না। আর আমি যাব না।

রাজন। কি হ'ল তোর ?

ঠাকুরঝি। আমি মরে যাব জামাইদাদা, আমি মরে যাব। সব ভুল, সব ভুল।

রাজন। ওঠ। (ধরিয়া তুলিল) হম ডাকতর বোলনে যাতা। ফিন যব ওঝা ডাকেগা, কি উস্ লেড়কী কি মারেগা, গালি দেগা তো হম পুলিশকে খবর দেগা।

ঠাকুরঝি। বল জামাইদাদা বল—

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদে?
কাজ কি ওরে কালো চোখে, কাজ কি তবে বাঁচার সাথে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিতাইয়ের বাসা

[নিতাই দাঁড়াইয়া আছে।
নেপথ্যে রাণী গালি দিতেছে।]

নেঃ রাণী। ওরে ডাইন, ওরে ডাকিন, ওরে রাক্ষস। এত লোভ তোর, এত লালস! ওই কচি মেয়ের উপর—

নেঃ রাজন। খবরদার! তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে দোব! চোপ!

নিতাই। (গুন গুন করিয়া গাহিল—)

চাঁদ তুমি আকাশে থাক, আমি তোমায় দেখব খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো চাঁদ, সোনার অঙ্গে লাগবে কালি!

সেই ভাল আমার হাতে কালি আছে। তোমার অঙ্গে কালি লাগবে। আমার কলঙ্ক সইতে পারি। তুমি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। তোমার ঘরে তুমি চিরকাল ঝলমল কর। আমি চলে যাব। চিরদিনের জন্যে চলে যাব—

চলব আমি দেশান্তরে
আঁধার দেশের পাতালপুরে
তুমি ষোল কলায় ফুটে জ্যোৎস্নাধারা ঢাল খালি॥

নেঃ রাজন। ওস্তাদ—(রাজন প্রবেশ করিল।)

নিতাই। রাজন, কেমন আছে ঠাকুরঝি?

রাজন। তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন?

নিতাই। কি রাজন ?

রাজন। ঠাকুরঝি তোমাকে ভালবাসে! তুমি—

নিতাই। মিথ্যে বলব না রাজন, হ্যাঁ বাসি। কিন্তু বিশ্বাস কর মনের অজান্তে ভালবেসেছি। আমি গান গাইতাম সে শুনত। কিন্তু কোনদিন তার অঙ্গ আমি স্পর্শ করিনি, কোনদিন পাপদৃষ্টিতে চাই নি। (হাত তুলিয়া) ওই ওপরে যিনি আছেন তিনি সাক্ষী।

রাজন। জানি ওস্তাদ, আমি জানি—উ তুম করনে নেহি সকতা হ্যায়।

নিতাই। তুমি জানবে না তো কে জানবে রাজন—

রাজন। উ পাগল হোগেয়ি তুমারা লিয়ে। আর—

নিতাই। পাগল ?

রাজন। হাঁ। আব তুম উসকো বাঁচাও। হামারা বাত শুনো।

নিতাই। কি বল ?

রাজন। তুম উস্‌কো সাদি কর লেও, বৃন্দাবনকো সাথ উসকো সাদি তোড় দেগা—

নিতাই। না রাজন, না, সে হয় না।

রাজন। কাঁহে ?

নিতাই। তুমি ভুলে গেলে রাজন আমরা জাতে আলাদা।

রাজন। জাত কেয়া ? ভালবাসামে জাত কেয়া ?

নিতাই। না, না, রাজন, তবু হয় না—

রাজন! কেঁও ?

নিতাই। কারো পাতানো ঘর কি ভেঙ্গে দিতে আছে ভাই। যে দুঃখ আমার বুকে আছে সেই দুঃখু বাজবে বৃন্দাবনের বুকে। তোমার শাশুড়ীর কথা ভাবো রাজন, তোমাদের জাতের কাছে তাদের মাথা হেঁট হ'য়ে যাবে। না রাজন, তা হয় না রাজন। বৃন্দাবন সুখে থাকুক, দিন গেলে ঠাকুরঝির মন আবার সুস্থ হবে, ঘরে বসবে। ভগবান তাকে সুখী করবেন। হ্যাঁ, এই দেখ পাঁচটা টাকা ঠাকুরঝির দুধের দাম, ডাক্তারবাবুকে দিয়ে ভাল করিয়ে দেখিও। আর এই হারটা—না, এটা থাক।

রাজন। তুমহারা বাত হাম নেহি শুনেগা ৺বিয়াল। হাম যাতা হ্যায় ডাক্তারকা পাশ। হাম উসকো জরুর বাঁচায়েগা। ঠাকুরঝি ভাল হোগা।

উসকো পুছেগা উয়ো ক্যা চাহতী হ্যায়। উয়ো যো বোলেগী হাম ওহি করেগা। বাকী ভরসা সিয়ারাম কা চরণ, আর তুমহারা ধরম! (প্রস্থান)

নিতাই। হে ভগবান, বল প্রভু আমি কি করি? না। অধর্ম হবে। না বিয়ে করলেও, ঠাকুরঝিকে দেখিয়ে বলবে—না আমি চলে যাব। দেশান্তরে আঁধার দেশে।

নেপথ্যে। নেতাইচরণ!

[মাসীর দলের বেহালাদার প্রবেশ করিল]

নিতাই। কে?

বেহালাদার। আমাকে চিনতে পারলে না?

নিতাই। ও তুমি তো ঝুমুরদলের বেহালাদার?

বেহালাদার। হ্যাঁ ভাই। বিপদে পড়ে এসেছি। আমাদের দলের কবিয়াল লারান পালিয়েছে। বসনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। মদের জন্য বসনের আংটি চুরি করেছিল। বসন তাকে লাথি মেরেছে। সে পালিয়ে গিয়ে আর এক ঝুমুরদলে মিশেছে। আমাদের দলে কবিয়াল নাই। শুধু নাচে আসর জমছে না। তার ওপর লোকটা অন্য দলে থেকে আমাদের গালাগাল করছে। আমাদের মাথায় জুতো মারছে ভাই। ঝুমুরদলে তুমি থাক, না থাক, এবারের মত আমাদের মান বাঁচাও। মাসী পাঠালে, বললে—সে লোক ভাল, তাকে তুই গিয়ে নিয়ে আয়। (হাত ধরিয়া) তোমাকে যেতে হবে ভাই।

নিতাই। তাই তো ভাই। ঝুমুর দলের পাল্লা—

বেহালাদার। বসন বলে দিয়েছে আলাদা ক'রে। বলেছে—তার মানটা এবারকার মত রাখ তুমি। দল সুদ্ধ তারওপর রেগেছে। বাক্যিবাণে মাসী তার শরশয্যে পেতে দিয়েছে কবিয়াল। লোকটা যা করুক এই মেলার মুখে সে তাকে কেনে লাথি মারলে, ক্যানে তাড়ালে? বসন বলেছে—তুমি তাকে গিয়ে বলো—সে বুঝবে। কি বললে—ভগবান ভুল করেছে—আমার অঙ্গে অনেক কাঁটা! তা বলে সেও কি আসবে না আমার দুঃখের সময়ে?

নিতাই। (হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া গুন গুন করিল—)

করিল কে ভুল হায়রে—

বেহালাদার। বসনও এই গান গাইছে—

মন মাতানো বাসে ভরা সারা বুক—
করাত কাঁটার ঘেরে ঘেরা কেয়াফুল।

নিতাই। চল আমি যাব। (টিনের স্যুটকেশ তুলিয়া লইল) দাঁড়াও। ধর। (সে নতজানু হইয়া বসিল, প্রণাম করিল) মা গো! আমার সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করো মা। মাগো!

বেহালাদার। ঝুমুরদলে গেলে কি এতই পাপ হয় কবিয়াল?

নিতাই। না ভাই। আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব বলে পুঁটলি বেঁধেছিলাম। যাবার মুখে তুমি এলে। মা চণ্ডীকে বলছি—কত অপরাধ করেছি, সব ক্ষমা করো। আর আমি হয়তো ফিরব না ওস্তাদ!

[বাহিরে ট্রেনের ঘণ্টা বাজিল, হুইসিল বাজিল। ট্রেনের শব্দ হইল

(রাজনের প্রবেশ)

রাজন। ওস্তাদ, কবিয়াল! কাঁহা যাতা হ্যায়? কবিয়াল!

নিতাই। বায়না এসেছে রাজন। ডাক এসেছে।

রাজন। কব লউটেগা। কবিয়াল—কবে ফিরবে?

নিতাই। জানি না। যাচ্ছি কাটোয়া, সেখান থেকে অগ্রদ্বীপ, সেখান থেকে ডাঁইহাট নবদ্বীপ—তারপর ওপারে শান্তিপুর—

রাজন। দুনিয়া ভোর তুমারা বয়না আয়া ভাই? কবিয়াল!

নিতাই। দুনিয়া ভোর। রাজন, দুনিয়া ভোর।

তৃতীয় দৃশ্য

[ঝুমুর দলের আস্তানা। বসন্তের ঘর। বসন্ত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সামনে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে উস্কাইয়া দিতেছে আর গান গাহিতেছে। মাসী ঘরে প্রবেশ করিল। আসবাব নাই। শুধু একখানা খাটিয়া।]

মাসী। বসন! কই লো তোর সাজগোজ হল? কাপড় ছাড়লি?

বসন। (প্রদীপ উস্কাইয়া দিতে দিতে বলিল) মাসী!

মাসী। এ কি লো? এখনো বসে বসে পিদিমে শলতে উস্কে খেলা করছিস? নির্মলা ললিতের সাজ হয়ে গেল!

বসন। তুমি ওদের নিয়ে ঘুরে এস মাসী। আমি যাব না।

মাসী। (ধমক দিল) বসন!

বসন। (আর্তভাবে) মাসী—

মাসী। ও সব ঢঙ, আমার কাছে চলবে না।

বসন। আমি আর আসরে দাঁড়িয়ে গাল খেতে পারব না। কাল আমাকে—

মাসী। নেড়ী কুত্তী বলেছে। বেশ করেছে। তার আমি কি করব? আমাদের গাল দেয় নাই?

বসন। আমি না থাকলে নারাণ তোমাদের গাল দেবে না মাসী।

মাসী। তাতে আরও ভাল হবে। লোকে নির্মলা ললিতাকে দেখে হরি-বোল বলে চলে যাবে। তোর চটকের নাচে তবু দশটা লোক দেখে— দু-দশ আনা পড়ে।

বসন। তোমার পায়ে পড়ি মাসী, তোমার পায়ে পড়ি!

মাসী। তাতে পেট ভরবে না বসন। এতবড় দলের দু'বেলা খোরাক আছে। এক-একজনের মোষের খোরাক। ওঠ!

বসন। (এবার দৃঢ়ভাবে) না। আমি যাব না। পারব না।

মাসী। তুই নারাণকে তাড়িয়েছিস। লাথি মেরে তাড়িয়েছিস—।

বসন। আমার আংটি চুরি করেছিল, তাকে আমি লাথি মেরেছি বেশ করেছি।

মাসী। এইবার তা হ'লে তোকে আমি ঘাড় ধরে বার করে দোব এখুনি—।

বসন। যাব। অন্য দলেও আমাকে লুফে নেবে।

মাসী। আমি বলে দোব—তোর সেই ব্যামো—

বসন। (চীৎকার করিয়া উঠিল) মাসী!

মাসী। ওঠ তা হ'লে, কাপড় ছাড়। সাজগোজ কর।— (প্রস্থান)

[বসন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের বাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিল। তারপর খাটিয়ার তলা হইতে বোতল বাহির করিল। এবং বোতলের মুখ হইতেই পান করিল। বোতলটা রাখিয়া দিল। নিজের কপালে বারবার হাতের তালু দিয়া আঘাত করিল। কঠিন আক্রোশ ফুটিয়া উঠিল।]

বসন। এই! এই! এই! এই!

ঢুলি। বসন! চা!

বসন। (ক্ষিপ্ত হইয়া) বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, হারামজাদা—।

[খাটিয়ার পাশেই ছিল একটা জলের গেলাস, সেটা তুলিয়া লইয়া ছুঁড়িয়া মারিল। গেলাসটা তাকে আঘাত করিল না; ঝনঝন শব্দে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। ঢুলিটা চায়ের ভাঁড় ফেলিয়া দিয়া "মাসী মাসী" বলিয়া বাহির হইয়া পলাইল। বসন আবার বোতল তুলিয়া খানিকটা পান করিল। নেপথ্যে কোলাহল উঠিল— এসেছে-এসেছে-এসেছে-

নেপথ্যে মাসী। বসন! বসন! (বসন্ত চঞ্চল ও ভীত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া ছুটিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল; বেহালাদার, মাসী ও নিতাই প্রবেশ করিল।)

মাসী। বসন! বসন!

নেঃ বসন। আমি যাব না। আমি যেতে পারব না।

বেহালাদার। বসন! বেরিয়ে এস।

নেপথ্যে বসন। না-না—না।

বেহালাদার। আমি ফিরে এসেছি বসন!

[বসন্ত বাহির হইয়া আসিল]

বসন। সে এল না?

[নিতাই সামনে আসিল]

নিতাই। না, আমি এসেছি বসন!

বসন। এসেছ? তুমি এসেছ! (ছুটিয়া সে কাছে আসিল। তাহার কণ্ঠে নেশার জড়িমা আসিয়াছে) তোমাকে সেদিন ঠাট্টা করেছিলাম, বলেছিলাম —ধুলোর নাগর; আজ বলছি—সে ধুলো ব্রজের ধুলো। তুমি আমার ব্রজেব নাগর। আমার ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ, বড় অপমানে আমার মান রেখেছ।

[নিতাইয়ের হাত ধরিল]

নিতাই। তুমি মদ খেয়েছ বসন!

বসন। খেয়েছি, বড় অপমান কবিয়াল—অপমানের জ্বালায় খেয়েছি।

[মাসী হাসিয়া বেহালাদারকে ইঙ্গিত করিল। উভয়ে বাহির হইয়া গেল।]

বসন। আরও খাব। এইবার আনন্দে খাব। (সে গিয়া বোতল তুলিয়া লইল। নিতাই গিয়া বলিল)

নিতাই। না, খেয়ো না।

বসন। তুমি খাও। না না, ভাল মদ আছে। বিলাতী রম মদ। খাই নাই, রেখে দিয়েছি যদি তুমি আস। এই যে খাও।

নিতাই। না। আমি মদ খাই না।

বসন। আজ খাও, খেতে হবে।

নিতাই। না।

[মাসী পুনরায় প্রবেশ কবিল]

মাসী। খাও না বাবা। গায়ে বল পাবে মনে তেজ পাবে। একটুকুন ঘোর হ'লে গান ভাল হবে। খাও।

নিতাই। না মাসী। আমি অচ্ছুৎ জাতের ছেলে। সাত পুরুষ মদ খেয়েছে, দাঙ্গা করেছে, খুন করেছে, আরো অনেক কিছু করেছে। মাসী, তাদের

পথ আমি ধরি নাই। মদও খাই না। কিন্তু দেহে তো সেই রক্ত আছে মাসী। মদ খেলে সে রক্তে আগুন ধরে যাবে।

মাসী। তবে আর দেরি করো না বাবা। আসর বসে গিয়েছে। চল। বসন, তুই কাপড় ছাড়লি না? চুল পর্য্যন্ত খুলে ফেলেছিস?

বসন। এলো চুলে নাচব মাসী, আজ এলো চুলে নাচব আমি।

[বলিয়াই সে গান ধরিয়া নাচ স্থরু করিল]

আমার এলো চুল উড়বে পাকে পাকে।
(ও তার) গন্ধবাসে মৌমাছিরা জুটবে লাখে লাখে।

(গানের বিরতির মধ্যেই সে বলিল) এস মাসী। চল আসরে (প্রস্থান)

মাসী। তুমি যাও বাবা। আমি যাচ্ছি। এসব পাহারার ব্যবস্থা করে যাই। আমার তো হাজার দায়। (নিতাই অবাক হইয়া বসনের গমন পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাসী দেখিয়া হাসিয়া বলিল) এতেই অবাক হ'লে বাবা? বসন আমার ফুলন্ত গাছ। ও হেসে অঙ্গ দোলালে ঝর ঝর করে শিউলির মত ফুল ঝরে পড়ে।

নিতাই। মেলার পরে কিন্তু আমি ছুটি নেব মাসী।

মাসী। কেন বাবা?

নিতাই। না। (প্রস্থান)

মাসী। আজ কিন্তু মনে বল করে গান করবে বাবা। ভড়কে যেয়ো না যেন।

চতুর্থ দৃশ্য

[নিতাইয়ের স্টেশনের জনশূন্য বাসা। খাঁ খাঁ করিতেছে।
কাল রাত্রি। ঘর দোর খোলা। বাহিরে জ্যোৎস্না।
সেই জ্যোৎস্নায় খোলা জানালায় কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পিত
ডাল দেখা যাইতেছে। দূরে স্টেশনে ট্রেনের
ঘণ্টা বাজিতেছে।]

নেঃ রাজন। রাত বারা বাজকো ডাউন পাসিঞ্জার আতা হ্যায়। টিকিটকে ঘণ্টা। এ—।

[বাহিরে জানালার ধারে বিকৃত মস্তিষ্কা ঠাকুরঝি আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—কবিয়াল! তারপর সে আসিয়া শূন্য ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় দুধের ঘটি]

ঠাকুরঝি। কবিয়াল! শুনছ? আমি আর দুধের রোজ দিতে পারব না। লোকে মন্দ বলছে। আমি আর পারছি না। আর পারছি না। আর পারছি না। বাব্বাঃ। (বসিয়া পড়িল) কবিয়াল! কোথা গেলে? মাঠে বসে নতুন গান বাঁধছ? (হাসিল) বাব্বাঃ—কি মজার মানুষ! কিন্তু গান বড় সুন্দর!

[বাহিরে ট্রেনের হুইসেল ও ট্রেনের শব্দ। ঠাকুরঝি শুইয়া পড়িল। গুন গুন করিতে লাগিল]

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি, সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে॥

[কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। বাহিরে রাজার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সীয়ারাম। সীয়ারাম। তারপর তাকে দেখা গেল। জানালার ওপারে। সে একবার দাঁড়াইল। চমকিয়া ডাকিল—কে? কে? বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল ব্যাকুল আগ্রহে—]

রাজন। কবিয়াল! (হাতের স্টেশন-লণ্ঠনের আলো ফেলিল ঠাকুরঝির উপর। চিনিয়া চমকিয়া কাছে আসিল) ঠাকুরঝি! বহিন! ঠাকুরঝি! (ঘটিটা তুলিয়া দেখিল, উপুড় করিল—দেখা গেল শূন্য ঘটি) হে ভগবান!

পঞ্চম দৃশ্য

[মেলার আসর। একপাশে নারাণ ও দুইটা মেয়ে। অন্যপাশে মাসী, নির্মলা, ললিতা, বসন, বেহালাদার। মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে নিতাই, পাশে ঢুলি। দুইজন লোক প্রবেশ করিল। বাহিরে জনতা বসিয়া আছে।]

জনৈক ব্যক্তি। বসে যাও। তুমি বসে যাও। তোমার ওসব ধর্ম কর্ম চলবে না। বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমোও গে যাও।

[জনতা হাসিল]

নিতাই। গো রস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠল বিকায়। তা জানি। তা প্রভু অনেক তাড়ি তো খেলেন! একটু দুগ্ধ পান করে দেখুন কেমন লাগে?

নারাণ। এখানে কেউ বাছুর নেই কালাচাঁদ। দুধ এখানে কেউ খাবে না মানিক।

(সুরে) ও কেউ খাবে না, খাবে না।
দধি দুগ্ধ চলবে না হে!
ও জলো দুধ আর টকো দই কেউ খাবে না, খাবে না!
চন্দ্রাবলীর এঁদো গলির জলো দুধ আর টকো দই!—

মহাশয়গণ।

ব্যক্তি। ভাল ভাল! বল ওস্তাদ।

নারাণ। (উঠিল) ওই যে চন্দ্রাবলী। ওই যে সুন্দরী। ওই যে মাকাল ফল। ওতেই কালাচাঁদ মজেছেন। ওর জলো দুধ আর টকো দই কাঁধে নিয়ে ভারী সেজেছেন। হায় হায় হায় আমার রাধার কাছে চন্দ্রাবলী—

ময়ূরী আর কুকুরী—
সিংহিনী আর শূকরী—
চন্দ্রাবলী আর রাধায়
কালো আর সাদায়
শিমুলে আর বকুলে
কাকে আর কোকিলে ?
ওই চন্দ্রাবলী কাকিনী কাকিনী।
রং চং মাখা মায়াবিনী ডাকিনী !
রাঙানো খোলসের মধ্যে সাপিনী
কুকুরী শূকরী কাকিনী সাপিনী মহাপাপিনী।
ওর সর্বাঙ্গে রোগ ও ছেলেটার ডাকিনী ॥

মহাশয়গণ। কালাচাঁদ মজেছেন কালো বোদা কালো জামে।

ওস্তাদ। হায় হায় হায়।

মাসী। নিতাই ওস্তাদ, ধর গান ধর, জবাব দাও।

নিতাই। খেউড় আমি গাইতে পারি না মাসী।

মাসী। বসন! বসন!

[বসন্ত উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

নিতাই। বসন!

বসন। (ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত উঠিয়া দাঁড়াইল) কি? কি? কি? কি?

নিতাই। আমি কি করব বসন। আমি খেউড় গাই না। গাইতে জিভে আটকায়।

[নিতাই বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত তার গালে চড় মারিল]

বসন। তবু ন্যাকার মত সামনে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কেন? কেন?

[মারিয়াই সে ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল। নিতাই এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আসর হইতে বোতল তুলিয়া লইল। শুঁকিল তারপর বোতলটা লইয়া আক্রোশভরে বাহির হইয়া গেল।]

মাসী। যেমন আমার কপাল তেমনি হবে তো। কপালে যে অলক্ষ্মী জুটেছে। বসন্ত সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। লাথি মেরে নারাণকে তাড়ালে।

[ঠিক এই সময় মেলার আসরে নিতাই ঘুরিয়া আসিল]

নিতাই। মহাশয়গণ! যখন ধম্ম কথায় হয় না, তখন দিতে হয় গাল। গণ্ডারের চামড়া—ছুঁচ যখন ফুটল না, তখন ফোটাতে হবে ফাল। আমি এইবার ফাল ফোটাব।

[দর্শক এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল]

ব্যক্তি। ভাল, ভাল। এই যে বেশ বলছে।

নারাণ। বলিহারি কালাচাঁদ—টিকিতে আগুন লাগিয়েছ লাগছে, তেতেছে!

নিতাই। জলছি বৃন্দে জলছি। সেই জ্বালাতে ওলো বুড়ী তোকে বলছি। শোন—

বুড়ী দূতী, নেড়ী কুত্তী জুত্তী ছাড়া নয় সায়েস্তা
ছড়িব বাড়ি মারলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা।

নেঃ কয়েক ব্যক্তি। বলিহারি বলিহারি। বহুৎ আচ্ছা।

নেঃ এক ব্যক্তি। ওস্তাদের মার শেষ রাতে লাগছে।

নিতাই। হ্যাঁ মশায়। শেষ রাতে। এখন শুনুন! ওলো বুড়ী একি সেজেছিস্? এ্যাঁ! (গান)

বৃন্দে, কোঁচকা মুখে এ বুড়ো বয়সে রসকলি কাটিসনে
রসের ভিয়েন জানিস নাকো, গেঁজলা তাড়ি ঘাটিসনে॥
হায় বুড়ী মরে না, মরণ নাই—

মাসী। বলিহারি বলিহারি ওস্তাদ! এ যে মানিক আমার।

নিতাই। দোহারগণ!

দোহার। হ্যাঁ হ্যাঁ।

নিতাই। বলতে পার যমের ভয়টা কি? কিসের ভয়ে ওকে নেয় না?

মাসী। যমের অরুচি ওস্তাদ।

নিতাই। হল না। যমের রুচি অরুচি নাই।

নির্মলা। সেখানে গিয়ে পেজোমি করবে, সেই ভয়ে ওস্তাদ?

নিতাই। এও হ'ল না। তার জন্তে যমদূতের ডাণ্ডস আছে। মেরে বাকী দাঁত কটা ভেঙে দেবে।

ব্যক্তি। তবে? এইবার তুমি বল শুনি।

[বসন্ত প্রবেশ করিল]

বসন্ত। আমি বলছি—আমি বলছি। কালাচাঁদ, আমি বলছি।

নিতাই। চন্দ্রাবলী! তুমি? এসেছ? আচ্ছা বল শুনি।

বসন্ত। সেখানে গিয়ে ও পাছে যমের সঙ্গে পীরিত করতে চায়—তাই, সেই ভয়ে ওকে নেয় না।

নিতাই। এই আমার চন্দ্রাবলী। ঠিক বলেছে। ওলো বৃন্দে! ওলো দূতী বলি শোন! চন্দ্রাবলীকে তুই রাধা থেকে ভিন্ন দেখছিস কেন? মহাশয়গণ।

বাহির হইতে জনতা। বল-বল!

নিতাই। নারীকে চিনতে পারে কে? ওই বৃন্দে ও তো নিজেও মেয়েছেলে। হায় রে হায় কেউ কি ছাই নিজেকে আমরা জানি? তার ওপর—

বুড়ীর চোখে পড়েছে ছানি
বুড়ি কানি কানি কানি॥ (ঢোলে কুড়ুম)

হায়-হায়! নইলে যিনি কালী তিনিই তারা তিনিই মা ভোবনেশ্বরী! বটে কিনা বলুন?

ব্যক্তি। ঠিক ঠিক! কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী!

নিতাই। যিনিই লক্ষ্মী তিনিই সীতা—। (ঢোলে কুড়ুম)

ব্যক্তি। বাহবা বাহবা!

নিতাই। যে রাধা সেই চন্দ্রাবলী। (ঢোলে কুড়ুম)
হায় নারীকে চিনতে পারে কে?
চরণতলে বক্ষ পেতে শিব সে নারে রে।

বাহিরে জনতা। বলিহারি বলিহারি। হরি হরি বলো ভাই। হরি-হরি বলো। জিৎ চন্দ্রাবলীর জিৎ।

[ঢোলে গানের শেষের বাজনা বাজিয়া উঠিল। মাসীর দলের লোক ছাড়া সকলে বাহিরে চলিয়া গেল। মাসীর দলের ললিতাও চলিয়া গেল। মাসী প্যালার থালা উঠাইল। নিতাইও বাহিরে চলিয়া গেল টলিতে টলিতে]

বসন। কবিয়াল! কবিয়াল! (অনুসরণ করিল)

মাসী। বেহালাদার!

বেহালাদার। মাসী!

মাসী। (প্যালা ভর্ত্তি থালা দেখাইল) দেখেছ!

বেহালাদার। এ যে অনেক মাসী।

মাসী। এ খাঁটি সোনা বেহালাদার।

বেহালাদার। সোনার বেশী মাসী, হীরে!

মাসী। কিন্তু গেল কোথায়? (চকিত ভাবে সামনের দিকে তাকাইল)

নির্ম্মলা। বড্ড মেতেছে। আজ পেথম কিনা? তা বসন সঙ্গে আছে।

মাসী। ঠিক আছে। বসন আমার খাঁটি সোনা। হীরেকে ঠিক ধরবে। চল, বাসায় চল।

বেহালাদার। (হঠাৎ) ললিতে! ললিতে কই?

নির্ম্মলা। (মুচকি হাসিয়া) বেহালায় ছড় টানো ভাই। একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়েছে।

মাসী। মরণ! আয়। (নির্ম্মলা ও মাসীর প্রস্থান)

[বেহালাদার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেহালা কাঁধে রাখিয়া ছড় টানিতে লাগিল। দৃশ্যান্তরের সকল সময় বাজিতে থাকিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বসন্তের ঘর। নিতাই ঘুমাইতেছে। বসন মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরে পাখীর শব্দ শোনা গেল। দূরে বাজিয়া উঠিল প্রভাতী টহলের করতাল, তাহার সঙ্গে দূরাগত সঙ্গীত—"রাই জাগো, রাই জাগো। শুকসারী বোলে। কত নিদ্রা যাবে রাই কালো মানিকেরই কোলে।" বাহিরে জানালায় উষার আলো দেখা দিল। নিতাই জাগিল। উঠিয়া বসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সে কোথায়? গত রাত্রির স্মৃতি তাহার ঝাপসা দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল বসনের দিকে। সে চমকিয়া উঠিল। তারপর খাটিয়া হইতে সন্তর্পণে নামিয়া দাঁড়াইল। এদিকে খাটিয়া নড়াতে বসনও চোখ মেলিল। কিন্তু মাথা তুলিল না। নিতাই নিজের চাদরখানা টানিয়া লইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া সুটকেশ লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। বাহির হইবার মুখে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল। বসনের চোখ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল সে চোখের দৃষ্টি অতি করুণ বিষণ্ণ। অনন্ত বেদনা সে দৃষ্টিতে। চোখাচোখি হইতেই বসন তেমনি হাসিয়া বলিল—]

বসন। চলে যাচ্ছ?

নিতাই। বসন!

বসন। আমি জানি তুমি থাকবে না। কিন্তু এমন ক'রে—

নিতাই। না বসন। প্রভাতী টহলে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ। সারারাত পরিশ্রম করেছ, তার ওপর দেহটাও ভাল নয় তাই জাগাই নি। আমি যাচ্ছি চান করতে। চান করে একবার মন্দিরে যাব।

বসন। কিন্তু তুমি তো আর ফিরবে না কবিয়াল!

নিতাই। না, বসন না। ফিরব বৈ কি? তবে হ্যাঁ—আমি—

বসন। জানি, তোমার মনের কথা আমি জানি। আমাদের এ বাতাস তোমার সহ্য হবে না। কাল সারারাত তুমি ঘুমের মধ্যে ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি

করেছ। আর বলেছ—না—না। আমি তোমার মাথা টিপে দিতে গেলাম, তুমি চেঁচিয়ে উঠলে—না। হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নিতাই। আমি তোমাকে মেরেছি?

বসন। না আমিই মেরেছি তোমাকে। মনের দুঃখে তুমি জোর করে মদ খেয়েছ।

নিতাই। সে সব তুমি ভুলে যাও। সে আমার মনে নাই। কাল কবিগানে তোমার দৌলতে আমি গালিগালাজ করতে পেরেছি। কবিগান করতে গেলে ও না হলে চলে না।

বসন। আর তুমি? তুমি আমার মান রেখেছ। কি সেই গানটি কবিয়াল?

(আবৃত্তি) ফুলেতে ধূলাতে প্রেম
হয় নাকো ফুল ফোটার কালে
ঝরা ফুলকে বুকে করা
লেখা মাটির পোড়া কপালে।

তাই সত্যি হ'ল। আর ব্রজের সখা, ধুলোর নাগর আর বলব না তোমাকে। নারান আমাকে ছিঁড়ে পায়ে দলে দিতে চেয়েছিল, তুমি—।

নিতাই। ওসব মনে করো না ভাই। খেলতে এসেছিলাম। খেলা করে চলে যাব।

বসন। তাই যাও। তোমাকে আটকাবো না। তুমি ফিরে যাও। তোমার সেই ইস্টিশানের ঘরে। সেই কেষ্টচূড়ার গাছ, সেই ঠাকুরঝি, সেই তোমার মনের মানুষ—না কবিয়াল? সেদিন জানালায়—।

নিতাই। ও-কথা থাক বসন, ও-কথা থাক। কিন্তু সেখানেও আর আমি যাব না। ঠাকুরঝি ভাল থাক, নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত সে দিন দিন কলায় কলায় বাড়ুক—। আমি সেখান থেকে চিরদিনের মত চলে এসেছি। বেরিয়েছি পথে। মেলায় মেলায় কবিগান করব। অবসর মত পথের ধারে বসে তোমাদের মনে করে চোখের জল ফেলব—আর গাইব—ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।

বসন। দাঁড়াও তোমাকে পেনাম করি!

নিতাই। না—না—বসন না।

বসন। না নয় (প্রণাম করিয়া উঠিল), পথে বেরিয়েছ—তোমাকে থাকতে বলতে পারবে না। তুমি যাও। আমার কপালের দুঃখ আমারই থাক; তোমাকে তার ভাগী করবার অনেক লোভ ছিল। সে লোভ আমি সামলাচ্ছি॥ (হাসিয়া) রোজ আমার জ্বর হয় সে তো জানো, কিন্তু কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে—সে জানো না।

নিতাই। বসন! (হাত চাপিয়া ধরিল)

বসন। সেই জন্যেই তো এত পান খাই। লোক দেখতে পায় না, আমি নিজেও পাই না। দেখলেই বিষ, না দেখলে অমৃত। সারারাত জ্বরে কাতরাই; এই দেহেই মাসীর হুকুম মানতে হয়। রাক্ষসেরা আসে, ওঃ জীবনটা আমার বিষ করে দিয়ে যায় কবিয়াল।

নিতাই। বসন তোমার এত দুঃখ?

বসন। এখন দুঃখের কি হয়েছে কবিয়াল? এখন দুঃখের রাতের প্রথম প্রহর; এখনও রূপ আছে, যৌবন আছে; গাইতে পারি, নাচতে পারি এখনও —চারিদিকে আলো জ্বলছে। এরপর কবিয়াল মাঝরাত শেষরাত নামবে। অসুখ বাড়বে, জানাজানি হবে। অঙ্গে আমার কালি ঢেলে দেবে, আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবে, ভিক্ষে করতে হবে। তারপর একদিন পথের ধারে গাছের তলায়—কবিয়াল তোমার গান সত্যি হবে—মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। শুধু ভয়—জীয়ন্তে রাত্রে শেয়াল কুকুরে—

নিতাই। বসন! না—না—না!

বসন। কিন্তু তা-ই আমার লেকন।

[নিতাই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

বসন। যাও আর দেরি করো না। মাসীরা উঠলে সহজে তোমাকে ছাড়বে না। তুমি চলে যাও।

[নিতাই সহসা বসন্তের চিবুকে হাত দিয়া তুলিয়া ধরিল]

বসন। কি দেখছ?

নিতাই। কেয়াফুল।

বসন। কেয়াফুলও শুকোয় কবিয়াল। দেখতে পাচ্ছ, ভুরুতে দাগার চিহ্ন, চোখের কোণে কালি?

নিতাই। (সুটকেশ নামাইল) তা হলে আমার দূরে গেলে চলবে কেন ভাই? আমি যে ধুলো।

বসন। না—না, তুমি যাও, তুমি যাও।

নিতাই। না। তোমার সঙ্গে আজ গাঁটছড়া বাঁধলাম বসন।

বসন। বলো না বলো না, বলতে নাই।

নিতাই। তুমি মরলে আমি খুলে নোব। আমি মরলে তুমি খুলে নিও বসন।

[বসন ছুটিয়া গিয়া মুখ লুকাইল বিছানায়]

নিতাই। বসন!

[বসন মুখ তুলিল, গাহিল]

বসন। "পরাণ বঁধুয়া তুমি। তোমার আগেতে হউক মরণ এই বর মাগি আমি।"

[নিতাইও তাহাতে কণ্ঠ মিলাইয়া দিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাটোয়ায় বসনের চালা ঘর

[ললিতা ও নির্ম্মলা রাগতভাবে ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে, এমন সময় মাসীর ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ।]

মাসী। (নেপথ্যে) অ ললিতে, নির্মলা কোথায় গেলি তোরা? (মাসীর প্রবেশ) খুব আক্কেল যা হ'ক তোদের—বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো আর তোরা এইখানে দুটোতে বসে আছিস?

ললিতা। পুজো তো হয়ে গেছে মাসী—আমরা আর কি করবো বল?

মাসী। তোদের কিছু করবার নাই? পাঁচজনকে পেসাদ-টেসাদগুলোও তো দিতে পারতিস্?

নির্ম্মলা। আমরা কিছু পারবো নাই—যার পূজো সেই তো সব কচ্ছে। আমাদের কি একবারও বলেছে যে তোরা এই কাজটা কর?

মাসী। বলবে আবার কি লা? দেখছিস তার রোগা শরীর, তার ওপর আজ আবার উপোস করেছে—তাই দেখে তো তোরাই এগিয়ে গিয়ে করে দিবি—না তার ঘাড়ে সব চাপিয়ে, চলে এলি। আবার যদি রোগে পড়ে?

নির্ম্মলা। (উঠিয়া) তার দেখবার লোক আছে—সে দেখবে।

মাসী। তোদের বুঝি কেউ নেই!

ললিতা। (উঠিয়া) ও কথা বলো না মাসী—নেতাইদার মত একটা লোক আমাদের কপালে জুটলে আমরা বর্ত্তে যেতুম।

মাসী। তা মিথ্যে বলিস্নি—এবার কবিয়ালের সেবার জন্যেই বসন সেরে উঠলো।

নির্ম্মলা। সেরে উঠলো আর বলো নাই—এখন চাপা রইল বলতে পার। কাসের ব্যামো আবার সারে নাকি?

মাসী। খবরদার নিমি—এসব কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবি নাই—ওর কানে গেলে কুরুক্ষেত্তর করবে।

ললিতা। কিন্তু মাসী আর চুপ করেই বা কতদিন থাকা যায় বলতে পার? আজ দেড়মাস ধরে কাটোয়ায় আমরা বসে আছি—ওর রোগের জন্যে আমাদের রোজগারপাতিও তো বন্ধ হয়ে এল। এবার চল দেশে ফিরি।

মাসী। দেশে তো ফিরবোই—হয় আজ নয় কাল। এর ফাঁকে দু এক জায়গায় যদি বায়না নিতে পারি তা হলে খানিকটা নোকসান পুষিয়ে যায়।

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই। কিসের লোকসান মাসী?

মাসী। না এই বলছিলুম, কমাস তো বসনের শরীর খারাপের জন্যে আমাদের নোকসান হ'ল, তুমি গাইলে না, এইবার দু একটা বায়না পেলে পুষিয়ে যাবে। এখন তো ও বেশ ভালই আছে।

নিতাই। হ্যাঁ—ভাল আছে—তবে কি জান দুর্বল।

মাসী। ও নাইতে খেতে সেরে যাবে বাবা—রোগের কথা যত ভাববে তত চেপে ধরবে। এইবার তুমি একটু উঠে পড়ে দু চারটে নতুন গানের পদ বেঁধে ফেল বাবা—তাহলেই বাজারে আবার সোরগোল পড়ে যাবে।

নিতাই। হ্যাঁ—নতুন গানের কথাই কদিন থেকে ভাবছি মাসী—দেখি কি হয়।

মাসী। বেশ তাই ভাবো বাবা—তাই ভাবো। আমি দু চারটে আসর এবার ধরবোই। ১ তোরা, বেলা হলো, এবার রান্না-বান্নাগুলো সেরে নিই।

[নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান। নিতাই বসিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিল, ক্ষণপরে পাতায় করিয়া একটু প্রসাদ ও ফল লইয়া বসনের সহাস্যে প্রবেশ।]

নিতাই। লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেল তোমার?

বসন। হ্যাঁ—এই নাও পেসাদ (পেসাদ হাতে দিতে গেল)।

নিতাই। রাখ, হাতমুখ ধুয়ে খাব।

বসন। (পেসাদের পাতা টুলের ওপর রাখিতে রাখিতে) কি ভাবছো কবিয়াল?

নিতাই। একটা গানের কলি বার বার মনে আসছে, কিন্তু দু কলির পর আর আসছে না।

বসন। বল না—ছ কলিই বল।

নিতাই। (সুরে) এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটিল না আশ
কুলাল না এ জীবন
হায়, জীবন এত ছোট ক্যানে ?

বসন। কবিয়াল, এ গান তুমি কেন বাঁধলে ?

নিতাই। কেন বসন ?

বসন। তোমার সেবায় যত্নে আমি তো ভাল আছি। শরীর তো আমার সেরে উঠেছে। তবে ?

নিতাই। তুমি পাগল, তুমি ও-কথা ভাবছ ক্যানে ? ভাল করে ভেবে দেখ না হাজার বছর বাঁচলেও কি ভালবেসে আশা মেটে ? এই তো ছ'টা মাস চোখের এক নিমেষের মত ফুরিয়ে গেল—তাই ভাবছিলাম কদিন। আজ গানের কলি হয়ে মনে এলো।

বসন। তোমার গান সব্বনেশে গান। আমার কপালে সত্যি হয়। তুমি গেয়েছিলে—ফুলেতে ধূলোতে প্রেম, কাটোয়ার মেলায় তা সত্যি হল। আবার—

নিতাই। আবার কি বসন ?

বসন। ক'দিন থেকে—

নিতাই। (সবিস্ময়ে) কি ক'দিন থেকে বসন ?

বসন। না, কিছু নয়, আমার মনের ভুল।

নিতাই। বল বসন, আমায় বল।

বসন। (ম্লান হাসিয়া) ভাবছি, এত সুখ আমার কপালে সইবে তো কবিয়াল !

নিতাই। কি যে বল তার ঠিক নেই। ও সব ভেবনি কিছু।

[বেহালাদারের প্রবেশ]

বেহালাদার। মস্ত খবর আছে কবিয়াল !

নিতাই। কি ?

বেহালাদার। এই দেখ না (একখানা ছোট বিজ্ঞাপন দিয়া), পড়ে দেখ।

নিতাই। কবিয়াল প্রতিযোগিতা।

বেহালাদার। (উল্লসিতভাবে) এত বড় ম্যাডেল, সোনার ম্যাডেল দেবে কাটোয়ার বাবুরা। খুব জোর পাল্লা হবে এবার।

নিতাই। হুঁ! (পড়িতে পড়িতে) আসরে বিষয় ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে। সেই বিষয়ের উপর যাহার গান শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকে সোনার মেডেল দেওয়া হইবে।

বেহালাদার। দেখলে তো? ম্যাডেল নিতে অনেক কবিয়াল এসেছে। তুমিও যাবে তো।

নিতাই। পরে বলবো।

বেহালাদার। (অবাক হইয়া) পরে বলবে? (খানিকটা মুখের দিকে চাহিয়া অপ্রস্তুতভাবে) আচ্ছা।

[বেহালাদারের প্রস্থান]

বসন। কবিয়াল।

নিতাই। বল। (কাছে আসিল)

বসন। (হাত ধরিয়া) এ ম্যাডেল জিতে তুমি আমায় এনে দাও।

নিতাই। (চমকিয়া উঠিল) বসন!

বসন। (সবিস্ময়ে) কি হ'ল, এমন করে চমকে উঠলে কেন?

নিতাই। (অপ্রস্তুত হইয়া) না—এমনি হঠাৎ মেডেলের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল!

বসন। কি কথা গো?

নিতাই। সে—না, কিছু নয়।

বসন। বল, বল। বলবে না?

নিতাই। সে তোমার না শুনাই ভাল বসন। পুরনো কথা।

বসন। না, তুমি বল—আমায় বলতেই হবে।

নিতাই। (ম্লানভাবে) ঠাকুরঝিকে আমি একদিন বলেছিলাম, 'সোনার মেডেল পেলে তোমাকে আমি আগে দেব।'

বসন। (মুখ পাংশু হইয়া গেল) অ, ঠাকুরঝিকে দেবে বলেছিলে, ঠাকুরঝিকে? হাঃ হাঃ হাঃ—

[প্রচণ্ড হাসিতে কাশি আসিয়া গেল, হাঁফাইতে লাগিল]

ওঃ বাবা।—

নিতাই। বসন! বসন! (তাহাকে আশ্বস্ত করিতে ধরিল। বসন হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল—)

বসন। না না—তুমি সর, সরে যাও। ও কিছু নয়। ও কিছু নয়।

[নেপথ্যে মাসীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

মাসী। বাবা—আজ বাবুদের আসরে গাওনা গাইতে যাচ্ছ তো বাবা?

নিতাই। হ্যাঁ যাব তো মনে করছি।

মাসী। মনে করছি নয় বাবা, নিশ্চয় যাবে। বসন তো এখন বেশ ভালই আছে। কি বলিস্ বসন?

বসন। ছাই ভাল আছি।

নিতাই। না-না, বসন আগের চেয়ে ঢের ভাল, তোমার রং ফিরেছে, দুর্বল হোক, রোগা চেহারা ফিরেছে। বিশ্বাস না হয় আয়নায় তুমি দেখ!

[একটি ছোট আয়না হাতে দিতে যাইতেই বসন তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাই নিজে সরিয়া নিজেকে বাঁচাইল।]

মাসী। বসন! এ আবার কি! অত তেজ কিসের? রোগ হয়েছে তা তোর একার হয়েছে? রোগ হয় না কার? জানিস্ এই মানুষটা না থাকলে তোর ললাটে কি দুর্গতি ... ? কুকুর শেয়াল যে তোকে—

নিতাই। আঃ মাসী, কি বলছো? রোগা শরীর, কি বলছো? তোমার কাছে তো কোন অপরাধ করে নাই?

মাসী। নাই করলেই বা আমার দলের নোকের ওপর তো করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেন? তুমি আমার দলের নোক।

নিতাই। বসনের জন্যেই তোমার দলে আছি মাসী। বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

মাসী। (সবিস্ময়ে) অবাক কাণ্ড! আশীর্বাদ করি বাবা তুমি চিরজীবী হও। আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে—। তা হলে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

[নিতাই বসনের কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল]

বসন। (ক্লান্তভাবে) না রাগ আমি করিনে তোমার ওপর—তুমি যাও। মাসীর সঙ্গে আমার দু একটা কথা আছে। (নিতাইয়ের প্রস্থান)

মাসী। (কাছে এসে) কি বলছিস্ বসন?

বসন। বলছি মাসী, ওর সেবা-যত্ন বুঝি সব বৃথাই হ'ল।

মাসী। সেকি!

বসন। এই দেখ। (একটি রুমালে রক্ত দেখাইল)

মাসী। ওমা এ যে রক্ত।

বসন। হ্যাঁ মাসী—এখন একটু কাসলেই ঐ রক্ত বুকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে।

মাসী। তাই তো!

বসন। মাসী, বাঁচতে কিন্তু বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে (কাঁদিতে লাগিল)

মাসী। কাঁদিসনে—কাঁদিসনে বসন—তুই ভাল হয়ে যাবি।

বসন। ভাল হব? (কাঁদিয়া) তবে এ কথা ওর কেন মনে হল মাসী, জীবন এত ছোট ক্যানে—জীবন এত ছোট ক্যানে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কবিগান প্রতিযোগিতার আসর। তিনজন বিচারকের মধ্যে বসিয়া আছে মহাদেব। নোটন, ছিষ্টিধর প্রভৃতি একপাশে বসিয়া আছে। যন্ত্রসঙ্গীত বাজিতেছে। একজন ভদ্রলোক উঠিলেন। হাত তুলিতেই যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হইল।]

ভদ্রলোক। কাল থেকে আমাদের প্রতিযোগিতা চলছে। বিষয় ছিল "সংসারের সব চেয়ে বড় বেদনা"। কবিয়ালরা আপন আপন উপলব্ধি গানে রচনা করে গেয়ে শোনাচ্ছেন। নোটনদাস ভক্তিরসে বলেছেন "ডেকেও তোমারে পাইনে দেখা, এই বেদনার নাই পারাবার।" চমৎকার গেয়েছেন।

কবিয়াল ভজুরুর খুব নাম। তিনি সংসারে দরিদ্রের জন্তে দুঃখ অনুভব করেছেন তিনি গেয়েছেন—"আমার বুকের আগুন জ্বালাতে চাই, জলে না—তাই জলে মরি।" আরও অনেকে অনেক রকম গেয়েছেন। এইবার গাইবেন আর এক-জন তরুণ কবিয়াল নিতাইচরণ। কবিয়াল নিতাইচরণ—

[সাদা একখানি চাদর গায়ে নিতাইচরণ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিল]

নিতাই। বাবু মহাশয়গণ, সংসারের সব চেয়ে বড় বেদনা কি আমি ঠিক জানি না। মহৎ জনের মহৎ দুঃখ। আমি অচ্ছুৎ, আমি পথের ধূলার মানুষ, কিন্তু তার জন্তেও আমার কোন দুঃখ নাই। তবে একটি কথা ভাবি আর মন আমার দুঃখে ভরে যায়—হাহাকার করে ওঠে মন। বাবুরা এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে যিনি বুকে এত ভালবাসা দিয়েছেন তিনি সে ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিতে সময় দেন নাই ক্যানে? বাবুরা, আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ বড় খেদ—জীবন এত ছোট ক্যানে? আমার দুঃখ—এ জীবন এত ছোট ক্যানে? (গান ধরিল—)

এই খেদ আমার মনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট ক্যানে?
জীবনে যা মিটিল না কো মিটিবে কি হায় মরণে?
এ জীবনে ঝরল যে ফুল ও জীবনে ফুটল কি তা?
এ আকাশে ডুবল যে চাঁদ ও আকাশে উঠল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত
হয় কি হাসি ও জীবনে?
জীবন এত ছোট ক্যানে?
হায়।

[প্রথমবার গানের পর দ্বিতীয়বার গাহিবার মুখেই রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইল। অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্যান্তর হইল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বসনের ঘর। বসন শুইয়া আছে। শিয়রে আলো জ্বলিতেছে, মাটির প্রদীপ। খুব স্তিমিত শিখা। জলের গ্লাস, গোটাচারেক কমলালেবু। নির্মলা আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইল।]

বসন। কে?

নির্ম্মলা। আমি। নিমি! কেমন আছ গো?

বসন। নিমি! সে কোথায় নিমি?

নির্ম্মলা। কোথায় আবার? মেলায়। গান গাইতে গিয়েছে!

বসন। এতক্ষণ আমাকে একলা রেখে, আঃ!

নির্ম্মলা। এতক্ষণ! তোমাকে নিয়েই তো সারাক্ষণ পড়ে রয়েছে। একবার হাসতে গাইতেও পারবে না, বাবাঃ!

বসন। আঃ!

নির্মলা। তবু তো তুমি ভাগ্যিমানী এমন একটা লোক পেয়েছ! আমাদের মরণকালে কেউ হয় তো থাকবেই না! (প্রস্থান)

বসন। না! না! আমি মরব না। মরব না। মরতে আমি পারব না!

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই। বসন!

বসন। কবিয়াল! কই? কবিয়াল!

নিতাই। এই যে আমি! এই যে।

[পাশে আসিয়া বসিল]

বসন। এতক্ষণ আমাকে ফেলে থাকে?

[সে উঠিয়া বসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

নিতাই। তুমি তো ভাল আছ বসন!

বসন। তুমি ক্যানে এলে? ক্যানে আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ক্যানে গাঁঠছড়া বেঁধেছিলে? মরতে তো আমার ভয় ছিল না। মরণের জন্তে মনকে আমি বেঁধেছিলাম। ক্যানে এলে তুমি? ক্যানে?

নিতাই। না—না এমন করো না। এসব বলো না। তুমি তো এখন ভাল আছ। আর তো রক্ত ওঠে নি। জ্বর তো কমে এসেছে।

বসন। ভাল আছি? (যেন ভাবিয়া দেখিল) না—। আমার মনে হচ্ছে আমি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছি।

নিতাই। ও তোমার ভুল। তুমি ভাল আছ।

বসন। (নীরবে ঘাড় নাড়িল, তারপর বলিল) না আমি আর বাঁচব না।

নিতাই। কেন। কে বললে? ডাক্তার বলে গেল ভয় নাই।

বসন। ডাক্তার জানে না। আমার মন বলছে আমি বাঁচব না। কেবল মনে হচ্ছে ওই কোণের অন্ধকারে কারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিতাই। ও মনের ভুল। দাঁড়াও আর একটা বাতি জ্বেলে দি।

[বাতি জ্বলিল]

বসন। ও কে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে? কে? কে কাঁদছে এমন করে?

নিতাই। ও বেহালাদার বেহলা বাজাচ্ছে।

বসন। বারণ কর! বারণ কর! ওকে এমন করে বেহালা বাজাতে বারণ কর।

নিতাই। এমন করে না বসন। স্থির হয়ে শুয়ে থাক। ভগবানের নাম কর।

বসন। (ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত কুনুইয়ে ভর দিয়া উঠিল) কার?

নিতাই। গোবিন্দের নাম কর, তাঁকে ডাকো।

বসন। কেন? কেন তাঁর নাম করবো? কেন তাঁকে ডাকব? কি দিয়েছে সে আমাকে? স্বামীপুত্র, ঘরসংসার, তুলসীতলা, সাঁজের পিদিম, কি দিয়েছে আমাকে? না, তার নাম আমি করব না। (বলিয়া সে ঘুরিয়া শুইল। এক মুহূর্তের পর আবার ঘুরিল। হাত জোড় করিল) হে গোবিন্দ, হে রাধানাথ, হে দীনবন্ধু দয়া করো, দয়াময় ক্ষমা করো। আমার আসছে জন্মে—আমাকে দয়া করো। হে গোবিন্দ! সব অন্ধকার! সব অন্ধকার। কবিয়াল সব ঝাপসা হয়ে গেল ক্যানে? তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না ক্যানে? কবিয়াল আলো জেলে দাও। আলো! কবিয়াল, আরও বাতি জেলে দাও কবিয়াল!

নিতাই। (সযত্নে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলল) তুমি শোও। আমি আলো জ্বালাছি আমি।

[সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আলো জ্বালিতে গেল। প্রবেশ করিল ললিতা]

ললিতা। (উৎফুল্লভাবে) দাদা, একবার বাইরে এস শিগ্‌গিরি।

নিতাই। ক্যানে ললিতা?

ললিতা। বাবুরা এসেছে। তারা নাকি তোমাকেই ম্যাডেল দেবে। দাঁড়িয়ে আছে সব।

নিতাই। আমাকে? চল যাই। (ললিতার প্রস্থান) বসন! বাবুরা পঞ্চজনে বিচার করে আমাকেই ম্যাডেল দিয়েছেন। বসন! (বসনের কাছে আসিল) বসন! বসন! (গায়ে হাত দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, তারপর দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল) বসন! বসন নাই। শেষ হইয়া গেছে। সংবাদ শুনিবার আগেই চলিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল) বসন!

চতুর্থ দৃশ্য

[নিতাইয়ের ইস্টিশনের শূন্য বাসা! ঘরখানা খোলা পড়িয়া আছে। তক্তপোশ বা খাটিয়ার উপর শুধু একটা বালিস। খোলা জানালা দিয়া চৈত্রশেষের পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালটি দুলিতেছে। দৃশ্যপট আলোকিত হইবার পূর্বেই স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা বাজিল। হুইসিল পড়িল। ট্রেন চলিয়া যাইবার শব্দ হইল। দৃশ্যপট আলোকিত হইল। কাল রাত্রি। কয়েক মুহূর্ত পরেই ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল নিতাইচরণ। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিল। সবিস্ময়ে ঘটিটার কাছে গেল। ঘটি ও চুড়িটা তুলিয়া দেখিয়া রাখিল। তারপর গামছাটা তুলিল। তারপর চুড়ির টুকরা। এই সময় দরজার মুখে দেখা গেল রাজাকে। সে বিষণ্ণ বিস্ময়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতে ছিল স্টেশনের লণ্ঠন। সে সেই লণ্ঠনটা ধীরে ধীরে ঘুরাইতেই আলো পড়িল ঘরে। নিতাই আলো দেখিয়া মুখ ফিরাইল।]

রাজন। কবিয়াল!

নিতাই। রাজন! দোস্ত! মিতা!

রাজন। ফিরে এলে মিতা! তোমার দুনিয়ার বায়না শেষ হল?

নিতাই। না ভাই। ধুলোয় নেমন্তন্ন, পথের বায়নার শেষ নাই, পথে পথেই চলেছি। কাটোয়াতে কবিগানের পাল্লা ছিল। সেখানে গান গাইলাম পঞ্চজনে বিচার করে সোনার মেডেল দিলেন। মেডেল পেয়ে পথে পথেই এখানে আসছি। স্টেশনে নামলাম, পেলাটফরমে তোমাকে দেখলাম। কিন্তু সেখানে দেখা করলাম না। পাঁচজনা ছিল, হৈ চৈ হবে—ভাল লাগবে না। এলাম পুরোনো আস্তানায়। তোমার সঙ্গে দেখা করব। চণ্ডীমাকে পেনাম করব আর ঠাকুরঝিকে বলেছিলাম, সোনার মেডেল পেলে তোমাকে দোব। মেডেল তাকে দিয়ে কাল চলে যাব।

রাজন। সে নাই কবিয়াল!

নিতাই। সে নাই?

রাজন। না! কবিয়াল—তোমার জন্যে—পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে একদিন চলে গেল। এইখানেই কবিয়াল—সে এসে শুয়েছিল—

[নিতাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত হইতে মেডেলটি খসিয়া পড়িয়া গেল। রাজন আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।]

রাজন। কবিয়াল!

নিতাই। রাজন, ভাই!

রাজন। কাঁদছ?

নিতাই। (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, বিষণ্ন হাসি হাসিল) না ভাই ভাবছি।

রাজন। দোস্ত!

নিতাই। হায় রাজন!

(সুরে) —এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট ক্যানে?
হায়!

যবনিকা

[প্রথম অভিনয় : রঙমহল : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪]

চরিত্রলিপি

ব্রজবিহারী—

শ্যামাদাস—

হেমন্ত—

অ্যাটর্নি—

ডঃ শাস্ত্রী—

নগেন—

কেষ্ট—

ডাঃ বোস—

রমেশ—

রতন—

কর্মচারী—

রামদাস—

বেয়ারা—

১ম ভদ্রলোক, ২য় ভদ্রলোক,

স্ত্রী-চরিত্র

করুণা—

অনিমা—

শৈলজা—

হৈমবতী—

ঝি—

বিংশ শতাব্দী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কোন একটি রঙ্গমঞ্চে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইতেছে। যবনিকা অপসারণের পর দেখা গেল রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছেন। হাত জোড় করিয়া তিনি বলিলেন]

বক্তা—আপনারা অনুগ্রহ ক'রে চুপ করুন। আপনাদের সানুনয় নিবেদন জানাচ্ছি। আজ যিনি আপনাদের সম্মুখে বক্তারূপে উপস্থিত, তাঁর পরিচয় আপনারা পেয়েছেন। তিনি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ! বিজ্ঞান-জগতে বাংলার তিনি গৌরব। দেশে দেশান্তরে তিনি বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছেন! মাত্র তাই নয়। বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রে তিনি নিজেকে শুধু গবেষণার কাজেই আবদ্ধ রাখেন নি। বাঙালীর জীবনে তিনি বিজ্ঞানকে সার্থকভাবে কার্য্যকরী ক'রে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত Bengal Scientific Research-এর কথা আপনারা সকলেই জানেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মাত্র একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা নয়, লাভ করবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করাই মাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে নয়। তিনি এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের মনকে সত্য বিজ্ঞান-বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞান-অভিমুখী ক'রে তুলতে চান। শুধু কর্ম্মীদেরই নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির মন এবং দৃষ্টিকে এইদিকে ফেরাতে চান। আমি আশা করি, আপনারা জাতীয় গৌরব এবং ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হ'য়ে এসেছে। এই শেষের অংশের প্রতি তিনি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চান! তাই তাঁরই অনুরোধক্রমে তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই আমাকে এই কথা ক'টি নিবেদন করতে হ'ল।

দৃশ্যান্তর

[রঙ্গমঞ্চের মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। দেখা গেল—টেবিল চেয়ার সাজানো মঞ্চের উপর শ্যামাদাস শাস্ত্রী দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। চেয়ার-

গুলিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট। বিশিষ্ট ব্যক্তিগুলিকে বেশভূষায় ধনী বলিয়া মনে হয় না—অধ্যাপক নেতা শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি]

শ্যামাদাস। আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে এসেছে! পরিশেষে বিশেষভাবে যে কথাটি আপনাদের কাছে বলতে চাই, সেটি হচ্ছে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার কথা। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে ধ্বংস। পৃথিবীর সমস্ত জাত যখন বিজ্ঞানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে দ্রুততম গতিতে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ক'রে জীবন-পথে এগিয়ে চলেছে, তখন যদি আমরা প্রাচীনকালের অনুভূতিসর্ব্বস্ব জীবনযাপন করতে চাই—তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রশিল্প প্রভৃতি ললিতকলায় বাঙালীর জীবন সমৃদ্ধ। দালালী ব্যবসায়েও আমাদের বড়বাজারের বন্ধুরা চতুর। টাকাও তাঁরা তাতে অনেক উপার্জ্জন ক'রেছেন! কিন্তু তাতে জাতীয় সম্পদ এক কণাও বৃদ্ধি পায় নি। কালে কালে অনেক ধর্ম্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের প্রেরণায় মানুষ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ভগবানকে আকুলভাবে আহ্বান ক'রছে! কিন্তু তবু তিনি আবির্ভূত হন নি, পাপের উচ্ছেদ হয় নি। ধর্ম্ম-জীবনের মহিমা আজ ফুটে উঠেছে আমাদের দারিদ্র্যে। আমরা নিরন্ন, আমরা অর্দ্ধনগ্ন আমাদের পেটে ভাত নাই —পরনে কাপড় নাই —আমাদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত। এ সমস্তরই কারণ হ'ল আমাদের বিজ্ঞান-বিমুখতা। আমরা বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত বইয়ে পড়ছি—ভূমিকম্প হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধির জন্যে—কিন্তু তবু আমরা ভূমিকম্প হ'লেই কল্পনা করি বাসুকী মাথা নাড়ছেন। আমরা জানি 'গ্রহণ' কি কারণে হয়; তবু আমরা গ্রহণ হলেই খোল-করতাল বাজিয়ে মেতে উঠি, রাত্রি দুপুরে গঙ্গাস্নানে ছুটে যাই, রান্নাঘরের তৈজসপত্র ফেলে দিয়ে পরলোকের পথ প্রশস্ত করি। এর চেয়ে শোচনীয় মানসিক পরিণতি আর কি হ'তে পারে? পরলোক-সর্ব্বস্ব জাত —তাই তার ইহলোক নাই। স্বর্গে সুধাস্বাদের কামনায় মর্ত্যভূমে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাই। পরলোকে মুক্তির জন্যে—ইহলোকে চিরদাসত্ব বরণ ক'রে নিয়েছি। এ জাতের তাই স্বাভাবিক গতি—ফোঁটা-তিলক কেটে—পরলোক নামক এক অস্তিত্বহীন অবাস্তব মহা বিস্মৃতির দিকে—

[প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সম্মুখের আসন হইতে উপবিষ্ট একটি ফোঁটা-তিলক কাটা একজন ধনীজনোচিত-বেশভূষাবিশিষ্ট প্রৌঢ় উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম ব্রজবিহারী]

ব্রজ। আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনি থামুন। (মঞ্চে

উপবিষ্ট জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি—আপনি বসুন। আপনার বক্তব্য থাকলে আপনি পরে বলবেন।)

ব্রজ। এ অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। আমি এর প্রতিবাদ করছি।

[ব্রজবিহারীর পার্শ্বোপবিষ্ট তাঁহার তরুণী ভাগ্নী করুণা—মামা! মামা!]

ব্রজ। থাম তুমি করুণা। (শ্যামাদাসকে) আপনি বৈজ্ঞানিক; আপনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলুন। কিন্তু এ ভাবে ঈশ্বর ধর্ম এসব নিয়ে ঠাট্টা করবার আপনার কোন অধিকার নেই।

[শ্যামাদাস পাদপ্রদীপের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল]

শ্যামা। আপনি যদি দয়া ক'রে উপরে উঠে এসে আপনার বক্তব্য বলেন তবে ভাল হয়।

[ব্রজবিহারী দম্ভভরা পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল]

করুণা। মামা!

শ্যামা। একি? করুণা—তুমি? এস, তুমিও ওপরে এস।

[করুণাও উপরে উঠিয়া গেল]

শ্যামা। তোমার মামা উনি?

করুণা। হ্যাঁ।

[ব্রজবিহারী উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া]

ব্রজ। হ্যাঁ, করুণা আমার ভাগ্নী। এক সময় করুণা আপনার ছাত্রী ছিল, সে আমি জানি। কিন্তু সে পরিচয় করবার আমার সময় নয়। আমি আপনার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।

শ্যামা। ভাল কথা। বলুন আপনার কি প্রতিবাদ আছে—বলুন।

ব্রজ। কেন আপনি ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাট্টা ইঙ্গিত করছেন।

শ্যামা। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কোন ঠাট্টা ইঙ্গিত করি নি।

ব্রজ। ক'রেছেন।

শ্যামা। না।

ব্রজ। ক'রেছেন। আপনি ফোঁটা-তিলকের কথা বলেছেন! আরও অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর রহস্যের বস্তু নন।

শ্যামা। সে কথা আমি আপনার চেয়ে কম জানি না। ঈশ্বরই হ'ল পরম রহস্য, সে বস্তু নয়, সে হ'ল পরম বিজ্ঞান—

ব্রজ। তবে? তবে কোন অধিকারে তাকে নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ ক'রছেন?

শ্যামা। তাঁকে ব্যঙ্গ করি নি। তাঁকে না জেনে যারা ফোঁটা-তিলক কেটে কিংবা রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে জানার ভাণ করে—সংসারকে মায়া ঘোষণা ক'রে অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয়—তাদের প্রতি হয়তো কটাক্ষ করেছি, ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করি নি।

ব্রজ। যাদের কথা আপনি বললেন—আমি তাদেরই একজন। আমার ফোঁটা-তিলক দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

শ্যামা। আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কথা বলি নি। তবে আপনি যখন তাঁদেরই একজন, তখন আপনার সম্পর্কে কথাটা প্রযোজ্য।

ব্রজ। সে অধিকার আপনার নাই।

শ্যামা। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ব্রজ। সুতরাং সর্ব্বসমক্ষে আপনার সমস্ত বক্তৃতার ভণিতার আড়ালে যে কালো সত্য লুকিয়ে আছে, সেটুকু প্রকাশ ক'রে দেবার অধিকার আমার আছে।

শ্যামা। অবশ্যই আছে।

ব্রজ। বিজ্ঞান-প্রীতির তত্ত্ব প্রচার ক'রে আপনি একটা কারখানা গড়ে তুলতে চান।

শ্যামা। একটা নয়, অসংখ্য।

ব্রজ। সংখ্যার আরম্ভ একে। সেই একটা কারখানার শেয়ার আপনি বেচতে চান। আপনার বক্তৃতাটা কোন তত্ত্ব নয়—একটা বিজ্ঞাপন। ভাল—আমি আপনার কারখানার পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে চাই। যাবেন আমার ওখানে; আপনি অবশ্য কাল সকালেই যেতে ইচ্ছুক—তা জানি; কিন্তু কাল আমার সময় হবে না। পরশু যাবেন। এই নিন আমার কার্ড।

শ্যামা। ধন্যবাদ। আপনার কার্ডের আমার প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি জানি। আপনার ভাগ্নী করুণা এক সময় আমার ছাত্রী ছিল। দামী গাড়ী, দামী শাড়ী, জড়োয়া গহনা প'রে সে যখন বিজ্ঞানের ক্লাসে ঢুকত—তখন থেকেই তার অভিভাবক যে ধনী তা জানতাম। আবার বিজ্ঞানের ছাত্রটিকে যখন দুর্ব্বার গোছা বাঁধা রাখী বেঁধে ক্লাসে আসতে দেখতাম—তখনই বুঝেছিলাম তার অভিভাবকের হাতে কবচ আছে—পলা গোমেদ আছে—কিন্তু ফোঁটা-তিলক, অতটা ঠিক ধারণা ক'রতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি আমার অনুমানের

চেয়ে অনেকগুণ বেশী ধন সঞ্চয় ক'রেছেন আপনি। আপনার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বাভাবিক।

করুণা। আপনি এসব কি বলছেন? আমি আপনার ছাত্রী—আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু এসবের প্রতিবাদ করছি আমি। একি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়?

শ্যামা। সত্য খানিকটা অপ্রিয়ই হয় করুণা। সত্যের জন্য যদি তোমরা আঘাত পাও—তবে আমি নিরুপায়। ধর্ম্মগুরু, যাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত সাধনা ক'রেছেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি তোমাদের চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই কল্যাণের বস্তু আত্মসাৎ ক'রে যারা স্বার্থের জন্যে তাকে অকল্যাণের বস্তু ক'রে তোলে—পৃথিবী তাদের ক্ষমা ক'রবে না।

করুণা। তার মানে?

শ্যামা। তার মানে? তার মানে হ'ল—তোমাদের মত এই ধারার ঈশ্বরবিশ্বাস ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে দু' শ্রেণীর লোকের। এক ধনী আর এক দরিদ্র। দরিদ্রকে বঞ্চনা ক'রে সঞ্চয়ের অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে জন্মান্তর এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ছাড়া ধনীর গতি নাই। আর ঈর্ধ্যার ক্ষোভের দাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দরিদ্রেরও এই বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই।

করুণা। তা হ'লে যারা পরকে বঞ্চিত ক'রে ধনী হ'তে চায়, ধন না থাকার জন্যে যাদের মনের দাহের নিবৃত্তি হয় না—তারাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস ক'রে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা বৈজ্ঞানিক কারখানার দৌলতে ধনী হ'য়ে ফোঁটা-তিলক কাটে—রুদ্রাক্ষ ধারণ করে। Bengal Scientific Research-এর প্রতিষ্ঠাতাও একদিন ফোঁটা-তিলক কাটবেন, অন্ততপক্ষে পরমব্রহ্মে বিশ্বাসী হবেন ব'লে আশা করা যায়।

শ্যামা। বাক্‌যুদ্ধে তুমি কুশলা করুণা এবং তুমি সার্থক ধনী-কন্যা। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে আর বিতর্কবিদ্যায় তফাৎ আছে। বাকযুদ্ধ ক'রে ফাঁসীর আসামীকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা যায়, জজ-কোর্টের রায় হাইকোর্টে পাল্টায়, কিন্তু অঙ্কের ফল, সে এক, যতবার সেটাকে করবে—সেই একই উত্তর দাঁড়াবে। বৈজ্ঞানিকের জীবন অঙ্কের জীবন। ওর উত্তর এক।

করুণা। আপনার জীবনের অঙ্কফলের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলাম। এস মামা—চ'লে এস।

ব্রজ। আপনি আসছেন তো পরশু আমার ওখানে? পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনব আমি।

শ্যামা। না।

ব্রজ। না? কেন, ফোঁটা-তিলকধারী ডিরেকটার বা শেয়ার-হোল্ডার হ'লে আপনার যন্ত্রপাতিও কি বৈষ্ণব হ'য়ে যাবে না কি? যন্ত্রধ্বনির বদলে কি তাতে মৃদঙ্গধ্বনি উঠবে?

শ্যামা। না। কারখানাটা তা হ'লে production-এর চেয়ে profit-এর জন্যে যকের মত লোভী হ'য়ে উঠবে।

করুণা। অর্থাৎ বকধার্ম্মিক। (শ্যামাদাস হাসিল, করুণা তাহার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া ফিরিল) এস মামা, চ'লে এস। বকের কাছেও মাছ বাঁচে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানুষ যখন ব্যবসা করে—পুকুর কেটে, পয়সা দিয়ে মাছ ছেড়ে খাবার দিয়ে মাছ পোষে—তখন মাছের আর পরিত্রাণ থাকে না। জালে ধরা না পড়লে পালকেরা পুকুর মেরে মাছ ধ'রে খায়। এস, বাড়ী এস।

ব্রজ। (শ্যামাদাসের কাছে আগাইয়া আসিল) Mr. Sastri—ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন? আপনি নাস্তিক—তার মধ্যে আমি আপনাকে ভ্রান্ত মনে করি কিন্তু আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি। আপনিও আমার ব্যবসা-বুদ্ধিতে আস্থা রাখতে পারেন। Bengal Scientific Research-কে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি—we can make it a great success. আমি এক লক্ষ টাকার শেয়ার কিনব।

শ্যামা। ধন্যবাদ Mr. Ghoshal, কিন্তু সে হয় না। আমার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে capital অবশ্যই চাই—কিন্তু সে capital capitalist-এর কাছ থেকে আসবে না।

ব্রজ। (তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—যে দৃষ্টি অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। তারপর একটু মৃদু হাসিয়া।) I wish you every success, Mr. Sastri.

শ্যামা। ধন্যবাদ।

ব্রজ। আশা করি, আবার আমাদের দেখা হবে। নমস্কার। এস করুণা।

শ্যামা। নমস্কার।

শ্যামা। (প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের দিকে চাহিয়া) আমার বক্তব্য আজকের মত শেষ হ'য়েছে। শেষের দিকে যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনাটুকু ঘ'টে গেল—তার জন্যে আমি দুঃখিত। পরিশেষে, অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে আপনাদের আমি নমস্কার জানাচ্ছি।

[মঞ্চের উপর উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উঠিলেন। শ্যামাদাসকে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্থান করিলেন]

১ম। Congratulations Mr. Sastri.

শ্যামা। Thanks.

২য়। আপনি ভাল বলেছেন Mr. Sastri—এ ছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় নাই।

শ্যামা। নমস্কার।

৩য়। এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একদিন আলোচনা করতে চাই Mr. Sastri (হাত বাড়াইলেন)

শ্যামা। সে তো আমার সৌভাগ্য। (করমর্দ্দন করিল)

৩য়। ব্রজবিহারী ঘোষাল সম্বন্ধে কিন্তু আপনি সাবধান হবেন Mr. Sastr i, He is a dangerous man.

শ্যামা। All capitalists are dangerous.

৩য়। (হাসিলেন) Yes, that's true—but he is more dangerous —ওই ভাগ্নীটিকে দেখলেন তো ?

শ্যামা। করুণাকে আমি জানি : সে আমার ছাত্রী ছিল।

৩য়। ঘোষালের সমস্ত ধন সম্পদ ওই ভাগ্নীকে ফাঁকি দিয়ে। ঘোষালকে আমি দেখেছি পথের ফকির। বড়লোক ভগ্নীপতির business-এ পঞ্চাশ টাকার কেরানী।

শ্যামা। ও সব কথা থাক। Let us part to-day. Good night.

৩য়। Good night! [প্রস্থান]

[শ্যামাদাস টেবিলের উপর হইতে বই তুলিয়া লইতেছেন, এমন সময় দরজা দিয়া প্রবেশ করিল একটি তরুণী। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়ে। মেয়েটির নাম অণিমা]

অণিমা। Hallo শ্যামল! How do you do?

শ্যামা। (পিছাইয়া গেল) কে? কে?

অণিমা। আমি কি এতই পাল্টে গেছি শ্যামল, যে তুমি আমায়—

শ্যামা। অ্যানি! অণিমা!

অণিমা। Yes, I am your Anny শ্যামল, কিন্তু তুমি—

শ্যামা। এক মিনিট, কিছু মনে ক'রো না। আমি শ্যামল নই, আমি শ্যামাদাস।

অণিমা। আমার কাছে তুমি শ্যামল! আমিই তোমার শ্যামাদাস নাম পাল্টে শ্যামল দিয়েছিলাম, and you accepted it very gladly.

শ্যামা। পরবর্ত্তী কালে আরও আনন্দের সঙ্গে, I mean very very gladly শ্যামল পাল্টে আবার আমি শ্যামাদাস হ'য়েছি অণিমা, তুমি আমায় শ্যামাদাস বলেই ডেকো।

অণিমা। (হাসিয়া) তুমি কি আমায় আঘাত দিতে চাচ্ছ শ্যামাদাস? But you miss your aim. আমি তোমায় শ্যামাদাস বলেই ডাকব।

শ্যামা। ধন্যবাদ।

অণিমা। ধন্যবাদগুলো বাক্যব্যয়ের মধ্যে অপব্যয় শ্যামাদাস—ওগুলো বাদ দিয়ে কথা বল। বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

শ্যামা। ফিরেছি ডিসেম্বরে। ছ মাস হ'য়ে গেল।

অণিমা। ছ'মাস! আমাকে একটা খবর দাও নি তুমি?

শ্যামা। সময় হয় নি। কিছু মনে ক'রো না।

অণিমা। একটা খবরও দিতে পারতে তুমি। Post card-এর দাম বেড়েছে —কিন্তু তিন পয়সার বেশী নয়। আমার মূল্য কি তোমার কাছে তার চেয়েও কম?

শ্যামা। তোমার মূল্য আমার কাছে অঙ্কে ধরা পড়ে না মিস্ মুখার্জী—

অণিমা। Excuse me, তোমার কথার মধ্যেই বাধা দিচ্ছি। আমি আর মিস্ মুখার্জী নই, মিসেস বোস—শ্যামল—I mean শ্যামাদাস—

শ্যামা। Really? আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অণিমা। কিন্তু ভাগ্যবান Mr. Bose. আসেন নি?

অণিমা। নিশ্চয়, তিনিই আমাকে জোর ক'রে তোমার বক্তৃতা শুনতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক—অবশ্য ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হ'য়ে বাইরে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া) Dr. Bose—

শ্যামা। Dr. Bose আসতে আসতে আমার বক্তব্যটা শেষ ক'রে নিই মিসেস বোস—rather Anny—বলেছিলাম না—মূল্যের কথা? অঙ্কে যে মূল্য ধরা পড়ে না—তাতে আর শূন্যতে কোন তফাৎ নেই।

[Dr. Bose প্রবেশ করিল, প্রৌঢ় ভদ্রলোক,
নিখুঁত সাহেবী পোশাক]

অণিমা। তার মানে ?

শ্যামা। আপনিই Dr. Bose? Let me introduce myself—আমি অ্যানির—I mean মিসেস্ বোসের একজন পুরনো বন্ধু। (হাত বাড়াইল)

ডাঃ বোস। (শ্যামদাসের হাত চাপিয়া ধরিল) তা হ'লে আমার আর একটা পরিচয় আপনার কাছে দিই। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার প্রবন্ধ যেখানে যা বের হয়—আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ি।

শ্যামা। আমার সৌভাগ্য।

ডাঃ বোস। আমরা কি বাইরে যেতে যেতে কথা বলতে পারি না? রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্যামা। চলুন মিসেস্ বোস, সেই ভাল।

অণিমা। (নিজে হাত বাড়াইয়া) রূঢ়তার মার্জ্জনা আছে শ্যামল—অভদ্রতা অমার্জ্জনীয়। Give me your hand. (নিজে শ্যামাদাসের হাত টানিয়া লইল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পল্লীগ্রাম। কলিকাতার নিকটস্থ কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী সহরতলীতে শ্যামাদাসের পৈত্রিক বাড়ী। নিতান্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীখানা পুরানো। বাড়ীর বাহিরের দিক। একতলা পাকা বাড়ীর বেশ পরিসর একটি বারান্দা। বারান্দাতে উঠিবার সিঁড়িটি দুইপাশে দুইটি হাতীর শুঁড় দিয়া ঘেরা। বারান্দার দুইপাশে দুইটি করবী ও যুঁইয়ের ঝাড়। আসবাবপত্রের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ, কয়েকটি মোড়া, খান দুই পুরানো চেয়ার। ঘরের দরজার মুখে শ্যামদাসের বিধবা মা শৈলজা দেবী একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে হেমন্ত। হেমন্ত প্রিয়দর্শন যুবা, শ্যামাদাসেরই সমবয়সী, শ্যামাদাসের খুড়তুত ভাই। শৈলজা দেবী চিঠি পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া হেমন্তর দিকে চাহিলেন]

শৈলজা। চিঠিখানা পড়বি হেমন্ত ?

হেমন্ত। বড়দা' চিঠি লিখে আমায় পড়তে দিয়েছেন জ্যাঠাইমা। আমি পড়েছি।

শৈলজা। বাংলা দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত বুনো রামনাথের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য দুর্গাদাস শাস্ত্রীর বংশের ছেলের চিঠি।

[হাসিলেন। তারপর চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন]

হেমন্ত। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলবে জ্যাঠাইমা ?

শৈলজা। (অর্দ্ধেক করিয়া ছিঁড়িয়া) হ্যাঁ।

হেমন্ত। কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেই কি চিঠিখানার অস্তিত্ব চ'লে যাবে ?

শৈলজা। (আবও টুকরা কবিয়া) ঠিক বলেছিস্—ছিঁড়ে ফেললেও টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে থাকবে। তাতে ঘর অপবিত্র হবে।

হেমন্ত। চিঠিখানা কিন্তু বড ভাল লিখেছিল বডদা। আমার ইচ্ছে ছিল—চিঠিখানা তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব।

শৈলজা। তুই দাঁডা হেমন্ত, টুকরোগুলো উনোনে দিয়ে হাত ধুয়ে আসছি আমি। [প্রস্থান]

হেমন্ত। (আপন মনে আবৃত্তি করিল)

বঞ্চিত যে ছেলে—
তারি তবে চিত্ত মাব দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আবতি
বিশ্ব-দেবতার।

[নেপথ্য হইতে খুব উচ্চকণ্ঠে কথা বলিয়া প্রবেশ করিল কেষ্টদাস। শ্যামাদাস ও হেমন্তের সে খুডতুত ভাই। তাহাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট। পোশাক পরিচ্ছদে আপ-টু-ডেট কলিকাতাব ছেলে। বযাটে মূর্খ। শ্যামাদাস ও হেমন্তের লেখাপড়ার কৃতিত্বে সে ঈর্ষ্যান্বিত]

কেষ্টদাস। বিদ্বান পণ্ডিত জনের মা কই গো ? কোথায় ? বলি অ জ্যাঠাইমা ?

হেমন্ত। কি কেষ্ট এমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন ?

কেষ্ট। আরে বাপরে ! ভাবী কপিসম্রাট—উড্ডীয়মান সাহিত্যিকপ্রবর হেমন্তদা যে ! আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর তারপর জ্যাঠাইয়ের দলের সম্রাজ্ঞী আমাদের জ্যাঠাইমা কোথায় বল তো ?

হেমন্ত। কেন ? কি দরকার তাঁকে ?

কেষ্ট। গাধার লাথির চেয়ে বিলিতী ঘোড়ার লাথি অনেক শক্ত, সেই কথাটা মা-জননীকে সবিনয়ে নিবেদন ক'রতে এসেছি। অ জ্যাঠাইমা! (সে বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল)

হেমন্ত। (কেষ্টর হাত ধরিয়া) গাধার লাথি যদি বা সহ্য করা যায় কেষ্ট, চীৎকার কোন মতেই সহ্য করা যায় না। চুপ কর তুই!

কেষ্ট। হাত ছেড়ে দাও হেমন্তদা—ভাল হবে না বলছি। ওই, ওই, পাক দিচ্ছ কেন?

হেমন্ত। টানাটানি করিস্ নে। তোরই হাতে লাগবে। আমার বড় মুগুর দুটো দেখেছিস্ তো? সেই দুটো নিয়ে আমি রোজ এক্‌সারসাইজ করি। তোর চেয়ে আমার জোর অনেক বেশী।

কেষ্ট। সেই জন্যেই তোমার লেখাগুলো এমনি কাটখোট্টা। ছাড় ছাড়। মাইরি বলছি, ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না। ছাড়—হাত ছাড়।

হেমন্ত। বিলাতী ঘোড়া ব'লে কি বলছিলি? তুই তো বিলিতী ঘোড়া বলিস্ শ্যামাদাসকে আমি জানি।

কেষ্ট। কেন? বলবে কেন? জ্যাঠাইমা আমাকে মুখ্যু গাধা বলে কেন?

হেমন্ত। বড়দা'র কথা কি বলছিলি?

কেষ্ট। বড়দা জ্যাঠাইমার নামে নোটিশ দিয়েছে। একটা লোক নোটিশ নিয়ে এসেছে।

হেমন্ত। নোটিশ?

কেষ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নোটিশ। এতদ্দারা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে জানানো যাইতেছে—তারপর আমি আর পড়ি নি।

[হেমন্ত কেষ্টর হাত ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া গেল।]

হেমন্ত। (নিজের হাতখানা অন্য হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে) বাপরে বাপরে! বাপরে!

কেষ্ট। কে মহাশয়? কে নোটিশ এনেছেন?

[রমেশ নামক কর্ম্মচারীর প্রবেশ]

রমেশ। নমস্কার।

হেমন্ত। কিসের নোটিশ মশাই? ব্যাপার কি?

রমেশ। আমি Bengal Scientific Research-এর Director Mr. S. Sastri-র কাছ থেকে আসছি। শ্রীযুক্তা শৈলজা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর নামে একটা নোটিশ আছে।

হেমন্ত। কিসের নোটিশ? দেখি।

রমেশ। আপনি অনুগ্রহ করে শৈলজা দেবীকে খবর দিন—তাঁর সঙ্গে দেখা করেই সব বলব আমি।

নেপথ্য হইতে শৈলজা। হেমন্ত, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দে, আমি সেকেলে হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমি পর্দ্দা মানি। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি না। ওঁর যা বলবার আছে, উনি তোকে বলুন। আপত্তি হয়, ফিরে যান কিংবা দেওয়ালে লটকে নোটিশ জারী করুন।

কেষ্ট। হুঁ-হুঁ বা-বা। No চালাকি and no ফালাকী! Cold Cold words—কালা কালা বাত।

হেমন্ত। তুই থাম্ কেষ্ট, তুই থাম্। কই দেখি, আপনার নোটিশ দেখি। কিসের নোটিশ?

কেষ্ট। বোধ হয় মাকে মাতৃপদ থেকে খারিজ করতে চান—এতদ্বারা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে—

হেমন্ত। কেষ্ট!

কেষ্ট। নাও বাবা, আমি চুপ করেছি। তুমি একাই বকো।

[রমেশ হেমন্তকে নোটিশ দিল, হেমন্ত পড়িয়া দেখিতে লাগিল]

রমেশ। এই গ্রামের ওদিকে, Bengal Scientific Research-এর কারখানার ধারে যে বাগান এবং বস্তী আছে সেই বস্তী বাগানের দুয়ের তিন অংশ কিনেছে Bengal Scientific Research Ltd.

হেমন্ত। এখন Bengal Scientific Research-এর কারখানার extension-এর জন্যে ওই বাগান আর বস্তীটার দরকার হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই শৈলজা দেবীকে তাঁর অংশ বিক্রী করবার জন্যে notice দিয়েছেন, partition suit-এর notice আর কি!

[হেমন্ত চুপ করিয়া রহিল]

বস্তীর চাষীদের ওপরেও নোটিশ দেওয়া হ'য়েছে।

হেমন্ত। দেখুন, নোটিশখানা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। বলবেন, Mr. Sastri-কে—হেমন্তবাবু বলে এক ভদ্রলোক—এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।

[অন্তরাল হইতে শৈলজা বাহির হইয়া সম্মুখে আসিলেন]

শৈলজা। না। কই আপনার নোটিশ? আমি নিজের হাতেই নোটিশ নিচ্ছি।

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা!

শৈলজা। অপেক্ষা কর হেমন্ত, এঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। (রমেশের প্রতি) আর আপনার কিছু দরকার আছে?

রমেশ। এই রসিদটাতে সই—মানে নোটিশ যে পেলেন (কাগজ কলম বাহির করিল)

শৈলজা। দিন। (নিজেই হাত বাড়াইয়া কাগজ কলম লইয়া সই করিয়া দিলেন)

রমেশ। যদি উত্তর কিছু দেন।

শৈলজা। উত্তর? বলবেন, ওখানে যে গরীবেরা বাস ক'রে আছে—তারা আমার শ্বশুরকুলের তিন পুরুষের আশ্রিত। তাদের রক্ষা আমাকে করতেই হবে। বিনা মামলায় আমি বস্তী বাগানের অংশ ছাড়ব না।

রমেশ। বেশ তাই বলব। [রমেশের প্রস্থান]

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা, কাজটা বোধ হয় তুমি ঠিক করলে না।

শৈলজা। তোর সঙ্গে কথা পরে হবে হেমন্ত, আগে কেষ্টার সঙ্গে কথা ব'লে নিই। কেষ্ট।

কেষ্ট। ও বাবা, এ যে একেবারে রাণী দুর্গাবতীর মত সুর ধরলে! ধমকাও যে! বল না, কি বলবে! সামনে তো দাঁড়িয়েছি।

শৈলজা। লোকটি ব'লে গেল—নোটিশেও লেখা রয়েছে—কোম্পানী বাগান বস্তীর দু'য়ের তিন অংশ কিনেছে। ওর একভাগ আমার, একভাগ ছিল হেমন্তর মায়ের—সে ভাগ অনেক দিন আগে ঠাকুরপো বিক্রী ক'রেছিলেন। আর একভাগ তোর মায়ের—

কেষ্ট। আমার মায়ের ভাগ আমি বেচে দিয়েছি।

শৈলজা। বেচে দিয়েছিস্? কেন?

কেষ্ট। কেন আবার কি? আমার মায়ের সম্পত্তি আমি বেচে দিয়েছি। আমার খুসী—ইচ্ছা। ব্যস্।

শৈলজা। পৈত্রিক সম্পত্তিগুলো বেচে এই রকম ক'রে কথা বলতে লজ্জা করে না তোর?

কেষ্ট। লজ্জা? কেন? নিজের সম্পত্তি বিক্রী করেছি তাতে লজ্জা করবে কেন? তা ছাড়া বিচার ক'রে দেখতে গেলে তিন পুরুষে আমরাই তো বেচারাম; আমাদেরই তো বেচার কথা। প্রথম পুরুষ কেনারাম কেনে, দ্বিতীয় পুরুষ রাজারামেরা ভোগ করে, তৃতীয় পুরুষ বেচারামেরা বেচে। আমি বেচে দিয়েছি। হেমন্তের বাবা যে দ্বিতীয় পুরুষেই রাজারাম বেচারাম—দুই রামের কাজ একাই সেরে গেছে! ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, যত দোষ আমার। বড়দা'র কোম্পানী মোটা দাম দিতে চাইলে—দিয়েছি ঝেড়ে। বেশ করেছি। তার আর আবার এত

বাত কিসের ? I don't care আমার সম্পত্তি আমি বেচেছি। লজ্জা-কজ্জার ধার ধারি নে বাবা। I don't care ! (বলিতে বলিতে চলিয়া গেল)

শৈলজা। হায় রে কাল ! কালের মাহাত্ম্য নইলে এত বড় শাস্ত্রী-বংশের ছেলেদের এই পরিণাম হয়। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিলেন) হেমন্ত !

হেমন্ত। বল জ্যাঠাইমা !

শৈলজা। তোর বাপ অনেক দিন আগেই শাস্ত্রী-বংশের কুলকর্ম্ম ত্যাগ করেছিল। বাড়ী থেকে কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবু তোরই ওপর আমি এখনও প্রত্যাশা রাখি। আমার একটা কাজ ক'রে দিবি ?

হেমন্ত। এমন ক'রে বললে আমি লজ্জা পাই জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। তুই বাবা কাল একবার হরিমোহনবাবু উকীলের কাছে যাবি। তাঁর কাছ থেকে এই নোটিশটার একটা জবাব লিখিয়ে আনবি।

হেমন্ত। তুমি সত্যি-সত্যিই বড়দা'র সঙ্গে মামলা করবে জ্যাঠাইমা ?

শৈলজা। আমাকে কি কখনও মিথ্যে কথা বলতে শুনেছিস্ ? কোম্পানীর লোককে আমি তোর সামনেই জবাব দিয়েছি।

হেমন্ত। না, না জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। না, নয়, হেমন্ত ! মামলা আমাকে লড়তেই হবে।

হেমন্ত। না জ্যাঠাইমা, না। নিজের ছেলের ওপর এত রাগ করে না।

শৈলজা। রাগের জন্যে নয় হেমন্ত, বস্তীর প্রজাদের রাখবার জন্যে আমাকে মামলা লড়তে হবে। প্রজাদের বসিয়ে গেছেন তোদের ঠাকুরদাদা। তিনি ঐ জায়গা কিনে নিজে হাতে বাগান করেছিলেন, বস্তী বসিয়েছিলেন। আমরা তখন তিন বউ নতুন এসেছি। শ্বশুর আদর ক'রে স্নেহ ক'রে আমাদের নামে বাগান-বস্তী কিনেছিলেন। আমরা তিন বউ মিলে কতদিন বাগানের কচি গাছে জল দিয়েছি, আঁচল ভ'রে তরকারী আনাজ তুলে এনেছি। ওই প্রজাদের সঙ্গে আমাদের তিন পুরুষের সম্বন্ধ। তোদের আঁতুড়ে ওরাই এগুনীর কাজ করেছে। তোরা যখন ছোট ছিলি তখন কাজের ভিড় থাকলে ওদের বাড়ীতেই তোদের রেখে এসেছি। তারা তোদের দেবতার ছেলের মত যত্ন করেছে। আর শ্যামদাসই বল্ আর কোম্পানীই বল্ তাদের উঠিয়ে দেবেন আর আমি তাই সহ্য করব ?

হেমন্ত। তুমি বল জ্যাঠাইমা, আমি শ্যামাদাসদা'কে তোমার কাছে নিয়ে আসি।

শৈলজা। না হেমন্ত, তার মুখ আমি দেখব না। শাস্ত্রী-বংশের ছেলে হ'য়ে সে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেছে আমি ব'লে যাব দশজনকে আমি মরলেও সে যেন আমার মুখে আগুন না দেয়।

হেমন্ত। ছি-ছি-ছি! কি বলছ জ্যাঠাইমা! অনেকক্ষণ রোদ্দুরে দাড়িয়ে তোমার মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে। চল চল ভেতরে চল।

শৈলজা। দেশবিখ্যাত বুনো রামনাথের শিষ্যের বংশ শাস্ত্রী-বংশ। কলকাতায় যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এল তখন গোটা বাংলা দেশের মান যায়! জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শিবনাথ বাচস্পতি পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করলেন। কলকাতার রাজ-রাজড়ারা ছুটে গিয়ে পড়ল নবদ্বীপের বনে বুনো রামনাথের ভাঙা কুঁড়ের উঠোনে। রামনাথ এসে বাংলার মান বাঁচালেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথা নীচু ক'রে ফিরে গেলেন। কলকাতার রাজ-রাজড়ারা কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিয়ে তাঁকে কলকাতায় বাস করাতে চাইলে। রামনাথ থাকলেন না। রাজ-রাজড়াদের অনুরোধে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য আমার বড়শ্বশুর তোদের প্রপিতামহকে দিয়ে গেলেন। সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন। তাঁর বংশ। আজ আমি বুঝতে পারি তিনি কেন কেঁদেছিলেন।

হেমন্ত। বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তোমার বড়শ্বশুর জ্যাঠাইমা। বিলেতে যদি কেউ জায়গা জমি বাড়ী ঘর দিয়ে আমায় সেখানে বাস করতে বলে তবে আমি সেখানে গিয়ে বাসও করি আবার দেশ ছেড়ে যাবার সময় হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়েও দি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। ছি-ছি হেমন্ত, ছি!

হেমন্ত। (শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া) না না না! ওটা আমি ঠাট্টা করছিলুম। আমার ঠাকুরদাদার বাবা আমার সঙ্গে ঠাট্টার ডবল সম্বন্ধ কিনা!

শৈলজা। না। এমন ঠাট্টা ক'রো না। তোমাদের প্রপিতামহ গুরুর আজ্ঞা পালন না ক'রে পারেন নি। কিন্তু তিনি কলকাতা শহরের মধ্যে বাস করেন নি। বাস ক'রেছিলেন কলকাতার পাশে গঙ্গার ধারে এই পাড়াগাঁয়ে। ঐশ্বর্য্যও তিনি নেন নি। নিয়েছিলেন শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সামান্য জমি। যে ঐশ্বর্য্য তাঁকে কলকাতার ধনীরা সেকালে দিতে চেয়েছিলেন সে নিলে আজ তোমরা টেবিলে ব'সে খানা খেতে, শাস্ত্রী-বংশ দু' পুরুষ আগে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে ক'রে এসে ট্যাঁস ফিরিঙ্গী হ'ত।

হেমন্ত। কিছু মনে ক'রো না জ্যাঠাইমা। এবার তোমার কথার প্রতিবাদ করব

আমি। তাতে ফিরিঙ্গী হওয়া আটকেছে, কিন্তু তাতে তো শাস্ত্রীবংশের ছেলের কেষ্টদাস হওয়া আটকায় নি। বড়দা' কি ওই—

শৈলজা। তুই থাম্ হেমন্ত। তার নাম আমার কাছে করিস্ নে।

হেমন্ত। নিজের নামটা তুমি সার্থক ক'রে তুলেছ জ্যাঠাইমা। শৈলজা মানে পাষাণ-নন্দিনী, পাথরের মেয়ে—

শৈলজা। হ্যাঁ হেমন্ত, আমি পাথর। শুধু পাথর নয়, মরা পাথর। গায়ে কোন দিন বোধ হয় শ্যাওলার সবুজ আভাও পড়বে না। কিন্তু আমি পাথর হ'লাম কেন বলতে পারিস ?

হেমন্ত। অভিমান। জ্যাঠাইমা, তার জন্যে আমি তোমাকে দোষ দিই নে। বড়দা'র সঙ্গে তোমার কি হ'য়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু সে নিশ্চয় অত্যন্ত হৃদয়হীনের মত কিছু ক'রেছে। না হ'লে তোমার এত বড় অভিমান হ'ত না।

শৈলজা। না-না হেমন্ত, না। অভিমান নয়। পাপ। তার পাপে আমি পাথর হ'য়ে গেলাম। কেষ্টর কথা বললি, কেষ্ট বংশের কলঙ্ক। বংশের কোন গুপ্ত পাপের ফলেও এমন বুদ্ধিহীন দুষ্টমতি হ'য়ে জন্মেছে। শাস্ত্রী-বংশের পাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু কর্ম্মদোষে পুণ্যফল বিকৃত হ'য়ে পাপে পরিণত হয় হেমন্ত, সে পাপ কত বড় পাপ বলতে পারিস্ ?

[ঝিয়ের প্রবেশ]

ঝি। মা। বেলা যে দুপুর গড়াতে চলল মা।

শৈলজা। হেমন্ত, সংসারের সকল পাপের খণ্ডন হয় গোবিন্দের প্রসাদে। গোবিন্দজীকে অবিশ্বাসের পাপ, তার কি মার্জ্জনা আছে—না হয় ?

[প্রশ্ন করিয়া তিনি স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে চাহিলেন। হেমন্ত মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল]

ঝি। (এই নীরবতার সুযোগে) মা।

শৈলজা। যাচ্ছি। তুই যা।

ঝি। আর কখন মুখে জল দেবেন মা ?

শৈলজা। বল্ হেমন্ত, আমার কথার উত্তর দে ?

হেমন্ত। এ সব কথা পরে হবে জ্যাঠাইমা। এখন বেলা অনেক হ'য়েছে, গোবিন্দজীর ভোগ হ'য়ে গেছে। মুখে একটু জল দেবে চল।

শৈলজা। না। আগে তোর উত্তরটা আমাকে দে। তোর উত্তর শুনে যদি মুখে আমার জল নাই রোচে তবে আজ না হয় উপোস করেই থাকব। বামুনের ঘরের বিধবা একটা দুটো উপোসে মরব না। জানিস্, শ্যামাদাস বিলেত থেকে

এল,—তাকে বুকে নেবার জন্যে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম; সে এসে বসল। আমি তাড়াতাড়ি গোবিন্দজীর চরণামৃত দিতে গেলাম। সে মুখ সরিয়ে নিলে। বললে—ওর মধ্যে কত কি রোগের বিষ থাকতে পারে, সে ও খাবে না। তারপর বললে—ওসব সে মানে না। প্রায়শ্চিত্ত সে করবে না। শুধু তাই নয় হেমন্ত, কথায় কথায় সে বললে—মানুষে আর জানোয়ারে তফাৎ শুধু মানুষ বুদ্ধিমান জানোয়ার। যে মানুষের বুদ্ধি নাই, সে জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়। ওই—ওই বাগ্দীদের জন্যে বললে। শ্যামাদাসকে বললাম—তোর মুখ আমি দেখতে চাই নে। সে চ'লে গেল। আমি তিন দিন নিরম্বু উপোস ক'রে উপুড় হয়ে প'ড়েছিলাম। শ্যামাদাসের মৃত্যুশোক ভোগ করা আমার সেইদিন হ'য়ে গেছে, এখন—

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা কি বলছ তুমি?

শৈলজা। কথা আমার শেষ করতে দে বাবা! সেই দিন শ্যামাদাস আমার কাছে মরেছে আজ আবার তোর কথা শুনে আমার বুকটা কেমন ক'রে উঠল। আমার কথা তুই যেন এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিস। তোকে আর শ্যামাদাসকে আমি পৃথক করে দেখি নি। তবু নিজের পেটের সন্তানের সমান পরের সন্তান হয় না। আমার কথার উত্তর অসঙ্কোচে তুই দে। তোর উত্তর শুনে যদি বুঝি শাস্ত্রী-বংশের শেষ ছেলে তুইও মরেছিস—তবে শ্যামাদাসের জন্যে যদ্দিন কেঁদেছিলাম—তার চেয়ে কম দিনই কাঁদব। বস্, আমার কথার উত্তর দে। (অপেক্ষা করিয়া) হেমন্ত! বল হেমন্ত। তবে কি বুঝব, তুইও আমার গোবিন্দজীকে বিশ্বাস করিস্ নে? তুইও মানুষকে জানোয়ার ভাবিস? শ্যামাদাসের পাপকে তুই পাপ বলে স্বীকার করিস নে?

হেমন্ত। মানুষকে আমি ভালবাসি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। তুই আমাকে বাঁচালি হেমন্ত। তোকে আশীর্বাদ করি তুই দীর্ঘজীবী হ। ওরে, তোর ওপর আমার গোবিন্দজীর সেবার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারব।

হেমন্ত। সে কথা পরে হবে জ্যাঠাইমা। এখন চল, মুখে একটু জল দেবে চল।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য হইতে শাস্ত্রীদের বাগান ও বস্তার প্রজা রতন ডাকিল]

নেপথ্যে রতন। মা ঠাকরুণ!

হেমন্ত। কি বিপদ! এ সময়ে আবার কে এল?

শৈলজা। রতন?

নেপথ্যে রতন। হ্যাঁ মা। আমি।

শৈলজা। কি রতন? এস, ভেতরে এস।

[রতন এবং আরও ২।৩ জনের প্রবেশ]

রতন। পেনাম। পেনাম মেজ দাদাঠাকুর!

হেমন্ত। তোদের কি আসবার সময় অসময় নাই রতন?

রতন। বড় বিপদ হ'ল যে দাদাঠাকুর! হেথা ছাড়া মোরা যাই কনে কও? মারে অভয় পাই কোথাকে বলেন?

শৈলজা। কি? বিপদ কি হ'ল রতন?

রতন। একডা ক'রে লুটিশ জারী করে মা ঠাকরণ। কয় কি যে, ঘরের দাম নিয়া উঠি যাতি হবে। গেরামের লোক কইল যে, বিডদাদাবাবু নাকি লুটিশ দিয়েছে।

হেমন্ত। সে হবে পরে। এখন তোরা বাড়ী যা।

রতন। পরে হবে কি দাদাবাবু? আমাদের পিতিপুরুষের ভিটি, আপনকাদের শ্রীচরণ—এ সব ছাডি আমরা যাব কনে গো? (চোখ মুছিল)

হেমন্ত। মরেছে রে! তা এখুনি কাঁদিস কেন? পিতিপুরুষের ভিটি এখনই এই ভরা দুপুরে ছেড়ে যেতে হচ্ছে নাকি, আমাদের শ্রীচরণও আমরা কেড়ে নিই নি। নাও—চরণের ধুলো নিয়ে এবার বাড়ী যাও। ও নোটিশের কথা আমরা জানি। ওর ব্যবস্থা হবে। জ্যাঠাইমার মুখে এখনও জল ওঠে নি।

রতন। ব্যস্ত হইয়া তা জানি না দাদাবাবু, হায় রে মুরুক্ষুর বুদ্ধি! তাই বেশ কথা, পরে কথা হবে। চল্—চল্ রে বাড়ী চল্! পেনাম—পেনাম।

[শৈলজা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।
এইবার রতনদের প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন]

শৈলজা। দাঁড়া রতন।

রতন। মা!

শৈলজা। বাগ্দীর ছেলে তোরা। শুনি তোদের বাপ-পিতামো নাকি ডাকাত ছিল। তাদের লাঠি নাকি ঢেলা আটকাত, মানুষের মাথায় হাড় চুর হ'য়ে যেত। তাদের সড়কীতে নাকি সারবন্দী মানুষ গেঁথে যেত?

রতন। মা, তেনারা ছিলেন পুণ্যাত্মা মানুষ।

শৈলজা। তোরা কি একেবারেই লাঠি সড়কী ধরতে জানিস না?

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

শৈলজা। যদি কেউ তোদের তুলতে আসে, তবে লাঠি মেরে তাদের তাড়িয়ে দিবি, মাথা ভেঙে দিবি

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। দরকার হয় সড়কী দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলবি।

[প্রস্থানোদ্যত, কয়েক পা অগ্রসর হইলেন]

রতন। ওগো মা, এ কি কইছ গো মা তুমি? বড়দাদাবাবু -

শৈলজা। (ফিরিয়া) বড়দাদাবাবু তোদের মনে গেছে (আবার দুই পা অগ্রসর হইলেন)

শৈলজা। (আবার ফিরিলেন) কোন কথা নেই তোদের। মামলা মকদ্দমা যা করতে হয় আমি করব। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজবিহারীবাবুর বাড়ীর আফিস

[ধনী-জনোচিত বাড়ীঘর। আপিস-ঘরখানির চারদিকের দেওয়ালে ছবি টাঙানো। অধিকাংশগুলিই factory-র ছবি। যে-সব factory-র তিনি Managing Director--সেই সব factory-র ছবিগুলির নীচে factory-গুলির নাম লেখা—Braja Bihari Cotton Mills Ltd. Braja Bihari Chemical Works Ltd, Braja Bihari Iron Works Ltd, ইত্যাদি। প্রত্যকটির নীচে আরও লেখা—Managing Director—Braja Bihari Ghoshal. কয়েকখানি তাঁহার নিজের ছবি। নীচে লেখা —"বাংলার নবযুগের ধনপতি সওদাগর—ব্রজবিহারী ঘোষাল।" কয়েকখানি বিজ্ঞাপনের বড় প্রতিলিপিও দেখা যায় :—
'B. B. Ghoshal Enterprises—SAFE, SOLD, SOUND"
বাংলায় লেখা—"ব্রজবিহারীবাবু কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই লোকে অবিচলিত বিশ্বাসে তার শেয়ার কিনে থাকে।" ব্রজবিহারী চেয়ারে বসিয়া আছেন। একজন কর্ম্মচারী সম্মুখে দাড়াইয়া একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল। ব্রজবিহারী চোখ বুজিয়া তাহা শুনিতেছিলেন]

কর্ম্মচারী। ব্রজবিহারীবাবুর গড়া প্রতিষ্ঠানে ফাঁকি নাই। প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য মহৎ, বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার জন্যেই তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেছেন. নতুন বাংলা—সোনার বাংলা, তার মণিকার ব্রজবিহারী ঘোষাল। বাংলার সঙ্গে ব্রজবিহারীর নাড়ীর সম্বন্ধ। আপনি নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে দ্বিধা করবেন না, বিলম্ব করবেন না।

ব্রজ। Good, very good—বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও। Monthly-গুলোর full page, দৈনিকগুলোর অন্তত কোয়াটার পেজ। বুঝলে?

কর্ম্মচারী। আপনার ফোটো?

ব্রজ। কারখানার ইঞ্জিনে হাত দিয়ে যেটাতে দাঁড়িয়ে আছি, এবার সেইটে—

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞে।

[ব্রজবিহারী ফাইল উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। কর্ম্মচারী চলিয়া যাইতেছিল। তিনি আবার ডাকিলেন]

ব্রজ শোন।

[কর্ম্মচারী ফিরিল]

দালাল রামদাস মাড়োয়ারীর আসবার কথা আছে। এলেই তাকে পাঠিয়ে দেবে।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞে।

[ব্রজবিহারী আবার ফাইল উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন: নেপথ্য হইতে দালাল রামদাস]

নেপথ্যে রামদাস। ঘোষালবাবু আছেন? মিষ্টার ঘোষাল? ঘোষাল মশয়।

ব্রজ। এস এস, রামদাস এস।

[রামদাসের প্রবেশ]

রাম। রাম রাম বাবুজী, তবিয়ৎ আচ্ছা?

ব্রজ। রাম রাম। হ্যাঁ, শরীর ভাল। কিন্তু তোমার খবর কি? টেলিফোনে পাই না! লোক পাঠিয়ে পাই না—

রাম। আরে বাপ রে বাপ রে! যে কাম আপনি মশা হামাকে দিলেন—সীতারাম—সীতারাম! Bengal Research তো তাজ্জব কি কারখানা রে বাবা! রাম! রাম! একঠো richman shareholder নেহি, বিলকুল কোই প্রফেসর, কোই ডক্টর, আউর তামাম employee উসকে shareholder। বিনা

ধনীসে কারখানা চলেরে বাবা ? উসকে share লিয়ে কি করবেন মশা আপনি ? উ কারখানা গেল, লাল বাত্তি জ্বললো—গণেশজী ইন্দুরের উপরসে উল্টাইয়া গিরলেন ব'লে। উ ছোড়ি দেন আপনি। আরে মশয়,

বিনা পতিসে সতী ভইয়া, বিনা প্রভুসে দাস।
আমীর বেগম কসবি, আউর, বিনা দাঁতেসে হাস॥
কহে কবি রামদাস—

ব্রজ। (বরাবর ফাইল উল্টাইতেছিলেন) তুমি থাম রামদাস। তুমি তা' হ'লে কিছু করতে পার নি ?

রাম। দেখেন ঘোষালবাবু, আপনারা কাটেন বোকরী, মুচি বাজায় ঢাক, হামি আপলোককে গালভি দি, রামনামভি মুখে বলি, হাজারো বার।—আউর বোকরীকে চামড়াভি কিনি বিলায়েৎমে চালানভি দি। হামারা মুনাফা লিয়ে বাত। আপনি দিবেন দালালা—হামি করবে না কেনে মশা ? করিয়েছি কুছ। তব আপনি হামারা দোস্ত আদমী—

ব্রজ। ও কথা থাক্। কি ক'রেছ্ বল ?

রাম। আরে বাপ রে ! আওরৎকো লিয়ে বাউরা রাজাকে মাফিক হো গেয়া আপ। সবুর কিজিয়ে! এ কিষাণদাস! এ ভাই! আ যাইয়ে ভিতরমে।

[কেষ্টদাসের প্রবেশ]

কেষ্ট। Good morning !

ব্রজ। Good morning, বসুন আপনি বসুন।

রাম। বসুন কাহে বলছেন ঘোষাল মশা ? উনকে একঠো চাকরী দিতে হোবে আপকে। হামি বাত দিয়েছি। উ একঠো শালা হ্যায়। বইঠে গা কাহে আপকো সামনে ?

ব্রজ। আচ্ছা তোমরা তা হ'লে ওঘরে ব'স।

[রামদাস ও কেষ্টর প্রস্থান। করুণার প্রবেশ]

করুণা। মামা।

ব্রজ। বল !

করুণা। আমি আজ মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম একটু কাজে। মামী আমাকে তার জন্যে যাচ্ছেতাই বকলেন। শুধু রূঢ় নয়—জঘন্য ভাষায় বকলেন। তোমাকে না জানিয়ে আমি আর পারলাম না। কিছুদিন থেকেই মামী কথাবার্ত্তায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ব্রজ। তোমার মামী বলছিলেন—আর আমিও লক্ষ্য করেছি—করুণা, তোমার চলা-ফেরায় তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা। কথাটা বেশ খোলসা ক'রে বলবে মামা?

ব্রজ। তার কি প্রয়োজন আছে? তুমি বুঝতে পার না? কলেজ থেকে ফিরতে তোমার দেরী হয়—

করুণা। তোমার কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না মামা। আগেও ফিরতে দেরী হ'ত। সপ্তাহে দু'-তিন দিন আমি কলেজ থেকে সিনেমায় গিয়েছি। সে তুমি জানতে, তাতে তোমার অমতও ছিল না।

ব্রজ। কিন্তু আজকাল তুমি সিনেমায় যাও না।

করুণা। যাই না। তার চেয়ে অনেক ভাল কাজেই যাই। মধ্যে মধ্যে Dr. Sastri-র Laboratory-তে যাই। তাঁর কারখানাতেও যাই এবং আমার যতদূর ধারণা—তোমার আপত্তি সেখানেই। মামীর আপত্তি অবশ্য অন্যখানে—আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার অস্তিত্ব তাঁর কাছে কাঁটার মত অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠেছে।

ব্রজ। মামীর কথা থাক, পরে হবে। কিন্তু শাস্ত্রীর ওখানে যাওয়াটা আমি যদি অপছন্দ করি, তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব অন্যায় হবে করুণা? আর শাস্ত্রীর ওখানে এমন কি তোমার শিখবার আছে যে, তুমি সেখানে যাও? বাড়াতে তাঁর কিসের Laboratory?

করুণা। Biology-র Laboratory—ডক্টর শাস্ত্রী এককালে Biology-তে research করতেন। সে এক অদ্ভুত research।

ব্রজ। Biology-তে? কিন্তু লোকে যে বলে কি একটা গ্যাস নিয়ে তিনি research করেন?

করুণা। হ্যাঁ এখন তিনি কেমিস্ট্রি নিয়েই পাগল। বায়োলজি আমার সাবজেক্ট, আমি তাঁর বাড়াতে গিয়ে—তাঁর সেই পুরানো research-গুলো দেখি। এক সময় বায়োলজির research-এর মধ্যে মৃত্যুর রহস্য খুঁজতে চেয়েছিলেন।

ব্রজ। গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি—হরি—হরি! সেইজন্যেই লোকটির এই অবস্থা। দু' নৌকায় পা দিয়েছে, লোকটা ডুববে। (তিনি ফাইল উল্টাইয়া চলিয়াছেন) ওঃ! তুমি আর সেখানে যাবে না। বুঝলে? I don't like it.

করুণা। But I do like it. বিজ্ঞানের ছাত্রী আমি, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—তাঁর research সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে যাই আমি। এর মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখতে পাই না। তবে সেদিন সভার মধ্যে

তোমাদের বাদ-প্রতিবাদের কথা তুলে যদি বল—তিনি তোমায় অপমান ক'রেছেন, তবে—

ব্রজ। (কথার মধ্যপথেই বলিয়া উঠিলেন) ওতে আমার অপমান হয় না

করুণা। (বলিতে বলিতে তাঁহার রূপের পরিবর্তন হইল, শান্ত-বিনয় যেন খোলসের মত খসিয়া গেল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) ছোট বড় তিরিশটা মিল আমার অধীনে। অন্তত ষাট হাজার লোকের অন্ন-বস্ত্রের ভার আমার হাতে। যত বড়ই পণ্ডিত ও হোক ওর কথায় আমার অপমান হয় না। আমি ওর চেয়ে অনেক ওপরে। আমার অপমান এক করতে পারি আমি। যদি দাম্ভিকের মত বলি—এসব আমার কীর্তি, আমিই মানুষের অন্নদাতা। তবেই আমি আমার অপমান করব। সেজন্যে নয়। লোকটা নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। এর জন্যে আমি ওকে শিক্ষা দেব। লোকটার অত্যন্ত স্পর্দ্ধা। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছে, আমাদের ব্যবসায়ের আসল উদ্দেশ্য হ'ল নিজেদের bank-এর খাতা ভরিয়ে তোলা। এদিকে কারখানায় যারা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে খাটে, তাদের অন্ন-বস্ত্র মেরে আমরা পোলাও কালিয়া খাই, রেশম-পশম পরি, মোটর চড়ি। অন্যদিকে দেশের লোক যারা আমাদের তৈরী জিনিস কেনে অতি লাভে তাদের আমরা শোষণ করি। এ কথাগুলো তিনি তো মিথ্যে কথা বলেন নি মামা।

ব্রজ। (চমকিয়া উঠিলেন) মানে? কি বলতে চাও তুমি?

করুণা। আমি আর কি বলব? সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধই তো এই কথা বলে।

ব্রজ। অক্ষমের ঈর্ষ্যার কথা ওগুলো। তা ছাড়া—। না থাক। তুমি আমার স্নেহের পাত্রী, তোমাকে আমি রূঢ় কথা বলতে চাই নে।

করুণা। রূঢ় কথা বলতে বাকী রাখলে না মামা। কাজেই তুমি বললেই পারতে কি বলতে চাও।

ব্রজ। বলতে চাই, তুমি নিজেও ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠেছ। সেই কারণেই এই সব কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।

করুণা। তুমি নিজে রেগে গেছ মামা? তাই জন্যে নিজের বলা পুরনো কথাগুলোও তুমি ভুলে যাচ্ছ। (হাসিল)

ব্রজ। করুণা, তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা। তুমিই তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মামা। সত্য কথা

বলবার অধিকার বন্ধ করবার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নাই। তোমারও নাই। আমি আমার অধিকারের মধ্যেই রয়েছি, আমি শুধু সত্য কথা বলেছি।

ব্রজ। করুণা!

করুণা। তুমি যখন গরীব ছিলে, চাকরী করতে বাবার কাছে, বাবা তখন সবে দুটো মিল করেছেন। তুমি মিল থেকে ফিরে এসে ঠিক এই সব কথাই বলতে যা আজ শাস্ত্রী বলেছেন তোমার সম্পর্কে, যাকে তুমি আজ বলছ—অক্ষমের ঈর্ষ্যার কথা। সেই সত্য কথাগুলোকেই তোমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছি আমি।

ব্রজ। মনে পড়বার প্রয়োজন নাই। আমার নিজেরই মনে আছে। আমি যা বলতাম, তা তোমারই ঠিক মনে নাই তোমার বাবা ছিল অত্যন্ত মগুপ, ব্যভিচারী, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর সে যে আচরণ ক'রেছে, তাতে সমাজের সকলেই তাকে নিন্দা করত।

করুণা। মামা?

ব্রজ। সম্পদকে যারা এমনি ক'রে বিলাসে ব্যভিচারে অমিতাচারে অপব্যয় করে, তাদের চিরকাল আমি ঘৃণা করি, তোমার বাবাকেও ঘৃণা করতাম। তোমার বাবার জঘন্য কষ্টদায়ক ব্যাধির কথা মনে হ'লে আমার মনে হয়—

করুণা। মামা!

ব্রজ। সে ব্যাধি ঈশ্বরের মৃত্যুদণ্ড (কথা শেষ করিয়া ব্রজবিহারী এক্ষণে স্তব্ধ হইলেন।)

করুণা। মামা, তুমি কি বললে, ভেবে দেখেছ!

ব্রজ। যা সত্য, তাই বলেছি।

করুণা। কিন্তু ওর পরেও খানিকটা সত্য আছে সে কথাটা বললে না কেন? না, লজ্জায় জিভে আটকে গেল? বাবার মত পাপীর সম্পদকে ভিত্তি ক'রে তোমার বড়লোক হওয়ার কথাটা গোপন করছ কেন? যে সোনার গেলাসে বাবা মদ খেতেন, সেই এঁটো গেলাসে তুমি খাও ডাবের জল ঘোলের শরবত। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবসাকে হাতে নিয়ে তাকে তুমি বহুগুণ বাড়িয়েছ, কিন্তু সেটুকু হাতে না এলে চিরকাল তোমাকে চাকরী ক'রেই কাটাতে হ'ত—সে কথা স্বীকার ক'রতে লজ্জা পাচ্ছ কেন?

ব্রজ। আমার ভাগ্য আমাকে অন্য ভাবে দিত।

করুণা। ভাগ্য তো বড় ভাল লোক মামা! আমার বাবাকে মেরে তোমাকে তার সৌভাগ্য দিয়েছে, আবার তাকে গালাগাল করবার অধিকারও দিয়েছে।

[হৈমবতী—ব্রজবিহারীর স্ত্রীর প্রবেশ

হৈম। বলি হচ্ছে কি ? সকাল থেকে—ব্যাপারটা কি ?

করুণা। মামার ভাগ্যফল নিয়ে একটু আলোচনা হচ্ছে মামী। নতুন ধরণের জ্যোতিষশাস্ত্র। একটু জটিল ব্যাপার, তুমি ঠিক বুঝবে না।

ব্রজ। করুণা, বার বার তুমি তোমার অধিকারের সীমার বাইরে যাচ্ছ।

করুণা। না, বাইরে যাইনি।

হৈম। বাইরে যাস্ নি ? বলি—হ্যাঁ লা ধিঙ্গী বিশ-বছুরী কলেজ-খুকী, আমি কালা না কি যে, কিছু শুনি নে মনে করছিস্ ? তুই যে ওরই ঘরে দাঁড়িয়ে ওকেই গালাগাল করছিস্ সেটা কিসের অধিকার, কোন্ অধিকার, শুনি '

করুণা। মামা, তুমিও কি ঠিক ওই কথা বল ?

ব্রজ। করুণা, তুমি কি নিজেই বুঝতে পারছ না তুমি কতখানি উদ্ধত হ'য়েছ ?

করুণা। আমার স্বর্গগত বাপকে যখন তুমি সত্যভাষণের নামে গালাগাল দিলে, তখন এ কথাটা তুমি বুঝতে পেরেছিলে ? এখন তার প্রতিধ্বনি শুনে চমকে উঠলে চলবে কেন ? দেওয়ালের গায়ে কথা ছুঁড়লে দেওয়ালও ফিরিয়ে দেয়। আমি মানুষ! আমার বাপকে অপমান করলে আমি তোমায় পুজো ক'রব এ তুমি কল্পনা করতে পার না।

হৈম। তা করবি কেন ? কালসাপের ঝাড় যে! অমৃতি খেতে দিলেও ওগরাবি বিষ।

করুণা। আমার বাবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অমৃত হয়তো খাওয়ান নি, কিন্তু দু'বেলা নিয়মিত দুধ রাবড়ী খাওয়াতেন সে কথা তুমিও বোধ হয় ভুলে যাও নি মামী।

হৈম। কি বললি হারামজাদী ?

করুণা। এইবার আমাকে চুপ করালে মামী। তোমার বাবাকেও আমি ওই জঘন্য জানোয়ার বলতে পারব না।

হৈম। শুনছ, তুমি শুনছ ?

ব্রজ। তুমি একটু চুপ কর হৈম। করুণা, তোমার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে ?

করুণা। সবই বাকী রয়েছে মামা, শেষ ক'রতে পার দিলে কই তোমরা ?

ব্রজ। ভাল, শেষ কর। আমারও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

করুণা। সম্ভবত আমি যা জিজ্ঞাসা ক'রব, তার উত্তর দিলেই তোমার বক্তব্য শেষ হবে মামা। আমি বেশ বুঝতে পারছি।

ব্রজ। বল।

করুণা। মোটরের কথা বলতে এসেছিলাম। সে যাক। মামী একবারে গোড়ার কথা তুলেছে। বলেছে তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমি তোমায় গালাগাল দিচ্ছি। গালাগাল তোমাকে আমি দিই নি। কিন্তু তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এ কথা কি সত্য? বাড়ী কি তোমার?

ব্রজ। করুণা, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ।

করুণা। না মামা। মানুষ যখন নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, তখন তার অবস্থা সব চেয়ে সুস্থ অবস্থা। বল, তুমি উত্তর দাও। বাড়ী কার?

হৈম। বাড়ী আমার। আমার নামে বাড়ী।

করুণা। মামা?

ব্রজ। হ্যাঁ বাড়ী তোমার মামী'র।

করুণা। ব্যবসা? ব্যাঙ্কের টাকা?

ব্রজ। তোমার টাকা ব্যবসায়ে খাটছে। তোমার বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসাকে লিমিটেড কোম্পানী করা হয়েছিল, ব্যবসার যে দাম হয়েছিল তার পরিমাণ শেয়ার তোমার রয়েছে।

করুণা। তোমারও শেয়ার আছে। আমার চেয়ে তোমার বেশী শেয়ার আছে।

ব্রজ। করুণা!

হৈম। থাম তুমি। হ্যাঁ আছে। ঢের বেশী আছে। এতগুলো কারখানা চালাচ্ছে, ও থাকবে না?

করুণা। কারখানা তো আসলে কুলি মজুরে মিস্ত্রীতে চালায় মামী। কই তাদের তো শেয়ার নাই!

ব্রজ। করুণা, আবার তোমায় বলছি, তোমার স্পর্দ্ধার সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছ তুমি।

করুণা। তোমার বাড়ীর বাইরে গেলেই, আমার সীমার গণ্ডী বেড়ে যাবে মামা। একটা কথা। আমার কি আছে বলবে আমাকে? বুঝিয়ে দেবে আমাকে? দিয়ে দেবে আমাকে? তোমার বাড়ীর বাতাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ব্রজ। করুণা!

করুণা। যদি বল পাবে না, তাও বলে দাও আমাকে। আমি আপত্তি করব না। হাসতে হাসতে চ'লে যাব।

হৈম। দাও না, ওর কি আছে ফেলে দাও না তুমি!

ব্রজ। করুণা, আমি তোমার অভিভাবক। আমি তোমার অমঙ্গলের কোন কাজ করি নি। তুমি এখন শান্ত হও। এর পর এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

করুণা। (মামার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল) আমি চললাম। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) তোমাকে প্রণাম করতে মন চাইল না মামী, কিছু মনে ক'রো না।

ব্রজ। করুণা!

করুণা। আমি পৃথিবীর শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে চলেছি মামা, আমাকে আর পিছু ডেকো না।

ব্রজ। করুণা! (অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলেন)

হৈম। (পিছন হইতে হাত ধরিয়া বাধা দিলেন) না। যাক।

ব্রজ। ছাড় হৈম। করুণাকে যেতে দিতে আমি পারি নে। সেটা আমার অন্যায় হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

[Dr. Bose-এর বাড়ী ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরূপ বাড়ী ঘর ও আসবাবপত্র। অণিমা বা অ্যানি মেয়েটি কোচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া কথা বলিতেছে। অ্যানি কথা বলিতেছে—শ্যামাদাসের সহিত। ঘরে অ্যানি একা]

অণিমা—Yes, yes, Anny speaking—অণিমা আমি অ্যানি। yes—yes. আমার গলার আওয়াজ শুনেই তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল। তা' ছাড়া শ্যামল ব'লে তোমাকে আর কে ডাকতে পারে অ্যানি ছাড়া? কি? Oh! শ্যামল ব'লে ডাকতে আবার তুমি বারণ ক'রছ? You see—বারণ করাটা তোমার হাতে, হাজার বার বারণ করতে পার তুমি। কিন্তু সেটা মানা বা না-মানা আমার হাতে। And I tell you শ্যামল, I tell you frankly আমি মানব না। Never! (হাসিয়া) তুমি অবশ্য এর জন্যে আদালতে আমার বিরুদ্ধে ডিফার্মেশন সুট আনতে পার, আমি আদালতে প্রমাণ ক'রে দেব—শ্যামল is a sweeter name than শ্যামাদাস। (খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) যাকগে—What's a name, ও কথা যেতে দাও। এখন কখন আসছ বল? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি! ডাক্তার তো

কাল থেকে বিশবার জিজ্ঞাসা ক'রেছেন—শাস্ত্রী এলেন না কেন ? কি ? আজও আসছ না তুমি ? কেন ? কাজ ? কি কাজ ? Oh no, no, no, আমি শুনব না। কিছুতেই না। কি ? You have found out something ! কি সেটা ? What is it , তোমার research-এর ব্যাপার !

[ডাঃ, বোস-এর প্রবেশ]

অণিমা। Is it very interesting ?

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছ ?

অণিমা। (ঘাড নাডিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে উত্তর দিল। টেলিফোনে বলিয়া গেল) আমি গেলে আমাকে দেখাবে ? দেখাবে ? কাল সকালে ? কেন ? আজ সন্ধ্যেয় নয় কেন ? কি ? Students—মানে শিষ্য নিয়ে ব্যস্ত আছ ! I see ! বেশ তা' হলে কাল সকালে। That's alright। বাই—না, বিদায় সম্ভাষণটা বাংলাতেই ভাল। আজ আসি ! (হাসিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল। হাসিমুখে Bose-কে বলিল)—শ্যামল is splendid—he is a darling !

[মিঃ বোস হাসিলেন]

অণিমা। হাসছ যে ?

বোস। এমনি।

অণিমা। (বক্রহাসি হাসিয়া) তুমি ঈর্ষ্যাতুর হ'য়ে উঠছ।

ডাঃ বোস। হ'য়ে ওঠা তো স্বাভাবিক। কিন্তু না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তা হই নি। (হাসিল) আকাশে সূর্য্য ওঠে, শিশিরবিন্দুর মধ্যে তার প্রতিবিম্ব পড়ে, তার জন্যে শিশিরবিন্দু আর সূর্য্যের মধ্যাস্থলবর্ত্তী শূন্যলোক ঈর্ষ্যা ক'রে ক'রবে কি ?

অণিমা। ক্রমশ তোমার কথাবার্ত্তার হেঁয়ালি জটিল হ'য়ে উঠছে। জেলাসির ওটা একটা বড় লক্ষণ।

ডাঃ বোস। (জিভ কাটিয়া) না, না অণিমা, ডাঃ শাস্ত্রীর মত শক্তিমান্ ব্যক্তিকে শুধু শ্রদ্ধা করা যায়, ঈর্ষ্যা তাঁকে করা যায় না।

অণিমা। কত বড় শক্তিশালী সে, তুমি জান না।

ডাঃ বোস। অবশ্য তোমার চেয়ে কম জানি। তুমি তাঁকে আমার চেয়ে অনেক বেশী দেখছ।

অণিমা। It is like a dream. জান্—সে সব কথা আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। দশ বছর আগে··শ্যামলকে দেখেছিলাম লণ্ডনে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণ, ·big eyes,··shy looks, লণ্ডনে আমাদের বাসায় এসেছিল

বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে। শুনলাম—বাঙালীর ছেলে, দেশে M. Sc. পাস ক'রে বায়োকেমেস্ট্রিতে special training নিতে একটা scholarship যোগাড় করে England এসেছে। (সে হাসিল) You know? জান? সেদিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলি নি। মনে হ'য়েছিল—এমন dull, shy, uninteresting young man আমি আমার জীবনে দেখি নি।

ডাঃ বোস। (হাসিয়া) And you took pity on him—বেচারাকে দেখে তোমার খুব মায়া হ'ল!

অণিমা। না। আমার ঘৃণা হয়েছিল।

ডাঃ বোস। তোমার দৃষ্টির প্রশংসা করতে পারলাম না অণিমা। Love and Hatred, ভালবাসা এবং ঘৃণা, ও দুটো আলো এবং অন্ধকারের মত চেহারায় আলাদা হ'লেও বস্তুতে এক, এই রকমই নাকি পণ্ডিতজনেরা বলে থাকেন।

অণিমা। তুমিও বলতে পার ইচ্ছে হলে, আমি সেটা মেনে নিচ্ছি। (হাসিল) কারণ দু'বছর পর যেদিন ওকে আবার দেখলাম সেদিন দেখলাম সে আর এক মানুষ। নির্ভীক Young man, big eyes, dreamy looks, বড় বড় চোখে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি, এসে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। বাবা একজন ভাল সংস্কৃত-জানা Indian student খুঁজছিলেন। তাঁর বন্ধু একজন Professor সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বাবা ওকে বললেন —তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সংস্কৃত তুমি কেমন করে পড়াবে? যেমন-তেমন সংস্কৃত জানার কাজ তো এ নয়! ও বললে—আমার শাস্ত্রী উপাধিটার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমার বাবা সংস্কৃতে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, সে তুমি জান। তিনি ওর সঙ্গে সংস্কৃত আলোচনা করে অবাক হয়ে গেলেন। বাবা তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করে ফোন করলেন প্রফেসর বন্ধুকে, ওকে নেমন্তন্ন করলেন সেদিন আমাদের ওখানে খেতে। আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিলেন and within a few hours আমরা যেন কতকালের বন্ধু হয়ে গেলাম। সেই দিনই আমি ওর শ্যামাদাস নাম পাল্টে শ্যামল নাম দিয়েছিলাম, and he accepted it very gladly, সেও আমাকে অ্যানি বলে ডেকেছিল। ক্রমে আমরা গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। (কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) তখন দেখলাম আর এক মানুষ। জীবনে তার সে কি উচ্ছ্বাস সে কি passion!

আবেগে সে আগুনের মত জ্বলত। এক মুহূর্ত যদি শ্যামলের দিকে অমনোযোগ হয়েছি তবে সে কি ওর অভিমান। (আবার স্তব্ধ হইল)

বোস। (কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া) অতীত কথা মনে ক'রে দুঃখ পেলে অণিমা ? (উঠিয়া কাছে গিয়া) তুমি কাঁদছ ?

অণিমা। (মুখ তুলিয়া হাসিয়া) না। কিন্তু সে-সব সত্যিই একটা স্বপ্ন।

বোস। অণিমা !

অণিমা। বল।

বোস। যদি চাও, তোমাকে মুক্তি দিতে আমি রাজী আছি।

অণিমা। ও কথা কেন বলছ তুমি ? তুমি তো জান, আমি তোমাকে কত-খানি শ্রদ্ধা করি !

বোস। শ্রদ্ধা ! কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়ে ভালবাসার দাবী যে অনেক বড় অ্যানি।

অণিমা। না। ও কথা ব'লো না তুমি। তুমি তো জান, ওতে আমি দুঃখ পাই।

বোস। তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না ব'লেই ব'লছি অণিমা। তুমি হয়তো জান না—

অণিমা। জানি। আমি জানি। দুঃখ তুমি কোনদিন দাও নি কিন্তু আজ দুঃখ দিতে চাও না ব'লে আমাকে যদি মুক্তি দিতে চাও তোমার অন্তরের বন্ধন ছিঁড়ে, তবে সে মুক্তি কি আমি নিতে পারি ?

বোস। না, অ্যানি না। তোমাকে কোনদিন আমি বাঁধতে চাই নি। আমি তোমাকে—থাক ও কথা, থাক।

অণিমা। আমি জানি। আমি জানি, তুমি আমাকে—

বোস। ও কথা থাক অণিমা। অন্য কথা বল।

অণিমা। (হাসিয়া) অন্য কথা ! কি অন্য কথা বলব ? আমার কথায় তুমি বিনা দ্বিধায় শ্যামলের কর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে। তুমি বড়লোক নও, তবু তোমার যা কিছু সম্বল. সব দিলে শ্যামলের enterprise-এ শুধু আমার কথায়—। আজ সেই কথা ছাড়া অন্য কথা যে মনে আমার আসছে না।

বোস (হাসিল) একটা ভুল ধারণা তোমার সংশোধন ক'রে দিতে চাই। আশা করি, তুমি সেটাকে ভুল বুঝবে না।

অণিমা। বল।

বোস। আমি শ্যামদাসবাবুকে তোমার মত ভালবাসি না, কিন্তু তোমার

চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি, তাঁর আদর্শে বিশ্বাস করি। সেই জন্যই আমার সমস্ত সম্বল সঞ্চয়—তাঁর উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছি।

অণিমা। তুমি এ সত্যি বলছ?

বোস। তুমি তো জানো আমি মিথ্যে কথা বলি না।

অণিমা। তুমি আমায় বাঁচালে।

[বেয়ারার প্রবেশ। অভিবাদন করিয়া ট্রের উপর একটি কার্ড ধরিল]

বোস। (কার্ড দেখিয়া) অ্যাটর্নি বাড়ীর লোক। Strange! দু' মিনিট অ্যানি, আমি আসছি। (বেয়ারা ও বোস-এর প্রস্থান)

অণিমা উঠিল, দেওয়ালে ঝুলানো বোস-এর ছবির কাছে গেল, ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ফুলদানিটি লইয়া—ছবির নীচে রাখিল; গাথার সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে গান ধরিল। ফুলদানি রাখিয়া গাহিতে গাহিতে সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল ডাঃ বোস প্রবেশ করিল।]

ডাঃ বোস। (গান শেষ হইলে) একটি কথা জিজ্ঞেস ক'রব তোমাকে। তুমি ডাঃ শাস্ত্রীকে বিয়ে কর নি কেন?

অ্যানি বোস-এর মুখের দিকে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, উত্তর দিল না।

ডাঃ বোস। অ্যানি। You loved him.

অণিমা। (হাসিয়া) Yes. I loved him.

ডাঃ বোস। তবে?

অণিমা। তবে? সে আমায় ভালবাসত না।

ডাঃ বোস। ভালবাসত না? কি বলছ তুমি? একটু আগে তুমি বললে—আবেগে সে অগ্নিশিখার মত জ্বলত—

অণিমা। অকস্মাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎ তার সে আবেগ একদিন নিবে গেল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে আর আমার সঙ্গে দেখা, ক'রতে এল না। চিঠি লিখলে না। আমি চিঠি লিখলাম—উত্তর দিলে না। শেষে একদিন নিজে গেলাম তার সন্ধানে। দেখলাম আবার এক নতুন মানুষ। Strange looks in his eyes—কথা বললে যেন শুনতে পায় না, শুনতে পেলেও উত্তরে বলে হয় তো একটা কথা! Deaf বলতে পার, dumb বলতে পার, cold বলতে পার, মোট কথা—I found শ্যামল dead to me।

ডাঃ বোস। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে না?

অণিমা। (হাসিল) না।

ডাঃ বোস। তোমার নিজেকে তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে ?

অণিমা। I was clean। তখনকার আমাকে তুমি আকাশগঙ্গার সঙ্গে তুলনা ক'রতে পার, মাটির একটা কণাও তখন আমাকে স্পর্শ করে নি।

ডাঃ বোস। তবে ?

অণিমা। তবে ! (হাসিল) তার মধ্যে তখন নতুন মানুষ জেগে উঠেছে, যে মানুষকে আজ দেখছ। দেখলাম পড়ার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কেমেষ্ট্রি আর কেমেষ্ট্রি। আমার দিকে চাইলে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে। শান্ত কণ্ঠে বললে কয়েকটি কথা। বললে—আমাকে তুমি মাফ কর। আমি নিজেকে বুঝতে পারি নি। আমার—(অণিমা স্তব্ধ হইল, তারপর হাসিয়া বলিল) বললে—আমার আর ফেরার উপায় নাই। (আবার স্তব্ধ হইল। তারপর বলিল) শুনেছি সাবিত্রী মৃত সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল, কিন্তু আমি তা পারি না।

Dr. Bose। আমাকে তুমি মাফ কর অ্যানি। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই তাঁকে দুঃখ দিয়েছিলে।

অণিমা। যে দুঃখ আমি সেদিন পেয়েছিলাম, সেই দুঃখেই আমি সেদিন পাগল হ'যে গিয়েছিলাম। শ্যামল England-এ ছিল ব'লে আমি ভারতবর্ষে চ'লে এলাম। মানুষকে দুঃখ দেওয়া হ'ল আমার পেশা। লজ্জা-নীতি ধর্ম্ম সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে দিলাম। তীব্র নিষ্ঠুর হাসি হেসে—ব্যঙ্গশ্লেষে পৃথিবীকে জর্জ্জরিত ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম উল্কার মত। হঠাৎ একদিন দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে। তখন আমার চরমতম দুঃসময়—

Dr. Bose। থাক অণিমা, থাক।

অণিমা। বাবা আমার ব্যবহারে লজ্জিত হ'যে ঘোষণা ক'রে আমার সঙ্গে তখন সকল সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রেছেন। আমার দেহ তখন রুগ্‌ণ—তুমি আমায় সস্নেহে সাদরে স্থান দিলে। (স্তব্ধ হইল) জান ? তোমাকে আমি গ্রহণ ক'রেছিলাম—তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে একদিন তোমায় ত্যাগ ক'রব ব'লে ? (দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

Dr' Bose। অণিমা ! অ্যানি। ছি ! এ রকম করে না।

অণিমা। Please—Please—

Dr Bose। না, না ! চল, ওঠ ! Dr, শাস্ত্রীর ওখানে যাব আমরা।

অণিমা। না। সে ব্যস্ত আছে।

Dr. Bose। থাকুন ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকেন অন্য কোথাও আমরা চ'লে যাব।

চল, Dr. শাস্ত্রীকে কিছু জানাবার আছে important something, very important,

অণিমা। Very important ?

Dr. Bose ব্রজবিহারী ঘোষালের অ্যাটর্নি বাড়ী থেকে লোক এসেছিল।

অণিমা। সে দিনের সেই ফোঁটা-তিলক কাটা মিলিওনেয়ার—

Dr. Bose। ভদ্রলোক Dr. শাস্ত্রীর ওপর থাবা বাড়াচ্ছেন ব'লে মনে হচ্ছে। ওঠ, যাও, কাপড়চোপড় পাল্টে এস।

অণিমা। না, থাক। বেশ আছি, চল।

পঞ্চম দৃশ্য

ডক্টর শাস্ত্রীর ল্যাবোরেটারি

[মাইক্রসকোপ টেষ্ট-টিউব শিশি-বোতল সাজানো টেবিল। একপাশে একটি র‍্যাকে কয়েকটি খাঁচা, খাঁচায় গিনিপিগ ও খরগোশ কতকগুলি। প্রত্যেক জাতীয় জন্তুর খাঁচা তিনটি করিয়া আছে। একটি ছোট টেবিলের উপর একটি মাইক্রোসকোপ। করুণা ও ডক্টর শাস্ত্রী রহিয়াছেন ঘরে। করুণা মাইক্রসকোপে কিছু দেখিতেছে]

ডাঃ শাস্ত্রী। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ? নিউক্লিয়াসের presence বুঝতে পারছ ?

করুণা। পারছি।

ডাঃ শাস্ত্রী। Wonderfully well concealed. যেন একটা স্বেচ্ছাকৃত চাতুরী।

করুণা। (মাইক্রোসকোপ হইতে মুখ তুলিয়া) বিচিত্র, অদ্ভুত !

ডাঃ শাস্ত্রী। আমার নোটগুলো পড় দেখি, তোমার observation-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

[করুণা টেবিলের উপর হইতে খাতা তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল ; ডাঃ শাস্ত্রী নিজে মাইক্রোসকোপের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলেন]

শাস্ত্রী। (দেখিতে দেখিতে) জীবনের এই আদিম রূপ, এর চেয়ে রহস্যময় আর কিছু আছে ? Cell, cell-এর মধ্যে ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে প্রোটোপ্লাজম। ওই ঘোরার বেগের মধ্যেই স্ফুরিত হচ্ছে জীবনশক্তি ! পৃথিবীর সকল রসের সঙ্গে পৃথিবীর অবিরাম গতির সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। (মাইক্রোসকোপ হইতে মুখ তুলিয়া) নোটের সঙ্গে তোমার observation-এর অমিল পেলে বলবে।

করুণা— (খাতা রাখিয়া) কোন অমিল নাই।

শাস্ত্রী—আমার আপশোস করুণা, আজও আমি একজন ছাত্র পেলাম না যে, তার সকল সংস্কারকে ত্যাগ ক'রে এই আবিষ্কারের সত্যকে তার জীবনের একমাত্র সাধনা ব'লে মেনে নিতে পারে। অথচ মানুষ ভগবান-ভগবান ক'রে এক কল্পনার সত্যকে পাবার সাধনায় অনাহারে প্রাণ দিয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, জলে ডুবেছে।

করুণা—ছাত্র পেলে আপনি সাহায্য করবেন ?

শাস্ত্রী। এক সময় বায়োলজি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় শাস্ত্র। এর মধ্যে থেকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছি মৃত্যুর রূপ। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কেমেস্ট্রি হয়ে উঠল আমার সব। এ গবেষণা সেই থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

করুণা। আমি যদি আপনার কাছে শিখতে চাই, এই সাধনাকে যদি আমি অবলম্বন করতে চাই, আপনি আমাকে শেখাবেন ?

শাস্ত্রী। তুমি ?

করুণা। হ্যাঁ। আমি শিখতে চাই, আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

শাস্ত্রী (তাহার দিকে চাহিয়া) না। (করুণা তাহার মুখের দিকে চাহিল)

শাস্ত্রী যে সংস্কারের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, তাকে তুমি এরে গ্রহণ করতে পারবে না, করুণা !

করুণা। আমি পারব আপনি আমায় সুযোগ দিয়ে দেখুন।

শাস্ত্রী তোমার অভিভাবক ?

করুণা তিনি আমার মামা। তাঁর ব্যবহারেই আমার চোখ খুলেছে। আপনি সেদিন ঠিক বলেছিলেন—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, ঈশ্বরের কাজ বলে নিজেদের মনগড়া ভাগ্যের দোহাই দেয় এক ধনী—দরিদ্রকে বঞ্চনা করা যাদের ধর্ম—তারাই। সেই ধর্মে অন্ধ হয়ে প্রতারণা করতেও তাদের বাধে না। তিনি তাঁদেরই একজন আমি তাঁর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছি। আমাকে আজ কাজ করেই খেতে হবে, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। পৃথিবীর সত্যকে আমি জানতে চাই।

শাস্ত্রী। এ পথ বড় কঠিন পথ। তোমাকে আমি স্নেহ করি, তাই বলছি—এ পথে তোমার না আসাই ভাল। হয়তো আজকের এ মনোভাব তোমার সাময়িক—

করুণা। না, না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

শাস্ত্রী। তুমি ভেবে দেখ করুণা। এ পথ নিষ্ঠুর সত্যের পথ। কল্পনার

স্থান নাই, স্বপ্নেও সান্ত্বনা নাই, আমার পৃথিবী অতি বাস্তব পৃথিবী। ধ্যান ধারণার স্থান নাই। আবেগের অবকাশ নাই, জন্মান্তর নাই, পরলোক নাই—

[বাহিরে দরজায় আঘাত পড়িল, কিন্তু সে-শব্দ করুণা বা শাস্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিল না]

শাস্ত্রী। শুধু আছে বৈচিত্র্যের বিস্ময়। এক কৌষিক দেহ থেকে বহু কৌষিক দেহ, উপাদান থেকে অবয়ব, অবয়ব থেকে রূপ, শক্তি থেকে গতি, চেতনা থেকে বোধ—

[আবার দরজায় আঘাত পড়িল]

শাস্ত্রী। বোধ থেকে বাসনা, বাসনা থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি

[এবার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অনিমা এবং ডাঃ, বোস]

অনিমা। [illegible] মাগো। [illegible] যে ভয়ানক তন্ময় হয়ে গেছ শ্যামল। ডেকে সাড়া পাই না।

শাস্ত্রী। অনিমা!

অনিমা। হ্যাঁ। তোমার চোখে যে স্বপ্ন ভাসছে মনে হচ্ছে। কি স্বপ্ন দেখছিলে শ্যামল? Is it Biological?

শাস্ত্রী। Biological Science includes everything which deals with the Phenomena of Living matter অনিমা। আমি এবং করুণা দু'জনেই জীবন্ত মানুষ। Oh, excuse me—করুণার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।

অনিমা। আমি ওকে চিনি। সেদিন তোমার বক্তৃতার সময় তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

শাস্ত্রী। হ্যাঁ কিন্তু এখন উনি আমার সত্যকে উপলব্ধি ক'রেছেন। নিজে উনি Science student, আমার ল্যাবোরেটারিতে আমার research-এর সাহায্য ক'রতে চান।

অনিমা। That's very interesting Life is drama. জীবনই নাটক এবং সে নাটকের মূল উপাদান Biological Truth. Is it not?

শাস্ত্রী। তোমার সত্য উপলব্ধিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি অনিমা।

অনিমা। Thanks, কিন্তু তুমি তো আমার পরিচয় ওঁকে দিলে না। করুণা দেবী, আমি অনিমা বোস। শাস্ত্রী এককালে আমাকে অ্যানি বলে ডাকত। শ্যামাদাসের বদলে আমি বলতাম শ্যামল। শ্যামাদাস কিন্তু এখন

আর সে নামটা নিতে চায় না। আজ নতুন পরিচয়ের দিনে তোমাকে ঐ নামটা উপহার দিতে চাই। শ্যামলের বদলে শ্যামলী কিংবা শ্যামলিমা—

Dr. Bose। অণিমা—অ্যানি—

অণিমা। Don't disturb me please.

নেপথ্য হইতে। Dr. Sastri।

শাস্ত্রী। কে? (ব্রজবিহারীর প্রবেশ)

ব্রজ। আমি। মাফ ক'রবেন, আমি বিনানুমতিতেই প্রবেশ ক'রেছি। এই যে, এই যে করুণা। আমি ঠিক ভেবেছিলাম, তুমি এইখানে এসেছ। এস, বাড়ী এস।

করুণা। না। আমি আমার জীবনের পথ বেছে নিয়েছি

ব্রজ। ডক্টর শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী। বলুন।

ব্রজ। আমি যদি বলি আপনি আমার ভাগ্নীকে ভুলিয়ে—

করুণা। না। সে কথার আমি প্রতিবাদ করছি।

অণিমা। উনি নিজেই ভুলেছেন Mr. Ghoshal. Biological truth is very strange and mysterious, you see. ভোলার ওপর হাত থাকে না। Is it not শ্যামল?

শাস্ত্রী। অপেক্ষা কর অণিমা, তোমায় কথার উত্তর দিচ্ছি তার আগে—

ব্রজ। আমার কথার উত্তর দিলে আমি সুখি হব ডক্টর শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী। করুণা, তোমার বয়স কত?

করুণা। একুশ।

শাস্ত্রী। Mr. Ghoshal. করুণা সাবালিকা। জীবনে স্বাধীনভাবে তার কাজ করবার অধিকার হ'য়েছে। অণিমা, তুমি সত্যি বলেছ—Biological truth is very strange, and Biology is very interesting. You are right অণিমা, করুণা নিজেই মুগ্ধ হ'য়েছে আমার সাধনা দেখে—আমি মুগ্ধ হ'য়েছি তার নিষ্ঠা দেখে। (করুণার হাত ধরিয়া) আমরা জীবনে ভবিষ্যতে একসঙ্গেই অতঃপর পথ চলব নারী এবং পুরুষ, স্বামী এবং স্ত্রী—congratulate কর অ্যানি।

অণিমা। এতে আমার চেয়ে কেউ খুশী নয় শ্যামল, আমার চেয়ে কেউ খুশী নয়। করুণা তোমার আরও একটা নাম দিচ্ছি। মাদাম কুরী, মাদাম কুরী—I congratulate you.

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘোষালের বাড়ীর অফিস (প্রথম অঙ্ক অনুযায়ী)

[ঘোষাল বসিয়া ফাইল দেখিতেছে। কয়েকজন কুলি বড় প্যাকিং কেস লইয়া ঘরের মধ্য দিয়া একে একে যাইতেছে। ঘোষালের আসনের পিছনে একটি রেডিয়ো।]

রেডিয়ো—রেডিয়ো থেকে বাংলায় খবর বলছি। জার্ম্মান-সৈন্যেরা তাদের যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ গতিতে পোলাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জার্ম্মান-সৈন্যেরা যে সমস্ত জায়গা দখল করছে, সেখানে তারা যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং অকল্পিত বর্ব্বরতা প্রকাশ করছে, তাতে পৃথিবীর মানুষ বোধ করি শিউরে উঠবে। এদিকে ফ্রান্সে এবং বৃটেনে সামরিক উদ্যোগ পূর্ণ উদ্যমে দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে প্রথম বৃটিশ সৈন্যদল কাল ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেছে

[ঘোষালের স্ত্রীর প্রবেশ]

ঘো-স্ত্রী। বলি এসব হচ্ছে কি?

ঘোষাল। অ্যাঁ?

ঘো-স্ত্রী। অ্যাঁ? ! অ্যা কি? কানে শুনতে পাও না? না, চোখে দেখতে পাও না? না, মাথা খারাপ হ'য়েছে, কিছু বুঝতে পার না?

রেডিয়ো। বৃটিশ সৈন্যদলের অবতরণের সময় ফ্রান্সের অধিবাসীরা যে উল্লাস প্রকাশ করেছে—

ঘো-স্ত্রী। (দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া কল ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিল) বাপরে—বাপরে—বাপরে! দিনরাত ঘ্যানর—ঘ্যানর, যুদ্ধ, উল্লাস, বর্ব্বরতা মাথা খারাপ ক'রে দিলে রে বাবা!

ঘোষাল। বন্ধ ক'রে দিলে?

ঘো-স্ত্রী। হ্যাঁ, দিলাম। কিন্তু এ সমস্ত হচ্ছে কি?

ঘোষাল। কি?

[একটা লোক একটা কেস লইয়া প্রবেশ করিল]

ঘো-স্ত্রী। ওই যে! বলি গোটা বাড়ীটা কি মালগুদোম ক'রে তুলবি নাকি? ওগুলো বাড়ীতে ঠাসাই করছ কেন?

ঘোষাল। চুপ কর! ওগুলো হচ্ছে জার্ম্মানীর তৈরী ওষুধ। এর পর আর বাজারে পাওয়া যাবে না। তখন এক টাকার ওষুধ বিশ টাকায় বিক্রী হবে।

ঘো-স্ত্রী। ও মা। তাই বল! আমি বলি কি সব ছাইপাঁশ এনে পুরছে ঘরে! (কুলির প্রতি) তা আয়রে বাবা আয়। দেখিস, যেন ফেলে ভাঙিস নে মুখপোড়া।

[নেপথ্যে রামদাস দালাল]

নেপথ্যে-রামদাস। বাবুজী। ঘোষাল-সাব।

ঘোষ-স্ত্রী। অঃই। এলেন সেই মুখপোড়া। আয় রে আয়।

[ঘোষালের স্ত্রী এবং কুলির প্রস্থান রামদাসের প্রবেশ]

রাম। রাম—রাম বাবুজি।

ঘোষাল। রাম—রাম। তারপর তোমার খবর বল?

রাম। খবর আর হামার কেয়া ঘোষালবাবু, খবর তো আভি আপনার মশা। লড়াই তো লাগ গেয়া। আব তো আপনি যেইসা রাখবেন দুনিয়া ওইসা থাকবে।

"লাগে লড়াই মরে সিপাহী বাজাকে ছুটে ঘুম,
ঘরমে বইঠ্‌কে হাসেন শেঠজী নাফাকে মরশুম।"
কহে কবি রামদাস—

ঘোষাল। থাম রামদাস, থাম। এখন তুমি কি করবে বল।

রাম। আরে বাপরে। ধৈরয তো ধরবেন মশা, -এক্তো বেস্তো হোবেন তো বিলকুল গড়বড় হো যায়েগা।

ঘোষাল। তুমি বুঝতে পারছ না রামদাস। যুদ্ধ বেধে গেল। গত যুদ্ধে গ্যাস নিয়ে যুদ্ধের পত্তন হ'য়েছে। এবার বোধ হয়—শেষ পর্য্যন্ত গ্যাসই হবে প্রধান অস্ত্র। আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী গ্যাস নিয়ে—যাক, সে কথা থাক। মোট কথা আমি যা বলেছি তা যদি না পার—

রামদাস। থামেন, ঘোষাল-সাব থামেন। সব ঠিক হ্যায়। দেখিয়ে তো ই কেয়া হ্যায়? (পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া দিল)

ঘোষাল। (দেখিতে আরম্ভ করিল)

নেপথ্যে কেষ্ট। Sir।

ঘোষাল। কে? কেষ্টদাস?

[কেষ্টদাসের প্রবেশ]

কেষ্ট। Good morning Sir।

ঘোষাল। Good morning। তারপর খবর কি?

কেষ্ট। এভরি থিং ও-কে স্যার। দেখে এলাম জ্যাঠাইমা শ্রেফ খাণ্ডব-দাহনের মত জ্বলছে। আমায় বললে—আমি বলব, রতন বাগ্দীকে সড়কী চালাতে আমি হুকুম দিয়েছি। নিজে আদালতে গিয়ে বলবে বললে।

ঘোষাল। Good.

কেষ্ট। তা হ'লে আমি কোর্টে যাই এখন। আজ আবার পার্টিশন ষ্ট্যাটের সেলের দিন আছে।

ঘোষাল। আজই দিন? চল, আমি নিজে যাব। এস রামদাস, তোমায় বরং রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামাদাসের পল্লীগ্রামের বাড়ী

হেমন্ত এবং শৈলজাদেবী

হেমন্ত। তুমি কি পাগল হ'লে জ্যাঠাইমা?

শৈলজা। তুই একে পাগলামি বলছিস হেমন্ত?

হেমন্ত। বলব না? বড়দার কারখানার লোকের সঙ্গে বাগ্দীদের ঝগড়া হ'ল, রতন সড়কী দিয়ে লোক জখম করলে। আর তুমি আদালতে বলতে চললে যে, রতনকে সড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলে তুমি। এ পাগলামি নয়?

শৈলজা। হুকুম তো আমি দিয়েছিলাম হেমন্ত।

হেমন্ত। না, দাও নি। তুমি বড়দা'কে আঘাত দেবার জন্যেই আদালতে যেচে সাজা নিতে চলেছ। তাকে তুমি দুঃখ দিতে চাও, দেশের লোকের কাছে তার মাথা হেঁট করতে চাও যে, শ্যামাদাস তার মাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ ক'রেছে।

শৈলজা। না। হুকুম আমি দিয়েছি। তুই আমাকে বাধা দিস নে হেমন্ত, আমি সত্যি কথা না ব'লে পারব না। আমার ঠাকুর আমাকে তা হ'লে ক্ষমা করবেন না।

হেমন্ত। কখন তুমি হুকুম দিলে শুনি? যেদিন বিকেলবেলা ওদের ঝগড়া হ'ল, কাণ্ড হ'ল, সেদিন তুমি গোবিন্দজীর ভোগ দিয়ে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলে বেলা বারোটায়, ফিরেছ সন্ধ্যের সময়, সমস্ত ক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে।

শৈলজা। হুকুম আমি তোর সামনেই দিয়েছিলাম। তোর মনে নেই।

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা, তোমার বয়স বাহাত্তর হয় নি আমি জানি, কিন্তু এই

বয়সে আমাকে বাহাত্তুরে কেমন ক'রে ধরল বুঝতে পারছি না। কি বলছ তুমি ?

শৈলজা। তিন বৎসর আগে, যেদিন শ্যামাদাস ও বাগান বস্তীর জন্যে নোটিশ পাঠায়, রতনেরা ক'জন কেঁদে এসে পড়ল, সেদিন আমি এইখানে দাঁড়িয়ে তোর সামনে তাদের বলেছিলাম—শ্যামাদাসের লোক যদি কেউ আসে জবরদস্তি করতে, তবে তাদের লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিবি, দরকার হয় সড়কী দিয়ে গেঁথে ফেলবি। মনে ক'রে দেখ তুই। রতন যখন তাই ক'রে ফেলেছে, তখন আদালতে গিয়ে সেই কথা স্বীকার ক'রে আমার সাজা আমি না নিলে— ওপারে গিয়ে কি জবাব দেব আমি ?

হেমন্ত। ওপারের আইন আদালত সম্বন্ধে আমার খুব আক্কেল নেই জ্যাঠাইমা তবে এটা ঠিক যে, এপার-ওপার যে কোন পারের আদালতে গিয়ে যদি ছেলের ওপর অভিমান-বশে এই দায়িত্ব ঘাড়ে করতে যাও, তবে সেটা তোমার সত্যি বলা হবে না।

শৈলজা কেন শুনি ?

হেমন্ত। কথাটা তুমি বলেছিলে তিন বছর আগে তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেল, অবস্থায় পরিবর্ত্তন অনেক হ'ল। যে দিন তুমি কথাটা বলেছিলে, সেদিন তুমি ছিলে এই বাগান বস্তীর একের তিন অংশের মালিক—বাগ্দীরা ছিল তোমার প্রজা। আইন-ধর্ম্ম অনুসারে না হোক দেশাচার অনুসারে জমিদার হিসাবে ওদের ভালমন্দের দায়িত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। তারপর বড়দার ওপর আক্রোশ-বশে তুমি বাগান বস্তীর অংশ বিক্রি করে দিলে ব্রজবিহারী ঘোষালকে। আজ মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে Bengal Scientific Research-এর সঙ্গে ব্রজবিহারী ঘোষালের। বাগ্দীদের নাচাচ্ছে এখন ঘোষাল। ঘোষালের চাকরী নিয়ে কেষ্ট যে কত রকম উস্কানি দিচ্ছে বাগ্দীদের, সে তুমি জান না। এর পরেও তুমি বলতে চাও দায়িত্ব তোমার ?

[আস্ফালন করিয়া কথা বলিতে বলিতে কেষ্টদাসের প্রবেশ

কেষ্ট। মার দিয়া কেল্লারে বাবা—যতোধর্ম্মস্ততো জয়, অন্যায় ক্ষয়। এক ঘটি জল দাও দেখি জ্যাঠাইমা।

[কোঁচা দিয়া বাতাস খাইতে লাগিল। শৈলজা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, প্রথম হইতেই হেমন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল]

হেমন্ত। কি রে কেষ্ট, ব্যাপার কি ?

কেষ্ট। জল নিয়ে এস জ্যাঠাইমা, আগে জল নিয়ে এসে। গোবিন্দজীর ক্ষীরের নাড়ু ও বরং একটা নিয়ে এস।

হেমন্ত। কেষ্ট?

কেষ্ট। Please কপিসম্রাট, Please বুক শুকিয়ে বালুচর হয়ে গেছে; কথা বলতে শক্তি নেই এখন। স্রেফ বায়ুবেগে ছুটে আসছি এই দুপুরে রোদ্দুরে।

শৈলজা। আমি এক্ষুনি জল নিয়ে আসছি কেষ্ট, তুই বস হেমন্ত ওকে এখন বিরক্ত করিস নে

(প্রস্থান)

কেষ্ট শুনলে তো? বিরক্ত ক'রো না আমাকে বাবা, জ্যাঠাইমার হুকুম সাক্ষাৎ মহিষমর্দ্দিনী।

[হেমন্ত মাথা নত করিয়া চিন্তিত ভাবেই পায়চারি করিল।

কেষ্ট। উঁ। এদিকে rice-টা আছে খুব। পায়চারি করছে যেন সাক্ষাৎ আলমগীর। বলিহারী বাবা—চালটা যা তোক খুব শিখেছিলি বলি লিখিস তো কেতাব। হয়ুর বগলে ভাষ্মকে পুরে দিয়ে হ'য়ে গেল বেদব্যাস তোর আবার এত চাল কিসের রা?

হেমন্ত। চুপ কর কেষ্ট।

কেষ্ট। তোর হুকুমে চুপ ক'রব হেমা?

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা জল আনছেন, খেয়ে যত পারিস চেঁচাস।

কেষ্ট। আদালতে চার বোতল লেমনেড, তিন গেলাস সরবত, ছটা ডাব মেরেছি হেমা। জ্যাঠাইমার ওই ক্ষীরের নাড়ুর জন্যে জলের ভাওতা দিলাম। পেটের মধ্যে এখন জাহাজ ভাসিয়ে দিলে ডুবে যাবে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি ক'রলে তুই স্রেফ ভেসে যাবি।

হেমন্ত। এইবার থাম্ কেষ্ট, এইবার থাম। আর এগুস না। এটা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া।

কেষ্ট। কি বললি? ওর মানে কি?

হেমন্ত। এর মানে তুই বুঝবি নে। মেলা চেঁচাস্ নে—চুপ কর; জ্যাঠাইমা আসছেন।

কেষ্ট। চেঁচাব না? আলবৎ চেঁচব।

হেমন্ত। তবে চেঁচা।

কেষ্ট। নিশ্চয় চেঁচাব। তোর বিলিতী ঘোড়া যে কাৎ, শ্যামাদাস যে খতম—

[শৈলজা প্রবেশ করিতেছিলেন—জলের গেলাসটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল]

হেমন্ত। (ছুটিয়া গেল) জ্যাঠাইমা!

কেষ্ট। জলের গেলাসটা ফেললে তো জ্যাঠাইমা!

[শৈলজা হেঁট হইলেন জলের গেলাস উঠাইবার জন্য]

হেমন্ত। কেষ্ট, কি বলছিলি তুই আগে বল্।

কেষ্ট। Mr. Sastri esquire-এর হ'য়ে গেছে। বাগান-বস্তীর partition-এর মামলায় ডিগবাজী। ব্রজবিহারীবাবু সেলে দশ হাজার টাকা দাম দিয়ে বাগান-বস্তী ডেকে নিয়েছে।

শৈলজা। তুই ব'স্ কেষ্ট, আমি আবার জল নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

হেমন্ত। তুই একটা রাস্কেল রে কেষ্ট—তুই একটা রাস্কেল।

কেষ্ট। Shut up হেমা। মুখ সামলে কথা বলবি। আমি রাগলে বাপ মাকেই খাতির করি না। তুই কোথাকার জ্যাঠতুত ভাই। নাকের ওপর পরচুলো টানলে খুলে আসে। জ্যাঠতুত ভায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কিসের?

হেমন্ত। এইবার ঘাড় ধ'রে মাটিতে তোর মুখ রগ্‌ড়ে দেব।

কেষ্ট। তা দিবি বইকি। নইলে আর জ্ঞাতি শত্তুর বলবে কেন?

[শৈলজা দেবীর জলহাতে প্রবেশ]

শৈলজা। নে কেষ্ট, এই নে নাড়ু।

কেষ্ট। হেমাকে তুমি একটু সাবধান ক'রে দিও জ্যাঠাইমা। নইলে আমার সঙ্গে ভাল হবে না। বলছে, ঘাড়ে ধ'রে আমার মুখ রগ্‌ড়ে দেবে।

শৈলজা। ছি হেমন্ত।

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা, আজ বুঝতে পারছি বলি রাজা কেন স্বর্গে যান নি। তোমার স্বর্গে যাবার ইচ্ছেকে লক্ষকোটি প্রণাম। এখন কেষ্টকে তুমি চেঁচাতে বারণ কর, নইলে তোমার স্বর্গে যাবার সময়ে জয়ধ্বনি করবার লোকের অভাব হবে। ওকে আমি তোমার আগেই স্বর্গে পাঠিয়ে দেব, মানে—সোজা বাংলায় খুন ক'রে ফেলব ওকে।

শৈলজা। আহা, মামলায় জিতেছে একটু আনন্দ ক'রবে না? এই তো আমিই বারবার গোবিন্দজীকে প্রণাম ক'রে এলাম।

হেমন্ত। তোমার কপালে ধুলোর দাগ আগেই আমি দেখেছি। কিন্তু একটা

সত্যিকথা বলবে জ্যাঠাইমা ? প্রণামটা ক'রে এলে কিসের জন্যে ? ব্রজবিহারী ঘোষাল জিতেছে বলে, না কেষ্টার প্রলাপের সত্যি অর্থ বুঝে ?

শৈলজা। মামলায় জিতেছে ব'লে হেমন্ত।

হেম। তাতে কি মনে কর শ্যামাদাস দা' হেরেছে ?

কেষ্ট। হাইকোর্টের জাজমেণ্ট বাবা, এর আর বাবা নেই। হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। নো ওলোট নো পালট ! কালই খবরের কাগজে বেরিয়ে যাবে।

হেমন্ত। এখন তোমাকে মিনতি করছি জ্যাঠাইমা, তুমি আর এগিয়ো না। বড়দা' তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। বাগান-বস্তী নিয়ে মামলা হয় তো হ'ত না, যদি না তুমি ব্রজবিহারী ঘোষালকে তোমার অংশ বিক্রী করতে। বাগান কাটতে তোমার আপত্তি, বস্তী ওঠাতে তোমার আপত্তি, সে বাগান-বস্তী নিয়ে ব্রজবিহারীর সঙ্গে মামলা করলেও কারখানা ক'রেছে বাগান-বস্তীর পাশে। নিজের সন্তানের সঙ্গে—

শৈলজা। না। যে নাস্তিক, সে আমার সন্তান নয়।

কেষ্ট। পায়ের ধুলো দাও জ্যাঠাইমা, পায়ের ধুলো দাও।

হেমন্ত। আমিও প্রণাম করছি জ্যাঠাইমা। আমি চললাম।

শৈলজা। হেমন্ত !

কেষ্ট। যেতে দাও জ্যাঠাইমা—যেতে দাও। ও হচ্ছে বিলিতী ঘোড়ার সহিস। Bengal Scientific Research-এর প্রচার-সচিব। শাস্ত্রী সাহেবের agent.

শৈলজা। হেমন্ত !

হেমন্ত। হ্যাঁ জ্যাঠাইমা—সেখানে আমি চাকরী করি। আজ প্রায় এক বছর হ'ল চাকরী করছি, কিন্তু তোমার কাছে শ্যামাদাসদা'র চাকর হিসাবে আমি আসি নি। আজও তোমার একটা কথাও তাকে বলি নি; তার কথাও তোমাকে লাগাই নি। তুমি আমার জ্যাঠাইমা, বড়দা আমার দাদা—তোমাদের এই বিরোধে আমি কষ্ট পাই, তাইএসেছিলাম। মা-ছেলের ঝগড়া যাতে মিটে যায়—তাই দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পাথর, সে লোহা। কাছাকাছি এলেই আগুন জ্বলে উঠছে। আমায় তুমি মাফ কর। আর আসব না। (প্রস্থান)

কেষ্ট। কিছুই ভেবোনা জ্যাঠাইমা। সব আমি ঠিক করে দোব। দেখ না আমার মালিক, তোমার বেয়াই ব্রজবিহারীবাবু কি করে ! নাস্তিকের নিকুচি ক'রে ছেড়ে দেবে। ভগবান্ মানি না ! কত paddy-তে কত rice বুঝিয়ে দেবে।

শৈলজা। কাল রতনের মামলার দিন নয় কেষ্ট ?

কেষ্ট। হ্যাঁ। সে সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না জ্যাঠাইমা। সে ঘোষাল সাহেব ঠিক করেছেন। রতনকে জামিনে খালাস ক'রেছে। বড় ব্যারিষ্টার দিয়েছেন। রতনার যদি জেলই হয়, তাও বলছেন—তার মেয়ে-ছেলেকে খেতে দোব।

শৈলজা। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। কিন্তু তবু আমার দায়িত্ব আছে কেষ্ট। আমাকে কাল কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।

কেষ্ট। তুমি বলবে তো রতনকে সড়কী চালাতে তুমি হুকুম দিয়েছিলে!

শৈলজা। হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম রতনকে—সে কথা কোর্টে স্বীকার না করলে আমি শান্তি পাব না।

(নেপথ্যে রতন উত্তেজিত স্বরে ডাকিল)—মা-ঠাকুরণ !—মা-ঠাকুরণ !

শৈলজা। কে রতন ?

[রতনের প্রবেশ—উত্তেজিত উদভ্রান্ত অবস্থা তা'র]

রতন। মা-ঠাকুরণ !

শৈলজা। কি রতন ? কি রে ? কি হয়েছে বাবা ?

রতন। বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে জলে কুমীরের মুখে ঠেলে দিলে মা-ঠাকুরণ ?

কেষ্ট। এই রতনা, এই বেটা, এমন করে চেচাচ্ছিস্ কেন ?

রতন। চেচাচ্ছিস্ কেন ? তুমি কিছু জান না দাদাঠাকুর ? বাঘের আশে পাশে থাকে শেয়াল—বাঘের মড়ির পেসাদ পায়। কুমীরের আশে-পাশে কে থাকে জানি না। তুমি তাই। তুমি তাই। তুমি তাই।

[কেষ্ট খানিকটা সরিয়া গেল]

শৈলজা। কি হয়েছে রতন।

রতন। বিদেয় নিতে এসেছি মা-ঠাকুরণ বস্তী ছেড়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে উঠে যাচ্ছি। চিরকালটা আমাদের ভালোতে মন্দতে তোমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে এসেছি আজও তাই নিতে এসেছি, দাও পায়ের ধুলো দাও।

শৈলজা। উঠে যাচ্ছ ? কেন রতন ? মামলায় তো ঘোষাল মশাই-ই জিতেছেন।

রতন। ওরে আর কুমীর বলছি কেন গো। তিনিই উঠিয়ে দিচ্ছেন। তলে তলে তিনি উচ্ছেদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মামলায় ডিক্রী পেয়ে সাথে-সাথেই আদালতের নাজির নিয়ে লোকজন সঙ্গে ক'রে এসেছেন। দখল নেবেন।

আমাদের উঠে যেতে হবে। জিজ্ঞেস কর কেন ঘোষালের ওই চরটিকে—ওই কেষ্ট দাদাবাবুকে। ওই, ওই, যত নষ্ট গুড়ের থাজা।

কেষ্ট। এই রতনা। কি বলছিস—দোব থাপ্পড় মেরে মুখ ভেঙ্গে।

রতন। দেবে? দেবে? মুখ ভেঙ্গে দেবে? এস—এগিয়ে এস! আঃ কি বলব যে তুমি ঠাকুর বংশের ছেলে! আঃ নইলে—আজ আর একবার সড়কী আমি চালাতাম।

শৈলজা। এসব কি কাণ্ড কেষ্ট?

কেষ্ট। আমি কি জানি তার?

রতন। জান না? পেরথম আদালতে তোমার মুনিব যখন নিলেম ডাকলে, দাদবাবু যখন হাইকোর্ট করলেন, তখন আমাদিগে শমন দিলে, পরোয়ানা দিলে। আমরা মুখ্য-মানুষ, শুধোলাম—কিসের পরোয়ানা। আমাদিগে বুঝালে—সাক্ষীর পরোয়ানা। তলে তলে তখন নালিশ করেছিল। সেদিন বুঝি নাই, আজ বুঝলাম। আমাদিগে আদালতে গরহাজির রেখে ডিক্রি করেছে। আজ বুঝলাম সব। তুমি জান না কিছু? মা-ঠাকুরণ বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে তুমি জলে ফেলে দিয়েছ কুমীরের মুখে।

শৈলজা। কেষ্ট!

কেষ্ট। আমি কি করব? আমাকে চোখ রাঙালে কি হবে? আর হক কথা বলব আমি। আমি বাবা কাউকে ভয় করি না। মা-বাবাকেই ভয় করি না। তোমার বাগান বস্তী তুমি বেচেছ। করকরে টাকা ঠং ঠং ক'রে বাজিয়ে নিয়েছ। ঘোষাল সাহেব দু' দু' হাজার টাকা গুণে দিয়েছে। তোমার বাগানের আমের আটি চোষবার জন্যে সে এতগুলো টাকা দেয় নি। আর ওই বাগ্দীগুলোর দু' আনা চার আনা খাজনাতে তার পেট ভরবে না। সম্পত্তি এখন তার—যা খুশী তার করবে। আমি বা তার কি করব? তোমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আছি—না হয় চলে যাচ্ছি। আর না হয় আসব না। (প্রস্থান)

রতন। মা-ঠাকরুণ!

শৈলজা। অপরাধ আমার রতন। আমাকে তোরা—

রতন। না-না। ওকথা বলনি মা। বিনা মেঘে আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে। অপরাধ আমাদের অদেষ্টের। যার যে ঠাঁই কেনা মা—পিতি পুরুষের ভিটেয় মরণের ভাগ্যি আমরা ক'রে আসি নি—তুমি কি করবে বল?

শৈলজা। না। অপরাধ আমার। তোরা এক কাজ কর রতন। আমার বাড়ীর পুকুরের পাড়ে এসে তোরা বাস কর। অনেক জায়গা পড়ে আছে।

রতন। তাই কি হয় মা! ঠাকুরের মন্দির, তোমাদের বাড়ী, দিন রাত ছোঁয়াচ লাগবে। আমাদের অপরাধ হবে।

শৈলজা। না-না আমি বলছি—অপরাধ হবে না!

রতন। শুধু কি বাড়ী মা? খাব কি? জমিগুলান যে আগেই গেছে গো। মহাজনে নিছে। তবু ছিলাম ভিটির মায়ায়। এইবার ভিটি গেল, বাঁধন থেকে ছাড়ান পেলাম মা-ঠাকরুণ, এইবার আমরা যাই। কলে যাই, খাটব, খাব—

শৈলজা। না রতন, না। ওরে কলে মানুষের জাত থাকে না। ওখানে মানুষ ভগবান ভুলে যায়—

রতন। সেই জন্যে তো এতকাল যাইনি মা-ঠাকুরণ—

শৈলজা। আজও যেতে পাবি নে। আমি বলছি আমার হুকুম।

রতন। মা-ঠাকরুণ—

শৈলজা। আমার হুকুম রতন। যা—সব জিনিসপত্তর নিয়ে উঠে আয়। ওই খিড়কীর বাগানে—জায়গা ক'রে নে। যা, দেরী করিস নি। যা।

[রতন চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছিল]

শৈলজা—আর শোন। তোর মামলায় কাল দিন আছে। সকাল বেলাতেই আমি তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। নতুন উকীল দিতে হবে। ঘোষালের দেওয় উকীল ব্যারিষ্টারকে আর বিশ্বাস নেই।

রতন। তার জন্যি তুমি কেন যাবে মা?

শৈলজা। আদালতেও আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে। তোর কোন ভয় নেই, আমি নিজে বলব—আমিই তোকে সড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলাম। জেল যেতে হয়, আমিও যাব তোর সঙ্গে।

রতন। মা! কি বলছ তুমি? না। না! তা বলতি তুমি পাবা না।

শৈলজা। 'না' নয় রতন, সত্যি আমাকে স্বীকার করতেই—

রতন। না। আমি বলব তুমি হুকুম দাও নি। তাতেও না মান তার উপায়ও রতন জানে।

শৈলজা। রতন।

রতন। না, তোমার কথা আমি শুনব না। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ডাঃ হিরণ্ময় বোসের বাড়ী। অনিমা এবং হিরণ্ময়

অনিমা। ইস্পাতের ধারালো ছুরিতে ডাকাতে গলা কাটে, কিন্তু মিছরীর ছুরি তার চেয়ে ভয়ানক। রক্ত ঝরে না, দেখা যায় না অথচ মানুষের অন্তরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তোমার কথাবার্তা আজকাল সেই রকম হয়ে উঠেছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

হিরণ। আমার উপর তুমি অবিচার করছ। আমার কথার দুটো মানে নেই। মানে একটাই। আমার কথা যদি ধারালো মনে কর, তবে সে ছুরিই—ডাকাতের হাতের নয়, ডাক্তারের হাতের। যদি মিষ্টি মনে কর, তবে সে শুধু মিছরিই সত্যিই তোমার গানের প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অ্যানি, আগে তোমার গানের মধ্যে technique-টা I mean, সুর এবং ভঙ্গিটাই ছিল সর্ব্বস্ব, এখন তোমার গানে প্রাণের স্পর্শ উপচে পড়ছে। You have changed--অ্যানি, তুমি বদলে গেছ।

অনিমা। (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) তুমি কি বলছ? আমি বদলে গেছি? Changed?

হিরণ। তুমি নিজে বুঝতে পার না?

অনিমা। যদি বদলে থাকি তাতে কি তুমি দুঃখ পেয়েছ?

হিরণ। তুমি এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছ কেন?

অনিমা। তোমার সহ্যশক্তির সীমা না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয় করে তুমি কথা বল, তুমি হাস, আমার মনে হয় তোমার হাসি কথার পেছনে আছে গভীর রহস্য, আমি তার তল পাই না। কেন তুমি আমাকে এ ভাবে দুঃখ দাও?

হিরণ। আমি তোমাকে দুঃখ দিই? তোমার তাই মনে হয়?

[দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কথাগুলি বলিল]

অনিমা। (কথার মধ্যস্থলেই বলিয়া উঠিল) এমন ভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস তুমি ফেলো না!

হিরণ। (উঠিয়া অনিমার হাত ধরিয়া) অ্যানি। অ্যানি।

অনিমা। না।

হিরণ। না-নয়, বস। শান্ত হও, স্থির হও। অ্যানি!

[অণিমা বসিল]

অণিমা। বল তুমি কি বলছ? সোজা সরল স্পষ্ট কথায় আমাকে বল।

হিরণ। তোমার জীবনে এইবার আপনার ছন্দ—

অণিমা। না, না, না। ছন্দ নয় ও আমি বুঝি না।

হিরণ। ছন্দ বোঝ না? আর তুমি এত ভাল নাচতে পার!

অণিমা। তোমাকে যোড় হাত করছি, তোমাকে আমি যোড় হাত করছি। বল আমার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে?

হিরণ। যে ভালবাসা তোমার মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল আবার সে বেঁচে উঠেছে। তুমি ভালবেসেছ।

অণিমা। What are you driving at? কাকে ভালবেসেছি?

হিরণ। তোমার নিজেকে তুমি ভালবেসেছ। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তুমি মনোযোগী হয়েছে। জীবনের পথে তোমার উন্মত্ত অধীর গতি সংহত হয়ে ধীর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তোমার গানের মধ্যে তারই স্পর্শ উপচে পড়ছে।

অণিমা। না। তুমি বলতে চাও, আমি শ্যামলকে আবার ভালবেসেছি।

হিরণ। তাই যদি হয়, ক্ষতি কি? আমার আনন্দ—তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। তোমার নিজের ঘর-সংসারের প্রতি তোমার মায়া হ'য়েছে।

অণিমা। (টেবিলের উপর হইতে ফুলদানাটা লইয়া ছুঁড়িয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হিরণ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল) না, না, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

হিরণ। অণিমা। আমি তোমাকে মিনতি করছি।

অণিমা। জান, আমি শ্যামলের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াই না।

হিরণ। জানি।

অণিমা। জান? আমি তো রোজ বিকেলে তোমাকে বলে যাই—আমি শ্যামলের ওখানে যাচ্ছি।

হিরণ। কিন্তু তুমি যাও না সে আমি জানি।

অণিমা। তুমি তা হ'লে আমাকে সন্দেহ ক'রে অনুসরণ করে দেখেছ—আমি কোথায় যাই?

হিরণ। না। তুমি কোথা যাও, সে আমি জানি না। কিন্তু পরশু মিষ্টার শাস্ত্রী মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে আমার chamber-এ এসেছিলেন। তাঁরাই বললেন, তুমি তাঁদের ওখানে যাও না!

অণিমা। এবং নিশ্চয় তুমি বলেছ যে,—সে কি ? সে তো রোজ আপনাদের ওখানে যায় !

হিরণ। তুমি আমার ওপর অবিচার করছ অ্যানি। তুমি যেখানেই যাও—তার জন্যে আমি কোনদিন কৌতূহল প্রকাশ করি নি, কখনও করবও না।

অণিমা। (উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) সে কৌতূহল প্রকাশ করলে হয় তো ভাল করতে। এ অশান্তি, এ দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে।

হিরণ। যেয়ো না, শোন।

অণিমা। না।

হিরণ। না' নয় শোন।

অণিমা। বল।

হিরণ। আজ যদি তুমি একবার মিঃ শাস্ত্রীদের ওখানে যাও- -

অণিমা। না।

হিরণ। আমার জন্যে অণিমা—আমার জন্যে। একটা অপ্রিয় কাজ—

অণিমা। অপ্রিয় কাজ ?

হিরণ। হ্যাঁ। নিষ্ঠুর সত্য জানিয়ে আসতে হবে। এই Medical Report-টা দিয়ে আসবে।

অণিমা। Medical Report ?

হিরণ। (একখানি কাগজ অণিমার হাতে দিল) ডাকেই পাঠাতে পারতাম ! কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে মিসেস শাস্ত্রীকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলারও প্রয়োজন আছে।

অণিমা Report-খানি পড়িতে লাগিল

হিরণ। মিসেস শাস্ত্রীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র, তিন বৎসর বিবাহিত জীবনে সন্তান না হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ করে চিঠি লিখেছিলেন কোন বান্ধবীকে। শাস্ত্রী জানতে পারেন।

অণিমা। (Report হইতে মুখ তুলিয়া) বল কি ?

হিরণ। মানুষের মন বিচিত্র অ্যানি।

অণিমা। আমি তাকে রহস্য করে নাম দিয়েছিলাম মাদাম কুরী। করুণা আজ তিন বৎসর ধরে শ্যামলের research-এ অহরহ পাশে থেকে সে রহস্যকে সত্যে পরিণত ক'রে তুলেছে। করুণাকে নিয়ে শ্যামলের সে কি অহঙ্কার ! করুণার দুঃখের আভাস তো একদিনও পাইনি।

হিরণ। মিসেস্ শাস্ত্রীর মুখ দেখে আমার চোখে জল এসেছিল অ্যানি। শাস্ত্রী

তাকে আমার chamber-এ নিয়ে এসেছিলেন সন্তান না হওয়ার কারণ নির্ধারণের জন্যে। (দরজায় আঘাতের শব্দ হইল)

হিরণ। (অণিমার প্রতি) উঃ, আচ্ছা আদব-কায়দাদুরস্ত বেয়ারা রেখেছ; নক না করে আসবে না। Come in—

অণিমা। বেচারী করুণা! এর কি কোন প্রতিকার নেই?

হিরণ। না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও এর প্রতিকার আবিষ্কার কর'তে পারে নাই। মিসেস্ শাস্ত্রী বন্ধ্যা।

[কথার মধ্যস্থলেই দরজা খুলিয়া গেল। ওপাশ হইতে করুণা এক পা দরজার দিকে বাড়াইল। হিরণ্ময় ও অণিমা এমন ভাবে বসিয়াছিল যে, করুণার প্রবেশ দেখিতে পাইল না। হিরণ্ময়ের কথা শেষ হইবামাত্র করুণা কাঁপিয়া উঠিয়া দরজার বাজু দুইটা চাপিয়া ধরিল। দরজার পাশে একটা টেবিল উল্টাইয়া গেল। শব্দে উভয়ে মুখ ফিরাইয়া করুণাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। অণিমা তাড়াতাড়ি কাছে আসিল]

অণিমা। করুণা। করুণা।

করুণা। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল দিদি।

হিরণ। আসুন, এইখানে বসুন মিসেস্ শাস্ত্রী। একটু বসুন।

[করুণা ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল]

অণিমা। একটু জল খাবে করুণা?

করুণা। থাক দিদি। আমি এসেছিলাম Dr. Bose—

হিরণ। আপনাকে কি বলব মিসেস্ শাস্ত্রী, সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

করুণা। আমার ভাগ্য আপনি কি করবেন?

অণিমা। স্বামীর সাধনায় নিজেকে ঢেলে দাও করুণা।

করুণা। সে সব পরের কথা দিদি। এখন ব্যবসায়ে হঠাৎ কোন গোলমাল হওয়ায় উনি বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। Dr. Bose. আপনি যদি একবার যান তবে বড় ভাল হয়।

হিরণ। ব্যবসায়ে গোলমাল? কি হ'য়েছে বলুন তো?

করুণা। আমি জিজ্ঞাসা করি নি! কিন্তু গোলমাল কিছু হ'য়েছে!

হিরণ। অণিমা, তুমি মিসেস্ শাস্ত্রীকে নিয়ে এস। আমি চললাম।

অণিমা। করুণা!

করুণা। একটু অপেক্ষা করুন দিদি। বড় ক্লান্তি বোধ করছি আমি।

[সে সোফার উপর শুইয়া পড়িল। কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। অণিমা তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত রাখিল]

অণিমা। মনকে শক্ত কর, করুণা। শ্যামলের সাধনার মধ্যে নিজেকে ঢেলে দাও তুমি। দুঃখকে জয় কর।

করুণা। বড় ক্লান্ত! আমি আর পারছি না।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামাদাসের ল্যাবোরেটারি

শ্যামাদাস ও হেমন্ত

[দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, হেমন্ত একখানা চিঠি পড়িয়া শেষ করিয়া শ্যামাদাসকে ফেরত দিতেছে শ্যামাদাস চিঠিখানা লইল। সে কথাবার্তা সংযতভাবে বলিতেছিল। কিন্তু বরাবর পদচারণা করিতেছিল, যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল একটা অস্থিরতার ইঙ্গিত]

শ্যামা। আপিসে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না, তাই আমি তোমাকে এখানে ডেকেছি। কিন্তু এ কি সত্যি হেমন্ত?

হেমন্ত। চিঠির মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। তার কয়েকটা কথা সত্যি। বাকীটা মিথ্যে।

শ্যামা। কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে বল।

হেমন্ত। জ্যাঠাইমার কাছে নিয়মিতই আমি যেতাম এ কথা সত্যি।

শ্যামা। বাকীটা মিথ্যে?

হেমন্ত। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে। মামলা সংক্রান্ত কোন কথা তাঁকে আমি বলি নি। অন্তত কোন তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করি নি। এবং তাঁদের তরফের অনেক তথ্য জানলেও সেও তোমাকে আমি বলি নি।

শ্যামা। কিন্তু আমাদের তরফের অনেক তথ্য তাঁরা জেনেছেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেমন্ত। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না বড়দা'?

শ্যামা। শুধু বিশ্বাস নয়, তোমার ওপর আমি প্রত্যাশা ক'রেছিলাম।

হেমন্ত। তোমার প্রত্যাশার কথা আমি বলতে পারি না বড়দা, কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কাজ আমি করি নি।

শ্যামা। আমার মা তোমার জ্যাঠাইমা। সুতরাং তাঁর ওখানে তুমি যেতেই—এটাকে অপরাধ কখনই আমি বলব না। কিন্তু মামলা-মকদ্দমার কথা কি তুমি বলতে না?

হেমন্ত। বলতাম। তোমাদের মা-ছেলের বিরোধ যাতে মিটে যায় সেই জন্যেই আমি ব্যগ্রতা নিয়ে যেতাম। মামলা-মোকদ্দমা সেই বিরোধেই ফাঁকস্তা। কিন্তু—

শ্যামা। কিন্তু সেটা তোমার অনধিকারচর্চ্চা হেমন্ত।

হেমন্ত। সেটা তোমার মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমার সে অধিকার আছে ব'লেই আমি মনে করি। তোমাকেও আমি কতবার বলেছি, আজও তোমাকে আবার বলছি—জ্যাঠাইমাকে দুঃখ তুমি দিয়ো না। আর তুমি এগিয়ো না।

শ্যামা। তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ হেমন্ত। (হাসিল) মায়ের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য আমি সর্ব্বদাই করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে আমার সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

হেমন্ত। তোমার বিজ্ঞান কি চরম সত্য আবিষ্কার ক'রতে পেরেছে বড়দা?

শ্যামা। নিশ্চয়ই না। কিন্তু সে যে সত্যে পৌঁছাবার পথে পা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই পথের যাত্রী। যাক, এ নিয়ে আমি আলোচনা ক'রতে চাই না হেমন্ত। সোজা তোমাকে যা বলতে চাই শোন—নানা কারণে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'য়েছি যে, তুমি এ সত্যে বিশ্বাস কর না। সুতরাং আমাদের Publicity—প্রচারের কাজ তোমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

হেমন্ত। (কাতরভাবে বলিয়া উঠিল) বড়দা—

শ্যামা। আমার কথা শেষ ক'রতে দাও হেমন্ত।

হেমন্ত। বল।

শ্যামা। আজ পর্য্যন্ত capitalilst-দের—পুঁজিবাদীদের কারবারে দুনিয়ার publicity হ'ল মিথ্যা বিজ্ঞাপন। আপনাদের এতটুকু কথাকে অতবড় ক'রে বলে, আসল উদ্দেশ্যকে ঢেকে মিথ্যা একটা আদর্শের রং চড়িয়ে—সেইটাকে লোকের সামনে ধরাই হল এদের কাজ। আসল উদ্দেশ্য লোককে প্রতারিত ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। মিথ্যা কথা লেখার কাজ—যে কোন মতাবলম্বী নিপুণ লেখক হলেই চলে। কিন্তু সত্য প্রচার—সে সত্যে বিশ্বাসী ভিন্ন অন্য কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়। এই নাও সেই মর্ম্মে কোম্পানীর চিঠি।

হেমন্ত। (চিঠি লইল, একটু নাড়িয়া পকেটে পুরিল) তাই হবে বড়দা—আমার কাজ কাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বল?

শ্যামা। তুমি নিজেই তোমার লেখা বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে দেখো হেমন্ত, তুমি বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমাকে প্রচার করেছ। আমাকে বড় করে তুলেছ, কিন্তু আমার সত্যকে তুমি প্রকাশ করতে পার নি।

হেমন্ত। কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছ বড়দা। তুমি এখানে সর্বময় কর্তা, তোমার যা খুশী তাই তুমি করবে।

শ্যামা। খুশী নয় হেমন্ত। যা কর্তব্য তাই করব। সে কর্তব্যের অনুরোধে আরও কিছু তোমাকে আমি বলতে চাই

হেমন্ত। বল

শ্যামা। আমার বাড়ীতেও তুমি আর এস না। (হেমন্ত শ্যামাদাসের মুখের দিকে চাহিল) করুণার মন পর্যন্ত তুমি চঞ্চল করে তুলেছ। তার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি।

হেমন্ত। বড়দা' বড়দা,' কি বলছ তুমি?

শ্যামা। (ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া) এই চিঠিখানার দিকে চেয়ে দেখ। তোমার হাতের লেখা?

হেমন্ত। হ্যাঁ।

শ্যামা। করুণাকে লিখেছ?

হেমন্ত। হ্যাঁ।

শ্যামা। কি লিখেছ? আমি পড়ে তোমাকে শোনাই। "শ্রদ্ধাভাজনীয়া বউদিদি, আপনার চিঠি পেলাম –

হেমন্ত। তুমিই সে চিঠি আমাকে দিয়েছিলে।

শ্যামা। মনে আছে আমার। তুমি কিছুদিন যাও নি বলে করুণা অনুযোগ করে তোমাকে যাবার জন্যে লিখেছিল। তার উত্তরে তুমি যা লিখলে সে আমার হাত দিয়ে পাঠাও নি। ডাকে পাঠিয়েছিলে। তার কারণ তুমি এই চিঠির ভেতর দিয়ে আমার বিরোধী মত প্রচার করেছ আমার স্ত্রীর কাছে।

হেমন্ত। আমার মত আমি লিখেছি।

শ্যামা। হ্যাঁ। লিখেছ—"যাই না কেন জানাই। —আপনাদের ওখানে গিয়ে অন্তরে দুঃখ পাই, তাই যাই না। বড়দা' আপনাকে দিয়ে যে research করাচ্ছেন তার মূল্য কি, সে আপনারাই জানেন, কিন্তু তার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতম হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই, সে আমি সহ্য করতে পারি না। হতভাগ্য

গিনিপিগগুলোকে না খেতে দিয়ে তাদের জীর্ণদুর্ব্বল করে বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কেটে, তাদের দেহের ভেতরের অবস্থা লক্ষ্য করে যে মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা—একে আমি সহ্য করতে পারি না। আর সেই পাপ আপনি করেন—"

হেমন্ত—হ্যাঁ বড়দা,' এ পাপ। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ—তুমি এই পাপ করছ।

শ্যামা। (হাসিয়া) সংসারে emotion আমি ঘৃণা করি হেমন্ত।

হেমন্ত। তার কারণ তুমি হৃদয়হীন।

শ্যামা। সেই জন্যেই বলছি হেমন্ত, পরস্পরের সীমানার মধ্যে আমাদের পা বাড়ানো উচিত নয়। আমার বাড়ীতে তুমি আর এস না।

হেমন্ত। বেশ, তাই হবে। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) তা হলে চললাম আমি।

শ্যামা। অপেক্ষা কর। (ড্রয়ার হইতে একখানি চেক ও রসিদ বাহির করিয়া) তোমার এক মাসের মাইনে। রসিদটা সই করে দাও।

[হেমন্ত রসিদ সই করিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

নেপথ্য হইতে নগেন নামক কর্ম্মচারী। Sir!

শ্যামা। কে? নগেনবাবু?

নগেন—হ্যাঁ, Sir,!

শ্যামা। ভেতরে আসুন

[নগেনের প্রবেশ]

শ্যামা। কি খবর? রতন বাগ্দীর সড়কী মারার মামলার আজ দিন ছিল না?

নগেন। হ্যাঁ Sir, মামলার অবস্থা বড় জটিল হয়ে উঠল Sir,

শ্যামা। কি ব্যাপার?

নগেন। আপনার—মানে শ্রীমতী শৈলজা দেবী—

শ্যামা। আমার মা! আমার মা!

নগেন। হ্যাঁ Sir, তিনিই ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে দিলেন।

শ্যামা। তিনিই ঘোরালো করে দিলেন? কি করেছেন তিনি?

নগেন। তিনি নিজে আদালতে হাজির হয়ে হাজিরা দিয়ে হাকিমের কাছে বললেন—(সে থামিয়া গেল)

শ্যামা। কি বললেন তিনি?

নগেন। বললেন—রতন বাগ্দী দোষী হলে সে দোষের অধিকাংশ দায়িত্বই তাঁর। তিনিই নাকি সড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন।

[শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল]

নগেন। রতন বাগ্দী অবশ্য বলেছে—না, সে কারও হুকুমে এ কাজ করে নাই। করেছে নিজে, কলের লোকদের ওপর আক্রোশে।

শ্যামা। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা কি আপনারা খোঁজ নিয়েছেন ?

হেমন্ত সত্যি ব্যাপার তুমি আজও বুঝতে পারলে না বড়দা' ? তোমার ওপর অভিমান করে তিনি রতনের দায়িত্বের ভাগ নিয়ে, সাজা নিতে চান।

শ্যামা। উত্তরে আমিও বলতে পারি তিনি আমাকে লোকসমাজে হেয় করতে চান আমাকে আঘাত দিতে চান। কিন্তু সে কথা আমি বলতে তো পারব না। মা তো আমার মিথ্যে কথা বলেন না।

হেমন্ত। তিন বৎসর আগে, যে দিন তুমি প্রথম নোটিশ দিয়েছিলে জ্যাঠাইমার ওপর, বাগ্দীদের ওপর, সেই দিন তিনি বলেছিলেন—(বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল)।

শ্যামা দেখুন তো নগেনবাবু বাইরে কে ? বলে দিন আমি এখন ব্যস্ত আছি। [নগেন বাহিরে গেল]

হেমন্ত। সেই দিন তিনি বলেছিলেন—রতন, তোরা বাগ্দীর ছেলে, তোরা কি সড়কী লাঠি চালাতে ভুলে গেছিস ? রতন বলেছিল— মা, এ যে বড়দাদাবাবু ? জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—হোক, যে কেউ তোদের তুলতে আসবে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিবি, দরকার হয় সড়কী চালিয়ে গেঁথে ফেলবি তিন বছর আগের কথা। তারপর বাগান-বস্তী তিনি ঘোষালকে বিক্রী করে দিয়েছেন। বাগ্দীদের সঙ্গে জমিদার-প্রজা-সম্বন্ধের দায়িত্বও তাঁর নেই। তবু সেই কথা তুলে আজ তিনি আদালতে দাঁড়িয়েছেন।

শ্যামা। সে দিন তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন হেমন্ত। তুমি বলতে আমার মনে পড়ে গেল। কথাটা আমার কানে এসেছিল। বলেছিলেন—শ্যামাদাস ম'রে গেছে।

হেমন্ত। তাতে তুমি দুঃখ পেয়েছিলে বড়দা' ?

[নগেনের প্রবেশ]

নগেন। Sir, Ghoshal—B. B. Ghoshal এসেছেন, দেখা করতে চান।

শ্যামা। B. B. Ghoshal ? তাঁকে বল— এখন আমি খুব ব্যস্ত।

নগেন। বলেছি Sir, কিন্তু তিনি বললেন—আমাদের আপিসে দেখা না পেয়ে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁর কাজ খুব জরুরী।

শ্যামা। Unreasonable people!—সংসারে এঁদের নিজের কাজটাই সব চেয়ে জরুরী! হেমন্ত, একটু ব'স তুমি, যদি তোমার সময় থাকে। আমি আসছি। নগেনবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।

[শ্যামাদাস ও নগেনের প্রস্থান। হেমন্ত টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিল। অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিল করুণা]

করুণা। (প্রবেশ করিয়া হেমন্তকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল—তারপর বলিল) কে? ঠাকুরপো?

হেমন্ত। বউদি'? ভাল আছেন?

করুণা। আপনার স্ত্রী চারু কেমন আছেন ঠাকুরপো?

হেমন্ত। ভাল আর মন্দ বউদি'। কাল ব্যাধি। ডাক্তার বলে, সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে নিয়ে যেতে। আমার সে সামর্থ্য কোথায়?

করুণা। দরকার হ'লে নিয়ে তো যেতেই হবে ঠাকুরপো।

হেমন্ত। আপনিও অবুঝের মত কথা বলছেন বউদি'। এই তো দরিদ্রের স্বাভাবিক মৃত্যু। ডাক্তারকে সেই কথা বলেছিলাম. ডাক্তার মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু তিরস্কার ক'রে এক পত্র দিয়েছেন।

করুণা। কি লিখেছেন?

হেমন্ত। সে আর দেখে কি করবেন?

করুণা। না, আমি দেখতে চাই।

[হেমন্ত পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল]

করুণা। এ কি? Your services are no longer required –

হেমন্ত। না না, ওটা নয়—ওটা নয়। ওটা আমাকে দিন।

করুণা। (পত্রখানা সরাইয়া লইয়া) আপনাকে জবাব দিয়েছেন আপনার দাদা? এই অবস্থায়?

হেমন্ত। এ অবস্থার কথা দাদা জানেন না।

করুণা। জানেন না? তিনি আপনার বাড়ীর খবর জানেন না?

হেমন্ত। আমিও কোন দিন বলি নি, বলবার অবকাশও ঘটে নি।

করুণা। তিনিও কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি? কোথায় তিনি?

হেমন্ত। তিনি কথা বলছেন Mr. Ghōshal-এর সঙ্গে। Mr. Ghoshal এসেছেন। আসবেন এক্ষুনি। কিন্তু দোহাই আপনার, এ নিয়ে আপনি কোন কথা বলবেন না। তা ছাড়া দাদা জবাব না দিলেও আমি নিজে জবাব দিতাম।

করুণা। কেন ঠাকুরপো? ও, আপনি তার research-এর জন্যে—

হেমন্ত। আমাকে ক্ষমা করুন বউদি'। আমি চললাম। বড়দা'কে বলবেন—অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। দয়া করে আমার চিঠিখানা আমায় দিন।

[করুণার হাত হইতে চিঠিখানা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান। করুণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গিনিপিগের খাঁচা তুলিয়া লইল]

পঞ্চম দৃশ্য

শ্যামাদাসের বসিবার ঘর

ব্রজবিহারী ও শ্যামাদাস

[তাঁহারা দুইজনে কথা বলিতেছিলেন —হেমন্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেল]

ব্রজবিহারী। আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আপনি না মানলেও আমি মানি। নারায়ণ। নারায়ণ। (হেমন্ত চলিয়া গেল)

শ্যামা। হেমন্ত। হেমন্ত।

হেমন্ত। (নেপথ্যে) আমি চললাম বড়দা'। আমার জরুরী কাজ আছে।

ব্রজ। আমার কথাটা শুনুন।

শ্যামা। আপনি যা বলেছেন আমি শুনেছি। আপনি বলবার আগে থেকেই আমি জানি। আপনারা ব্যবসায়ী। আপনাদের লক্ষ্য হল লাভ। আমার কারখানার উদ্দেশ্য তা নয়। আমার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্ম্মীকে তার অংশীদার বলে মনে করি। যাঁরা টাকা দিয়ে অংশীদার আছেন, তাঁরা এ কথা মেনে নিয়েছেন।

ব্রজ। কিন্তু আমি মেনে নিই নি।

শ্যামা। আপনি মেনে নেন নি? তার অর্থ?

ব্রজ। (একখানা কাগজ বাহির করিয়া) এইটে দেখুন

শ্যামা। কৃষ্ণদাস শাস্ত্রীর share আপনি কিনেছেন। I see.

ব্রজ। আরও আছে। (আরও কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া দিলেন)

শ্যামা। (দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন) হরেন রায়, বিমল ঘোষ --

ব্রজ। হ্যাঁ, আপনার কারখানার কর্ম্মচারী। এবং আরও আছে। (শ্যামাদাস কাগজগুলি দেখিতেছিল) ওর মধ্যে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। জাল নয়।

শ্যামা। হলেও বিস্মিত হতাম না Mr. Ghoshal.

ব্রজ। সংসারে টাকার প্রয়োজন আছে। ওদের দশ টাকার শেয়ারের আমি দুশো টাকা দাম দিয়েছি! নারায়ণ। নারায়ণ।

শ্যামা। ভাল। আপনি আমাদের shareholder আপনার আপত্তি আমি শুনলাম। মিটিংএ আমি এটা place করব, তারপর যা হয় আমি জানাব।

ব্রজ। (হাত-ব্যাগ হইতে একটা কাগজের বাণ্ডিল বাহির করিয়া) Bengal Scientific-এর অর্দ্ধেকের ওপর শেয়ার আমার হাতে। আমার বিভিন্ন লোকের নামে আমি কিনেছি Mr. Sastri.

শ্যামা। (চীৎকার করিয়া উঠিল) Mr. Ghoshal.

ব্রজ। Mr. Sastri, আপনি এখন উত্তেজিত হ'য়েছেন, পরে আপনার সঙ্গে কথা কইব। আজ আমি চললাম। নারায়ণ। নারায়ণ।

শ্যামা। মিঃ ঘোষাল।

ব্রজ। Yes।

শ্যামা। সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার কথা আমি জানি। কিন্তু এতখানি আমি প্রত্যাশা করি নি। যাক। আপনি বলতে চান—আপনি বিভিন্ন নামে অর্দ্ধেকের উপর শেয়ারের মালিক. সুতরাং কারখানা চলবে আপনার নির্দ্ধারিত পথে, কারখানার কর্তৃত্বভার আসবে আপনার হাতে।

ব্রজ। না, কর্তৃত্বভার আমি নিতে চাই না। প্রথমেই আপনাকে বলেছি—আপনি না মানলেও আমি মানি—আপনি আমার আত্মীয়—

শ্যামা। Please Mr. Ghoshal, please—ও কথা বাদ দিন।

ব্রজ। কারখানার প্রত্যেক মজুর, প্রত্যেক কর্ম্মচারী, হিন্দু মুসলমান সকলেই মনে মনে বিরক্ত। আপনি তাদের মধ্যে শিক্ষার নাম করে নাস্তিকতা প্রচার করেন। আত্মীয় হিসাবেই আপনাকে আমি বলতে এসেছি। নারায়ণ! নারায়ণ।

শ্যামা। কারখানার কর্তৃত্বভার আমি ত্যাগ করলাম। আজই আমি Shareholder's meeting ডাকব।

ব্রজ। আপনি অবুঝের মত কথা বলছেন Mr. Sastri, আপনার নিজের হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান—

শ্যামা। যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ প্রবেশ করেছে Mr. Ghoshal—আমি ওর সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করলাম।

ব্রজ। কি করছেন ভেবে দেখুন।

শ্যামা। আমার আরও জরুরী কাজ আছে Mr. Ghoshal. নমস্কার।

ব্রজ। আচ্ছা, নমস্কার। ভেবে দেখবেন আমার কথা। (প্রস্থান)

[শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবেশ করিল করুণা]

করুণা। তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে কাজ থেকে জবাব দিয়েছ ?

শ্যামা। (চকিত হইয়া) করুণা ?

করুণা। হ্যাঁ, তুমি—

শ্যামা। একটা বিপর্যয় ঘটে গেল করুণা। Bengal Scientific Research-এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চুকে গেল।

করুণা। মামার সঙ্গে কথা বলছিলে আমি শুনেছি ! কিন্তু তুমি কি—

শ্যামা। আমি এ জানতাম এদেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—খাটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে, কিন্তু অন্তরালে থাকে কোটী কোটী টাকা, বিদেশী মূলধন। জান কিছুদিন আগেও বিরাট একটা ভারতীয় কারখানা গড়ে উঠল এক রাত্রে, লণ্ডনে উঠল তার মূলধন। এদেশে সবই সম্ভব এ আমি জানতাম।

করুণা। কিন্তু তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে জবাব দিলে কেন ? তুমি জান না —তার বাড়ীতে তার স্ত্রী— (শ্যামাদাস হঠাৎ ছুটিয়া জানালার ধারে গেল)

শ্যামা। এ কি ? গিনিপিগ ছুটে পালাচ্ছে। কে কে খুলে দিলে খাঁচার দরজা ? (দ্রুতপদে ল্যাবরেটরির দিকে অগ্রসর হইল)

[করুণা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওঘর হইতে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।—বেয়ারা ! বেয়ারা ! বেয়ারা ! করুণা এবার ল্যাবোরেটরির দিকে অগ্রসর হইল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ল্যাবোরেটরি

শ্যামাদাস্ ও বেয়ারা

(শ্যামাদাস টেবিলের উপর গিনিপিগের খাঁচা রাখিয়া উত্তেজিত ভাবে চাহিয়া আছে)

শ্যামা। ছোলা, দুধ ! এগুলোকে একেবারে খাবার দিতে আমি বারণ ক'রেছিলাম। কে দিয়েছে ছোলা—দুধ ? একটা পালিয়ে গেছে বাগানের ভেতর দিয়ে ! তোমার কি বলবার আছে ?

বেয়ারা। আমি কিছুই জানি না হুজুর।

[করুণা আসিয়া দাঁড়াইল]

শ্যামা। তবে কে জানবে? কে দিলে?

বেয়ারা। আমি জানি না হুজুর।

শ্যামা। হেমন্ত! হেমন্ত! আমি ওঘরে গিয়েছিলাম, সে এ ঘরে ছিল। Sentimental fool—! হেমন্ত—

করুণা। না। (শ্যামাদাস তাহার দিকে চাহিল। করুণা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল) আমি দিয়েছি দুধ, আমি দিয়েছি ছোলা। খাঁচা খুলতে একটা পালিয়ে গেছে।

শ্যামা। তুমি দিয়েছ?

করুণা। হ্যাঁ, আমি।

শ্যামা। তুমি স্বেচ্ছায় research গ্রহণ করেছিলে করুণা, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্রী, তুমি দিয়েছ?

করুণা। এমনই ক'রে অনাহারে তিলে তিলে দ'গ্ধে জীবগুলোকে জীর্ণ ক'রে তাদের কেটে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাতে, আমি পারব না—সে পাপ আমি করব না—কিছুতেই না।

শ্যামা। কি বলছ তুমি করুণা, তুমি কি বলছ?

করুণা। আমি ঠিক বলছি। তুমিই আমাকে এ পাপে লিপ্ত ক'রেছ, তোমার জন্য এ পাপ ক'রেছি, জান সেই পাপেই আমার সংসার শূন্য হ'য়ে রইল।

শ্যামা। (বেয়ারাকে) যা যা, তুই বাইরে যা। (বেয়ারার প্রস্থান)

করুণা। (বলিয়াই) গেল—সন্তান থেকে ভগবান আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমাকে তিনি দিলেন না। জীবকে হত্যা ক'রে জীবনরহস্য, মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন! তোমার মায়া নেই, মমতা নেই, স্নেহ নেই—

শ্যামা। প্রেম নাই, ভালবাসা নাই। না—নাই। তার জন্যে কোন অনুশোচনা নাই। করুণা, আমার আছে শুধু সত্য। তান্ত্রিক শবসাধনার কথা শুনেছ করুণা? আমার সাধনা সেই সাধনা। সেই সত্যের সাধনায় তোমাকে আমি সঙ্গিনা ব'লে গ্রহণ করেছিলাম।

[দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অণিমা। সে অবাক্ হইয়া গেল]

শ্যামাদাস। (বলিয়াই গেল) তুমি সে পথ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে তোমার সন্তানহীনতার কারণ তুমি জান। জেনেও তুমি আমার কর্মের ওপর মিথ্যা কল্পিত পাপের বোঝা চাপাতে চাও। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—

অণিমা। শ্যামল, শ্যামল।

শ্যামা। আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে আমার স্বতন্ত্র পৃথক ভাবে জীবনে যাত্রা আরম্ভ করলাম!

করুণা। তাই হবে। আমি চললাম।

[সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া শ্যামাদাসকে প্রণাম করিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্যামাদাসের বাড়ীর ঠাকুর দালান। ঠাকুর দালানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাকা নাটমন্দির—চারিদিকে ঐশ্বর্য। সেই নাটমন্দিরে উৎসব হইতেছে। ব্রজবিহারী বসিয়া আছে, কেষ্টদাস তদ্বির করিতেছে। ব্রজবিহারীর বন্ধুবান্ধব আছে। ঢপ কীর্ত্তন দলের গান হইতেছে। কোন অশ্লীলতা বা ইতরতা নাই। গম্ভীর রাজসিকতার ভাব চারিদিকে]

কীর্ত্তনগায়িকা— (গান)

[গান শেষ হ'ল

ব্রজ। সাধু! সাধু! চমৎকার! সুন্দর! তোমার গানে শুধু দখল নয় তোমার ভক্তিও আছে। বাঃ! ভাল।

১ম ভদ্র। জলেই জল টানে ঘোষাল মশায়। আপনার ভক্তি আছে, তাই আপনার ভাগ্যে গায়িকাটিও এসেছে ভক্তিমতী।

ব্রজ। নারায়ণ ! নারায়ণ ! ভাগ্য নয়, বোসমশায়, দয়া। ওই ওঁরই দয়া।

২য় ভদ্র। দয়া নিশ্চয়। কিন্তু দয়া তো সংসারে শুধু মেলে না, ভগবান ভক্তের। ভক্তি থাকলে তবে তাঁর দয়া পাওয়া যায়!

১ম ভদ্র। একশো বার। নইলে পাওনা আদায় করতে গিয়ে সংসারে ঠাকুর কেনে কে?

ব্রজ। না, না-না! ওকথা বলবেন না। ঠাকুর কেনা যায় না। দয়া ক'রে তিনি আসেন! শাস্ত্রী-বংশের প্রতিষ্ঠা করা গোবিন্দ, শাস্ত্রী-বংশের সন্তান নাস্তিক হ'য়েছে ব'লেই তাকে পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এসেছেন! নারায়ণ! নারায়ণ!

ভদ্র। আপনারই যোগ্য কথা—কিন্তু –

ব্রজ। এর মধ্যে 'কিন্তু' নাই বোসমশাই। এই সম্মুখে নারায়ণ, আমি সত্য বলছি। শ্যামাদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে Bengal Research-এর দরুণ পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রী নিয়ে ব'সে তখন ভাবছিলাম, লোকটি হাজার হ'লেও আত্মীয়। যাক, পাঁচ হাজার টাকা না হয় গেলই। শাস্ত্রীর আর নেব কি? একমাত্র পৈত্রিক বাড়ী, বাগান। কিন্তু বাড়ীতে গোবিন্দজী র'য়েছেন। পার্থিব আইন কানুনে ওসব শ্যামাদাসের হ'লেও ও হ'ল গোবিন্দজীর রাজ্য ওতে আমি হাত বাড়াতে পারব না। হঠাৎ রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, গোবিন্দজী বলছেন -তুই আমার সেবা কর! আমার সেবার বড় ত্রুটি হচ্ছে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালে উঠেই প্রথমে খবর নিলাম কেষ্টদাসের কাছে যে, ব্যাপার কি? শুনলাম শ্যামাদাসের মাও এখানে নেই, তিনি মনের আবেগে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন। সেবার ভার দিয়ে গেছেন কেষ্টদাসের উপর আর একজন পুরোহিতের ওপর। শুধু তাই নয় শ্যামাদাসের মায়েরও শেষ দিকে কেমন মতিভ্রষ্ট হয়েছিল তিনি গোবিন্দজীর বাড়ীর আশে পাশে বাগ্দীদের বসত করিয়েছিলেন সেইদিন রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখলাম তবুও দ্বিধা হ'ল। শ্যামাদাসের মা ফিরে আসবেন তো তৃতীয় দিন রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন আর আমি দ্বিধা ক'রলাম না ডিক্রী জারী ক'রে গোবিন্দজীকে মাথায় ক'রে নিলাম নারায়ণ! নারায়ণ!

ভদ্র আপনি ভক্তিমান পুরুষ ঘোষালমশায়। আপনার প্রেম আছে। 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা''—সেই জন্যেই ঠাকুর যেচে আপনার সেবা গ্রহণ ক'রেছেন। ত্রুটিও কিছু করেন নি আপনি। ইন্দ্রভুবন ক'রে তুলেছেন।

ব্রজ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট, তাঁর উপযুক্ত পূজাবেদী কি মানুষ তৈরী ক'রে পারে? তবে হ্যাঁ, যতদূর সাধ্য ক'রেছি। আরও অবশ্য অনেক ইচ্ছা আছে নারায়ণ। নারায়ণ।

ভদ্র। ক'রবেন বই কি। ভগবান যখন আপনাকে দয়া ক'রেছেন, তখন ক'রবেন বই কি।

ব্রজ। ইচ্ছা আছে একটি অনাথ-আশ্রম ক'রব। ওই যে আপনাদের যেখানে বাগ্দীদের বাস ছিল, ওইখানে অনাথ-আশ্রম ক'রব নতুন ধরণে। তার মধ্যে ইস্কুল থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, ছোটখাটো কল-কারখানাও থাকবে। যাতে তারা বড় হ'য়ে সক্ষম হ'তে পারে। আমাদের দেশের ওই একটা মস্ত সমস্যা। মস্ত সমস্যা! এইসব নীচু জাতের ছেলেরা, বিশেষ ক'রে অনাথ যারা, তারা হ'য়ে ওঠে চোর, জোচ্চোর, কেউ খ্রীষ্টান হয় পাদরীদের হাতে পড়ে, কেউ অন্য ধর্ম

গ্রহণ করে। মোট কথা, ধর্ম্ম যে যেতে বসেছে তার এও একটা কারণ। আর তারাও তো ভগবানের রাজ্যের দীন প্রজা। শাস্ত্রে বলে 'দরিদ্র নারায়ণ'।

[কৃষ্ণদাসের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। স্যার।

ব্রজ। কি? কিছু বলছ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে স্যার, গান আর হবে, না বন্ধ ক'রে দেব?

ব্রজ। গান হবে বই কি?

কৃষ্ণ। ওদিকে খাবার জায়গা কম্‌প্লিট—রেডি! নুন থেকে তবকারী পর্য্যন্ত দেওয়া হ'য়ে গেছে। আপনারা গেলেই গরম গরম ভেজে লুচি দিয়ে দেব টপাটপ! From the frying pan।

ব্রজ। Into the fire of our belly—জঠরানলে! কেষ্টদাস আমার বড় করিৎকর্মা লোক। বুঝেছেন, লোকে কেষ্টদাসকে বলে—মূর্খ, অপদার্থ, কিন্তু ও মস্ত কাজের লোক!

কৃষ্ণ। আর একটা কথা স্যার।

ব্রজ। আবার কি কথা?

কৃষ্ণ। বস্তী বেটারা খেতে আসবে ব'লে মনে হচ্ছে না। খিচুড়ী-ফিচুড়ী সব নষ্ট হবে

ব্রজ। আসবে না? খেতে আসবে না? গোবিন্দের প্রসাদ খেতে আসবে না?

কৃষ্ণ। না স্যার। ওরা বলছে, মানে বলছে ওই হেমা আর মিসেস্ শ্যামাদাস শাস্ত্রী মানে আপনার ভাগ্নী, মানে ওরাই সব শিখিয়ে দিচ্ছে।

ব্রজ। নারায়ণ! নারায়ণ!

কৃষ্ণ। আপনি তাদের নিজের বাড়ী থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন, জ্যাঠাইমা তারপর জায়গা দিয়েছিলেন খিড়কীর পুকুরের পাড়ে, সেখান থেকেও উঠিয়ে দিয়েছেন, এরপর আপনার এখানে যে খাবে, সে মানুষ নয়, রাস্তার এঁটো পাতা চাটা কুত্তা—এই সব বলছে।

ব্রজ। (হাসিয়া) ভাল কথা! যারা আসবে তাদের খাওয়াও, তারপর যা থাকবে—কুকুরদেরই খাইয়ে দাও কেষ্টদাস। কুকুরও আমার ভগবানের প্রজা। কেউ না আসে সবই কুকুরদের খাইয়ে দাও। যত্র জীব—তত্র শিব। নারায়ণ! নারায়ণ!

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞে স্যার! [প্রস্থানোদ্যত]

ব্রজ। দাঁড়াও কেষ্টদাস।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে স্যার।

ব্রজ। খিচুড়ীর চাল ডাল সব যেন রান্না হয়।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, চালেডালে আড়াই মণ আছে—

ব্রজ। আড়াই মণই রান্না হবে। বুঝলে? (কথাগুলি বেশ দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল) এক মুঠো যেন পড়ে না থাকে।

[কৃষ্ণদাস অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রজ। আমার কথা বুঝেছ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ স্যার।

ব্রজ। যাও তা হ'লে। কি? দাঁড়িয়ে রইলে যে!

কৃষ্ণ। যাব কি স্যার, আমি ভাবছি এত কুকুর আমি পাব কোথা? আড়াই মণ চালেডালে খিচুড়ী খাবার এত কুকুর?

ব্রজ। তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ কেষ্টদাস?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে না স্যার, আমি খুব seriously বলছি—এ সব খাবার জন্যে মানুষ যত আছে—কুকুর তত নাই। বিশ্বাস করুন আপনি। সময় থাকতে আশেপাশে খবর দিতে পারলে পঙ্গপালের মত লোক এসে জুটে যেতো। আর কুকুরেই যদি আপনার ঝোঁক প্রবল অবস্থা হ'ত—মণখানেক আঠার ঢেংর নিয়ে এসে খিচুড়ীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কুকুরওয়ালা ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্ন পাঠালেই চলত।

ব্রজ। কেষ্টদাস, অন্যায় এ নিয়ে বেশী ঘাঁটিয়ো না তুমি। যা বললাম তাই কর গিয়ে। রান্না করিয়ে না ফুরোয় ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। যাও।

[কৃষ্ণদাস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল

এত বড় idiot, impertinent আমি আর দেখি নি।

১ম ভদ্র। আমরাও তাই বলি, আপনাদের মধ্যে ওটাকে যে আপনি কেন রেখেছেন, আপনিই জানেন।

ব্রজ। (হাসিল) এইবার ওটাকে দূর করব।

[শৈলজা দেবীর প্রবেশ—তাঁহার হাতে একটি সুটকেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানও প্রবেশ করিল। শৈলজা দেবী অনেক দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়াই বুঝা যায়, প্রবেশ করিয়া তিনি চারিদিক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।]

দারোয়ান। (ব্রজবিহারীকে সেলাম করিয়া) দেখিয়ে হুজুর, ইয়ে মাইজী।

বাড়ীর অন্দর ঘুস গেলেন, হামি মানা করলেম তো বলছেন কি—হামারা বাড়ী। আওরাৎ, হাম কেয়া করে হুজুর!

ব্রজ। (আগাইয়া আসিয়া) কে! ও আপনি।

শৈলজা। হ্যাঁ, আমি। কিন্তু এ সব কি? আমার বাড়ীর ঠাকুরবাড়ী ভেঙে চুরে এ সব কে করলে? ও কি? ঠাকুরবাড়ীতে ওরা কে? একি, খ্যামটা নাচ হচ্ছে?

ব্রজ। নাচ নয়, ঢপের কীর্তন হচ্ছে।

শৈলজা। ঢপের কীর্তন?

ব্রজ। হ্যাঁ।

শৈলজা। কিন্তু আমার ঠাকুরবাড়ীতে এসব করবার অধিকার আপনাকে কে দিলে ঘোষালমশায়? (ব্রজবিহারী চুপ করিয়া রহিল) আমি যখন তীর্থে যাই, তখন কেষ্টদাসের উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি ভক্তিমান্ ব্যক্তি জেনে আপনাকে অনুরোধ ক'রেছিলাম একটু খোঁজখবর রাখবেন, এইমাত্র। আমার বাড়ীর ঠাকুরের সেই পুরানো মন্দির নাটমন্দির ভেঙে এসব ক'রতে আমি বলি নি। আমার ঠাকুর ছিলেন কাঙালের ঠাকুর—তাঁর গায়ে এত গয়না! এ সব কি ক'রেছেন আপনি? ঠাকুরের সামনে ঢপের কীর্তন, ছি-ছি-ছি! আমার ঠাকুরকে যে আমি আর চিনতে পারছি না। (ঢপওয়ালীদের প্রতি) যাও যাও বাছা, তোমরা বাইরে যাও। যাও। (ঢপওয়ালীদের প্রস্থান)

খুলে দাও আমার ঠাকুরের গা থেকে ওসব গয়না, খুলে দাও। কই, পুরুত ঠাকুর কই? (অগ্রসর হইলেন)

ব্রজ। দাঁড়ান আপনি, শুনুন—

শৈলজা। আগে আমার ঠাকুরের গা থেকে গয়না খুলিয়ে দি—(অগ্রসর হইলেন)

ব্রজ। ঠাকুর আপনার নয়? আপনি দাঁড়ান।

শৈলজা। (দাঁড়াইল) আমার নয়?

ব্রজ। না। শাস্ত্রীবংশের সম্পত্তির মালিক আপনি নন, মালিক শ্যামাদাস। হেমন্তের বাপ, শ্যামাদাসের বাপকেই তার অংশ বিক্রী ক'রেছিল। কেষ্টদাসও তাই ক'রেছে। শ্যামদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর ডিক্রীর টাকার জন্যে এ সমস্তই নীলাম হ'য়েছে। আমি সমস্তই নীলামে কিনেছি।

[শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

ব্রজ। আমি কখনও অনধিকার চর্চা করি না। আদালতের নির্দেশ মত আইনসঙ্গত ভাবেই এ সমস্তর ওপর অধিকার এখন আমার। আমার ইচ্ছামত, আমার সাধ এবং ভক্তি অনুযায়ী আমি গোবিন্দজীর সেবা করবার ব্যবস্থা করেছি। এতে আপনার আপত্তি করবার কিছুই নাই। তা ছাড়া ভগবানের সেবায়—

শৈলজা। একটা কথা, একটা কথা। ভগবানকে নীলেম করবার হুকুমও কি আদালতের আছে? বিষয়-সম্পত্তি নীলাম হ'ল বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার গোবিন্দজী, আমার ঠাকুর, আমার গৃহ-দেবতা?

বোস নামক ভদ্রলোক। ঠাকুর উনি প্রথমেই অস্থাবরের সঙ্গে ক্রোক ক'রে নীলাম ক'রে নিয়েছেন।

শৈলজা। অস্থাবর ক্রোক ক'রে নীলাম ক'রে নিয়েছেন? গোবিন্দজীকে?

বোস। হ্যাঁ। আপত্তি তো কেউ করেনি।

ব্রজ। শুনুন আপনি। এটাকে আপনি অন্যভাবে নেবেন না। এ অভিপ্রায় আমার ছিল না। শ্যামাদাসের কাছে পাওনা টাকার জন্যে এ সব আমি করিনি। কারণ, এ থেকে কোন আর্থিক লাভ নেই আমার। বরং দেবসেবার খরচই বেড়ে গেছে। গোবিন্দজী আমাকে স্বপ্নে আদেশ ক'রলেন।

শৈলজা। (স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া) কি আদেশ ক'রলেন?

ব্রজ। স্বপ্নে দেখলাম গোবিন্দজী আমাকে বলছেন, তুই আমার সেবা কর, আমার সেবার বড় ত্রুটি হচ্ছে। এ দারিদ্রের মধ্যে আমি আর থাকতে পারছি না।

শৈলজা। এ দা-রি-দ্রো-র মধ্যে তিনি আর থা-ক-তে পা-র-ছেন না? স্বপ্নে আপনাকে সেই কথা বললেন?

ব্রজ। একদিন? পর পর তিন দিন। প্রথম দিনের পর খোঁজ নিয়ে দেখলাম সেবার ত্রুটি সত্য। আপনি গোবিন্দকে অবহেলা করে তীর্থে গেছেন। কেষ্টদাস কোন খোঁজই রাখে না। পুরোহিত বললে—যে টাকা আপনি তাকে দিয়ে গেছেন —সে শেষ হ'য়ে এসেছে। দেখলাম, গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশের পুকুরের চারিধারে আপনি নীচ জাতি বসিয়েছেন। সেদিনও রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম! বললেন —ওদের গায়ের গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে।

[শৈলজা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেলেন বিগ্রহের মন্দির দ্বারে]

ব্রজ। নিয়ে আমি কোন অন্যায় করিনি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, লক্ষ্মী যাঁর চরণাশ্রিতা, দৈন্যের মধ্যে তাঁকে কি মানায়? তবে আমার আর সাধ্য কতটুকু বলুন!

শৈলজা। (বিগ্রহের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিলেন) দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছিল ?

ব্রজ। আমি নিয়েছি বটে, তবে এ সবই আপনার মনে ক'রবেন। আপনি এখানে থাকুন গোবিন্দের সেবায়—

শৈলজা। দীন-দরিদ্র মানুষের গায়ের গন্ধ তুমি সহ্য ক'রতে পারছ না ?

ব্রজ। আপনি শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন !

শৈলজা। উত্তর দাও। উত্তর দাও। বল—আমাকে বল ওঁকে যে কথা স্বপ্নে বলেছ, সে কথা আমাকে স্বমুখে তুমি বল। বল ! বল !

ব্রজ। এ কি ? এ সব কি বলছেন, কি ক'রছেন আপনি ?

শৈলজা। আমি শুনব তুমি বল। এতকাল তোমার সেবা করেছি আমি, তার প্রতিদানে তুমি আমাকে শুধু কথাটার উত্তর দাও। নইলে জানব তুমি মিথ্যা—

ব্রজ। এবার আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। আপনাকে আর আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না।

শৈলজা। উত্তর দাও। তুমি বল !

ব্রজ। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনি আমার দেবমন্দির থেকে চ'লে যান। চলে যান আপনি !

শৈলজা। তুমি পাথর ! তুমি পাথর !

ব্রজ। বেরিয়ে যান আপনি !

শৈলজা। তুমি পাথর। [প্রস্থান করিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমন্ত এবং ডাঃ হিরণ বোস

[হেমন্ত একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া আছে]

ডাঃ বোস। আপনার শরীরের অবস্থা তো ভাল নয় হেমন্তবাবু। অনেক আগেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। (হেমন্ত হাসিল) আপনি হাসছেন হেমন্তবাবু ? I am sorry, আমি দুঃখ পেলাম।

হেমন্ত। আপনি যদি দুঃখ পান ডাক্তারবাবু তবে আর হাসব না; এবং হেসেছি ব'লে সত্যিই অনুতপ্ত। আপনাকে সত্যিই আমি শ্রদ্ধা করি। চারুর জন্যে আপনি যা করেছেন—

ডাঃ বোস। ওকথা থাক হেমন্তবাবু, ও কথা থাক—(হেমন্ত চুপ করিল) আমি যদি তাঁকে বাঁচাতে পারতাম, তবে আপনার লক্ষ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা দু'হাত ভরে গ্রহণ করতাম। কিন্তু—(একটু নীরব থাকিয়া) আমি আশা ক'রেছিলাম। শেষের দিকটাতেই আশা করেছিলাম : (একটু নীরব থাকিয়া) মৃত্যুর মত রহস্যময় আর কিছু নেই হেমন্তবাবু। মৃত্যুর কাছে আমরা নিতান্ত অসহায়। Medicine can cure disease but cannot prevent death.

হেমন্ত। শ্যামাদা, এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চান।

ডাঃ বোস। Mr. Sastri-র কোন খবর—

হেমন্ত। না। কোন খবর নাই। Mrs Bose-কেও কি কোন চিঠিপত্র লেখেন না ?

ডাঃ বোস। না।

হেমন্ত। তিনি কেমন আছেন ? তাকে আনলেন না কেন ?

ডাঃ বোস। আমি ? (হাসিল) সে আজ তিন দিন হ'ল কোথায় বাইরে গেছে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কোথায় গেছে সে ব'লেও যায় নি। অবশ্য সে তার অভাবও নয়। অণিমা, আবার অ্যানি হ'য়ে উঠেছে হেমন্তবাবু। উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছে like a shooting star। (হাসিল) কক্ষচ্যুত গ্রহ বললেই ভাল হয়। কেন্দ্রের যে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী-কক্ষপথে নিয়মিত শৃঙ্খলায় জীবনময়ী হ'য়ে ঘুরত সে—সেই সূর্য্য কেন্দ্র থেকে অদৃশ্য হ'য়েছে। সুতরাং এ তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি তাকে দোষ দিই নে।

হেমন্ত। আমারও বিপদ হয়েছে Dr. Bose, বউদিদির দিকে আমি চাইতে পারি নে

ডাঃ বোস। Mrs. Sastri কই ? তিনি কোথায় থাকেন ?

হেমন্ত। এ সব জায়গা জমি, বাড়ী ঘর তো তারই। আমি ক'লকাতাতেই ছিলাম; তিনি চিঠি লিখলেন একবার যেন আসি এলাম, আমায় দেখে বললেন—এ কি শরীর হ'য়েছে আপনার ঠাকুরপো ? ব্যস্। একেবারে আটক বন্দী ক'রে সেবায় তৎপর হ'য়ে উঠলেন। আপনাকে চিঠি লিখলেন।

ডাঃ বোস। এখানে তিনি কি ক'রছেন ? এই পাড়াগাঁয়ে ?

হেমন্ত। যুদ্ধ ঘোষণা করে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বসে থাকা গোছের ব্যাপার। শ্যামদাদা আমাদের বাগানের বান্দীদের তুলে দিয়ে জায়গাটায় কলকারখানা ক'রে তার Idea ত একটা ব্যাপার—

ডাঃ বোস। সে আমি জানি। Bengal Research-এর আমিও পার্টনার ছিলাম।

হেমন্ত। হ্যাঁ। ঠিক কথা। তারপর শ্যামদাসদা'র সঙ্গে মামলা ক'রে ব্রজ ঘোষাল তাদের উঠিয়ে দিলে। জ্যাঠাইমা তাদের জায়গা দিলেন—বাড়ীর ভিতরে পুকুরের পাড়ে। জ্যাঠাইমা তীর্থে গেলেন, সেই সুযোগে ঘোষাল বাড়ী ঘর ঠাকুর ঠাকুরবাড়ী নালেম ক'রে দিয়ে হতভাগাদের আবার উঠিয়ে দিলেন। বাস্। বউদি খবর পেয়ে প্রায় নাচতে নাচতে ছুটে এলেন। স্বামী এবং মামা দু'জনের বিরুদ্ধে বাগ্দীদের সঙ্গে মৈত্রী গঠন ক'রে এইখানে ট্রেন অপেক্ষমান হ'য়ে ব'সে আছেন। নিজের গহনা পৈত্রিক টাকাকড়ি সব দিয়ে জায়গা জমি কিনে দাতা কর্ণের জমিদারী খুলে বসেছেন। বাড়ী ঘরের জায়গা দিয়েছেন বিনা পয়সায়, ঘর ক'রতে বিনাসুদে টাকা ধার দিয়েছেন, ক্ষেতের জায়গাও বিনামূল্যে, বীজ সরবরাহ বিনামূল্যে, লাঙ্গল গরুর দামও দিয়েছেন অনেককে। গভর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব, সেও নিজেই দিচ্ছেন। বাগ্দীরা খুবই কৃতজ্ঞ, বলে মা লক্ষ্মী, দু'বেলা প্রণাম করে, কথা বলতে গদগদ হয়। বলে—প্রাণ দিতে পারি। পারে না কেবল খাজনার টাকা দিতে আর ধারের টাকা শোধ করতে।

ডাঃ বোস। মিসেস শাস্ত্রী তা হ'লে চমৎকার আছেন বলুন।

হেমন্ত। চমৎকার ব'লে চমৎকার। করুণা নামটা সার্থক ক'রে তুলেছেন। বাগ্দীরা খাজনা দেয় না, ধার শোধ দেয় না, ওতেই তাঁর পরমানন্দ। গদগদ হ'য়ে বলেন, আহা বেচারী। বলতে গিয়ে চোখ ছল ছল করে, ঠোঁট কাঁপে, মানে সে একটা বিগলিত ব্যাপার। চোখে জল এ ক্ষেত্রে অনিবার্য বুঝতে পারছেন, কিন্তু ওইখানেই বউদি'র বাহাদুরী। কখন কেমন ভাবে যে সে জল মুছে ফেলেন আজও ধরতে পারলাম না। ওই যে, এইদিকেই আসছেন। ওই দেখুন না—বাগ্দীদের মেয়েগুলো কেমনভাবে অনুসরণ করছে, মুখের হাসি দেখুন না। নিশ্চয় বেচারীর দল কিছু চেয়েছে আর কি।

করুণা। (নেপথ্য হইতে বলিল) সব চুপ ক'রে সারিবন্দী দাঁড়াবে, তবে পাবে। নইলে পাবে না।

হেমন্ত। শুনছেন? বিগলিত ব্যাপার, দানযোগের পরমানন্দে উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছেন।

[করুণা প্রবেশ করিল, পিছনে কয়েকটি বাগ্দীর মেয়ে]

করুণা। (ডাঃ বোসকে দেখিয়া) ডাঃ বোস? আপনি এসেছেন? উঃ আপনাকে যে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব!

হেমন্ত। যা বলেছেন, তার মধ্যেই যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই ডাঃ বোসের ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। আর বেশী বলবেন না। এখন একটু বসুন দেখি দয়া ক'রে।

ডাঃ বোস। আপনার শরীরও যে বড় খারাপ হ'য়ে গেছে মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা। না না ডাঃ বোস, আমি খুব ভাল আছি। এত ভাল আমি কখনও ছিলাম না।

হেমন্ত। শরীর ভাল না থাকার ওইটেই সব চেয়ে বড় লক্ষণ বউদি'। শরীর যাদের ভাল থাকে—ইয়া হৃষ্টপুষ্ট গ্রামফেড ভেটকেব মানে ভেড়ার মত শরীর তারাই দেখবেন সকাল থেকে খল নুড়ি, বড়ি মধু, মিকশ্চার, নিয়ে ব্যস্ত। কি —না—মাথা টিপ্ টিপ্ করে, বুক ধড়ফড় করে, পেট কন কন করে—নিদেন পক্ষে Blood Pressure—low কিংবা high। আর সত্যিই যাদের শরীর খারাপ—

করুণা। তারা বলে আমি তো খুব ভালই আছি। যেমন আপনি।

হেমন্ত। আমার অস্ত্রেই আমাকে ঘায়েল করলেন। যাক্ এখন ওই আপনার জয়া-বিজয়ার দলকে বিদেয় করুন দেখি। ব্যাপার কি ওদের? কিছু দেবেন নিশ্চয়।

করুণা। হ্যা, ওদের একটা ক'রে জামা দেব বলেছি।

হেমন্ত। দেবেন, যখন দিয়ে ফেলুন। দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম শুভস্য শীঘ্রং। যান দিয়ে আসুন। যান বেচারারা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে।

করুণা। আমি এক্ষুণি আসছি ডাঃ বোস, (মেয়েদের প্রতি) এস তোমরা এস। (প্রস্থান—মেয়েদের দল তাহাকে অনুসরণ করিল)

ডাঃ বোস। মিসেস শাস্ত্রীর শরীর তো খুবই খারাপ হ'য়ে গেছে হেমন্তবাবু।

হেমন্ত। ওঁর চিকিৎসা কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেই নেই ডাঃ বোস।

ডাঃ বোস। শ্যামাদাসবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, অ্যানি তাকে ভালবাসে, তবু আমি কোনদিন তাকে ঈর্ষার চোখে দেখি নি। আজ কিন্তু মিসেস শাস্ত্রীর এই তিলে তিলে আত্মনাশ দেখে শাস্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত না হ'য়ে পারছি না।

হেমন্ত। সে অতি হতভাগ্য ডাক্তারবাবু, পাগল! 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'। অর্থাৎ পরশপাথর বার বার তার হাতের কাছে এল আর তাকে পাথর ব'লে বার বার ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অমৃতকে পরিত্যাগ ক'রে সে মৃত্যু-রহস্য ভেদ করতে চাইলে।

ডাঃ বোস। শাস্ত্রী যদি নিজের Experiment-এ successsul হন হেমন্ত-

বাবু, তবে—তবে সে একটা অভাবনীয় ব্যাপার হবে ! Biology-তে—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল)। আসুন মিসেস্ শাস্ত্রী। ছেলেদের জামা দেওয়া হ'য়ে গেল ?

[করুণার প্রবেশ]

করুণা। হ্যা। কিন্তু আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল, বন্ধ করলেন কেন আমায় দেখে ?

ডাঃ বোস। না না। আলোচনা কিছু নয়—আলাপ বলতে পারেন !

করুণা। (হাসিয়া) আপনাদের কথার খানিকটা আমার কানে এসে গেছে ডাক্তারবাবু, ঠাকুরপো বলছিলেন অমৃত পরিত্যাগ ক'রে সে মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে চাইলে।

ডাঃ বোস—শাস্ত্রী যদি নিজের experiment-এ successful হন হেমন্তবাবু, তবে—তবে সে একটা অভাবনীয় ব্যাপার হবে ! Biology-তে—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল)। আসুন মিসেস্ শাস্ত্রী। ছেলেদের জামা দেওয়া হ'য়ে গেল ?

[করুণার প্রবেশ]

করুণা। হ্যা। কিন্তু আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল, বন্ধ করলেন কেন আমায় দেখে ?

ডাঃ বোস। না না। আলোচনা কিছু নয়—আলাপ বলতে পারেন !

করুণা। (হাসিয়া) আপনাদের কথার খানিকটা আমার কানে এসে গেছে ডাক্তারবাবু, ঠাকুরপো বলছিলেন 'অমৃত পরিত্যাগ ক'রে সে মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে চাইলে।' সে কথা আমি শুনেছি।

[ডাক্তার বোস এবং হেমন্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিল]

করুণা। 'পরশপাথর বারবার হাতের কাছে এল আর সে তাকে পাথর ব'লে বারবার ছুঁড়ে ফেলে দিলে' সে কথাও শুনেছি।

হেমন্ত। শুনেছেন তো ! ব্যস্ তা' হলেই ঠিক হ'য়েছে, আপনিও আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন। আমি বলছিলাম ডাঃ বোসকে যে রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। "ক্ষ্যাপা খুঁজে-খুঁজে ফিরে পরশপাথর"। এই ক্ষ্যাপা কে ? না অতৃপ্ত মানুষ, অতৃপ্ত মানুষের জীবনে বিরাম নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই—

করুণা। যেমন আপনার দাদা।

ডাঃ বোস। মিসেস্ শাস্ত্রী, এ আলোচনা থাক—

করুণা। (হাসিয়া) আমি কোন দুঃখ পাব না ডাঃ বোস, হোক না আলোচনা।

হেমন্ত। না, হ'তে পারে না।

করুণা। কেন ?

হেমন্ত। কেন? তার কারণ মেয়েদের সঙ্গে এ সব আলোচনা করা উচিত নয়। তারা অত্যন্ত Sentimental, যে-কোন মহাপুরুষের নাম করলেই কুমারী মেয়েরা ভাববে ঠিক আমার বাবার মত, সদ্য-বিবাহিতেরা ভাববে আমার স্বামীর মত, সন্তানবতীরা ভাববে আমার ছেলের মত। ঠিক বলেছেন ডাক্তার বোস—এ আলোচনা এখন থাক। (করুণা হাসিল) হাসছেন যে? ও! ভাবছেন আমি কথাটা ঢাকছি! আচ্ছা বলুন তো কোথায় এই ক্ষ্যাপার সঙ্গে মিল রয়েছে শ্যামদাসদা'র? মাথায় বৃহৎ জটা, ধুলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর। দিব্যি এমন ব্যাক ব্রাস করা চুল, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সে না কি ওই ক্ষ্যাপা হয়।

করুণা। থাক ঠাকুরপো, থাক। তবে আপনারা আমার জন্যে মিথ্যেই দুঃখ পাচ্ছেন। আপনার দাদার জন্যে আমার কোন দুঃখ নাই। যে মানুষের মনে মায়া নাই, মমতা নেই, স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালোবাসা নাই, তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই, তাকে হারিয়ে আমার কোন দুঃখ নাই, যে আমাকে জীবনে এককণা কিছু দিলে না—সে যদি চ'লে গিয়ে থাকে, তাতেই বা আমার লোকসান কিসের ?

ডাঃ বোস। মিসেস্ শাস্ত্রী, মিসেস্ শাস্ত্রী—

করুণা। না না, ডাঃ বোস আমি উত্তেজিত হই নি। আমি শুধু আপনাদের ব'লতে চাই, আপনারা অকারণে কল্পনা ক'রে আমার জন্যে দুঃখ পাবেন না। আমার জীবনে আমি তাকে বিবাহ ক'রে ভুল করেছিলাম, সে ভুল সংশোধন হয়েছে, তাতে আমি সুখী হ'য়েছি। আপনাদের মিঃ শাস্ত্রী পণ্ডিত লোক আপনারা তাকে সম্মান ক'রতে পারেন। কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি।

[বলিয়া কথা-শেষের সঙ্গেই সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল]

হেমন্ত। (আবৃত্তি করিল) "অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর।
বাকি অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিবে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর।"

(সেকেণ্ড দুয়েক স্তব্ধ থাকিয়া) ডাক্তার বোস!

ডাঃ বোস। হেমন্তবাবু!

হেমন্ত। কেমন দেখলেন আমাকে? আমি সত্যিই বেশী দিন বাঁচব না?

ডাঃ বোস। আপনি শরীরের ওপর যত্ন নিন হেমন্তবাবু—নিয়মিত ভাবে ওষুধ ব্যবহার করুন, কে ব'লতে পারে আপনি সেরে যাবেন না? তবে—

ডাঃ বোস। অন্য লোক হ'লে কথাটা গোপন ক'রতাম' আপনার কাছে গোপন ক'রব না। আপনার স্ত্রীর ব্যাধি আপনার মধ্যে infected হ'য়েছে।

হেমন্ত। জানি! কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু। আমি আমার শেষ কাব্য রচনা ক'রে যেতে চাই—শ্যামাদাস শাস্ত্রী করুণা বউদি' অণিমা দেবীকে নিয়ে আমার শেষ কাব্য। (ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিল)

ডাঃ বোস। আপনি কাল আমার chamber-এ আসুন হেমন্তবাবু, আমি আপনাকে ভাল ক'রে দেখতে চাই।

[রতনের প্রবেশ]

রতন। (বাহির হইতে ডাকিতেছিল) মা লক্ষ্মী, মা ঠাকরুণ। এই যে দাদা-ঠাকুর; দাদা-ঠাকুর।

হেমন্ত। একটু অপেক্ষা কর রতন। (ডাক্তার বোসের প্রতি) তাই হবে ডাক্তারবাবু!

ডাঃ বোস। তা হ'লে আজ আমি আসি।

হেমন্ত। বউদি'র সঙ্গে—

ডাঃ বোস। তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন হেমন্তবাবু। তাঁকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না, তাঁর emotion-টা একটু শান্ত হ'তে দিন। নমস্কার।

হেমন্ত নমস্কার। কি রতন? [ডাক্তার বোসের প্রস্থান]

রতন। বড় মা-ঠাকরুণ, বড়দাদা ঠাকুরের মা, আপনকার—

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা?

রতন। হ্যাঁ দাদা-ঠাকুর, তিনি ফিরে এয়েচেন।

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা ফিরে এসেছেন? কোথায়?

রতন। দেখলাম তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

হেমন্ত। বাড়ীর মধ্যে? নিজের বাড়ীতে?

রতন। হ্যাঁ গো। এইবারে কেষ্টদাদার মুনিবটারে মা-ঠাকরুণ টিট ক'রে দিবেন, তুমি দেখো।

হেমন্ত। রতন।

রতন। দাদা-ঠাকুর।

হেমন্ত। চল্, তুই আমার সঙ্গে চল্, এগিয়ে দেখি।

রতন। তুমি যাবে দাদা-ঠাকুর ? এই শরীর ! না, না, তোমার যাতি হবে না, আমি—

হেমন্ত। না, না, তুই জানিস্ নে রতন। ওরে—

[নেপথ্যে শৈলজা দেবীর উচ্চ তীব্র মর্ম্মভেদী স্বর ভাসিয়া আসিল]

নে-শৈলজা। তোকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি না কেষ্টদাস, আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি শ্যামাদাসকে—

হেমন্ত। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া, এবং চীৎকার করিয়া উঠিল) জ্যাঠাইমা ! জ্যাঠাইমা !

নে-শৈলজা। তারই পাপে আমার গোবিন্দজী বিগ্রহ থেকে চ'লে গেছেন। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, তাকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি—

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা ! [প্রস্থান]

নে-শৈলজা। কে ? হেমন্ত !

[রতন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, ঠিক এই সময়ে ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল করুণা]

করুণা। কে ঠাকুর পো ? কাকে ডাকছেন, রতন, ঠাকুরপো কোথায় গেলেন, কাকে এমন ভাবে চীৎকার ক'রে—

রতন। বড় মা-ঠাকরুণ, মা-লক্ষ্মী, বড় দাদা-ঠাকুরের মা, আপনকার শাশুড়ী।

করুণা। কোথায় তিনি ? (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সে স্তব্ধবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া গেল।)

নে-হেমন্ত। তোমার গোবিন্দজী যদি চ'লে গিয়ে থাকেন তবে শ্যামাদাসদা'র জন্যে চ'লে যান নি। চ'লে গেছেন তোমার জন্যে।

রতন। এই যে ! মা-ঠাকুরণ—মা-ঠাকুরণ।

[বলিতে বলিতে রতন চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে হেমন্ত এবং শৈলজা প্রবেশ করিল]

শৈলজা। (স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তের দিকে চাহিয়া) আমার জন্যে ?

হেমন্ত। হ্যাঁ, তোমার জন্যে। যে মুহূর্ত্তে তুমি সন্তানের ওপর নিষ্ঠুর হয়েছ—শ্যামাদাস'কে ত্যাগ করেছ, সেই মুহূর্ত্তে তোমার গোবিন্দজীর মধ্য থেকে গোপালও চ'লে গেছেন। অপরাধ তোমার।

[শৈলজা হেমন্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, করুণা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল]

শৈলজা। তুমি কে মা? হেমন্ত, এটি কে?

হেমন্ত। বউদি। তোমার বউমা গো—শ্যামাদাসদা'র বউ।

শৈলজা। (চিবুক ধরিয়া) আমার বউমা! চিরায়ুষ্মতী হও মা।

করুণা। আসুন মা, বাড়ীর ভেতরে আসুন!

শৈলজা। থাক্ মা। আমি এইখান থেকেই ফিরব।

হেমন্ত। ফিরবে মানে? যাবে কোথায় এই অসময়ে?

শৈলজা। আমি বৃন্দাবনে ফিরব হেমন্ত। বাড়ী ফিরে দেখলাম ঘোষাল-মশাই সব নীলেম করিয়ে নিয়েছেন। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম স্টেশনে। পথে তুই ডাকলি। শেষের দিন কা—

হেমন্ত। তোমার শেষের দিনের এখনও দেরী আছে। দিব্যি ডাঁটো আছ এখন। আর শেষের দিনে এখানে থাকলেও তোমার রথ আসবে, এ আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি। সুতরাং বৃন্দাবনে যাবার কোন প্রয়োজন নাই। চল, চল, বাড়ীর ভেতর চল।

শৈলজা। রূঢ় কথাটা আমাকে তুই বলতে বাধ্য করলি হেমন্ত। শ্যামাদাসের বাড়ীতে আমি তো থাকতে পারব না বাবা।

হেমন্ত। হরি! হরি! হরি! মাভৈ, জ্যাঠাইমা মাভৈ। এ বাড়ী শ্যামাদাসদা'র নয়, শ্যামাদাসদা' এখানে থাকেও না। এ বাড়ী বউদি'র। চল—চল।

শৈলজা। কি বলছিস হেমন্ত?

হেমন্ত। কথাটা বিস্ময়েরই বটে, কিন্তু তোমার তো বিস্মিত হ'বার কথা নয়: এ বাড়ী বউদি'র। শ্যামাদাসদা এখানে থাকে না। শ্যামাদাসদা' বউদি'কে অথবা বউদি' শ্যামাদাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন, সে কথা আমি জানি না, তবে পরিত্যাগটা সত্য।

শৈলজা। শ্যামাদাস বউমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে? কেন হেমন্ত?

হেমন্ত। ভগবান সত্য জ্যাঠাইমা। তোমার গোবিন্দজীরূপী ভগবান, বউদি'র গিনিপিগরূপী ভগবান। চল, বাড়ীর ভেতর চল, সব কথা ধীরে সুস্থে শুনবে।

করুণা। আসুন মা।

শৈলজা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

হেমন্ত। "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখী ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে।"

নে-ডাঃ বোস। হেমন্তবাবু!

হেমন্ত। (সবিস্ময়ে) ডাঃ বোস?

[ডাঃ বোস-এর প্রবেশ]

ডাঃ বোস। আমি আবার ফিরে এলাম হেমন্তবাবু। ডক্টর শাস্ত্রীর খবর বোধ হয় পেয়েছি।

হেমন্ত। শ্যামাদাসদা'র?

ডাঃ বোস। বাড়ী ফিরেই এই চিঠিখানা পেলাম। দিল্লী থেকে লিখেছেন আমার এক বন্ধু। অ্যানির খবর জানিয়েছেন। অ্যানি কয়েকদিন তাঁর ওখানে ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে খবর ক'রতে গিয়ে একজন আধপাগলা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরতে দেখতে পায়। এ লোকটি নাকি অদ্ভুত মানুষ, অনেকে বলে পণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকে বলে পাগল। কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা নাই। Govt. Research Institute-এ চাকরী করেন। বাড়ীতে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। আমার মনে হচ্ছে, ডক্টর শাস্ত্রী ছাড়া আর কেউ নন।

হেমন্ত। আসুন ডাক্তারবাবু, বাড়ীর ভেতর আসুন।

[উভয়ের বাড়ীর ভিতরের দিকে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—শ্যামাদাসের বাসা

[শহরের প্রান্তে পুরানো পরিত্যক্ত পল্লীর মধ্যে একখানি পুরানো বাড়ী। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রগুলি অতি কম দামী এবং সংখ্যাতেও অতি অল্প। দুই-তিনখানি ভাঙা চেয়ার, একখানা পুরানো টেবিল, জিনিষপত্র, যেমন সুটকেস—খোলা পড়িয়া আছে। অণিমা একা ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। সে আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে এবং খাবার সাজাইতেছে একখানি থালায়। কমলালেবু ছাড়াইয়া রাখিতেছে। এমন সময় শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নে-শ্যামাদাস। সুখন! সুখন! এ সুখন!

[অণিমা গানের প্রথম কলিটি বেশ জোরে গাহিয়া উঠিল এবং অগ্রসর

হইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শ্যামাদাস ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

শ্যামাদাস। অণিমা! তুমি যাও নি?

অণিমা। না, আমি ফিরে এসেছি।

শ্যামাদাস। তোমাকে আমি স্টেশনে পৌছে দিলাম, তুমি আমায় কথা দিলে তুমি ফিরে যাবে ক'লকাতায়—

অণিমা। কিন্তু যেতে আমি পারলাম না। মন আমার যেতে চাইলে না।

শ্যামাদাস। অণিমা!

অণিমা। না। Call me Anny.

শ্যামাদাস। I can't let you stay here অণিমা। তোমায় এখানে আমি থাকতে দিতে পারি না। You must leave.

অণিমা। হবে, ও কথা পরে হবে শ্যামল, আগে তুমি কোটটা খুলে ফেল, let me help you.

শ্যামাদাস। ধন্যবাদ অণিমা—কিন্তু দরকার নেই সাহায্যের।

[নিজেই কোট খুলিয়া ফেলিল, দেওয়ালে একটা হুকে ঝুলাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে অণিমা চেয়ার আগাইয়া আনিল। শ্যামাদাস সে চেয়ারখানায় না বসিয়া অন্য একখানা টানিয়া বসিল। অণিমা খাবারের থালা টেবিলের উপর রাখিল এবং চা তৈয়ারী করিতে লাগিল]

শ্যামাদাস। অণিমা!

অণিমা। শ্যামল!

শ্যামাদাস। তুমি আমায় মুক্তি দাও অণিমা। Leave me. Please let me alone.—রাত্রি দশটায় গাড়ী রয়েছে, সেই গাড়ীতে ক'লকাতায় চ'লে যাও।

অণিমা। শ্যামল!

শ্যামাদাস।. You must, You must. আমাকে আমার কাজ ক'রতে দাও। I can't stand you অণিমা, I can't stand—

অণিমা। You can't stand me?

শ্যামাদাস। Let me finish —I can't stand any body. তোমাদের সকলের কাছ থেকে পালিয়ে আত্মগোপন ক'রে আমি আমার কাজ ক'রতে চেয়েছিলাম। Unsuccessful, ridiculed. হতভাগা—yes, তোমরা অবশ্যই আমাকে হতভাগ্য ব'লতে পার। কিন্তু—কিন্তু—কেন তুমি আমার মত হতভাগ্যকে অনুসরণ করে এলে বলতে পার? কেন?

অণিমা। (হাসিল) কেন ?

শ্যামাদাস। হ্যাঁ, কেন ?

অণিমা। যদি বলি, আমিই মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য! হতভাগ্যকে অনুসরণ করাই আমার কাজ।

শ্যামাদাস। দুর্ভাগ্যকে মানুষ সহ্য ক'রতে পারে না অণিমা। সেইজন্যেই তোমাকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই।

অণিমা। কথাটা সম্পূর্ণ হ'ল না শ্যামল, বল এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই, তাতেও না যাও, তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই।

শ্যামাদাস। কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ অণিমা। হ্যাঁ, ও কথাটাও আমার বলা উচিত ছিল।

অণিমা। ভাল কথা। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি যাব। তাতে আমি দুঃখ পাব না শ্যামল, কিন্তু আমার হাতের খাবার চা না খেলে আমি দুঃখ পাব শ্যামল। (চায়ের কাপ সামনে নামাইয়া দিল)

শ্যামাদাস। না। তোমায় সে দুঃখ দেব না। সে অপমান তোমায় আমি ক'রব না। তা ছাড়া আহার্য্যের আমার প্রয়োজনও আছে। যাকে বলে, ক্ষিধেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে।

অণিমা। That's like a good boy. It you like তোমাকে একখানা গানও শোনাতে পারি।

শ্যামাদাস : গান ?

অণিমা। হ্যাঁ গান। Don't you like it ?

শ্যামাদাস। গান ভালবাসি না এমন নয়, কিন্তু এখন গান শুনে স্বপ্নলোক সৃষ্টির আমার সময় নেই অনিমা। তুমি জান না অণিমা, কত বড় ক্ষতি আমার হ'য়ে গেছে, আমার জীবনের গতি কতখানি পিছিয়ে প'ড়েছে। আমার মা আমার বিরুদ্ধে অর্থশালী ধনী ব্রজবিহারীর সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বিরাট পরিকল্পনাকে নষ্ট ক'রে দিলেন। আমার স্ত্রী, আমার স্ব', আমার comrade—আমাকে পরিত্যাগ ক'রলে—মহাসত্যের সামনে থেকে সে পালিয়ে গেল—

অণিমা। জানি শ্যামল, সে তোমাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে।

শ্যামাদাস। কি বললে ? আমাকে আঘাত দিয়েছে ?

অণিমা। আমি জানি শ্যামল।

শ্যামাদাস। না অণিমা। ওখানে তোমার ভুল হ'য়েছে। আঘাত আমি পাই নি। আঘাত করার মত emotional softness আমার নাই।

অণিমা। (হাসিল) তুমি সত্যকে অস্বীকার করছ শ্যামল। যাদের মানুষ ভালবাসে—

শ্যামাদাস। থাম অণিমা। আমি কাউকে ভালবাসি নি।

অণিমা। কি বলছ তুমি শ্যামল! না না, ও কথা তুমি ব'লো না।

শ্যামাদাস। কিন্তু সত্যকে আমি অস্বীকার করব কি ক'রে? প্রেম ভালবাসা ওগুলোকে biological emotion জেনে আমি সাধনা ক'রে ওগুলোকে জয় ক'রেছি।

অণিমা। শ্যামল। শ্যামল।

শ্যামাদাস। তুমি শহরের মেয়ে অণিমা। তুমি দেখেছ, গরুর বাছুর ম'রে গেলে গোয়ালারা একটা খড়ের কাঠামোর ওপর মরা বাছুরটার চামড়া জড়িয়ে সামনে ধরে। চামড়া জড়ানো নকল বাছুরটাকেই গাভীমাতা সস্নেহে জিভ দিয়ে চাটে, তাতেই তার বুদ্ধিহীন biological emotion উথলে উঠে, আবেগে স্নায়ুতন্ত্রী উচ্ছসিত হ'য়ে দুধের ধারা ঝরতে আরম্ভ করে। আবার নকল বাছুরটাকে সরিয়ে দিলেই সে চীৎকার করে। মানুষের মা সন্তানের মৃত্যুতে বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদে, শবদেহটার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, সেটা অবিলম্বে নষ্ট হ'য়ে যাবে ব'লে। খড়ের কাঠামোতে চামড়া জড়িয়ে তাঁর সান্ত্বনা হয় না, তার কারণ তার বুদ্ধি আছে। নইলে ও দুটোতে তফাৎ কতটুকু বল? এ কি এ কি অণিমা, মুখ তোমার ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল?

অণিমা। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে শ্যামল, আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা যেন গন্ধ পাচ্ছি—

শ্যামাদাস। কি গন্ধ পাচ্ছ? নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) সরে এস অণিমা, তুমি দরজাটার কাছ থেকে সরে এস, ঐ জানলার ধারে এসে দাঁড়াও। (কাছে গিয়া) Yes, yes, গন্ধ উঠছে! হ্যাঁ। অণিমা তুমি জানলার ধারে দাঁড়াও। না না—ও ঘরে, ও ঘরে চল। (অণিমাকে অন্য ঘরে লইয়া গেল। পুনরায় প্রবেশ করিল) আসছি আমি—আমি আসছি অণিমা। তুমি এ ঘরে এস না, আমি বারণ করছি (সে দরজার চাবি বন্ধ করিল) আমার gas mask—gas mask!

[একটা আলমারী খুলিয়া একটা গ্যাস মাস্ক লইয়া পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল] পেয়েছি, পেয়েছি। I have got it—I have got it! [বলিতে বলিতে বলিতে মাস্ক পরিয়া সে, যে-দরজার ধারে অণিমা দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দরজা খুলিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গমঞ্চ শূন্য

পড়িয়া রহিল। মুহূর্ত পরেই পাশের ঘর হইতে অণিমার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নে-অণিমা। শ্যামল! শ্যামল! (খানিক স্তব্ধতা) শ্যামল! (দরজায় ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল) শ্যামল!

[এ ঘরের দরজা খুলিয়া শ্যামাদাস প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিল। মাস্ক খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায় পাগলের মত]

শ্যামাদাস। পেয়েছি—পেয়েছি। I have found it out, I have found it out.

নে-অণিমা। শ্যামল।

শ্যামাদাস। অণিমা! (অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিল) অণিমা, I have found it out, congratulate me অণিমা, I have found it out.

অণিমা। কি শ্যামল, কি?

শ্যামদাস। প্রচণ্ড একটা শক্তি, অদ্ভুত শক্তিশালী একটা gas—

অণিমা। Gas!

শ্যামাদাস। হ্যাঁ। গত যুদ্ধে Musturd gas-এর নির্মম নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় তুমি তো দেখেছিলে অণিমা।

অণিমা। Oh, it is dreadful।

শ্যামাদাস। তার ভয়ঙ্করত্ব দেখে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলাম—Musturd gas-এর প্রতিষেধক একটা gas আবিষ্কার ক'রব আমি। কল্‌কাতায় আমার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট ক'রে দিলে ব্রজবিহারী। একটা Research Institute-এ চাকরী নিলাম—পুরানো সংকল্পের কথা মনে হ'ল। এ gas আবিষ্কার ক'রতে পারলে পৃথিবীর সমস্ত দেশ আমার এ আবিষ্কারের গন্ধ পাবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠবে। ঠিক এই জন্যে অণিমা—শহরের প্রান্তে এই পড়ো বাড়ীতে আমার জীবনের সমস্ত কিছু বিক্রী ক'রে—laboratory তৈরী ক'রে দিন-রাত্রি পরিশ্রম ক'রেছি। এই জন্যেই অণিমা, কাউকে আমি সহ্য ক'রতে পারি নি।

অণিমা। And, and, you have found it out শ্যামল!

শ্যামাদাস। হ্যাঁ, অণিমা পেয়েছি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম—তা পাই নি। প্রচণ্ড শক্তিশালী gas আমি আবিষ্কার ক'রেছি। কিন্তু Musturd gas-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর—তার চেয়ে বহুগুণে নিষ্ঠুর।

অণিমা। উঃ শ্যামল—

শ্যামাদাস। বহুগুণে মারাত্মক এ গ্যাস। প্রচণ্ড মৃত্যুশক্তি আবিষ্কার ক'রেছি

আমি অণিমা। দরজার ফাঁক দিয়ে তার ক্ষীণতম স্পর্শ তোমার নাকে এসেছিল ক্ষণিকের জন্য। খুব সময়ে তুমি বুঝতে পেরেছিল। It is dreadful অণিমা, dreadful—

অণিমা। (শ্যামাদাসের দুই হাত ধরিয়া) I adore you—I admire you—

চতুর্থ দৃশ্য

করুণা ও হেমন্ত

[করুণার পল্লীগ্রামের বাড়ী]

হেমন্ত। ব্যাঙ্কের টাকা শেষ হ'য়েছে, গয়নাপত্র যা ছিল বিক্রী ক'রেছেন, অথচ একটা কথাও বলেন নি আপনি? তার ওপর জ্যাঠাইমার এই অবস্থা। সময়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল বউদি।

করুণা। সাবধান হওয়ার সময় পেলাম কোথায় ঠাকুরপো? হঠাৎ এল সাইক্লোন, বেচারাদের বাড়ী ঘর উড়ে গেল, যা ছিল দু' মুঠো ধান চাল—তার শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নষ্ট হ'য়ে গেল। গরু বাছুর ছাগল তাও ম'ল দেওয়াল চাপা প'ড়ে; শুধু গরু বাছুরই নয়, মানুষও কম মরে নি। তারপর আরম্ভ হ'ল জ্বর-জ্বালা, ওষুধ পাওয়া যায় না, গেলেও সে আগুনের দাম। দেখতে দেখতে চালের মণ হ'য়ে উঠল তিরিশ পঁয়ত্রিশ। সাবধান হবার সময় কোথায় পেলাম বলুন? এরই মধ্যেই মায়ের মাথার গোলমাল যে কখন আরম্ভ হ'ল আমি তা বুঝতে পারি নি। আপনি তো সবই চোখের ওপরই দেখছেন।

হেমন্ত। হ্যাঁ, দেখছি বইকি! আমি আবার যতটা দেখছি ততটা আবার আপনি দেখেন নি। দেশে চাল নেই, মুদীর দোকান বন্ধ, অথচ রাত্রে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে, অবশ্য আমাদের আর নয়, এখন ঘোষাল মশায়ের ঠাকুর-বাড়া। সেখানে নিশুতি রাত্রে লরী বোঝাই চাল আসছে, আটা আসছে। জানেন ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরের চারিদিকে দেওয়াল তুলে—সেটাকে এখন ঘোষালের চালের গুদাম ক'রেছে!

করুণা। বলেন কি?

হেমন্ত। রাত্রে আমার ঘুম হয় না, লরী আসতে আমি নিজে চোখে দেখেছি। লরীতে যে চাল ময়দা আসে—সে কথা আমাকে কেষ্ট বলেছে।

করুণা। কেষ্টদাস ঠাকুরপো নাকি এখানকার সব বিক্রী ক'রে চ'লে গেছেন?

হেমন্ত। সব মানে তো বাড়ীখানা। সেও তো আপনি দেখেছেন দেওয়ালের পলেস্তারা খ'সে মেঝের সিমেণ্ট উঠে মানুষের চেয়ে গরু-ভেড়ার বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হ'য়ে উঠেছিল।

করুণা। কিন্তু সে সব তো মেরামত করালেন আমরা আসার পর।

হেমন্ত। হ্যাঁ। ঘোষালমশায় নিজে থেকে টাকা দিয়েছিলেন। তখন কেষ্ট বুঝতে পারে নি। জ্যাঠাইমা আর বড়দা'র সঙ্গে গাপালের মামলা মেটার পরই ঘোষাল কেষ্টকে চাকরী থেকে জবাব দিলে, বাড়ী মেরামতের টাকার জন্যে নালিশ ক'রলে। কি আর করবে কেষ্ট, বাড়ী মেরামতের দেনার টাকার মায় সুদ শোধ দিয়ে যে ক'টা পেলে তাই সম্বল ক'রে মেয়ে ছেলে নিয়ে চ'লে গেল। অত্যন্ত সহজ এবং সবল ঘটনা। একেবারে ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত ব্যাপার! ধর্ম্মাধিকরণের সিদ্ধান্ত! এ কি জ্যাঠাইমা আসছেন যে! চোখের দৃষ্টি দেখেছেন?

করুণা। দিন দিন অবস্থা যেন খারাপের দিকে যাচ্ছে ঠাকুরপো।

[শৈলজা দেবীর প্রবেশ]

শৈলজা। বউমা! (নেপথ্য হইতে কথা বলিয়া প্রবেশ করিলেন)

করুণা। এ কি মা, আপনার পূজো কি এরই মধ্যে হ'য়ে গেল।

শৈলজা। পূজো করতে ব'সে হঠাৎ দুর্যোধনের মায়ের কথা মনে হ'ল। কিন্তু নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ল না। দুর্যোধনের মায়ের নামটা কি বল দেখি?

করুণা। গান্ধারী।

শৈলজা। হ্যাঁ হ্যাঁ। (চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ ফিরিলেন) আচ্ছা হেমন্ত। তুই কাল রাত্রে ওইখানে বসেছিলি, না? কি করছিলি বল্ তো?

হেমন্ত। ঘুম হ'ল না জ্যাঠাইমা, তাই বসেছিলাম।

শৈলজা। ঘোষালের ঠাকুর-বাড়ীতে স্বর্গ থেকে রথ এসেছিল দেখেছিলি?

হেমন্ত। হ্যাঁ, চাল আটা বোঝাই লরী দেখেছি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা। ওগুলো কি লরা নাকি? আর বস্তাগুলোতে সেসব চাল আটা নাকি? ওরে, ও যে রোজ রাত্রে আসে রে! তোর মত আমারও রাত্রে ঘুম হয় না কিনা। আমি দেখি। ভাবি ওগুলো স্বর্গের রথ। আর বস্তার মধ্যে ওগুলোকে মনে হয়—ধন রত্ন মণি মাণিক্য। তো ওগুলো যদি আটা চালই হয় —তবে ওগুলো ভগবান না পাঠালে আসে কোত্থেকে? তুই জানিস্ নে, সব ভগবান পাঠায়। নিশ্চয় আমাদের গোবিন্দজী।

করুণা। আসুন মা, বাড়ীর ভেতর আসুন। জল খাবেন আসুন।

শৈলজা। জল খাব কি? এখনও আমার পূজো শেষ হয় নি। অভিশাপ দেওয়া হয় নি।

হেমন্ত। কি বলছ জ্যাঠাইমা?

শৈলজা। তা নইলে আর গান্ধারীর নাম জিজ্ঞাসা করলাম কেন? আমি গান্ধারীর মত রোজ অভিশাপ দিই কিনা! গোবিনজীকে দিই—আর শ্যামাদাসকে দিই। গান্ধারী দিয়েছিল—দুর্য্যোধনকে দিয়েছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণকেও দিয়েছিল। যাই. পূজো শেষ ক'রে শাপ দিই গে যাই। (প্রস্থান)

করুণা। মায়ের দিকে চাইলে চোখের জল আমি ধ'রে রাখতে পারি না ঠাকুরপো! এমন মানুষের শেষ এই পরিণাম হ'ল? এই ভাবে ওঁর মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে আমি ভাবতে পারি নি!

হেমন্ত। আমি ভাবছি, নিঃস্ব অসহায় ওঁকে নিয়ে আপনি কি ক'রে কি করবেন? আমার ধারণা, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদ পাগল হ'য়ে যাবেন!

করুণা। সন্তানের-এর চেয়ে বড় অপরাধ কিছু হ'তে পারে ঠাকুরপো?

হেমন্ত। শ্যামাদাসদা'র অপরাধ আমি অস্বীকার করি নে বউদি', কিন্তু, জ্যাঠাইমার মাথা খারাপ হওয়ার কারণ শুধু বড়দা'র ব্যবহারেই নয়। বউদি, ওঁর বিশ্বাসের ঘরে ঘা পড়েছে। ঘোষাল ওঁর ইষ্টদেবতাকে কেড়ে নিলে। উনি যেদিন প্রথম এখানে আসেন—সে দিন বার বার আপনার মনে কি বলেছিলেন আপনার মনে আছে? দুটো দশটা কথার মধ্যে অর্থহীন ভাবে বলছিলেন—তুমি পাথর, তুমি পাথর। তারপর যেদিন বাগ্দীদের বস্তীর ওপর বোমা পড়ল সে রাত্রের কথা মনে করুন, বললেন—কোন ভয় নেই তোদের—তোরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'স্, আমি এই জপে বস্‌লাম। তারপর বোমা পড়ল, ওঁর সেদিনকার সে বিহ্বল মূর্ত্তি আপনার মনে আছে? সকলের চেয়ে বিহ্বল হ'য়েছিলেন উনি। ডাক্তারে বলেছিল—শকের জন্যে শক লেগে হ'য়েছে। ডাক্তার বুঝতে পারে নি। আমরাও সেদিন বুঝতে পারি নি। কিন্তু সে বিহ্বলতা ওঁর শকের ভয়ের জন্য নয়। বোমাটা সেদিন বাইরের দৃষ্টিতে বাগ্দীদের বস্তীতে পড়েছিল—কিন্তু সত্যি সত্যি পড়েছিল ওঁর মনের বিশ্বাসের দেউলে।

[ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে—জীর্ণ শীর্ণ রতনের উচ্ছ্বসিত আবেগে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ, সঙ্গে আরও দুই তিন জন সঙ্গী, সকলেরই ওই এক রকম অবস্থা]

রতন। হায় ভগবান, একবারে মেরে ফেলাও' ঠাকুর, একবারে মেরে

ফেলাও। দগ্ধে দগ্ধে আর মেরো না ঠাকুর—দয়া কর, একেবারে শেষ ক'রে দাও।

হেমন্ত। কি রে রতন, কি ?

করুণা। কি হ'ল রতন ?

রতন। ওগো মাগো, আমার মায়ের প্যাটের বুন—

হেমন্ত। তোর বোন কে ? সেই দামিনী ?

রতন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দামিনী, তাকে মনে পড়ছে দা'ঠাকুর ? সেই গাঁয়ের লোকে যারে বলত—গেছো মেয়ে, সেই নারকল গাছে উঠে যে ডাব পাড়ত ? সেই দামিনী দাদাঠাকুর আমার সেই মায়ের প্যাটের বুন দামিনী—ডায়মণ্ডহারবরে বিয়ে দিয়েছিলাম সেই দামিনী—

হেমন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কি হ'ল ?

রতন। ডায়মণ্ডহারবারে প্যাটের ভাত জুটল নি, মেয়েতে মরদে চ'লে যেয়েছিল কোন্ দিকে। আজ এখুনি শুনলাম—দামিনী একা আসছিল আমার বাড়ী। আসতে আসতে মুখ গুঁজে প'ড়ে যেয়েছে ঠাকুর-বাড়ীর দেউড়ীর সামনে। বসে, ধুঁকছে।

হেমন্ত। বউদি, আপনি চট ক'রে একটু গরম দুধ নিয়ে আসুন। চল রতন চল, দেখি।

রতন। দাদাঠাকুর, কি নিয়ে পিথিমীতে আর বেঁচে থাকব বল ? ঘর গেল, ভিটে গেল, জমি গেল, বোমা প'ড়ে বেটি জামাই নাতি নাতিন গেল, জ্বরে গেল শুরবীর বেটা, নিজে না খেয়ে ধুঁকছি, তবু মরণ হয় না কেন বলতি পার ?

হেমন্ত। কি করবি রতন বল্ ? এর উপায়—

রতন। উপায় যদি নাই তবে মা-ঠাকরুণকে বল—আধপেট খাইয়ে আমাদিকে বাঁচিয়ে রাখছে কেনে ? তাই ম'রে বাঁচতি দাও আমাদের।

হেমন্ত। আয়, আয়।

রতন। ওগো, তোমরা আমাদিকে ম'রে বাঁচতি দাও !

[সকলের প্রস্থান। দুধের বাটি হাতে করুণার প্রবেশ]

পিছনের দিক হইতে শৈলজা—বউমা ! বউমা !

[করুণা দাঁড়াইল ! শৈলজা প্রবেশ করিল]

শৈলজা। জানালা থেকে দেখলাম গোবিনজীর দরজায় বাগ্দীদের ভিড় জ'মে গেছে। রতনার গলা শুনলাম, হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে। তা' হ'লে গোবিনজী এইবার জেগেছে ? ভাত-কাপড় দিচ্ছে ? না কি ?

করুণা। না মা, রতনের বোন পথের ওপর প'ড়ে ভিরমি গিয়েছে।

শৈলজা। ও! তা' হলে গোবিনজী যমদূত পাঠিয়ে ধ'রে এনেছে। এ্যা, বাগ্দীদের গায়ের যে গন্ধ! যে নোংরা ওরা। খুব ক'রে চাবুক লাগাবে বোধ হয়। যাই দেখে আসি।

করুণা। না, যাবেন না আপনি। বাড়ীর ভেতর যান।

শৈলজা। মার খেয়ে ওরা শাপ শাপান্ত ক'রছে না? এই বাগ্দীরা গো? শুধু হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে? যাই আমি যাই, দাঁড়াও।

করুণা। না, যাবেন না আপনি। মা! মা!

[শৈলজা চলিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন]

শৈলজা। ওমা! সায়েবী পোষাক-পরা কে আসছে গো?

[ডাঃ বোসের প্রবেশ]

করুণা। এ কি! ডাঃ বোস? আসুন। ভালই হ'য়েছে ডাঃ বোস একটি মেয়ে না খেয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পথের ওপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। একবার আসুন, দেখবেন আসুন।

ডাঃ বোস। দেখেই আমি আসছি মিসেস শাস্ত্রী! পথে ভিড় দেখেই আমি নেমেছিলাম। দুধের বাটি নিয়ে আপনার আর যাবার প্রয়োজন নেই।

করুণা। ম'রে গেছে?

ডাঃ বোস। বেঁচে গেছে বলুন। নিষ্কৃতি পেয়েছে।

শৈলজা। তুমি সেই ডাক্তার না? শ্যামাদাসের বন্ধু?

ডাঃ বোস। হ্যাঁ মা। আমায় চিনতে পারছেন না?

শৈলজা। -তুমি আমাকে মা বলছ কেন?

ডাঃ বোস। আপনি শ্যামাদাসবাবুর মা—

শৈলজা। না না না, পাথরে দেবতা নেই, পণ্ডিতের মা নেই, স্ত্রী নেই, কেউ নেই। না না না। (ক্রোধভরে তিনি চলিয়া গেলেন)

করুণা। মা সত্যিই পাগল হ'য়ে গেলেন ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস। জীবনে রোগে মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক পরিণতি দেখে ডাক্তারেরা প্রায় পাথর হ'য়ে যায়। (রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া) চোখে জল আসার অনুভূতি আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা। আসুন, বাড়ীর ভেতরে চলুন।

ডাঃ বোস। সময় অল্প মিসেস শাস্ত্রী—কাজ অনেক! অ্যানি দীর্ঘকাল পরে একটা চিঠি লিখেছে। সেই চিঠিখানা আপনাকে দেখাতে এসেছিলাম।

[চিঠিখানা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিল। করুণা ডাঃ বোসের

মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চিঠিখানা লইল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল]

ডাঃ ঘোস। ডাক্তার শাস্ত্রী একটা আবিষ্কার ক'রেছেন।

করুণা। (চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া) Gas ? Mustard gas-এর চেয়েও—

ডাঃ বোস। Mustard gas-এর চেয়েও নাকি ভয়ঙ্কর। ডাঃ শাস্ত্রী নাকি gas-টার নাম দিতে চান Death gas !

করুণা। ডাঃ বোস !

ডাঃ বোস। মিসেস শাস্ত্রী !

করুণা। আপনি আমাকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন ? আপনার সঙ্গে নিশ্চয় গাড়ী আছে !

ডাঃ বোস। আপনি কি—

করুণা। হ্যাঁ, আমি দিল্লী যেতে চাই।

ডাঃ বোস। আমি যদি সঙ্গে যেতে চাই, আপনি কি আপত্তি করবেন ?

করুণা। ডাঃ বোস, জীবনে আমার ভাই নেই। আপনাকে আজ থেকে বড়দা ব'লে ডাকব আমি। (হাত বাড়াইয়া দিয়া) হাতটা ধরুন আমার।

[ডাঃ বোস করুণার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল]

পঞ্চম দৃশ্য

শ্যামাদাসের বাসা—দিল্লী

[শ্যামাদাস ও করুণা]

শ্যামাদাস। করুণা ! তুমি ?

করুণা। হ্যাঁ, আমি। তোমাকে আমি আমার শেষ অনুরোধ জানাতে এসেছি। আমার শেষ কথা বলতে এসেছি !

শ্যামাদাস। কি বলবে বল ?

করুণা। কি বলতে চাই তুমি কি অনুমান করতে পার না ?

শ্যামাদাস। আমার সময় আজ অত্যন্ত অল্প-করুণা। ক'লকাতা থেকে বড় একটা ফার্মের অ্যাটর্নি আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—তাঁরা এখুনি আসবেন। অণিমা তাদের আনতে গেছে ! ভাল কথা, তোমাকে বলা হয় নি। আমি এক প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার ক'রেছি।

করুণা। Mustard gas-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা gas—

শ্যামাদাস—তুমি জানলে কি ক'রে? হ্যাঁ, Mustard gas-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা gas—

করুণা। তুমি নাকি যে gas-টার নাম দিতে চাও Death gas.

শ্যামাদাস। Yes, Death gas নাম দিতে চাই আমি।

করুণা। আমি তোমাকে শেষ অনুরোধ জানাতে এসেছি—ওই gas আবিষ্কারের সমস্ত চিহ্ন সমস্ত নজীর নিঃশেষে বিলুপ্ত ক'রে দাও তুমি।

শ্যামাদাস। কি? বিলুপ্ত ক'রে দেব?

করুণা। তোমার স্মৃতি থেকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দাও।

শ্যামাদাস। I am sorry, অত্যন্ত দুঃখিত আমি করুণা। দীর্ঘকাল পরে তুমি এলে এবং শেষ অনুরোধ ব'লে আমাকে জানালে, তা আমি রাখতে পারছি না।

করুণা। তোমায় রাখতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ না—পৃথিবীর বুকে আবিষ্কারের নামে কি অভিশাপ তুমি ছড়িয়ে দিচ্ছ?

শ্যামাদাস। বিজ্ঞানে তুমি একদিন আমার ছাত্রী ছিলে, assistant ছিলে, comrade ছিলে, তুমি এটুকু অবশ্যই জান করুণা, প্রখরতম আলো আর চরমতম অন্ধকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই? জীবন এবং মৃত্যু একই, শক্তির রূপ হ'তে রূপান্তরে প্রকাশ! আবিষ্কারের আনন্দ তুমি কখনও ভোগ করনি করুণা। অমরত্বের আনন্দের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই।

করুণা। মানুষের সমাজে মৃত্যু বিলিয়ে তুমি নিজে অমরত্ব লাভ ক'রতে চাও? মানুষ তোমাকে কেন ক্ষমা করবে? কেন তোমার দান নেবে? আর তাকে বাঁচাতে যখন পার না তুমি—তখন তাকে মারবার পন্থা আবিষ্কার ক'রে তাই তাকে দান ব'লে দিতে চাচ্ছ কোন্ মুখে?

শ্যামাদাস। তুমি বুঝতে পারছ না করুণা। মানুষকে দিচ্ছি আমি মৃত্যুরূপের বার্ত্তা, একটা বিপুল শক্তির পরিচয়। আমি তার আবিষ্কর্ত্তা। I have found it out. কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না, তুমি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছ—

করুণা। স্বার্থান্ধ মানুষ। ওগো, এ যে পাপ—নিষ্ঠুরতম পাপ।

শ্যামাদাস। আবিষ্কার নিষ্ঠুরতম হতে পারে, কিন্তু পাপ আমার কাছে নেই, সে তুমি জান।

করুণা। আমি তোমার স্ত্রী—

শ্যামাদাস। আমাদের জীবনের যোগসূত্র আমরা ছিঁড়ে ফেলেছি করুণা। পরস্পরের সম্মতিক্রমেই আমরা জীবনে ভিন্ন পথ ধ'রে চলেছি। এখন আবার

এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াবার তোমার কোন অধিকারই নাই।

করুণা। আছে।

শ্যামাদাস। না। নাই।

করুণা। আছে। আমি তোমার কাছে পত্নীত্বের সামাজিক অধিকারে পথ আগলে দাঁড়াতে আসি নি। এসেছি, ভালবাসার অধিকারে। আমার সে অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ ক'রতে পার না। আমি তোমাকে এ অন্যায় ক'রতে দেব না। মানুষ হ'য়ে মানুষের সর্ব্বনাশ ক'রতে দেব না। না—দেব না।

শ্যামাদাস। আমার কথার আমি পুনরুক্তি করছি করুণা। অবুঝ ভালবাসা biological emotion—তার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। তোমার ওই আবেগময় বুভুক্ষার গ্রাসে আমি আমার জীবনের সাধনাকে আহুতি দিতে পারব না। দরজায় আঘাত দিল কেহ কে? অণিমা?

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। হ্যাঁ শ্যামল। ওঁরা সকলে—। একি, করুণা?

শ্যামাদাস। এসেছেন সকলে?

অণিমা। হ্যাঁ, সকলেই এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা ক'রছেন। করুণা, তুমি কখন এলে? এ কি করুণা, তোমার মুখ এমন কেন?

শ্যামাদাস। তুমি করুণাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও অণিমা। করুণা বোধ হয় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।

অণিমা। কি হ'য়েছে?

শ্যামাদাস। (হাসিয়া) An outburst of biological emotion অণিমা; ওটার মাত্রাধিক্য হ'লেই মানুষ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

অণিমা। শ্যামল!

শ্যামাদাস। Please অণিমা, please—করুণাকে নিয়ে তুমি ওঘরে যাও। ভদ্রলোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। (বাহিরের দিকে প্রস্থান)

অণিমা। করুণা!

করুণা। আপনি কি এখানে থাকেন মিসেস বোস?

অণিমা। শ্যামলের কথাটাই কি সত্যি করুণা? ভালবাসাকে কি তুমি দেহের ঊর্দ্ধে তুলতে পার নি?

করুণা। আমি জিজ্ঞাসা করছি দিদি, আপনি যখন এখানে ছিলেন, তখন কেন আপনি ওঁকে এই সর্ব্বনাশা আবিষ্কারের পাপ থেকে নিবৃত্ত করলেন না? এই মহা অন্যায় কেন ক'রতে দিলেন?

অণিমা। তার জন্যে এস করুণা, আমরা দু'জনে বুক ভাসিয়ে কাঁদব। আগ্নেয়গিরির মাথায় মাথা ঠুকে সমস্ত রক্ত ঢেলেও তার আগুনকে আমি নেবাতে পারি নি। আমি হেরে গেছি।

করুণা। কিন্তু আমি তো হারতে পারব না, হারব ব'লে তো আসি নি। চলুন, আমি বাড়ীর ভেতর যাব (বাড়ীর ভেতর প্রস্থান। অণিমাও সঙ্গে গেল)

[অ্যাটর্নি, কর্ম্মচারী ও শ্যামাদাসের প্রবেশ। শ্যামাদাসের হাতে একখানি দলিল]

শ্যামাদাস। বসুন অনুগ্রহ ক'রে।

[অ্যাটর্নি ও কর্ম্মচারী বসিল। শ্যামাদাস পড়িতে লাগিল]

অ্যাটর্নি। যেমন কথাবার্ত্তা হ'য়েছে—দলিলেও ঠিক তাই আছে। Government-এর কাছে monopoly নিয়ে আমরা কারখানায় gas তৈরী করব। Company-তে আপনার শেয়ার থাকবে। আপনিই থাকবেন manager, তা ছাড়া production-এর ওপর royalty পাবেন। (শ্যামাদাস দলিলখানা চোখের সম্মুখ হইতে নামাইল) Is is alright! ঠিক আছে!

শ্যামাদাস। হ্যাঁ। ঠিক আছে।

অ্যাটর্নি। Here is your cheque.

শ্যামাদাস। যুদ্ধকালে ব'লে এটা কি লিখেছেন?

অ্যাটর্নি। যতদিন এই যুদ্ধ চলবে ততদিন কিন্তু আপনি এই কারখানার সঙ্গে যুক্ত থাকতে, I mean, manager থাকতে বাধ্য থাকবেন। কারণ gas-এর prospect একমাত্র এই যুদ্ধের সময়ই বেশী। যদি একবার gas ব্যবহারের বর্ব্বরতা শত্রুপক্ষ আরম্ভ করে এবং আমাদের ধারণা, চরমতম পরাজয়ের পূর্ব্বে শত্রুরা তা করবেই, তখন this Death gas—

শ্যামাদাস। Yes, yes. কিন্তু—please wait a littie—

অ্যাটর্নি। You see—মাহেন্দ্র লগ্ন রয়েছে আর দু'মিনিট, আমার client এসবে ভয়ানক বিশ্বাস করেন। তাঁর একেবারে definite instruction আছে যে, ৬টা ১৫ মিনিটে আপনি দলিল সই ক'রবেন। তিনি এখানে এসে পৌঁছুবেন ঠিক—৬টা ১৮ মিনিট। আর এক মিনিট আছে—Please—ডাঃ শাস্ত্রী—here is your cheque—ধরুন, কলমটা ধরুন।

[শ্যামাদাস পিছাইয়া গেল]

অ্যাটর্নি। ডাঃ শাস্ত্রী!

শ্যামাদাস। (অ্যাটর্নির কথাগুলি আপন মনে সে আবৃত্তি করিল) চরমতম

পরাজয়ের পূর্বে শত্রুপক্ষ মরিয়া হ'য়ে gas ব্যবহার করবেই, তখন—

কর্মচারী। আর এক মিনিট বাকী রয়েছে স্যার।

অ্যাটর্নি। ডাঃ শাস্ত্রী!

শ্যামদাস। Yes.

অ্যাটর্নি। আর সময় নেই ডাঃ শাস্ত্রী—আমার client-এর দিন-ক্ষণের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাসের ওপর আপনি আঘাত করবেন না। নিন, আপনার চেক নিন। ধরুন—কলম ধরুন।

[বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল]

অ্যাটর্নি। ডাঃ শাস্ত্রী আমার client এসে গেছেন। অনুগ্রহ ক'রে সই করুন। নইলে তিনি অত্যন্ত offended হবেন, shocked হবেন। ডাঃ শাস্ত্রী!

শ্যামদাস। করুণা! করুণা! (চারিদিক চাহিয়া দেখিল)

অ্যাটর্নি। আপনি কি অসুস্থ ডাঃ শাস্ত্রী?

[দরজার ওপাশ হইতে ঘোষালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে ঘোষাল। I congratulate you Dr. Sastri (প্রবেশ করিল) You are great, really great. (হাত বাড়াইয়া) তোমার হাত দাও শাস্ত্রী—আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু!

অ্যাটর্নি। ডাঃ শাস্ত্রী, সইটা শেষ ক'রে দিন—(কলম বাড়াইল)

শ্যামাদাস। No, I can't sign—I can't give you my hand. করুণা। করুণা। তোমার কথা সত্য, তুমি ঠিক ব'লেছ—

[নেপথ্য হইতে অণিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে অণিমা। শ্যামল! শ্যামল!

শ্যামাদাস। অণিমা! করুণা!

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। শ্যামল। করুণা laboratory-তে ঢুকে gas cylinder-এর মুখ খুলে দিচ্ছে।

শ্যামাদাস। সে কি?

অণিমা। তোমার Death gas-এ সেই প্রথম মরতে চায়।

শ্যামাদাস। করুণা, তুমি জান না, there is explosive—টেবিলের উপর explosive mixture রয়েছে করুণা! (রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল)

দৃশ্যান্তর

[প্রচণ্ড একটা শব্দ হইল। সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

শ্যামাদাস। করুণা—করুণা! উঃ উঃ, it is terrible, করুণা--

অণিমা। শ্যামল! শ্যামল!

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শ্যামাদাসের বাসা ডাঃ বোস এবং হেমন্ত]

হেমন্ত। ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস। আস্তে হেমন্তবাবু। ডাঃ শাস্ত্রী জেগে রয়েছেন—একটু পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

হেমন্ত। ওর চোখ—

ডাঃ বোস। He is blind হেমন্তবাবু।

হেমন্ত। অন্ধ!

ডাঃ। আস্তে হেমন্তবাবু।

[নেপথ্য হইতে অর্থাৎ পাশের ঘর হইতে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

নে-শ্যামাদাস। সে আমি জানি ডাঃ বোস, সে আমি জানি।

নে-অণিমা। শ্যামল! শ্যামল!

নে-শ্যামাদাস। উতলা হ'য়ো না অণিমা, এই নাও, আমার হাত ধর।

ডাঃ বোস। আপনি একটু ওঘরে যান হেমন্তবাবু। উনি বোধ হয় আসছেন। আপনার উপস্থিতি জানতে পারলে কি জানি যদি উনি উত্তেজিত হন তবে হয়তো খারাপ হ'তে পারে।

[হেমন্তের প্রস্থান। দরজা খুলিয়া শ্যামাদাস ও অণিমা প্রবেশ করিল। শ্যামাদাসের দুই চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অণিমা তাহার হাত ধরিয়া ছিল].

শ্যামাদাস। আমার হাতে তৈরী explosive mixture-এর explosion-এ আমার চোখ নষ্ট হ'য়ে গেছে। (ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া) Y-s. I am blind—কিন্তু তাকে প্রকৃতির প্রতিশোধ বললে, নিয়তির পরিহাস বললে, আমি আপত্তি করব। It was an accident. ডাক্তার, টেবিলের উপর explosive রেখেছিলাম। করুণা গ্যাস-সিলিণ্ডারের মুখ খুলবার চেষ্টা করছিল। আমি তাকে সাবধান করতে ছুটে গেলাম। আমার হাত লেগে পড়ে গিয়ে mixture-এর

টিউব explode করল, আমার চোখে লাগল আঘাত। করুণা আহত হ'ল। নিয়তি প্রকৃতি লোকে যা বলে বলুক, ডাঃ বোস, এই কথাটা আপনি বলবেন না। It was an accident

ডাঃ বোস। আপনি বসুন, আপনি বসুন ডাঃ শাস্ত্রী।

অণিমা। এই যে, এই যে, ব'স শ্যামল, তুমি ব'স। তুমি কাঁপছ।

শ্যামাদাস। হ্যাঁ। এখনও shock-টা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। (অণিমা তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল) It was an accident Dr. Bose—an accident.

ডাঃ বোস। হাঁ, ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। ডাঃ বোস, একটা কথা আমাকে সত্য বলবেন? আমার মনের কাঠিন্য আপনি জানেন। সংসারের নিষ্ঠুরতম দুঃসংবাদ আমি অবিচলিত মনে সহ্য করতে পারি—

ডাঃ বোস। মিসেস শাস্ত্রী সত্যই বেঁচে আছেন ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। অণিমাও আমাকে সেই কথা বললে! কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছিল—আমার এই অবস্থায় সে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই, হয়তো মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তুমি রাগ ক'রো না অণিমা।

ডাঃ বোস। না, ডাঃ শাস্ত্রী, অণিমা মিথ্যে কথা বলে নি! মিসেস শাস্ত্রী আহত হয়েছেন—explosion-এর ফলে একটা কাচের টুকরো তাঁর কাঁধের পাশে ঢুকে গিয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন।

শ্যামাদাস। Accidents are so peculiar sometimes—সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত অ্যাকসিডেন্টগুলো ঘটে ডাক্তার বোস—যে, মানুষ বুঝতে না পেরে হাঁপিয়ে ওঠে। অদৃষ্ট—নিয়তি। কে বাতাস করছে? চুড়ির ঝঙ্কার শুনছি, অণিমা, তুমি?

অণিমা। হ্যাঁ শ্যামল, তুমি ঘামছ। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি চুপ কর।

শ্যামদাস—Yes. That I should and that I must. বিশ্রাম নেওয়াই আমার উচিত। আমি বাঁচতে চাই; পৃথিবীকে আমার দেবার কিছু আছে—তার চেয়েও বেশী কিছু আছে নেবার—করুণার কাছে। ডাক্তার বোস করুণা কি বাঁচবে?

ডাঃ বোস। সেই আশাই আমি করি ডাঃ শাস্ত্রী! আমি Blood Bank-এ লোক পাঠিয়েছি—telegram ক'রেছি। প্রতি মুহূর্তে expect করছি blood syrum এসে পড়বে।

শ্যামাদাস। সেবার করুণা ভুল ক'রেছিল। সন্তানহীনতার ক্ষোভে সে তার biological emotion—কিন্তু এবার তার ভুল নয়। সে ঠিক ব'লেছিল। পৃথিবীর অবস্থা, তার সমাজ-ব্যবস্থা যতদিন এই রকম থাকবে, স্বার্থে লোভে হিংসায় যতদিন মানুষ জর্জ্জর, ততদিন মৃত্যুশক্তিকে তার আয়ত্তাধীন ক'রে তার হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর হাতে বিষ তুলে দেওয়ার মতই সে গুরু অপরাধ। ডাঃ বোস, আপনি বুঝতে পারবেন, যখন আমি এই শক্তিকে আবিষ্কার ক'রেছিলাম, তখন আমি এসব ভাবিই নি। তখনকার সে আনন্দ, উঃ, ডাঃ বোস--

ডাঃ বোস। আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। সেই আনন্দের ভাগ আমি দিতে চেয়েছিলাম মানুষকে। করুণা এসে প্রতিবাদ ক'রলে, অনুরোধ ক'রলে, আমি তখন সেটাকে সত্য ব'লে মানতে পারি নি। (উঠিয়া) সেটা সত্যও ঠিক নয় ডাঃ বোস।

অণিমা। শ্যামল, শ্যামল, তুমি ব'স।

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রী, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন।

শ্যামাদাস। আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে থাটো ক'রব না। আমি উত্তেজিত হচ্ছি। অণিমা, আমাকে ধ'রে বসিয়ে দাও (অণিমা শ্যামাদাসকে বসাইয়া দিল) ডাক্তার বোস, ওই শক্তি আবিষ্কার করা আমার অন্যায় হয় নি। সাপের বিষ থেকে ওষুধ আবিষ্কার হ'য়েছে। ভাবীকালে ওই মৃত্যু-শক্তিকেই বিশ্লেষণ ক'রে অমৃত আবিষ্কার হ'ত এবং হবে। আমি তাই মানতে পারি নি করুণার কথা। কিন্তু অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা ব'লে তার স্বার্থান্ধ বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমার দ্বিধা হ'ল, তারপর যে মুহূর্তে ব্রজবিহারী ঘোষাল ঘরে ঢুকে আমার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, বুঝলাম—দিনের আলোর মত বুঝলাম—স্থানকালের আবেষ্টনীতে, করুণার কথাই সত্য। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম—করুণা! তখন দেরী হ'য়ে গেছে ডাক্তার বোস—

অণিমা। জান শ্যামল, করুণা গ্যাস-সিলেণ্ডার খুলে দিয়ে ম'রতে চেয়েছিল? তোমার নিষ্ঠুর আবিষ্কারের সে প্রথম victim—প্রথম বলি হ'তে চেয়েছিল। যাতে তুমি তার প্রতিবাদের সত্য বুঝতে পার, স্বীকার ক'রতে পার।

শ্যামাদাস। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু খানিকটা দেরী হ'য়ে গেছে অণিমা। তাই—তাই ডাঃ বোস, করুণাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন। আজ আমি স্বীকার করছি তার ভালবাসা, আমার প্রতি তার আকর্ষণ জৈবিক প্রবৃত্তি নয়। গাছের রস থেকেই বিকশিত ফুলের মত সে বিচিত্র, অফুরন্ত তার রূপ, অপূর্ব্ব আস্বাদ

তার মর্ম্মকোষের মধুর—সুন্দরতর মহত্তর বস্তু! ডাঃ বোস, আমি করুণার সেই ভালবাসা প্রাণ ভ'রে পেতে চাই। আমি অন্ধ, করুণার চোখ আছে, তার চোখ দিয়ে আমি দেখতে চাই। (অনিমার হাত হইতে পাখাখানা পড়িয়া গেল) কি হ'ল?

অনিমা। কিছু না। তুমি চুপ কর শ্যামল। তুমি শ্রান্ত হ'য়েছ, তুমি কি বুঝতে পারছ না?

শ্যামদাস। তোমার প্রীতিকে আমি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রছি।

অণিমা। তুমি অত্যন্ত emotional হ'য়ে উঠেছ শ্যামল, কিন্তু তুমি তো জান আমি emotion-কে অত্যন্ত ঘৃণা করি—I hate it,

ডাঃ বোস। অণিমা, ডাঃ শাস্ত্রীর বিশ্রাম দরকার। ডঃ শাস্ত্রী, আমি চিকিৎসক হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। চেষ্টা করুন!

শ্যামাদাস। আমি, আমি আর কথা কইব না ডাঃ বোস।

বোস। আমি নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শ্যামাদাস। অণিমা থাকলে আমি বেশী শক্তি পাব ডাঃ বোস।

বোস। (হাসিল) কিন্তু আপনি কথা কইবেন না।

শ্যামাদাস। ডাক্তার বোস।

ডাঃ বোস। বলুন।

শ্যামাদাস। Blood syrum কখন আসবে ব'লে আশা করেন?

ডাঃ বোস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কলকাতা থেকে ট্রেন আসবে। আপনি ঘুমুন। আমার উপর নির্ভর করুন ডাঃ শাস্ত্রী। (প্রস্থান)

[শ্যামাদাস কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, অণিমা সহসা চোখ ফিরাইয়া নিজের চোখ মুছিল]

শ্যামাদাস। গরম কিছু যেন পড়ল আমার কপালে? (হাত দিয়া) জল? গরম জল! অণিমা, তুমি কাঁদছ?

অণিমা। হ্যাঁ শ্যামল, চোখের জল আমি রাখতে পারলাম না।

শ্যামাদাস। কেন অণিমা?

অণিমা। না শ্যামল, সে কথা তোমায় আমি এখন বলতে পারব না।

শ্যামাদাস। অণিমা, তবে কি করুণা বাঁচবে না? (অণিমা কোন উত্তর দিল না)

শ্যামাদাস। অণিমা!

অণিমা। ডাঃ বোস তোমাকে মিথ্যে কথা বলেন নি শ্যামল। কিন্তু তোমাদের এই অবস্থা দেখে চোখের জল আমি রাখতে পারছি না। কিন্তু তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর শ্যামল।

শ্যামাদাস। তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও অণিমা।

[ডাঃ বোস নিঃশব্দ পদক্ষেপে দেখা দিলেন, তাহার পিছনে হেমন্ত —তিনি ইঙ্গিতে অণিমাকে ডাকিলেন। শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া ঘুমন্তের মত রহিয়াছে। অণিমা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বাহিরে গেল। হেমন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিয়া কাছে আসিল।]

শ্যামাদাস। কে? কে তুমি? অণিমা তো বাইরে গেল। কে তুমি? ডাঃ বোস আপনি? না। পায়ের শব্দ অপরিচিত মনে হচ্ছে! কে তুমি? (ঈষৎ উত্তেজিতভাবে) কে তুমি? কে?

হেমন্ত। আমি।

শ্যামাদাস। কে? কে?

হেমন্ত। বড়দা', আমি হেমন্ত।

শ্যামাদাস। হেমন্ত! হেমন্ত!

হেমন্ত। হ্যাঁ বড়দা'।

শ্যামাদাস। (উঠিয়া দাড়াইল) বলতে পারিস্ হেমন্ত, তুই কি জানিস্—

হেমন্ত। বড়দা', তুমি যে কাঁপছ! ব'স, ব'স তুমি, ব'স। (সে শ্যামাদাসের দিকে অগ্রসর হইল)

শ্যামাদাস। (শব্দ লক্ষ্যে হেমন্তের দিকে অগ্রসর হইল) মা কেমন আছেন তুই জানিস্? কোথায় আছেন তিনি? হেমন্ত!

হেমন্ত। ভাল আছেন, তিনি ভাল আছেন। ব'স ব'স তুমি বড়দা'। তুমি কাঁপছ।

শ্যামাদাস। আমায় ও ঘরে নিয়ে চল্, আমি শুতে চাই। (হেমন্ত তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল) কিন্তু তুই আমাকে মিথ্যে কথা ব'লে সান্ত্বনা দিলি হেমন্ত। আমি জানি মায়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। ডাঃ বোস অণিমাকে চিঠি লিখেছিলেন অসাবধানতাবশে অণিমা চিঠিখানা ফেলে রেখেছিল টেবিলের ওপর। 'মিসেস শাস্ত্রী' কথাটা আমার চোখে পড়তে আমি চিঠিখানা পড়েছিলাম।

হেমন্ত। বড়দা'

শ্যামাদাস। আমায় ও ঘরে নিয়ে চল্ হেমন্ত। আমি শুতে চাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অণিমা ও ডাঃ বোসের প্রবেশ]

ডাঃ বোস। (হাতে telegram) ওখানকার চাহিদাই Blood Bank মেটাতে পারছে না, কলকাতায় একটা বড় air raid হ'য়ে গেছে। বাইরে ওরা blood পাঠাতে পারবে না।

[অণিমা শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল]

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রী অসাধারণ শক্ত মানুষ। কিন্তু এই accident যেন ওঁকে প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়েছে। এ শক ওর পক্ষে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত হবে। আমি ভাবছি, ওঁকে আমি কি বলব? অ্যানি!

[অণিমা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল]

ডাঃ বোস। তুমি কি আমাকে এই রূঢ় কর্ত্তব্যের হাত থেকে রেহাই দিতে পার? ডঃ শাস্ত্রীকে এই দুঃসংবাদটা জানাতে পার? মিসেস শাস্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁকে প্রস্তুত ক'রে রাখতে চাই আমি। অ্যানি!

অণিমা। তুমি তো জান আমার রক্ত সকলকে দিতে পারি আমি—Universal donor.

বোস। অ্যানি!

অণিমা। আমি রক্ত দিতে চাই। করুণাকে আমি বাঁচাতে চাই।

বোস। কিন্তু তোমার damaged heart-এর কথা জেনে—

অণিমা। (হাসিয়া উঠিল) I have got no heart.

বোস। অণিমা!

অণিমা। তুমি আমায় একদিন মুক্তি দিতে চেয়েছিলে, মনে আছে? (বোস অণিমার মুখের দিকে চাহিল, অণিমা তাহার কাছে আসিল) আজ আমি তোমার কাছে সেই মুক্তি চাইছি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও। (বোস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) আজ তোমাকে আমি বলছি I love him, শ্যামলকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সে করুণাকে আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসে। ঢের বেশী কেন, হয়তো পৃথিবার মধ্যে ওই একটি নারীকেই সে ভালবাসে। তাই—তাই আমি তাকে বাঁচাতে চাই। আমার রক্তের উষ্ণ ব্যাকুল কামনা করুণার দেহের মধ্যে গিয়ে সার্থক হবে তার স্পর্শে তার সমাদরে। (তারপর শান্তস্বরে) তা ছাড়া এমন কিছু বিপদের কথা এটা নয়।

ডাঃ বোস। কিন্তু তোমার emotion-কে আমি ভয় করছি। তোমার damaged heart-কে আমার ভয় অণিমা।

অণিমা। যদিও কিছু বটে, তার জন্যেই তো তোমার কাছে মুক্তি চেয়ে রাখছি।

বোস। অ্যানি! (হাত চাপিয়া ধরিল)

অণিমা। কি হ'ল?

বোস। তোমার চোখ, তোমার দৃষ্টি—

অণিমা। (হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল) ভ্রম—তোমার মনের ভ্রম।

বোস। অণিমা, তুমি হেসো না।

অণিমা। ডাক্তার, রোগীর জীবন তোমার হাতে। মুহূর্তে মুহূর্তে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। ডাক্তার! (হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিল)

বোস। (হাসিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল) চল।

[অণিমা গানের একটি কলি গুঞ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। নেপথ্যে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নে-শ্যামা—ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার বোস!

[শ্যামাদাস প্রবেশ করিল]

হেমন্ত। এ ঘরে তো কেউ নেই।

শ্যামাদাস। অণিমা! অণিমা!

নে-অণিমা। শ্যামল! শ্যামল!

শ্যামাদাস। অণিমা, করুণার জন্যে রক্ত কি পাওয়া গেছে অণিমা?

নে-অণিমা। গেছে শ্যামল, পাওয়া গেছে। (এক কলি গান)

নে-ডাঃ বোস। অণিমা, please অণিমা! (নেপথ্যে অণিমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) অণিমা! অণিমা! অণিমা!

শ্যামাদাস। ডাঃ বোস! কি হ'ল ডাঃ বোস! ডাঃ বোস! (খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসর হইল)

[রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল]

[শ্যামাদাস আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে দুইটি শয্যা—একটি শয্যায় শুইয়া আছে করুণা। অপর শয্যায় অণিমার দেহ। পাশে নার্স। ডাঃ বোস একখানি চাদর ঢাকিয়া দিলেন]

শ্যামাদাস। ডাঃ বোস।

বোস। মিসেস শাস্ত্রী নিরাপদ ব'লেই মনে হচ্ছে ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। আমি একবার স্পর্শ ক'রে দেখতে পারি না ডাঃ বোস!

বোস। (হাত ধরিয়া করুণার বিছানার পাশে আনিয়া) অত্যন্ত সন্তর্পণে স্পর্শ করবেন। আপনাকে বেশী বলতে হবে না ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। (মুখে হাত বুলাইয়া) করুণা, wake up, জাগ করুণা। জেগে ওঠ। তোমার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পৃথিবীকে দেখাও। হ্যাঁ ডাক্তার বোস, করুণা বেঁচেছে, তার কোমল উত্তপ্ত মুখের স্পর্শ আমাকে বলছে, সে বাঁচাবে। কিন্তু অণিমা কই। সে যে আমায় ডাকলে, সে কই? অণিমা!

বোস। সে এ ঘরে নেই ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। সে কোথায় গেল? সে আমায় বলেছিল, ডাক্তার বোস বলেছেন—শ্যামল, তোমার করুণা বাঁচবে। সে কোথায় গেল? অণিমা, অণিমা! এইমাত্র যে তার খিলখিল হাসি শুনলাম।

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রী, খেয়ালী হৃদয়হীনা অণিমাকে আপনি তো জানেন। মিসেস শাস্ত্রীর অবস্থার উন্নতি দেখেই সে এমনি ক'রে হাসতে হাসতে চ'লে গেল—এখান থেকে চ'লে গেল।

[শ্যামাদাস উঠিয়া আসিতে উদ্যত হইল]

ডাঃ বোস। এদিকে নয়, এদিকে নয়। এই—এই আমার হাত ধরুন ডাঃ শাস্ত্রী।

[নেপথ্যে হর্নের শব্দ শোনা গেল]

শ্যামাদাস। ওই, ওই কি অণিমা চ'লে গেল। অণিমা! অণিমা!

নে-হেমন্ত। ডাঃ বোস, ডাঃ বোস!

[হেমন্তের প্রবেশ]

হেমন্ত। ডাঃ বোস। (ইঙ্গিত করিল)

শ্যামাদাস। হেমন্ত!

ডাঃ বোস। কি হেমন্তবাবু? (আগাইয়া গেল)

হেমন্ত। জ্যাঠাইমা এসেছেন ডাঃ বোস।

[ইতিমধ্যে শ্যামাদাস চলিতে গিয়া অণিমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পায়ে খাটের বাজুতে আঘাত পাইয়া বিছানার উপর হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল—অণিমার দেহ]

শ্যামাদাস। একি? ডাঃ বোস, এ কি? এ কে? ঠাণ্ডা শক্ত এ কি। এ কে ডাঃ বোস?

হেমন্ত? এ কি? এ কি? ডাঃ বোস—

ডাঃ বোস। হেমন্তবাবু। (ইঙ্গিত করিলেন—চুপ করুন) ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামাদাস। এ কি। Tall slim, দীর্ঘদেহ এ কে! কাপড়ের চুলের মিষ্টি গন্ধ, কানের এই লম্বা চুল। ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস। হ্যা ডাঃ শাস্ত্রী, অণিমা।

শ্যামাদাস। অণিমা! ডাঃ বোস, কি বলছেন।

ডাঃ বোস। ক'লকাতায় Blood Bank থেকে রক্ত পাওযা যায় নি ডাঃ শাস্ত্রী। অণিমা ছিল universal donor, সে রক্ত দিলে। তাকে আমি বারণ ক'রেছিলাম। ওর হার্ট ও ড্যামেজ ছিল। তাতেও কিছু হ'ত না। ডাঃ শাস্ত্রী she loved you, মিসেস শাস্ত্রীকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। ইচ্ছে ক'রে সে চেঁচালে হাসলে। ডাঃ শাস্ত্রী সে আপনাকে না পেয়ে বেঁচে থাকতে পারলে না।

শ্যামাদাস। অ্যানি! অ্যানি! অ্যানি!

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রী! Please বিচলিত হবেন না। আত্মসম্বরণ করুন।

শ্যামা। হাঁ৷ ডাক্তার বোস! আমাকে আত্মসম্বরণ করতে হবে।

নেপথ্যে শৈলজা। শ্যামাদাস! ওরে শ্যামাদাস! ওরে তুই কোথায়? ওরে, আমার সব ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল রে! গোবিনজী পাথর হ'য়ে গেল। আমার মনের দেউল ভেঙ্গে গল, আমি আজ কি নিয়ে থাকব তোকে ছাড়া? তুই আমার গোপাল। শ্যামাদাস!

ডাঃ বোস। ডাঃ শাস্ত্রী আপনার মা।

শ্যামাদাস। আমার মা! ডাঃ বোস, এ ঘরে নয় ডাঃ বোস। ও ঘরে নিয়ে চলুন!

[Dr. Bose চাদর দিয়া অণিমার দেহ ঢাকিয়া দিলেন]

শ্যামাদাস। ডাঃ বোস, আমি স্বীকার করছি, এই যদি ভালবাসা হয়, তবে Love is God, and if there is God—God is Love.

যবনিকা

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

[অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ-বারো বৎসরের বেশি নয়। গুটি-চারেক নারকেল গাছ। তাল নারকেল গরুতে মুখ না দিলে, পরিচর্যা ভালো হ'লে বারো বছরেই ফল দেয়। গাছে নারকেল এখনও ফলে নি। তবে ফলবে শীঘ্র তাতে ভুল নেই। গাছগুলি সতেজ পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে।

আখড়াটির বয়সও বারো বছর। ঘর-দোরগুলি বারো বছরে খুব পুরানো নয়। তার উপর বারান্দায় কিছুদিন আগে টিন পড়েছে। বাঁধানো হয়েছে। তাতে নতুন বলে মনে হয়। অঙ্গনটি ঝকঝক তকতক করছে। তাতে পরিচ্ছন্ন নিকানো। ছোট একটি ধানের মরাই। ওদিকে একটি গোশালা সামনে একটি ছোট পরিপাটি ঘর। ঘরখানি পূজা-মন্দির।

আখড়ার মালিক কুৎসিতদর্শন গোবিন্দ দাসের বয়স পঞ্চাশ। সবল স্বাস্থ্যবান মানুষ, রূঢ় গঠন। আধপাকা লম্বা চুল, কপালে তিলক, নাকে রসকলি, মাথার লম্বা চুলগুলি রাখালচূড়া ক'রে ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, গোবিন্দ দাস দুপুরবেলা দাওয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল আর আপন মনেই গুনগুনিয়ে গান করছিল]

মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলে কোথায় ললিতে—
কোন মহাজনে পারে বলিতে ?
(আমি) পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে,
কোন মহাজনে পারে বলিতে !
ও পোড়া মন, হায় পোড়া মন !
ভুল করিনি চোখ তুলিনি পথের ধুলা থেকে ;
রাই যে আমার রাঙা পায়ে ছাপ গিয়েছে এঁকে—
মনের ভুলে গলিপথে ঢুকলি রে তুই বেঁকে !
পোড়া মন পথ হারালি পা বাড়ালি (চন্দ্রাবলীর) কুঞ্জ গলিতে।

[প্রবেশ করলে একজন ব্রাহ্মণ]

ব্রাহ্মণ। কি গো বাবাজী, আজ ঘরে ব'সে ?

গোবিন্দ। (হেসে বললে) ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর, বাদ আজ থেকে বাবা।

ব্রাহ্মণ। কি রকম! হঠাৎ এমন মতি ফিরল?

গোবিন্দ। নাঃ, আর ভিক্ষেয় বেরুব না। এইবার ঠিক করেছি, ঘরেই সাধনভজন করব। মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করব, ওই নিয়েই থাকব।

ব্রাহ্মণ। বটে বটে! আজ শুনলাম, কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ার দখল নিচ্ছে। আদালতের লোক এসেছে। তোমার তরফে কে গিয়েছে?

গোবিন্দ। আমার তরফে গিয়েছেন হরি ঘোষ।

ব্রাহ্মণ। হরি ঘোষ! হাঁ, সে জাঁদরেল লোক বটে, তা—। তা আখড়া সম্পত্তি-বিগ্রহ সব নিলেম হয়ে গিয়েছে?

গোবিন্দ। হাঁ। সব। কৃষ্ণদাসের বাপ আখড়া করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেবোত্তর কিছু করেনি। কৃষ্ণদাস পাঁচ শো টাকা ধার নিয়েছিল, সব বন্ধক দিয়ে। মহাজন গাঙ্গুলী ভেবেছিলেন, বিগ্রহ বন্ধক রাখলে টাকাটা যে ক'রে হোক পাবেন। তা কৃষ্ণদাস বাবুগিরি ক'রেই গেল। বৈষ্ণবের আচারও মানে না, বাপ বিগ্রহ ক'রে গিয়েছে। আছে ওই পর্যন্ত। সম্পত্তি মাত্র পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি। তাতে কুলোবে কেন? গোকুলে গোবিন্দের মত সুদে আসলে হাজার টাকা হ'ল যখন, তখন নালিশ করতে হ'ল; করলে। কিস্তিবন্দি হ'ল। সে কিস্তি খেলাপ যখন হ'ল, তখন আমি খবর পেয়ে গিয়ে পুরো টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনে জারি করলাম। এইবার দখল।

[ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে]

গোবিন্দ। দুঃখ হ'ল নাকি ঠাকুরের?

ব্রাহ্মণ। দুঃখ? না। দুঃখ কিসের বল?

গোবিন্দ। সে তুমিই বলতে পার। আমি কি ক'রে বলব, বল?

ব্রাহ্মণ। তোমার আখড়াটি বেশ, অজয়ের একেবারে ওপরে। লোকে বলে, অজয়ের জলের ছলছলানির মধ্যে জয়দেব প্রভুর পদ শোনা যায়।

গোবিন্দ। ও মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের কথা ময়ূরে বোঝে, কদমতলায় বাজে বাঁশী—সবার মাঝে রাই উদাসী। বলে লোকে শুনি! যার কান আছে সে শুনতে পায়।

ব্রাহ্মণ। তুমি! তুমি নিশ্চয় শুনতে পাও।

গোবিন্দ। হরিবোল, হরিবোল; ঠাকুর, কানাতে বাদ্যি শুনতে পায় একমাত্র ঢাকের, কানাতে ফুল দেখে সর্বের, খোঁড়াতে নাচ দেখে ঢেঁকির। আমি

বাবা কানা খোঁড়া কালার দলে। অজয়ের জলে আমি গ্রীষ্মকালে শুনি-কুল কুল, কুল কুল। আর বর্ষায় শুনি, কুল ভাঙ্, কুল্ ভাঙ্! জোড় হাত ক'রে অজয়কে বলি—আমার ঘর বাদে বাবা, আমার ঘর বাদে। (একটু হেসে) আমাকে তোষামদ ক'রে ফল হবে না ঠাকুর। আমি জানি তুমি কৃষ্ণদাস বাবাজীর চর। তুমি ওর সঙ্গে গাঁজা খেতে, এক সঙ্গে যাত্রার দলে অ্যাকটো ক'রে বেড়াতে। আমি জানি।

ব্রাহ্মণ। কঞ্জুষ বোরেগী কোথাকার, আমি রে?

গোবিন্দ। কঞ্জুষ বললে রাগ করব না। বোরেগী? হঁ্যা, তাও আমি বটেই, কিন্তু তুমি বামুন—কেষ্ট বোষ্টমের চর। ওর মাথা তুমিই খেয়েছ।

ব্রাহ্মণ। খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবে। তোমার দফা আমি নিকেশ ক'রে দোব।

গোবিন্দ। তা দেবে। তবে আমি তার আগে হিসেব না ক'রে ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, (খপ করে হাত চেপে ধরল) এই নদীর ধারে আখড়াতে আমি বারো বছর কাটিয়ে আসছি। বোষ্টম হ'লেও গান গেয়ে ভিক্ষের সময় ছাড়া হরিনামের সময় হয় না আমার, একা কোদাল চালিয়ে জমি করেছি, এই ঘর করেছি। আমার চালের বাতায় ওই দেখ হেঁসো আছে। বল তো ঠাকুর, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কোনকালে হাঁটো না, তুমি যাত্রার দলের রাণীমা সেজে বেড়াও, হঠাৎ আজ সংক্রান্তি পুরুষের মত এখানে কেন বল। নইলে হাতখানি ছাড়ব না।

ব্রাহ্মণ। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

গোবিন্দ। না। বল আগে।

ব্রাহ্মণ। এইবার আমি চেঁচাব।

গোবিন্দ। তবু ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, মাথার আমার গোলমাল আছে। আমি পাগল হয়েছিলাম এক সময়। আমার ঘর ছিল, ঘর আলো করা স্ত্রী ছিল ভগবানে মতি ছিল। হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম। কাঁদতাম। শুধু কাঁদতাম। চার বছর কেঁদে বেড়িয়েছি পথে পথে। তার পরে ভাল হলাম। এখানে এসে আখড়া বাঁধলাম। শোন, আমার সেই মাথার গোলমাল এখনও মধ্যে মধ্যে ওঠে, এখানকার লোক জানে, আমি রাত্রে পাগলের মত ঘুরি উঠোনে, তুমিও জান। আমার সেই রোগ তুমি উঠিয়ো না। ঠাকু-র!

[ব্রাহ্মণ ভয় পেলে এবার। গোবিন্দের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার দেহ যেন ফুলছে। শরীর তার সত্যই যেন পাথরের]

ব্রাহ্মণ। আমি বলছি। আমি বলছি।

গোবিন্দ। বল।

ব্রাহ্মণ। পাঠিয়েছে আমাকে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী।

গোবিন্দ। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী? কৃষ্ণদাস জানে না?

ব্রাহ্মণ। তার জানা আর না-জানা? জান তো, সে এখন একটা ছোট জাতের মেয়ে নিয়েই উন্মত্ত। আহ্লাদী তার নাম।

গোবিন্দ। জানি। আহ্লাদীকে জানি না? রাত্রির অন্ধকারে সে সর্বনাশী মোহিনী? তাকে জানি না? কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তার প্রেমও জানি।

ব্রাহ্মণ। সেই। তার বাড়িতেই এক রকম থাকে সে, খায় শোয়-সব সেইখানে। আজকাল আবার গুলি খেতে শিখেছে।

গোবিন্দ। বলহরি, বলহরি! তারপর? কি বলেছে কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী? কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমীর তো এককালে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল গো! এখনও তো তার রূপ আছে, বয়সও তো বেশি নয়। তিরিশ। আমি একদিন গান গাইতে গিয়েছিলাম ও-আখড়ায়, বেশ রূপসী, তাতেও কেষ্টদাসের এই মতি?

ব্রাহ্মণ। তবু তার এই মতি। কি বলব বল বাবাজী! আমিও পাপের ভাগী। এককালে তখন আমাদের প্রথম যৌবন। কেষ্টদাসের বাপের কিছু পয়সা ছিল, কেষ্ট সেই পয়সায় নতুন ফুর্তি করতে লেগেছে। যাত্রার দলে ঢুকেছিল। জয়দেবের মেলায় গেলাম; সেখানে দেখা এক বামুনের মেয়ের সঙ্গে। নতুন বউ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। গোবিন্দ মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, মনে হ'ল সাক্ষাৎ রাধা। কেষ্টদাসেরও তখন নতুন বয়স, তারও রূপ তখন লোকে দাঁড়িয়ে দেখে, যাত্রার দলে সে সাজত অভিমন্যু। অভিমন্যু বধ হ'ত, লোকে ঝরঝর করে কাঁদত তার ওই রূপের জন্যে!

গোবিন্দ। তারপর?

ব্রাহ্মণ। পরের দিন অজয়ের ঘাটে দেখা। মেয়েটি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল কেষ্টদাসের দিকে।

ব্রাহ্মণ। তারপর আর কি? মেয়েটি গিয়েছিল বাপের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। স্বামী সঙ্গে ছিল না। পর পর তিন দিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হ'ল মেলায়।

তিন দিনের দিন কাউকে কোনও কথা না ব'লে কেষ্ট হ'ল উধাও। মেয়েটিকেও আর দেখলাম না। দলে গণ্ডগোল শুনলাম। কেউ বললে কিছু। কেউ বললে না কিছু আমি সব বুঝলাম। বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম, কেষ্ট তাকে বউ সাজিয়ে বাড়ি এনে তুলেছে।

গোবিন্দ। তারপর?

ব্রাহ্মণ। তারপর আর কি বল?

গোবিন্দ। কি বলেছে কেষ্টদাসের বউ, তাই বল?

ব্রাহ্মণ। বলেছে, জোড়হাত করে বলেছে, জমি নাও, থালা বাসন আর নাই কিছু, তবে যা আছে তাই নাও, শুধু ঘরটুকু আর ওই বিগ্রহ ঠাকুর, এই দুটি ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ। বটে!

ব্রাহ্মণ। বলেছে—বামুন ঠাকুরপো, তুমি ব'লো, ঘর নিলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আর ঠাকুর নিলে আমি কি নিয়ে থাকব।

গোবিন্দ। হুঁ। মেয়েটি রসিকা বটে! বামুনের ঘরে জন্ম, বৈষ্ণবের প্রেমে দীক্ষা, রসিকা হওয়ারই তো কথা। কিন্তু কি জান ঠাকুর, টাকার কারবারে রস নেই, ও হ'ল শুকনো কারবার। আমি গাঙুলী মহাজনকে খরচা সমেত বারো শো টাকা গুনে দিয়েছি। আর এই টাকা বারো বছর ভিক্ষে ক'রে একটি একটি পয়সা ক'রে জমিয়েছি।

ব্রাহ্মণ। সে তা বলেছে।

গোবিন্দ। বলেছে! কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী তো শুধু রসিকাই নয়, সন্ধানীও বটে। অনেক সন্ধানী। কি বলেছে শুনি?

ব্রাহ্মণ। বলেছে, সবই জানে সে। জেনে শুনেই বলেছে, ভিক্ষে চাইছে। দিলে তোমার ধর্ম হবে। প্রভুর রাজ্যে এখানে দয়া করলে সেখানে পায়, এখানে যা পেলে না সেখানে তা পাবে।

গোবিন্দ। ভাল, আমার উত্তর শোন। আমি বোষ্টম হলেও সুদী কারবারী। ভক্তিপথের মহাজনি আমার নয়, দেনা-পাওনার মহাজনি আমার; আমার হ'ল ডান হাতে নাও, বাঁ হাতে দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল · বুঝেছ ঠাকুর! আমি যে দিন এখানে সেই দিন থেকে ওই ঠাকুর আখড়া আর সম্পত্তির উপর লোভ। ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমার বড় কষ্ট; এদের হাতে সেবায় আমার কষ্ট হয়, তুই আমাকে নিয়ে যা। পরদিন এইখানে বাঁধলাম আখড়া। তারপর রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা

মানি নি, প্রতিদিন গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে টাকা জমিয়েছি। চাল বেচে পয়সা, পয়সা গেঁথে রেজকি, রেজকি গেঁথে টাকা। লোককে সুদে টাকা ধার দিয়েছি; একটা পয়সা কাউকে ছাড়ি নি। সে কেবল ওই জন্যে। জমি করেছি, বৈষ্ণব হয়ে ধনে পুতেছি, চাষ খেটেছি। আমি ছাড়তে পারব না।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা তাই বলব আমি। (চ'লে যেতে যেতে ফিরল) ভামিনীকে আমি বলেছিলাম—ভাজবউ, আমাকে পাঠিয়ো না, আমাকে পাঠিয়ো না, সে চণ্ডাল, পিশাচ।

গোবিন্দ। হাঁ তা বলতে পার। মনের রাগ ব'লে ক'য়ে ঝেড়ে ফেললেই ভাল। বল, আরও দশটা কথা তুমি বল। চণ্ডাল-পিশাচ-দানব, চশমখোর, আর কি বলবে? দেখ, যাত্রার দলে রাণী সাজতে, অনেক কথা তুমি জান। বর্বর-টর্বর যা মুখে আসে বল। (ঠিক এই সময়েই হরি ঘোষ এবং আরও জনকয়েক লোক এসে উপস্থিত হল)

গোবিন্দ। এই যে ঘোষ মশায়! আসুন কাজ সুশেষ হয়েছে?

হরি। হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে—

গোবিন্দ। 'তবে' ব'লে হ্যাঁক রাখছেন যে গো!

হরি। অন্য কিছু নয়, মেয়েটিকে—মানে, কৃষ্ণদাসের পরিবারকে বার ক'রে দিলাম এই অপরাহ্ণ বেলায়। একটু কেমন লাগল দাসজী, ঘরে কুলুপ দিয়ে লাঠিয়াল জিম্বা ক'রে রেখে এসেছি। ব'লে এসেছি, যদি দাসের মত হয় তবে রাত্রিটার মত একখানা ঘর খুলে দিবি।

গোবিন্দ। আজ্ঞে না। দখলে খুত হবে। ওতে আমি নেই। ও আমি অনেক জানি। এই নিন আপনার টাকা। ট্যাকে নিয়ে ব'সে আছি আমি।

হরি। টাকা নিচ্ছি। কিন্তু তা হ'লে তাই ব'লে দোব যে, হবে না।

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ। অপরাহ্ণ কাল, সামনে রাত্রি, মেয়েটি সুন্দরী সত্য সবই ঘোষ মশায়। কিন্তু আমার টাকা আরও সত্যি। নিন এই আপনার পঞ্চাশ টাকা। আর এই পেনাম। জয়-জয়কার হোক আপনার। দরিদ্র বোষ্টমকে যে সাহায্য করলেন, চিরকাল স্মরণ থাকবে আমার।

ব্রাহ্মণ। আবার বলছি তুই চণ্ডাল-তুই চণ্ডাল-তুই চণ্ডাল! (সে দ্রুত পদে বের হয়ে গেল। প্রায় পাগলের মত।)

হরি। ও! ও সেই কেষ্টদাসের সঙ্গীটা বুঝি? কি নাম যেন?

গোবিন্দ। নটবর ড্যান্সিং মাষ্টার গো। বেজায় দরদ! একেবারে গলায় গলায়! (হা-হা ক'রে হেসে উঠল।)

হরি। (সবিস্ময়ে বললে) তোমার হ'ল কি দাস?

গোবিন্দ। কেন বলুন তো?

হরি। এমন ক'রে হাসছ?

গোবিন্দ। (একটু লজ্জিত হ'ল, বললে) ওই একটা হাসি আমার আছে। বুঝছেন না? জানেন তো সবই। একবার পাগল হয়েছিলাম তো! তার ওই ছিটটুকু আছে।

হরি। মাথায় একটু-আধটু ঠাণ্ডা তেল-টেল মেখো। ভাল নয় এমন হাসি। বুঝলে! (গোবিন্দ আবার হা—হা—ক'রে হেসে উঠল।)

হরি। আচ্ছা আমি চললাম দাস। তুমি হাস। বুঝেছ। চাবি রইল এই। সেখানে লাঠিয়াল আছে। ইচ্ছে হ'লে তুমি যেতে পার। না—ইচ্ছে হয় কাল সকালে গিয়ে যা হয় ব্যবস্থা ক'রো। আয়রে সব আয়।

[গোবিন্দ তখনও হাসছিল; সে হাসতেই লাগল; বাকি সকলে চ'লে গেল বাড়ি থেকে। গোবিন্দ অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অজয়ের দিকে তাকিয়ে অজয়ের ক্ষীণ স্রোতে তখন সন্ধ্যার লাল আলো ঝিকমিক করছে। ব'সে থাকতে থাকতে সে গান ধরলে—]

সাধের কলস গলায় বেঁধে, ডুব দিয়ে আর উঠব না;
যমুনায় কদমতলায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন আগুনের জ্বালায় পুড়ে খাক্ হয়ে আর ছুটব না।
নিধুবনে, মধুবনে, তমালতলায় ছুটব না।
ও সাধের কলস গলায় বেঁধে—ডুব দিয়ে আর উঠব না—

[হঠাৎ আঙিনায় নারিকেল গাছের আড়াল থেকে কেউ যেন ব'লে উঠল, "হরি বলে, আমাকে ভিক্ষে দাও গোঁসাই।"—গান থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ দাস।]

গোবিন্দ। কে?

নেপথ্যে। ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

গোবিন্দ। কি? (গোবিন্দ যেন এখনও ঠিক ধারণা করতে পারলে না)

নেপথ্য। কলসী—একটা কলসী!

গোবিন্দ। (এবার সপ্রতিভ হয়ে উঠল) কেষ্টদাসের বোষ্টমী?

[নারকেল গাছের আড়াল থেকে ২৯/৩০ বছরের একটি সুশ্রী তরুণী

আধ-ঘোমটা টেনে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না—তবু বোঝা গেল]

গোবিন্দ। (আবার বললে) কৃষ্ণ-ভা-মিনী! গরবিণী!

ভামিনী। না। আমি সতী।

গোবিন্দ। সতী? বল কি? সতী?

ভামিনী। হ্যাঁ, কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে কালো গোস্বামী, তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী।

গোবিন্দ। না না। তুমি কৃষ্ণদাসের ভামিনী, বড় ভাল নাম নিয়েছ। একেবারে প্রেমে ডগমগ? ত্রিলোক সংসারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী সুখী। কিন্তু কি ভিক্ষে চাইতে এসেছ বললে? কলসী? না?

ভামিনী। হ্যাঁ, কলসী।

গোবিন্দ। আমার গান শুনেছ বুঝি? "যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।"

ভামিনী। শুনেছি। শুনেই চাইলাম। নইলে—

গোবিন্দ। নইলে, কি চাইতে? বল তো শুনি? কি চাইতে এসেছিলে? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভামিনী। আমি তোমার কাছে—

গোবিন্দ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। সবুর কর। আগে—

ভামিনী। কি?

গোবিন্দ। সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন। আলো জ্বালা হয়নি। মনের ভুল দেখ দেখি!

ভামিনী। কি দরকার? "চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে নীল মানিকের আলো জ্বলে;
রাধার কুঞ্জ আঁধার সেথা রাধা ভাসে নয়ন জলে।"

—এ তো তোমারই গান। সেদিন এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়ে আমাদের আখড়ায় গিয়েছিলে, সেদিন এই গানটাই শুনিয়ে এসেছিলে। রাধার কান্না দেখে কি করবে? আলো থাক।

গোবিন্দ। তুমি কি আমাকে সেই দিনই দেখে চিনেছিলে? গোঁফ, দাড়ি চুল—

ভামিনী। তবু চিনেছিলাম। তোমার কপালের ওই দাগ দেখে চিনেছিলাম।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। ফুলশয্যার রাত্রে—

ভামিনী। হ্যাঁ। আমি ধরা দিতে চাই নি, তুমি জোর ক'রে টেনেছিলে, আমি হাত ছুঁড়ে ছিলাম, আমার হাতের বালায় তোমার কপালে, ডান ভুরুর উপরে লম্বা হয়ে কেটে গিয়েছিল।

গোবিন্দ। আমি কালো, কুৎসিত, আমার বয়েস বেশি ব'লে তুমি কেঁদেছিলে, তুমি রূপসী—

ভামিনী। হ্যাঁ, আমি রূপসী ছিলাম। রূপ আমার ছিল। আজও আছে। তুমি কুৎসিত কালো, তোমার নাকের ডগায় ওই আঁচিল। সেদিন চোদ্দ বছরের রূপসী মেয়ে সতী তোমাকে দেখে কেঁদেছিল; তোমাকে তার পছন্দ হয়নি। সেদিন ওই তোমার কপালের দাগ দেখেই তো শুধু চিনি নি, ওই আঁচিলটা দেখেও চিনেছিলাম।

গোবিন্দ। ওঃ; সাক্ষাৎ সতী! ষোল বছরেও আমার মূর্তি তোমার হৃদয় পদে এতটুকু মলিন হয়নি!

ভামিনী। ছেলেবেলায় পট দেখিয়ে গান করতে আসত পটুয়ারা; তারা যমদূতের ছবি দেখাত, নরকের ছবি দেখাত, তাও হৃদয় পটে তেমনি আঁকা আছে গোঁসাই।

গোবিন্দ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। আলোটা জালি, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছি।

ভামিনী। আলো থাক গোঁসাই, আলো থাক।

গোবিন্দ। লজ্জা! (হা-হা ক'রে হেসে উঠল) সূর্য-চন্দ্র আকাশে আছে চিরকাল। যে দিন তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল, সে দিন তাদের সাক্ষী মেনেছিলাম। তারা আজও আছে। এখানে অন্য কেউ তোমার পরিচয় না জানুক, তারা তো জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় না তোমার?

ভামিনী। না। লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। গোঁসাই, যাত্রার আসরে অভিমন্যুকে দেখে মনে হ'ল, আমি জন্ম-জন্মান্তরের উত্তরা। পরদিন দেখা হ'ল ঘাটে; কুল ভাবলাম না, জাত ভাবলাম না, ঝাঁপ দিলাম। লজ্জা ঘেন্না সব ভাসিয়ে দিলাম অজয়ের জলে। অজয়ের ঘাটে কোনদিন আমি চান করি না। ভয়ে করি না গোঁসাই। যদি আবার সেগুলো অজয় ফিরে দেয়। লজ্জা আমার নাই।

গোবিন্দ। তবে?

ভামিনী। তোমারও লজ্জা নাই, কিন্তু মনে তোমার ঘা আছে, সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভেতরটা তোমার রক্তারক্তি হয়ে যাবে। আমি এখন আরও রূপসী হয়েছি গোঁসাই। সে দেখলে—

গোবিন্দ। দেখেছি। দেখেছি।

ভামিনী। সেও বারো বছর আগে। বারো বছরে রূপ আমার আরও

বেড়েছে। বয়স আমার যত বাড়ছে গোঁসাই, রূপ আমার তত ফুটছে, আমাকে দেখে যদি আয়নাতে তোমার চোখ পড়ে গোঁসাই, তবে তুমি আবার পাগল হয়ে যাবে।

গোবিন্দ। তাই যাব। তবু তোমাকে দেখব।

ভামিনী। ভাল। আল তবে আলো।

গোবিন্দ। (হাত ধরলে ভামিনীর) ঘরে এস।

ভামিনী। ঘরে ? কিন্তু আর তো আমি তোমার ঘরণী নই।

[গোবিন্দ কথার উত্তর দিল না, জোর ক'রেই যেন টানলে।]

ভামিনী। জোর ক'রে নিয়ে যাবে ঘরে ? চল। কিন্তু মানুষ পাখী নয় গোঁসাই, খাঁচায় পাখী পুষলে, পাখী শেখানো বুলি ব'লে শিষ দেয়। মানুষ দেয় না। মানুষকে বাঁধাও যায় না। (কথা বলতে বলতেই সে গোবিন্দদাসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল ও একটি আলো জেলে আনল।)

গোবিন্দ। তা জানি। তোমাকে আমি হাজার টাকা পণ দিয়ে কিনে বিয়ে করেছিলাম। এক দুই তিন ক'রে গুণে—

[বলতে বলতে সে আলোটা তুলে ধরলে। এবং আলোর ছটা ভামিনীর মুখের উপব পড়তেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এমন রূপ শ্রী এই ভ্রষ্টা দুঃখিনী মেয়েটির ! স্তব্ধ হয়ে সে দেখতে লাগল।]

ভামিনী। কি গোঁসাই কি হল ?

গোবিন্দ। (চোখ তার ঝকমক ক'রে উঠল) আমাদের কুল ছিল না; কন্যাপণ দিতে হ'ত। (সে আলোটা নামালে।)

ভামিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক দুই তিন চার পাঁচ ক'রে বিয়ের আসরে তুমি আমার বাবাকে এক হাজার টাকা পণ দিয়েছিলে, সে আমার মনে আছে; বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল চোদ্দ বছর; শিশু ছিলাম না, মনে আছে সে কথা।

গোবিন্দ। (দরজার কাছে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে) সেই এক হাজার টাকার আজ শোধ নেব।

[ভামিনীর ঠোঁটে বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটে উঠল। সে উত্তর দিলে না।]

গোবিন্দ। বাল্যাবধি আমি কুৎসিত—মনে মনে তার দুঃখ, কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের অন্ধকারের দুঃখের মত গভীর ছিল আমার। দরিদ্র শুক্র-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান, বিয়ের সঙ্কল্প আমার ছিল না। এক সান্ত্বনা

ছিল—সম্পদ ছিল—কণ্ঠস্বর, গুণী ওস্তাদ গলা শুনে ছেলে বয়সেই আমাকে টেনেছিলেন, গান শিখিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন—বাবা, ব্রহ্মচর্য যদি রাখতে পার তবে ভগবান মিলবে। বয়স হ'ল, নাম হ'ল, খ্যাতি হ'ল, পয়সার মুখ দেখলাম। বিয়ে করি নি, মেয়েদের মুখের দিকে চাইনি। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর, তেত্রিশ বছর কাটল, চৌত্রিশ বছর বয়সে তোমাকে দেখলাম। শিবরাত্রিতে বক্রেশ্বর মহাদেবকে গান শোনাতে গিয়েছিলাম। রাত্রে দেখলাম, চুল এলো করে লালপেড়ে শাড়ি পরণে, কপালে সিঁদুরের টিপ, কুমারী মেয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে, শিবের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে পুজো করছে। মনে হ'ল, সাক্ষাৎ গৌরী উমা। পরদিন আবার দেখলাম দিনের আলোতে। আমি গুরুর উপদেশ ভুললাম, ভগবান পাওয়ার সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিলাম। তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হলাম। তোমার বাবার কাছে লোক পাঠালাম। পাঁচশো, সাতশো, আটশো হাজার—। একদিন যা বললে তোমার বাবা, পরের দিন বললে, না, ওতে হবে না আরও চাই। তাই—তাই দোব। হাজার টাকা—তাই দিতে চাইলাম। শুধু তাই নয়, আমার পুরানো ভাঙ্গা ঘর, নতুন ক'রে সাজালাম। টিন দিলাম, মেঝে বাঁধলাম, দেওয়ালে কলি দিলাম, উঠানে তোমার পায়ে ধুলো-কাদা লাগবে ব লে উঠান বাঁধালাম। তারপর তোমাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনলাম।

ভামিনী। গোঁসাই, এক কথা বিশবার শুনতে ভাল লাগেনা। ওসব আমি জানি, তাছাড়া ওকথা আজ নিয়ে তোমার তিনবার বলা হ'ল; ফুলশয্যার রাত্রে—তুমি কুৎসিৎ, তুমি কালো, তোমার নাকে আঁচিল ব'লে আমি কেঁদেছিলাম। আমার রূপ দেখে তুমি ভগবান ভুলেছিলে; তোমার দেহে রূপ ছিল না ব'লে আমি যদি কেঁদে ভগবানকে ডেকে থাকি, ব'লে থাকি—আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে, তবে সেটা কি আমার খুব অপরাধ হয়েছিল ?

গোবিন্দ। না, তোমার অপরাধ হয় নি ; অপরাধ হয়েছিল আমার।

ভামিনী। হয়েছিল। হাজার বার। হয়নি ; লোকে বলত, আমি রাজরাণী হব, রাজপুত্র এসে আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। তার বদলে তুমি এলে। অপরাধ হয় নি ?

গোবিন্দ। নিশ্চয়। কিন্তু তোমার বাবা টাকা নিয়ে—

ভামিনী। টাকা! টাকা! টাকা! বাবা টাকা নিয়েছিল, বাবার মুণ্ডে

কালি লেপে দিয়ে চ'লে এসেছি। গোঁসাই, ফুলশয্যার রাত্রে কেঁদেছিলাম; কিন্তু পরে হয়তো বুঝতাম, অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম, তোমার এমন গান—ওই গান শুনেও তোমাকে ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে এই কথা, যে কথাটা আজ নিয়ে তিনবার বলা হল। বলেছিলে, হাজার টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ তুমি। আমার দাম হাজার টাকা গোঁসাই? আমি হাজার টাকায় বিক্রী হই?

গোবিন্দ। ভুল হয়েছিল। তোমার দাম একটা কানাকড়ি।

ভামিনী। না। রূপ। যা দেখে তুমি ভগবানকে কানাকড়ির মত ফেলে দিয়েছ, যার জন্যে চার বছর পাগল হয়ে ঘুরেছ, যার সন্ধান পেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত দিয়ে বোষ্টম হয়ে আখড়া বেঁধে একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে—কেষ্টদাসের আখড়া কিনেছ, বিগ্রহ কিনেছ, সেই রূপ। আমার দাম নাই। টাকায় হয় না। তাই ওই রূপের পায়ে আমার রূপ বিলিয়ে দিয়েছি! আমি পেয়েছি, তুমি পাওনি। পেলে না!

গোবিন্দ। বলছ কি? পেলাম না? না? (উচ্চহাসি হেসে উঠল)

ভামিনী। হাসছ গোঁসাই? হাস। হাসি তোমার মিথ্যে।

গোবিন্দ। মিথ্যে? (হাসি তার থেমে গেল) না, মিথ্যে নয়। এবার পেয়েছি। আজ পাব।

ভামিনী! ভাল কি দেবে আমাকে?

গোবিন্দ। কি দেব? এত দিয়েছি—

ভামিনী। কি দিয়েছ? বল?

গোবিন্দ। আবার তুমিই সেই টাকার কথা তুলছ। আমি টাকা ছাড়া কিছু বুঝি না। আমি দিয়েছি টাকা, এক হাজার টাকা—

ভামিনী। সে দিয়েছ আমার বাবাকে। বারোশো চোদ্দশো টাকা খরচ করেছ বিগ্রহ আখড়া উপলক্ষে, সে আমি জানি, লক্ষ্য আমি। কিন্তু সে টাকাও পেয়েছে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। আমি কি পেয়েছি? কি দেবে আমাকে বল?

গোবিন্দ। সব—সব। আমার যা আছে সব!

ভামিনী। না। ও চাইতে আমি আসিনি। আমি যা চাইব তা দেবে বল?

গোবিন্দ। বল কি নেবে?

ভামিনী। চাইতে এসেছিলাম বিগ্রহ। এসে আখড়ার পিছন দিক দিয়ে আখড়ায় ঢুকছি, শুনলাম তুমি গাইছ "সাধের কলস গলায় বেঁধে যমুনায় ডুব

দিয়ে আর উঠব না"। শুনে তোমাকে এসে চেয়েছি কলসী। জুটোর যা হয় দিয়ো। বিগ্রহ যদি পাই তবে তোমার সঙ্গে বাসর সেরে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দেব নিজেকে। নাহ'লে ওই কলসীটা নিয়ে নামব গিয়ে অজয়ের দহে।

গোবিন্দ। শোন সতী। আমি তোমার জন্ম তপস্যা করেছি।

[ভামিনী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।]

গোবিন্দ। হেসো না সতী, হেসো না। শোন।

ভামিনী। ভাল, আর হাসব না, বল।

গোবিন্দ। আজ আমিও বৈষ্ণব, তুমিও বৈষ্ণব, গৃহস্থ নই, আখড়াধারী। আমাদের প্রথা যখন আছে, তখন তুমি ফিরে এস। কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে আমার ঘরে এস। এঘর—এ আয়োজন সব তোমার জন্যে। সতী!

ভামিনী। না।

গোবিন্দ। সতী!

ভামিনী। না—না। তাছাড়া আমি আমি আর সতী নই, আমি ভামিনী —কৃষ্ণভামিনী।

গোবিন্দ। তবে তুমি বিগ্রহ পাবে না ভামিনী। কলসীই তোমাকে নিতে হবে।

ভামিনী। তাই দিয়ো। তা হ'লে বাসর পাত। আলো··· (আলোটার শিখা এতক্ষণ বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না এবার উজ্জ্বল ক'রে দিল।)

ভামিনী। গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। চাদরখানি খুলে ফেলল সে। গোবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে। শপথ ভাঙতে পাবে না। কলসী আমাকে দিতে হবে।

[গোবিন্দ ভামিনীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণ অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে উত্তেজনাবশে মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলছে। এবার উজ্জ্বল আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখে চমকে উঠল। চাপা গলায় ব'লে উঠল, ভামিনী!]

ভামিনী। কি? কি হ'ল?

গোবিন্দ। তুমি মা হবে? তোমার কোলে—

ভামিনী। হ্যাঁ। আমার কোলে চাঁদ আসবে।

গোবিন্দ। ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস। এতকাল পরে পথের ভিক্ষুক হয়ে—

ভামিনী। না—না—না। সে দুর্ভাগা তুমি। কালো গোঁসাই তুমি।

গোবিন্দ। ভামিনী! বাহবা!

ভামিনী। বাহবা নয় গোঁসাই, বাহবা নয়। সাক্ষী আছে আহ্লাদী।

গোবিন্দ। (চমকে) আহ্লাদী?

ভামিনী। হ্যাঁ। গোঁসাই, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু ঠকাইনি। বিয়ের প্রথম দিন থেকে তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ঠকিয়েছ নিজে নিজেকে। গোঁসাই টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ ভেবে তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছিলে। গোঁসাই, তারপর এখানে এসে জাত দিয়ে টাকা জমিয়ে ভেবেছিলে, আমার তপস্যা করছ। অন্তত তাই তুমি বললে, সত্যি হ'লে নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ। তুমি আক্রোশ মেটাবার জন্য তপস্যা করেছিলে। আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে সুখ পাবে। সম্ভব হ'লে এইভাবে আমাকে ধুলোয় ফেলে লাথি মেরে সুখ পাবে। গোঁসাই, তুমি আহ্লাদীর নেশায় পড়েছিলে মনে পড়ছে? বেশি দিন আগে তো নয়, এই মাস সাতেক আগে। বল। লজ্জা তোমার নাই। আর আমার কাছেই বা লজ্জা কি তোমার!

গোবিন্দ। হ্যাঁ। কেনই বা লজ্জা করব? হ্যাঁ, আহ্লাদীকে আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাকে—

ভামিনী। তুমি তাকে বলেছিলে, প্রতি বাসরে দশ টাকা ক'রে দেবে।

গোবিন্দ। বলেছিলাম।

ভামিনী। কিন্তু আহ্লাদী যে আহ্লাদী, সেও তোমার এই কুৎসিত রূপ দেখে বলেছিল—না।

গোবিন্দ। মিছে কথা। টাকায় সব হয়। সে এসেছিল পাঁচ রাত্রি।

ভামিনী। হ্যাঁ, পাঁচ রাত্রি। আহ্লাদীর শয্যায় অন্ধকার ঘরে আলো না জ্বালার কড়ারে তুমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলে। আহ্লাদী তোমাকে বলেছিল, আলো জ্বালালে তোমার মুখ আমার চোখে পড়বে, আমি ঘেন্নায় ম'রে যাব। বল তুমি এই শর্ত হয়েছিল কি না?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, হয়েছিল।

ভামিনী। আহ্লাদী আমাকে একদিন বললে, কৃষ্ণদাসের তখন কঠিন অসুখ, আহ্লাদী তাকে দেখতে আসত। সেও তার রূপে মজেছিল। বললে, ওই নরকের প্রেতের মতন চেহারা, ওর কথা শোন দেখি দিদি? সে এই বলে। মরণ আমার! জলে ডুবে মরব আমি, তবু না। এইদিন এলে ওকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। তখন আমার ঘরে কঠিন অবস্থা। মানুষটা হাঁপানিতে যায় যায়। ওদিকে বিগ্রহের সেবা হয়না। কৃষ্ণদাস

আমাকে বললে, তুই যা। ওকে যদি হাতে করতে পারিস, সব রক্ষে হবে। কৃষ্ণদাসের অরুচি নাই, ঘেন্না নাই, সে সব পারে। আমার উপর তার নেশাও ছুটেছে। নেশা তার আহ্লাদীর ওপর। রাজী প্রথমটা হতে পারিনি। একদিন বিগ্রহের সেবা হ'ল খুদ রান্না ক'রে। প্রসাদ ক'টি কৃষ্ণদাস খেলে, আমি উপোস করে রইলাম। সন্ধ্যাবেলা বিগ্রহের পায়ে মাথা কুটে কাঁদলাম। তারপর মন বাঁধলাম। আহ্লাদীকে বললাম, লোকটাকে তুই 'হ্যাঁ' বল্। তোর বদলে ঘরে থাকব আমি। তোর তো নামের ভয় নাই! দেখ্, তা হ'লে লোকটা বাঁচে। আমিই শর্ত্ত বলে দিলাম। তুমি রাজী হ'লে। আহ্লাদী রইল কেষ্টদাসের শিয়রে, আমি ব'সে রইলাম আহ্লাদীর ঘরে, তারই শয্যায়। তুমি এলে। আংটিটা চিনতে পার? কার বন্ধকী আংটি তুমি দিয়েছিলে সোহাগ ক'রে? এই দেখ। (ভামিনী হাত বাড়িয়ে ধরলে)

গোবিন্দ। (সভয়ে পেছিয়ে গেল) স—তী!

ভামিনী। হ্যাঁ, আমি সতী। তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম; কিন্তু তবু তোমার পাপের ফল আমার গর্ভে। এর পর হয় ওই বিগ্রহ নয় কলসী ছাড়া আমার আশ্রয় আর কি বলতে পার? তবে বিশ্বাস কর, ওই বিগ্রহকে স্মরণ ক'রেই প্রতি রাত্রির অভিসারে যাত্রা করেছি। প্রণাম করে গিয়েছি। কৃষ্ণদাসের সন্তান ষোল বৎসর হয়নি। এ আমার পঞ্চতপাব ফল, এ তোমার সন্তান। প্রভুর দান।

গোবিন্দ। আমাকে তুমি মাজনা কর সতী, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ভামিনী। মার্জনা! (হাসলে) আমার কাছে নয়। যার কাছে অপরাধ তার কাছে চাও। কিন্তু আমি আর পারছি না গোঁসাই। আমি আর পারছি না। (সে হঠাৎ ঝড়ে ভাঙা গাছের মত ঘরের শয্যার উপর ভেঙেই পড়ল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোবিন্দ তার মাথার কাছে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।)

গোবিন্দ। তুমি আজ সারা দিন কিছু খাওনি, না? (ভামিনী উত্তর দিল না)

গোবিন্দ। খাওয়া হবে কি ক'রে? আজ আহারের পূর্বেই আমার লোকেরা গিয়ে ঘর দখল করেছে। কিছু খাও সতী।

ভামিনী। (মাথা নাড়লে) না—না।

গোবিন্দ। না, আমার হাতে তোমাকে খেতে হবে না। একদিন উপবাসে মানুষ মরে না। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।

[গোবিন্দ মাথায় হাত বুলোতে লাগল, ভামিনী শান্ত নিথর হয়ে এল।]
গোবিন্দ। সতী! সতী! (উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল) সতী! (মাথা ধরে নাড়া দিল)-সতী। একি। তবে কি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল! (একবার মাথায় হাত দিল, উঠে-গিয়ে জলের ঘটি নিয়ে মাথায় জল দিতে যেয়ে থমকে দাঁড়াল-কি ভাবতে ভাবতে জলো হাত মাথায় দিলো আরো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল—চোখ মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর]
ভালই হল অদ্ভুত হাসি দিয়ে গুণ গুণ করে গান ধরলে-)

(হঠাৎ) গোলকধাঁধার বাইরে এলাম এলাম কোন পারে
এ-পার ওপার নাই পারাপার গভীর অন্ধকারে
ও বৃন্দে সখী, বলে দে দিশে
কৃষ্ণ আমার কালী হ'ল (আমি) পূজিব কিসে?
চন্দন সিন্দুর হ'ল শ্মশান বাসর ধারে · এলাম কোন পারে!

[গান থামলেও সুর থামল না, সতীর কাছে আরও একবার এগিয়ে গেল, নীচু হয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল আবার গানের শেষ পংক্তি আরম্ভ করলে এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সকাল হয়ে এল। পাখীর ডাকে চকিত হয়ে জেগে উঠল ভামিনী। চাদরখানা গায়ে টেনে নিলে]
ভামিনী। গোঁসাই! গোঁসাই! গোঁসাই! আমি চললাম গোঁসাই (ভামিনী বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কোলাহল করতে করতে একটি জনতা এগিয়ে এল। সামনেই হরিচরণ ঘোষ। ভামিনী পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল)
হরি। দাঁড়াও। গোবিন্দ দাসের খবর শুনেছ?
ভামিনী। (বিস্মিত ও আতঙ্কিত ভাবে) কেন গোঁসাই তো ঘরেই।
হরি। না, ঘরে সে নেই।
ভামিনী। ঘরে নেই! গোঁসাই—গোঁসাই! (আর্তস্বরে ডাকতে ডাকতে ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এল। হতবিহ্বল হ'য়ে পড়ল যেন) না—গোঁসাই ঘরে নেই।
হরি। ঘরে আর সে কোন দিনই ফিরবে না, ভামিনী। গোবিন্দ দাস তোমাকেই এই সব দিয়ে গিয়েছে। বিগ্রহের সেবায়েত করে দিয়েছে। তোমার পর তোমার ছেলে হবে সেবায়েত। পাগল, কাল তখন অনেক রাত্রি। আমাকে ডেকে তুলে এই সব ব্যবস্থা ক'রে—
ভামিনী। (রাঙা হয়ে উঠল) কিন্তু কোথায় গেল সে? সে কই? গিয়েছে বলছেন, কোথায় গেল?
হরি। আমাকে বললে, বৃন্দাবন যাবে। বললে, এ ভোলে আর নয় ঘোষ মশায়, ভোল পাল্টে ফিরব। তারপর সকালে দেখি, কলঙ্কিনীর দেহে তার দেহটা ভাসছে। ওই নিয়ে আসছে।
ভামিনী। গোঁ-সা-ই-(একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল)।